

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

তিরমিযী শব্দার্থ

পঞ্চম খণ্ড

ইমাম আবু ইসা আত তিরমিযী র



বাংলা হাদিস

তিরমিযী শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

সংকলক

ইমাম আবু ইসা মুহাম্মদ ইব্ন ইসা আত-তিরমিযী (র)

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বাংলা হাদিস

তিরমিযী শরীফ (পঞ্চম খণ্ড)

সংকলক : ইমাম আবু ইসা মুহাম্মদ ইবন ইসা আত-তিরমিযী (র)

অনুবাদ : মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

গ্রন্থস্বত্ব : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৬২

ইফাবা প্রকাশনা : ১৯৬৪/১

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯০.১২৪৪

ISBN : 984—06—0531-3

প্রথম প্রকাশ

জুন ১৯৯৩

দ্বিতীয় সংস্করণ

মার্চ ২০০৭

ফাল্গুন ১৪১৩

সফর ১৪২৮

মহাপরিচালক

মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ

কাজী শামসুল আহসান

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২৪০.০০ (দুই শত চল্লিশ) টাকা মাত্র

TIRMIDHI SHARIF (5th Volume) : Arabic Compilation by Imam Abu Esha Muhammad Ibn Esha Al-Tirmidhi (Rh), translated by Moulana Farid Uddin Masuod, edited by the Sihah Sittah Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone : 8128068 March 2007

Website : www.islamicfoundation-bd.org

E-Mail : Info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 240.00 ; US Dollar : 14.00

Web: <http://www.hadithbd.com>

সূচীপত্র

শিরোনাম

অধ্যায় : জান্নাতের বিবরণ — ২১

জান্নাতের গাছের বিবরণ — ২৩

জান্নাতের বিবরণ ও এর নিয়ামতসমূহ — ২৪

জান্নাতের বালাখানার বিবরণ — ২৫

জান্নাতের স্তরের বিবরণ — ২৭

জান্নাতবাসীদের স্ত্রীগণের বিবরণ — ২৮

জান্নাতবাসীগণের সঙ্গমের বিবরণ — ৩০

জান্নাতবাসীদের গুণাবলী — ৩০

জান্নাতীদের পোষাক-পরিচ্ছদ — ৩২

জান্নাতের ফল — ৩৩

জান্নাতের পাখি — ৩৩

জান্নাতের ঘোড়ার বর্ণনা — ৩৪

জান্নাতীদের বয়স — ৩৫

জান্নাতীদের কাতার — ৩৬

জান্নাতের দরজাসমূহের বিবরণ — ৩৭

জান্নাতের বাজার — ৩৭

আল্লাহপাকের দীদার — ৪০

এই বিষয়ে আর একটি অনুচ্ছেদ — ৪১

অনুচ্ছেদ — ৪৩

বালাখানাসমূহে জান্নাতীদের পরস্পর অবলোকন — ৪৪

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের (স্ব স্ব স্থানে) চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান — ৪৪

জান্নাতকে কষ্টকর বিষয় দ্বারা বেষ্টন করা হয়েছে আর জাহান্নামকে বেষ্টন করা হয়েছে প্রবৃতি দ্বারা — ৪৭

জান্নাত ও জাহান্নামের বিতর্ক — ৪৯

সর্বনিম্ন জান্নাতীর মর্যাদা — ৪৯

আয়তলোচনা হুরদের আলাপ-আলোচনা — ৫১

[চার]

অনুচ্ছেদ — ৫১

অনুচ্ছেদ — ৫৩

জান্নাতের নহরসমূহ — ৫৪

অধ্যায় : জাহান্নামের বিবরণ — ৫৭

জাহান্নামের বিবরণ — ৫৯

জাহান্নাম-গহ্বর — ৬০

জাহান্নামীদের শরীরের বিরাটত্ব — ৬১

জাহান্নামীদের পানীয় — ৬২

জাহান্নামীদের খাদ্য — ৬৫

তোমাদের এই দুনিয়ার আগুন হল জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ — ৬৮

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ — ৬৯

জাহান্নামাগ্নির দু'টো শ্বাস ও তাওহীদ বিশ্বাসীদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা প্রসঙ্গে — ৬৯

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ — ৭১

অধিকাংশ জাহান্নামবাসী হল মহিলা — ৭৫

অনুচ্ছেদ — ৭৬

অনুচ্ছেদ — ৭৬

অধ্যায় : ঈমান — ৭৭

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত আমি লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি — ৭৯

আমি লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ — এ কথা স্বীকার করে এবং সালাত কায়েম করে — ৮১

ইসলাম পাঁচটি বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত — ৮১

জিব্রীল (আ.) কর্তৃক নবী ﷺ-কে ঈমান ও ইসলামের পরিচয় প্রদান — ৮২

ঈমানের সঙ্গে ফরয কাজসমূহকে সম্পর্কিত করা — ৮৫

ঈমানের পরিপূর্ণতা এবং এর ত্রাস-বৃদ্ধি — ৮৬

লজ্জা হল ঈমানের অঙ্গ — ৮৮

সালাতের মর্যাদা — ৮৯

সালাত পরিত্যাগ করা — ৯১

অনুচ্ছেদ — ৯৩

ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মু'মিন থাকে না — ৯৩

[পাঁচ]

- প্রকৃত মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ — ৯৫
শুরুতে ইসলাম ছিল অপরিচিত, অচিরেই তা পুনরায় অপরিচিতের মত হয়ে যাবে — ৯৬
মুনাফিকের আলামত — ৯৭
মুসলমানকে গালিগালাজ করা গুনাহ — ৯৯
কেউ যদি তার মুসলিম ভাইকে কুফরের অপবাদ দেয় — ১০০
আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই — এ কথার সাক্ষ্য দিয়ে যে ব্যক্তি মারা যায় — ১০১
এই উম্মতের অনৈক্য — ১০৪

অধ্যায় : ইল্ম — ১০৭

- আল্লাহ্ যখন কোন বান্দার কল্যাণ ইচ্ছা করেন তখন তাকে দীনের প্রজ্ঞা দান করেন — ১০৯
ইল্ম অন্বেষার ফযীলত — ১০৯
ইল্ম গোপন করা — ১১০
ইল্ম অন্বেষণকারী সম্পর্কে বিশেষ ওসিয়াত চাওয়া — ১১১
ইল্মের প্রস্থান — ১১২
যে ব্যক্তি ইল্মের বিনিময়ে দুনিয়া তালাশ করে — ১১৩
শ্রুত ইল্ম প্রচারে উৎসাহ দান — ১১৪
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার ভয়াবহতা — ১১৬
মিথ্যা মনে করার পরও যদি কেউ হাদীছ রিওয়ায়ত করে — ১১৭
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীছ সম্পর্কে যা বলা নিষেধ — ১১৮
ইল্ম লিপিবদ্ধ করা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে — ১১৯
ইল্ম লিপিবদ্ধ করার অনুমতি প্রসঙ্গে — ১২০
বানু ইসরাঈলদের থেকে কোন কিছু বর্ণনা করা — ১২১
ভার কাজের পথ প্রদর্শনকারী তা সম্পাদনকারীর মত — ১২২
হিদায়াত বা গুমরাহীর দিকে আহ্বানকারীর আহ্বান অনুসৃত হলে — ১২৪
সুন্নাত দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করা এবং বিদআত থেকে দূরে থাকা — ১২৫
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে বিষয়সমূহ নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকা — ১২৮
মদীনার আলিম সম্পর্কে — ১২৮
ইবাদতের উপর ফিক্হের (দীনী ইল্মের) ফযীলত — ১২৯

[ছয়]

অধ্যায় : অনুমতি প্রার্থনা — ১৩৫

সালামের প্রসার প্রসঙ্গে — ১৩৭

সালামের ফযীলত — ১৩৮

অনুমতির প্রার্থনা তিনবার — ১৩৮

সালামের জবাব — ১৪০

সালাম পৌছানো প্রসঙ্গে — ১৪১

প্রথম যে সালাম করে তার ফযীলত — ১৪১

সালামের ব্যাপারে হাত দিয়ে ইশারা করা পছন্দনীয় নয় — ১৪২

শিশুদেরকে সালাম করা — ১৪২

মেয়েদের সালাম দেওয়া — ১৪৩

নিজ গৃহে প্রবেশকালে সালাম দেওয়া — ১৪৪

কথাবার্তার আগে সালাম — ১৪৪

অমুসলীমদের সালাম দেওয়া নিষিদ্ধ — ১৪৫

যে মজলিসে মুসলিম ও অমুসলিম আছে, সেখানে সালাম দেওয়া — ১৪৬

আরোহী ব্যক্তি পথচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে — ১৪৬

উঠা-বসার সময় সালাম করা — ১৪৭

ঘরের সম্মুখ থেকে অনুমতি চাওয়া — ১৪৮

বিনানুমতিতে কারো ঘরে উঁকি দেওয়া — ১৪৯

অনুমতি প্রার্থনার পূর্বেই সালাম করা — ১৪৯

* সফর থেকে ফিরে রাতে পরিবারের কাছে অকস্মাৎ প্রবেশ করা নিষিদ্ধ — ১৫০

(কালী চোষার উদ্দেশ্যে) লেখার উপর মাটি ছিটানো — ১৫১

অনুচ্ছেদ — ১৫১

সুরইয়ানী ভাষা শিক্ষা — ১৫২

মুশরিকদের সাথে চিঠিপত্রের আদান প্রদান — ১৫৩

মুশরিকদের কাছে পত্র লেখার পদ্ধতি — ১৫৩

চিঠির উপর মোহর লাগান — ১৫৪

সালাম পদ্ধতি — ১৫৪

প্রশ্রাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া মাকরুহ — ১৫৫

প্রথমেই 'আলায়কাস সালাম' বলা মাকরুহ — ১৫৫

অনুচ্ছেদ — ১৫৭

পথ-পাশে উপবেশনকারীর দায়িত্ব — ১৫৮

[সাত]

মুসাফাহা — ১৫৮

মুআনাকা ও চুম্বন — ১৬১

হাতে ও পায়ে চুমু দেওয়া প্রসঙ্গে — ১৬১

মারহাবা প্রসঙ্গে — ১৬৩

অধ্যায় : কিতাবুল আদব — ১৬৫

হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া — ১৬৭

হাঁচি দিলে হাঁচিদাতা কী বলবে? — ১৬৮

কিভাবে হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া উচিত? — ১৬৯

হাঁচিদাতা কর্তৃক আলহামদু বলার পর এর উত্তর দেওয়া ওয়াজিব — ১৭১

কতবার হাঁচিদাতার জওয়াব দেওয়া হবে? — ১৭১

হাঁচি আসার সময় আওয়াজ নিম্ন করা এবং মুখ ঢাকা — ১৭২

আল্লাহ্ তা'আলা হাঁচি পছন্দ করেন আর হাফিকা (হাই তোলা) না পছন্দ করেন — ১৭২

সালাতে হাই আসে শয়তানের পক্ষে থেকে — ১৭৪

কাউকে তার আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসা — ১৭৪

কেউ (কোন প্রয়োজনে) তার আসন থেকে উঠে গিয়ে পরে ফিরে এলে সে-ই হবে সে আসনের অধিক হকদার — ১৭৫

বিনানুমতিতে দুই ব্যক্তির মাঝখানে বসা মাকরুহ — ১৭৬

গোলবৈঠকের মাঝখানে বসা নিষিদ্ধ — ১৭৬

একজনের জন্য আরেকজনের দাঁড়ানো নিষেধ — ১৭৭

নখ কাটা সম্পর্কে — ১৭৮

নখ কাটা ও মোচ কাটার জন্য মেয়াদ নির্ধারণ প্রসঙ্গে — ১৭৯

মোচ ছাটা — ১৭৯

দাঁড়ির (অসমান) অংশ ছাটা — ১৮০

দাঁড়ি লম্বা করা — ১৮১

চিত হয়ে শুয়ে এক পায়ের উপর আরেক পা রাখা — ১৮২

ঐ অবস্থায় শোয়া মাকরুহ হওয়া — ১৮২

উপুড় হয়ে শয়ন করা মাকরুহ — ১৮৩

সতর-এর হিফাজত করা — ১৮৩

টেক লাগিয়ে বসা — ১৮৪

অনুচ্ছেদ — ১৮৫



[আট]

নরম পশমী চাদর ব্যবহারের অনুমতি — ১৮৬

একই পশুর উপর তিনজন আরোহণ করা — ১৮৬

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়া — ১৮৭

পুরুষদের থেকে মেয়েদের পর্দা করা — ১৮৮

স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে তার মহিলার কাছে যাওয়া নিষেধ — ১৮৮

মহিলাদের ফিতনা সম্পর্কে সতর্কীকরণ — ১৮৯

কৃত্রিম কেশ গুচ্ছ ব্যবহার নিষেধ — ১৯০

কৃত্রিম কেশ তৈয়ারকারিণী, কৃত্রিম কেশ ব্যবহারকারিণী, উল্কি অংকনকারিণী এবং যে মহিলা উল্কি অংকন করায় — ১৯০

পুরুষের অনুকরণকারিণী মহিলা — ১৯১

আতর লাগিয়ে মেয়েদের বাইরে যাওয়া নিষেধ — ১৯২

পুরুষ ও মহিলাদের প্রসাধনী — ১৯২

সুগন্ধ দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করা অপছন্দনীয় — ১৯৩

কোন পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বা মহিলার সঙ্গে মহিলার বস্ত্রহীন অবস্থায় মিলিত হওয়া নিষেধ — ১৯৪

সতর রক্ষা করা — ১৯৫

উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত — ১৯৬

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা — ১৯৭

যৌন-মিলন কালে শরীর আচ্ছাদিত রাখা — ১৯৮

হাম্মামখানায় প্রবেশ করা — ১৯৮

যে ঘরে ছবি বা কুকুর আছে সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করেন না — ২০০

পুরুষদের কুসুম রঙের কাপড় পরিধান করা নিষেধ — ২০১

সাদা কাপড় পরিধান করা — ২০৩

পুরুষদের জন্য লাল কাপড় পরিধানের অনুমতি — ২০৩

সবুজ বস্ত্র পরিধান করা — ২০৪

কাল কাপড় পরিধান — ২০৫

হলদে রঙের পোষাক পরিধান করা — ২০৫

যাফরান রঙে রঞ্জন এবং যাফরান ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত প্রসাধনীর ব্যবহার পুরুষদের জন্য নিষেধ — ২০৬

রেশম ও দীবাজ-এর কাপড় ব্যবহার নিষেধ — ২০৭

অনুচ্ছেদ — ২০৮

আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর তাঁর নিয়ামতের আলামত দেখতে ভালবাসেন — ২০৮

কাল বর্ণের চামড়ার মোজা — ২০৯

[নয়]

পাকা চুল উপড়ানো নিষেধ — ২০৯

পরামর্শদাতা হল আমানতদার — ২০৯

অশুভ লক্ষণ প্রসঙ্গ — ২১০

(তিনজনের) তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দুইজনে গোপন আলাপ করবে না — ২১২

ওয়াদা — ২১২

আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান বলা — ২১৪

‘হে বৎস’! বলে সম্বোধন করা — ২১৫

সন্তানের নাম রাখতে বিলম্ব না করা — ২১৫

পছন্দনীয় নাম — ২১৬

অপছন্দনীয় নাম — ২১৬

নাম পরিবর্তন করা — ২১৮

নবী ﷺ-এর নাম — ২১৯

নবী ﷺ-এর নাম ও উপনাম একসঙ্গে রাখা মাকরুহ — ২১৯

কিছু কবিতায় হিকমত রয়েছে — ২২১

কবিতা আবৃত্তি — ২২১

“তোমাদের কারো পেট কবিতা দিয়ে ভরা অপেক্ষা বমি দ্বাড়া পরিপূর্ণ থাকা অনেক ভাল” — ২২৪

ভাষার অলংকরণ ও বিবৃতি — ২২৫

অনুচ্ছেদ — ২২৭

অনুচ্ছেদ — ২২৭

অধ্যায় : উপমা — ২২৯

বান্দাদের জন্য আল্লাহ তা‘আলা প্রদত্ত উদাহরণ — ২৩১

নবী ﷺ এবং অপরাপর আশ্বিয়া-ই-কিরামের উদাহরণ — ২৩৫

সালাত, সিয়াম ও যাকাতের উদাহরণ — ২৩৫

কুরআন তিলাওয়াতকারী মুমিন এবং যে কুরআন তিলাওয়াত করে না তার দৃষ্টান্ত — ২৩৮

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্ত — ২৩৯

অনুচ্ছেদ — ২৪০

আদম-সন্তান এবং তাদের আশা ও আয়ুর দৃষ্টান্ত — ২৪০

[দশ]

অধ্যায় : কুরআনের ফযীলত — ২৪৩

সূরা ফাতিহার ফযীলত — ২৪৬

সূরা বাকারাহ এবং আয়াতুল কুরসীর ফযীলত — ২৪৬

সূরা বাকারাহর শেষাংশের ফযীলত — ২৫০

সূরা আল ইমরান-এর ফযীলত — ২৫১

সূরা আল-কাহফ-এর ফযীলত — ২৫২

সূরা ইয়াসীন-এর ফযীলত — ২৫৩

হা-মীম আদু দুখান-এর ফযীলত — ২৫৪

সূরা আল-মুলক-এর ফযীলত — ২৫৫

ইযা যুলযিলাত — ২৫৬

সূরা ইখলাস — ২৫৮

মু'আযাওওয়াযাতায়ন (সূরা ফালাক ও নাস) — ২৬২

কুরআন তিলাওয়াতকারীর ফযীলত — ২৬২

কুরআনের ফযীলত — ২৬৩

কুরআন শিক্ষা দান প্রসঙ্গে — ২৬৫

যে কুরআনের একটি হরফ পড়বে তার সওয়াব কি হবে? — ২৬৭

নবী ﷺ -এর কিরা'আত কেমন ছিল? — ২৭৪

অধ্যায় : কিরাআত — ২৭৭

সূরা ফাতিহা — ২৭৯

সূরা হূদ — ২৮১

সূরা কাহফ — ২৮২

সূরা রুম — ২৮৩

সূরা কামার — ২৮৪

সূরা ওয়াকি'আ — ২৮৪

সূরা লায়ল — ২৮৪

সূরা যারিয়াত — ২৮৫

সূরা হাজ্জ — ২৮৬

কুরআন নাযিল হয়েছে সাত হরফে — ২৮৭



[এগার]

অধ্যায় : কুরআন তাফসীর — ২৯৩

নিজের মত অনুসারে কুরআন তাফসীর করা — ২৯৫

সূরা ফাতিহা — ২৯৭

সূরা আল-বাকারা — ৩০১

সূরা আল-ই-ইমরান — ৩২৬

সূরা আন-নিসা — ৩৪০

সূরা আল-মাইদা — ৩৬১

সূরা আল আন' আম — ৩৭৬

সূরা আল-আ'রাফ — ৩৮১

সূরা আল-আনফাল — ৩৮৪

সূরা তাওবা — ৩৮৯

সূরা ইউনুস — ৪০৬

সূরা হূদ — ৪০৯

সূরা ইউসুফ — ৪১৫

সূরা রা'দ — ৪১৬

সূরা ইবরাহীম — ৪১৭

সূরা আল-হিজর — ৪১৯

সূরা নাহল — ৪২২

সূরা বনী ইসরাঈল — ৪২৩

সূরা কাহ্ফ — ৪৩৫

সূরা মারয়াম — ৪৪২

সূরা তাহা — ৪৪৭

সূরা আল-আশ্বিয়া — ৪৪৯

সূরা হাজ্জ — ৪৫১

সূরা মু'মিনুন — ৪৫৫

সূরা নূর — ৪৫৮

সূরা ফুরকান — ৪৬৮

সূরা শুআরা — ৪৬৯

সূরা নামল — ৪৭২

সূরা কাসাস — ৪৭২

সূরা আনকাবূত — ৪৭৩

[বার]

- সূরা রুম — ৪৭৪
সূরা লুকমান — ৪৭৭
সূরা সাজদা — ৪৭৮
সূরা আহযাব — ৪৮০
সূরা সাবা — ৪৯৬
সূরা আল-মালাইকা — ৪৯৯
সূরা ইয়াসীন — ৪৯৯
সূরা সাফফাত — ৫০০
সূরা সা'দ — ৫০২
সূরা যুমার — ৫০৮
সূরা আল-মু'মিন — ৫১৩
সূরা হামীম আস-সাজদা — ৫১৩
সূরা আশ্-শূরা — ৫১৬
সূরা যুখরুফ — ৫১৭
সূরা আদ-দুখান — ৫১৮
সূরা আহকাফ — ৫২০
সূরা মুহাম্মদ — ৫২৩
সূরা ফাতহ — ৫২৫
সূরা আল-হুজুরাত — ৫২৭
সূরা কাফ — ৫৩১
সূরা আয্-যারিয়াত — ৫৩১
সূরা আত্-তুর — ৫৩৩
সূরা আন্-নাজম — ৫৩৪
সূরা আল-কামার — ৫৩৯
সূরা আর-রাহমান — ৫৪২

মহাপরিচালকের কথা

‘হাদীস’ মানব জাতির বিশেষত মুসলিম উম্মাহর এক অমূল্য সম্পদ। ইসলামী শরীয়তের মৌলিক উৎস হিসেবে কুরআন মজীদে পরই মহানবী (সা)-এর হাদীসের স্থান। হাদীস যেমন কুরআন মজীদে নির্ভুল ব্যাখ্যা, অনুরূপভাবে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনচরিত, কর্মনীতি, আদর্শ, তাঁর কথা, কাজ, হিদায়াত ও উপদেশাবলীর বিস্তারিত বিবরণ। এক কথায় মানব জীবনে কুরআনের বিধান বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থার বিশ্লেষিত রূপই হচ্ছে মহানবী (সা)-এর পবিত্র হাদীস বা সুন্নাহ।

সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত ছয়টি হাদীসগ্রন্থের মধ্যে তিরমিযী শরীফ অন্যতম। তিরমিযী শরীফের সংকলক হযরত হাফিয আবু ‘ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ‘ঈসা ইব্ন সাওরা ইব্ন শাদাদ আত-তিরমিযী (র) কঠোর পরিশ্রম ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে জামি‘আত-তিরমিযী বা তিরমিযী শরীফে অন্তর্ভুক্ত হাদীসগুলো সংকলন করেন। এতে মোট ৩৮১২ খানা হাদীস সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা মাত্র ৮৩টি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (র) তিরমিযী শরীফ সম্পর্কে বলেন, “এই হাদীস গ্রন্থ সুসজ্জিত এবং এতে হাদীসগুলো অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত হয়েছে এবং পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা এতে খুবই কম।” তিরমিযী শরীফের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ফকীহ-গণের মতামত তুলে ধরা ছাড়াও বিভিন্ন মাযহাবের দলীল-প্রমাণসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে।

তিরমিযী শরীফের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হাদীসের প্রকারভেদ অর্থাৎ ‘সহীহ’, ‘হাসান’, ‘যঈফ’, ‘গরীব’, ‘মু‘আল্লাল’ প্রভৃতি যথাস্থানে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাবীদের (বর্ণনাকারী) নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য এবং হাদীস জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ শরীয়তের অন্যতম উৎস মহানবী (সা)-এর হাদীসগ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে সিহাহ্-সিত্তাহ্‌র সবগুলো হাদীসগ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই সুবিখ্যাত হাদীসগ্রন্থটি অনুবাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ অনুবাদকর্মটি সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মূলের সাথে যথাযথ সংগতিপূর্ণ করা হয়েছে।

আমরা আশা করি হাদীসের জ্ঞান-পিপাসু পাঠকবৃন্দ এর দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। আল্লাহ আমাদের এ নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন !

মোঃ ফজলুর রহমান

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইসলাম এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র দীন বা জীবনব্যবস্থা। এটি বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান ও ব্যাপকভাবে অনুসৃত ধর্মসমূহের মধ্যে দ্রুত বর্ধনশীল একটি ধর্ম। একবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় এসে চৌদ্দশ' বছরের ব্যবধানে এর অনুসারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রতি একশ মানব সত্ত্বানের মধ্যে উনত্রিশ জন। পৃথিবীর এমন কোনো মানব অঞ্চল নেই যেখানে এই ধর্মের কোনো অনুসারী নেই।

ইসলামী শরী'আত তথা জীবনবিধানের মূল উৎস আল্লাহ তা'আলার কলাম কুরআন মজীদে পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও দিকনির্দেশনার জন্য হাদীসের বিকল্প নেই। এইজন্য হাদীস হচ্ছে ইসলামী শরীয়ার দ্বিতীয় উৎস।

মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীরা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্ অন্তর্ভুক্ত হাদীসগ্রন্থ জামি'আত-তিরমিযী বা তিরমিযী শরীফের সংকলক হযরত হাফিয আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা ইবন সাওরা ইবন শাদ্দাদ আত-তিরমিযী (র) অন্যতম। এই গ্রন্থে মোট ৩৮১২টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এই গ্রন্থ সংকলনের মাধ্যমে হাদীস সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

বুখারী অথবা মুসলিম শরীফ অপেক্ষা তিরমিযী শরীফ আকারে ছোট এবং এতে সংকলিত হাদীস সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কম। এতে পুনরুক্ত হাদীস নেই বললেই চলে। মাত্র ৮৩টি পুনরুক্ত হাদীস রয়েছে। তিরমিযী শরীফের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে প্রতিটি হাদীসের সনদের বর্ণনায় বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য রয়েছে এবং প্রতিটি হাদীস বর্ণনার শেষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন ইমামের মতামত এবং তাঁদের যুক্তি-প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। তিরমিযী শরীফের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হাদীসের প্রকারভেদ অর্থাৎ সহীহ, হাসান, যঈফ, গরীব, মু'আল্লাল প্রভৃতি যথাস্থানে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাবীদের নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য এবং হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

মাতৃভাষার দিক থেকে বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে বাংলাভাষী মুসলিমের সংখ্যা শীর্ষস্থানে। এই বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলায় মহানবী (সা)-এর বাণী পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনুবাদ বিভাগের মাধ্যমে সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ সব হাদীসগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদের এক বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ উল্লেখযোগ্য সব হাদীসগ্রন্থের অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তিরমিযী শরীফের অনুবাদের কাজও বহু পূর্বেই শেষ হয় এবং পাঠক মহলে তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। এই ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার ছয় খণ্ডে সমাপ্য তিরমিযী শরীফের পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা যতদূর সম্ভব নিখুঁত তরজমার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তারপরও কারো কাছে কোনো ভুল ধরা পড়লে আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের হাদীসের জ্ঞানে উদ্ভাসিত করুন এবং সুন্নাতের পাবন্দ হবার তাওফিক দিন। আমীন !

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বাংলা হাদিস

সম্পাদনা পরিষদ

| | |
|-----------------------------------|------------|
| ১. মাওলানা উবায়দুল হক | সভাপতি |
| ২. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী | সদস্য |
| ৩. মাওলানা আবদুস সালাম | সদস্য |
| ৪. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম | সদস্য |
| ৫. ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ | সদস্য |
| ৬. মাওলানা রুহুল আমীন | সদস্য |
| ৭. মুহাম্মদ লুতফুল হক | সদস্য-সচিব |

তিরমিযী শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

كِتَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ

অধ্যায় : জান্নাতের বিবরণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ

অধ্যায় : জান্নাতের বিবরণ

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَجَرِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ : জান্নাতের গাছের বিবরণ

২৫২৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

২৫২৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জান্নাতে এমন গাছ আছে যে, এর ছায়ায় একজন আরোহী একশ' বছর পর্যন্তও চলতে পারবে। এ বিষয়ে আনাস ও আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এ হাদীছটি সাহীহ।

২৫২৬- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الدُّوْرِيِّ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَقَالَ : ذَلِكَ الظِّلُّ الْمَمْنُونُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ .

২৫২৬ : আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ আদদুরী (র.)... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতে এমন গাছ আছে যে, কোন আরোহী এর ছায়ায় যদি একশ' বছরও চলে তবুও তা শেষ করতে পারবে না।

তিনি আরো বলেন : এ-ই হল (কুরআনে উল্লেখিত) **الظِّلُّ الْمَمْدُودُ** দীর্ঘ ছায়া ।

২৫২৭- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْفُرَاتِ الْقَرَّازُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ .

২৫২৭. আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে যে সব গাছ আছে সেগুলোর কাণ্ড হল স্বর্ণের ।

হাদীছটি হাসান-গারীব ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَ نَعِيمِهَا

অনুচ্ছেদ : জান্নাতের বিবরণ ও এর নিয়ামতসমূহ

২৫২৮- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ زِيَادِ الطَّائِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
 قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ رَقَّتْ قُلُوبُنَا وَزَهَدْنَا فِي الدُّنْيَا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ
 عِنْدِكَ فَانْسَنَّا أَهَالِنَا وَشَعَمْنَا أَوْلَادَنَا أَنْكَرْنَا أَنْفُسَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ
 عِنْدِي كُنْتُمْ عَلَى حَالِكُمْ ذَلِكَ لَزَارَتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَوْ لَمْ تَذُنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ كَيَّ يَذُنِبُوا فَيَغْفِرَ
 لَهُمْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّ خُلِقَ الْخَلْقُ ؟ قَالَ مِنَ الْمَاءِ قُلْنَا الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا ؟ قَالَ لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ
 ذَهَبٍ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتَرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمُ وَلَا بِيَّاسٌ وَ
 يُخْلَدُ وَلَا يَمُوتُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ
 يَفْطُرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لَا نُصْرَتَكَ
 وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ
 بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ أَبِي مُدَلِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৫২৮. আবু কুরায়ব (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের একি অবস্থা যে, যখন আপনার কাছে থাকি তখন আমাদের হৃদয় কোমল হয় এবং আমরা দুনিয়া বিমুখ হয়ে পড়ি । আর আমরা হয়ে যাই আখিরাতের লোকের ন্যায় । কিন্তু যখন আপনার এখান

থেকে বের হয়ে গিয়ে পরিবার-পরিজনদের সাথে মেলামেশা করি এবং সন্তান-সন্ততিদের সোহাগ করি তখন আমাদের মনকে অন্য রকম পাই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যখন তোমরা আমার নিকট থেকে বেরিয়ে যাও তখনও যদি তোমরা সে অবস্থায় থাকতে তবে ফিরিশতাগণ তোমাদের ঘরে এসে তোমাদের যিয়ারত করতেন। তোমাদের যদি গুনাহ সংঘটিত না হত তবে আল্লাহ তা'আলা নতুন এক জাতি সৃষ্টি করতেন যেন তারা গুনাহ করে আর তিনি তাদের মাফ করেন।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিসের থেকে এই সৃষ্টিকুলের সৃষ্টি? তিনি বললেন : পানি থেকে।

আমি বললাম : জান্নাতের নির্মাণ কি দিয়ে?

তিনি বললেন : এর একটি ইট হল রূপার আর একটি হল সোনার। এর গাঁথুনী হল সুগন্ধময় মিশকের। এর নুড়িগুলো হল মোতির ও ইয়াকুতের, মাটি হল যাকরানের। যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করবে সে নিয়ামত ও সুখ ভোগ করবে, কষ্ট পাবে না কখনও। সদাসর্বদা থাকবে, মৃত্যু হবে না কখনও। তাদের পরিচ্ছদ কখনও পুরাতন হবে না, আর তাদের যৌবন কখনও শেষ হবে না।

এরপর তিনি বললেন : তিন ব্যক্তি এমন যে তাদের দু'আ কখনও প্রত্যাখ্যান করা হয় না : ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা, রোযাদার যখন সে ইফতার করে এবং মজলুমের দু'আ। যা মেঘের উপরও তুলে নেওয়া হয় এবং আসমানের সব দরজা এর জন্য খুলে দেওয়া হয়, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : আমার ইয্যতের কসম, কিছুকাল পরে হলেও অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করব।

এ হাদীছটির সনদ তত শক্তিশালী নয়। আমার মতে এটি মুত্তাসিল নয়। এটি অন্য এক সনদেও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ غَرَفِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ : জান্নাতের বালাখানার বিবরণ

২৫২৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يَرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَيُطَوَّنُهَا مِنْ ظُهُورِهَا فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ هِيَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ هَذَا مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَهُوَ كُوفِيٌّ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ الْقُرَشِيُّ مَدَنِيٌّ وَهُوَ اثْبَتٌ مِنْ هَذَا.

২৫২৯. আলী ইবন হজুর (র.)... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে এমন বালাখানা রয়েছে যে, এর ভেতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে ভেতর দেখা যাবে।

তখন এক মরুবাসী আরব উঠে দাঁড়াল, বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটি কার জন্য?

তিনি বললেন : এটি হবে ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি ভাল কথা বলে, লোকদের খাদ্য খাওয়ায়, সর্বদা সিয়াম পালন করে এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন আল্লাহর জন্যই রাতে উঠে সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করে।

এ হাদীছটি গারীব। কোন কোন হাদীছ বিশেষজ্ঞ এ হাদীছের রাবী আবদুর রহমান ইব্ন ইসহাক (র.)-এর স্মরণ শক্তির ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। ইনি হলেন কুফার বাসিন্দা। আর আবদুর রহমান ইব্ন ইসহাক কুরাশী মাদীনী (র.) এর তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য।

২৫২০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ جَنَّتَيْنِ أُنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ فَضَّةٍ وَجَنَّتَيْنِ أُنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِداءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ ، وَبِهِذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّونَ مِثْلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْآخِرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو عَمْرٍو أَنَّ الْجَوْنِيَّ اسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ وَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي مُوسَى قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يَعْرِفُ اسْمَهُ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ وَأَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ بْنُ أَشِيمٍ .

২৫৩০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... আবু বকর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স তার পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতের দু'টো বাগিচা হবে রূপার। এ দুটোর পাত্রগুলো এবং যা কিছু আছে সবই হবে রূপার। আর দুটো বাগিচা হবে সোনার। এ দুটোর পাত্রগুলো এবং যা কিছু আছে সবই হবে সোনার।

জান্নাতে আদনে জান্নাতবাসী সম্প্রদায় এবং তাদের প্রভুর দর্শনের মাঝে প্রভুর চেহারার উপর কিবরিয়াদি (মহাপরাক্রমশীল গৌরবের) চাদর ভিন্ন আর কোন হিজাব থাকবে না।

এ সনদে নবী ﷺ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : জান্নাতের মাঝে অভ্যন্তর শূন্য একটি মোতির দ্বারা নির্মিত তাঁবু হবে। যার প্রস্থ হবে ষাট মাইল। এর প্রত্যেক কোণে থাকবে পরিবার। অন্যরা তাকে দেখতে পাবে না। মু'মিনরা তাদের (স্ব স্ব জনের) কাছে আসা যাওয়া করবে।

এ হাদীছটি সাহীহ।

রাবী আবু ইমরান জাওনী (র.)-এর নাম হল আবদুল মালিক ইব্ন হাবীব। আবু বকর ইব্ন আবু মূসা (র.) সম্পর্কে আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.) বলেন : তাঁর নাম জানা নেই। আবু মূসা আশ'আরী (রা.)-এর নাম হল আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স। আর আবু মালিক আশ'আরীর নাম হল সা'দ ইব্ন তারিক ইব্ন আশয়াম।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ : জান্নাতের স্তরের বিবরণ

২৫৩১- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

২৫৩১. আব্বাস আম্বারী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে একশ'টি স্তর বিদ্যমান। প্রতিটি স্তরের মাঝে রয়েছে একশ' বছরের দূরত্বের ব্যবধান।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

২৫৩২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ الْبَصْرِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ وَحَجَّ الْبَيْتَ لَا أُدْرِي أَذَكَرَ الزَّكَاةَ أَمْ لَا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ، إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ مَكَثَ بِأَرْضِهِ الَّتِي وَلَدَ بِهَا ، قَالَ مُعَاذٌ : أَلَا أُخْبِرُ بِهَذَا النَّاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ذَرِ النَّاسَ يَعْمَلُونَ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا ، وَفَوْقَ ذَلِكَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهَا تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُّوهُ الْفِرْدَوْسَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَ عَطَاءٌ لَمْ يَدْرِكْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَ مُعَاذٌ قَدِيمُ الْمَوْتِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ .

২৫৩২. কুতায়বা ও আহমদ ইব্ন আবদা-যাববী (র.)... মুআয ইব্ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রমযানের সিয়াম পালন করেছে, সালাত আদায় করেছে, বায়তুল্লাহর হজ্জ আদায় করেছে, আতা (র.) বলেন, মুআয (রা.) যাকাতের কথাও উল্লেখ করেছিলেন কি না জানি না — সে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরত করুক বা যেখানে জন্মগ্রহণ করেছে সেই মাটিতেই বসা থাকুক আল্লাহর উপর হুক হল তাকে মাফ করে দেওয়া।

মুআয (রা.) বললেন : লোকদের কি এ কথার খবর দিব না?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : লোকদেরকে আমল করতে দাও। কেননা, জান্নাতে একশ'টি স্তর রয়েছে। প্রতি দুই স্তরের মধ্যে আসমান ও যমীনের দূরত্বের মত দূরত্ব বিদ্যমান। জান্নাতুল ফিরদাওস হল সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম জান্নাত। এর উপর হল রাহমানুর রাহীমের আরশ। সেখান থেকেই জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত

হচ্ছে। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহর কাছে সওয়াল করবে তখন তাঁর কাছে জান্নাতুল ফিরদাওসের প্রার্থনা জানাবে।

এ হাদীছটি হিশাম ইব্ন সা'দ-যায়দ ইব্ন আসলাম-আতা ইব্ন ইয়াসার-মুআয ইব্ন জাবাল (রা.) সূত্রে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। হাম্মাম-যায়দ ইব্ন আসলাম-আতা ইব্ন ইয়াসার-উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়তটির তুলনায় আমার মতে এ হাদীছটি অধিক সাহীহ। আতা (র.) মুআয (রা.)-এর সাক্ষাৎ পাননি। মুআয বহু আগেই উমার (রা.)-এর খিলাফত আমলে ইনতিকাল করেন।

২৫২২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَالْفَرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةٌ وَمِنْهَا تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُّوهُ الْفَرْدَوْسَ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ نَحْوَهُ .

২৫৩৩. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র.)... উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে একশ'টি স্তর রয়েছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝের দূরত্ব হল আসমান ও যমীনের দূরত্বের মত। জান্নাতুল ফিরদাওস হল এর সর্বোচ্চ স্তর। এ থেকেই জান্নাতের চারটি নহর প্রবাহিত হয়। এর উপরে হল আরশ। তোমরা যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে তখন তাঁর কাছে জান্নাতুল ফিরদাওসের প্রার্থনা জানাবে।

আহমদ ইব্ন মানী' (র.)... যায়দ ইব্ন আসলাম (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৫২৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ ، لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَاهَا لَوَسِعَتْهُمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২৫৩৪. কুতায়বা (র.)... আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতের স্তর হল একশ'টি। সকল বিশ্ব যদি এর একটিতে একত্র হয় তবে তা-ও গুনজায়েশ হয়ে যাবে।

হাদীছটি গারীব।

بَابُ فِي صِفَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ : জান্নাতবাসীদের স্ত্রীগণের বিবরণ

২৫২৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ أَخْبَرَنَا عُبيدةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

لَيَرَى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حُلَّةً حَتَّى يَرَى مَخَّهَا ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ، فَأَمَّا الْيَاقُوتُ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ أُدْخِلْتَ فِيهِ سِلْكَاً ثُمَّ اسْتَصَفَيْتَهُ لَأَرَيْتَهُ مِنْ وَرَائِهِ .
 حَدَّثَنَا هَنَادٌ . حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২৫৩৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতবাসীগণের স্ত্রীদের (সৌন্দর্য এমন হবে যে) সত্তর জোড়া কাপড়ের ভেতর থেকেও তাদের পায়ের নলার শুভ্রতা পরিদৃষ্ট হবে, এমন কি হাড়ির মগজ পর্যন্ত দেখা যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন : كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ তারা যেন ইয়াকূত এবং মারজানের মত। (আররাহমান ৫৫ : ৫৮)

ইয়াকূত হল এমন এক পাথর যে, এর ভিতরে যদি একটি সূতা ঢুকাতে পার এবং এটিকে পরিষ্কার ঝকঝকে করে নাও তবে এর ভিতর থেকেও ঐ সূতাটি পরিদৃষ্ট হবে।

২৫৩৬- حَدَّثَنَا هَنَادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ . وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ بْنِ حُمَيْدٍ ، وَهَكَذَا رَوَى جَرِيرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ وَلَمْ يَرْفَعَهُ أَصْحَابُ عَطَاءٍ وَهَذَا أَصَحُّ .

২৫৩৬. হান্নাদ (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এটি মারফু' নয়।

এটি আবীদা ইব্ন হুমায়দ (র.)-এর রিওয়ায়ত থেকে অধিকতর সাহীহ। জারীর প্রমুখ রাবীগণ (র.)-ও আতা ইব্ন সাইব (র.) থেকে এরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। তাঁরা এটিকে মারফু' রূপে রিওয়ায়ত করেননি।

২৫৩৭- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءٌ وَجُوهُهُمْ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَ الزُّمَرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كُوكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يَرَى مَخَّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

২৫৩৭. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র.)... আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবেন তাঁরা হবেন পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল; দ্বিতীয় যে দলটি প্রবেশ করবেন তাঁরা হবেন আকাশের সুন্দরতম উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। প্রত্যেকের দু'জন করে স্ত্রী হবে। প্রত্যেক স্ত্রীর গায়ে সত্তর জোড়া করে পোশাক থাকবে। এর ভিতর থেকেও তাদের পায়ের নলার হাড়ির মগজ পরিদৃষ্ট হবে।

এ হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جَمَاعِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ : জান্নাতবাসীগণের সঙ্গমের বিবরণ

২৫৩৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ

قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةٌ كَذَا وَ كَذَا مِنْ الْجَمَاعِ،

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يُطِيقُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : يُعْطَى قُوَّةٌ مِائَةً

وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ

إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ.

২৫৩৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.) ও মাহমুদ ইব্ন গায়লান... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতে প্রত্যেক মুমিনকে এত এত সঙ্গম শক্তি দেওয়া হবে।

বলা হল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা করতে সক্ষম হবে কি?

তিনি বললেন : তাকে তো একশ' জনের শক্তি দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে যায়দ ইব্ন আরকাম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এ হাদীছটি সাহীহ-গারীব। ইমরান আল কাত্তান (র.) ছাড়া কাতাদা... আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়ত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ : জান্নাতবাসীদের গুণাবলী

২৫৩৯- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مَنبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ زُمَرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَيْصُقُونَ فِيهَا وَلَا

يَمْخُطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ ، أُنِيتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ ، وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الْأَلْوَةِ ،

وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مِنْهُمَا سَوْقُهُمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحَسَنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمَا

وَلَا تَبَاغُضْ، قُلُوبُهُمْ قَلْبُ رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بَكْرَةً وَعَشِيًّا .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وَالْأَلُوَّةُ : هُوَ الْعُودُ .

২৫৩৯. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত। তারা সেখানে থুথুও ফেলবে না, তাদের নাকের ময়লাও ঝাড়তে হবে না এবং পেশাব পায়খানাও করতে হবে না। তাদের থালা-বাসন হবে সোনার। আর চিরুণীগুলোও হবে সোনা ও রূপার। আগর কাঠের তারা ধূপ নিবেন। তাদের ঘামও হবে মিশকের মত। তাদের প্রত্যেকেরই দু'জন করে স্ত্রী হবে। সৌন্দর্যের কারণে গোশতের ভেতর থেকেও তাদের পায়ের নলার হাড়ির মগজ পরিদৃষ্ট হবে। সেখানে তাদের পরস্পর কোন মতবিরোধ ও হিংসা থাকবে না। সকলের হৃদয় হবে যেন একজনেরই হৃদয়। সকাল-বিকাল আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করবে তারা।

এ হাদীছটি সাহীহ।

২৫৪০- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَوْ أَنَّ مَا يُقَلُّ ظَفْرُ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَأَ لَتَزَخَّرَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَطْلَعَ فَبَدَأَ أَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْءُ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمَسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُومِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيْعَةَ .

وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَقَالَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ

النَّبِيِّ ﷺ .

২৫৪০. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতে যা আছে এর থেকে একটি নখ যা উঠাতে পারে এতটুকু পরিমাণ জিনিসও যদি (লোকদের সামনে) প্রকাশ পেত তা হলে আকাশ ও পৃথিবীর সব দিক সুসজ্জিত হয়ে যেত। জান্নাতবাসীদের কেউ যদি পৃথিবীর দিকে উঁকি দিত এবং তার কংকন যদি প্রতিভাত হত তাহলে সূর্যের আলো যেমন তারার আলোকে ম্লান করে দেয় তেমনিভাবে তা সূর্যের আলোকেও ম্লান করে দিত।

এ হাদীছটি গারীব। ইব্ন লাহী'আ (র.)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এ সনদে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। ইয়াহ'ইয়া ইব্ন আয়্যুব (র.) এ হাদীছটিকে ইয়াযীদ ইব্ন আবী হাবীব (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি সনদে উমর (আমিরের সূত্রে) ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ ثِيَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ : জান্নাতীদের পোষাক-পরিচ্ছদ

২৫৪১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو هِشَامٍ الرَّفَاعِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كَحُلٍّ لَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

২৫৪১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার ও আবু হিশাম রিফাঈ (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতীগণ লোমহীন ও শাশ্বতহীন এবং আয়ত কাজল টানা চোখ বিশিষ্ট হবেন। তাঁদের যৌবন শেষ হবে না কখনও এবং তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ পুরনো হবে না কখনও।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

২৫৪২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا رِشْدَيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْعِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ (وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ) قَالَ أُرْتِفَاعُهَا لَكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رِشْدَيْنِ بْنِ سَعْدٍ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّ مَعْنَاهُ الْفُرْشُ فِي الدَّرَجَاتِ وَبَيْنَ الدَّرَجَاتِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

২৫৪২. আবু কুরায়ব (র.)... আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (“সুউচ্চ বিছানা সমূহ” সূরা ওয়াকিআ ৪২ : ৩৪) সম্পর্কে বলেছেন : এর উচ্চতা হল আসমান ও যমীনের দূরত্বের ন্যায় আর তা হল পাঁচশ’ বছরের পথ।

এ হাদীছটি গারীব। রিশদীন ইব্ন সা’দ (র.)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

কোন কোন আলিম এ হাদীছটির ব্যাখ্যায় বলেছেন : এ বিছানাসমূহ হল জান্নাতের বিভিন্ন স্তরে বিছানো। আর ঐ স্তরসমূহের মাঝে দূরত্ব হল আসমান ও যমীনের দূরত্বের মত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ ثَمَارِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ : জান্নাতের ফল

২৫৪৩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَذَكَرَ لَهُ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى قَالَ : يَسِيرُ الرَّائِبُ فِي ظِلِّ الْفَتَنِ مِنْهَا مِائَةَ سَنَةٍ أَوْ يَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِائَةَ رَاكِبٍ شَكَّ يَحْيَى فِيهَا فَرَّاشُ الذَّهَبِ كَأَنَّ ثَمَرَهَا الْقِلَاقُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

২৫৪৩. আবু কুরায়ব (র.)... আসমা বিনত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে “সিদরাতুল মুত্তাহা” সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : এর একটি ডালের ছায়ায় কোন আরোহী একশ’ বছর চলতে পারবে অথবা বলেছেন এর ছায়ায় একশ’ জন আরোহী ছায়া গ্রহণ করতে পারবে। এতে সোনার বহু পতঙ্গ রয়েছে। এর ফলগুলো যেন (এক একটা) মটকার মত (বড়)।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ طَيْرِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ : জান্নাতের পাখি

২৫৪৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا الْكَوْثَرُ ؟ قَالَ : ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ اللَّهُ يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، فِيهَا طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجَزْرِ . قَالَ عُمَرُ : إِنَّ هَذِهِ لِنَاعِمَةٌ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكَلْتُهَا أَحْسَنُ مِنْهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ هُوَ ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ . وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ قَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

২৫৪৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.)... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কাওছার কি?

তিনি বললেন : এটি একটি নহর, যা আল্লাহ তা‘আলা আমাকে জান্নাতে দান করবেন। তা দুধ অপেক্ষা সাদা এবং মধু থেকেও সুমিষ্ট। এর মাঝে রয়েছে বহু পাখি। এগুলোর গর্দান হবে উটের গর্দানের মত।

উমর (রা.) বললেন : এগুলো তো খুব মোটা-তাজা হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এগুলোর আহারকারীরা আরো সুখী হবে।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুসলিম হলেন ইব্ন শিহাব যুহরী (র.)-এর ভাতুপুত্র।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ خَيْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ : জান্নাতের ঘোড়ার বর্ণনা

২৫৪৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلَى . حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ خَيْلٍ ؟ قَالَ إِنْ اللَّهُ أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ ، فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَحْمَلَ فِيهَا عَلَى فَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ يَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ . قَالَ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ إِبِلٍ ؟ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ قَالَ : إِنْ يَدْخُلَكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ يَكُنْ لَكَ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ .

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ .

২৫৪৫. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র.)... সুলায়মান ইব্ন বুরায়দা তৎপিতা বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! জান্নাতে কি ঘোড়া থাকবে?

তিনি বললেন : তোমাকে যদি আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে দাখিল করেন তখন তুমি যদি চাও যে, তোমাকে একটি লাল রঙের ইয়াকূত দ্বারা নির্মিত ঘোড়ায় সওয়ার করিয়ে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে তা উড়ে বেড়াবে তবে অবশ্যই তা করতে পারবে।

রাবী বলেন, অপর ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! জান্নাতে কি উট থাকবে?

বুরায়দা (রা.) বলেন : নবী ﷺ তার সঙ্গী ব্যক্তিকে যে উত্তর দিয়েছিলেন এই ব্যক্তিকে সেইভাবে বলেননি। একে বললেন : আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাকে জান্নাতে দাখিল করেন তবে সেখানে তোমার মন যা চায়, তোমার চোখে যা উপভোগ্য হবে সেই সবকিছুই তুমি পাবে।

সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবদুর রহমান ইব্ন সাবিত (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এটি মাসউদী (র.)-এর রিওয়ায়ত (উপরিউক্ত) অপেক্ষা অধিক সাহীহ।

২৫৪৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ وَاصِلِ بْنِ هُوَائِنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي سَوْرَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحِبُّ الْخَيْلَ أَفْنِي الْجَنَّةِ

خَيْلٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَدْخَلَ الْجَنَّةَ أُتِيَتْ بِفَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ لَهُ جَنَاحَانِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طَارَ بِكَ حَيْثُ شِئْتَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ ، وَ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَأَبُو سَوْرَةَ هُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ يَضْعَفُ فِي الْحَدِيثِ ضَعْفُهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ جَدًّا ، قَالَ : وَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ : أَبُو سَوْرَةَ هَذَا مُنْكَرُ الْحَدِيثِ يَرَوِي مَنَاكِيرَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ لَا يَتَابَعُ عَلَيْهَا

২৫৪৬. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল ইব্ন সামুরা আহমাসী (র.)... আবু আয্যুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার জনৈক মরুবাসী আরব নবী ﷺ-এর কাছে এল। বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ঘোড়া ভালবাসি। জান্নাতে ঘোড়া থাকবে কি?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাকে যদি জান্নাতে দাখিল করা হয় তবে ইয়াকূতের একটি ঘোড়া তোমার কাছে আনা হবে। এর দু'টো পাখা হবে। এতে তোমাকে সওয়ার করানো হবে। এরপর তুমি যেখানে চাইবে সেখানেই তোমাকে নিয়ে সেটি উড়ে বেড়াবে।

এ হাদীছটির সনদ তত শক্তিশালী নয়। এই সূত্র ছাড়া আবু আয্যুব (রা.)-এর হাদীছ হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবু সাওরা (র.) হলেন আবু আয্যুব (রা.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। হাদীছ রিওয়ায়তের ক্ষেত্রে তিনি যঈফ। ইয়াহুইয়া ইব্ন মাসীন (র.) তাঁকে অত্যন্ত যঈফ বলে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি : এই আবু সাওরা হাদীছের ক্ষেত্রে মুনকার। আবু আয্যুব (রা.) থেকে বহু মুনকার হাদীছ বর্ণনা করে থাকেন যেগুলোর কোন মুতাবা' বা সমর্থনকারী রিওয়ায়ত নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي سِنِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ : জান্নাতীদের বয়স

٢٥٤٧- حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ عَنْ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنَمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكْحَلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَبَعْضُ أَصْحَابِ قَتَادَةَ رَوَوْا هَذَا عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلًا وَلَمْ يَسْنُوهُ

২৫৪৭. আবু হুরায়রা মুহাম্মাদ ইব্ন ফিরাস বাসরী (র.)... মুআয ইব্ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : জান্নাতীরা লোমহীন, শূশহীন, কাজলটানা চোখ বিশিষ্ট ত্রিশ বা তেত্রিশ বছরের যুবকরূপে জান্নাতে দাখিল হবে।

হাদীছটি হাসান-গারীব। কাতাদা (র.)-এর কোন কোন শিষ্য এ হাদীছটিকে কাতাদা (র.) থেকে মুরসাল রূপে রিওয়ায়ত করেছেন। তাঁরা এটিকে মুসনাদ রূপে বর্ণনা করেন নি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَفِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ : জান্নাতীদের কাতার

২৫৪৮- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الطَّحَّانُ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ ضِرَارِ بْنِ مَرْةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةٌ صَفٍّ ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيدَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ .

وَحَدِيثُ أَبِي سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ حَسَنٌ وَأَبُو سِنَانٍ اسْمُهُ ضِرَارُ بْنُ مَرْةَ وَأَبُو سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَأَبُو سِنَانٍ الشَّامِيُّ اسْمُهُ عِيسَى بْنُ سِنَانٍ هُوَ الْقَسَمَلِيُّ .

২৫৪৮. হুসায়ন ইবন ইয়াযীদ তাহহান কূফী (র.)... ইবন বুরায়দা তার পিতা বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতীদের একশ' বিশ কাতার হবে। এর মধ্যে আশি কাতার হবে এই উম্মতের আর বাকী সব উম্মত মিলিয়ে হবে চল্লিশ কাতার।

হাদীছটি হাসান। এ হাদীছটি আলকামা ইবন মারছাদ-সুলায়মান ইবন বুরায়দা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপেও বর্ণিত আছে। কোন রাবী “সুলায়মান ইবন বুরায়দা-তৎপিতা থেকে” বলে উল্লেখ করেছেন। মুহারিব ইবন দিছার (র.) থেকে আবু সিনান (র.)-এর রিওয়াযতটি হাসান। আবু সিনান (র.)-এর নাম হল দিরার ইবন মুররা। আবু সিনান শায়বানী (র.)-এর নাম হল সাঈদ ইবন সিনান। ইনি হলেন বাসরী। আবু সিনান শামী (র.)-এর নাম হল ঈসা ইবন সিনান। ইনি হলেন কাসমালী।

২৫৪৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنبَانَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَبَةِ نَحْوَانٍ أَرْبَعِينَ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رِيعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ : أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَمُوتُوا ثَلَاثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، مَا أَنْتُمْ فِي الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ .

২৫৪৯. মাহমুদ ইবন গায়লান (র.)... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা প্রায় চল্লিশজন লোক নবী ﷺ-এর সঙ্গে একটি তাঁবুতে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে

বললেন : তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হলে কি তোমরা সন্তুষ্ট আছ?

উপস্থিত সাহাবীরা বললেন : হ্যাঁ।

তিনি বললেন : জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হলে কি তোমরা সন্তুষ্ট আছ?

তারা বললেন : হ্যাঁ।

তিনি বললেন : তোমরা কি জান্নাতীদের অর্ধেক হলে সন্তুষ্ট আছ? মুসলিম প্রাণ ছাড়া কেউ জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না। মুশরিকদের তুলনায় তোমরা হলে একটি কাল ষাঁড়ের চামড়ায় কতগুলো সাদা লোমের মত বা একটি লাল ষাঁড়ের চামড়ায় গুটি কয়েক কাল লোমের মত।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে ইমরান ইব্ন হুসায়ন ও আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ : জান্নাতের দরজাসমূহের বিবরণ

২৫৫০- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْفَزَّازُ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَابُ أُمِّتِي الَّذِي يَدْخُلُونَ مِنْهُ الْجَنَّةَ عَرْضُهُ مَسِيرَةُ الرَّائِبِ الْجَوَادِ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّهُمْ لَيُضْفَعُونَ عَلَيْهِ حَتَّى تَكَادُ مَنَاكِبُهُمْ تَزُولُ

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَقَالَ لِيَخَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مَنَاكِبُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

২৫৫০. ফাযল ইব্ন সাব্বাহ বাগদাদী (র.)... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ তৎপিতা আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মত জান্নাতের যে দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে সেটির প্রস্থ হল অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ। এরপরও এত ভিড় হবে যে, এর চাপে তাদের কাঁধ চেপটে ছিঁড়ে যাবে বলে মনে হবে।

হাদীছটি গারীব।

আমি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র.)-কে এই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম; কিন্তু তিনি এটি চিনতে পারলেন না। তিনি সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র.) থেকে খালিদ ইব্ন আবু বকর বহু মুনকার হাদীছ রিওয়ায়ত করে থাকেন বলে উল্লেখ করলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ : জান্নাতের বাজার

২৫৫১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْعَشِيرِينَ

حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ . حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَسْأَلُ اللَّهَ

أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ أَفِيهَا سُوقٌ ؟ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا انزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ ، ثُمَّ يُوزَنُ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا ، فَيُزَوَّدُونَ رَبَّهُمْ وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشُهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَيَتَوَضَّعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَيَجْلِسُ أَذْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٍّ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ وَمَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلٍ مِنْهُمْ هَجَلِسًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ نَرَى رَبَّنَا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ؟ قُلْنَا لَا قَالَ كَذَلِكَ لَا تَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَى رَبِّكُمْ وَلَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا حَاصِرَهُ اللَّهُ مُحَاصِرَةً حَتَّى يَقُولَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ يَا فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ أَتَذْكُرِيَوْمَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَذْكُرُ بَعْضُ غَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي ؟ فَيَقُولُ : بَلَى فَسَعَةُ مَغْفِرَتِي بَلَغَتْ بِكَ مَنْزِلَتَكَ هَذِهِ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طَيِّبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهِ شَيْئًا قَطُّ وَيَقُولُ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَوْمُوا إِلَى مَا أَعَدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكِرَامَةِ فَخُذُوا مَا أَشْتَهَيْتُمْ فَنَأْتِي سُوقًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُونُ إِنِّي مِثْلُهُ وَلَمْ تَسْمَعْ الْأَذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ فَيُحْمَلُ لَنَا مَا أَشْتَهَيْنَا لَيْسَ يَبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَى وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلَ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ فَيَقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ وَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ فَيَرَوْعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّبَاسِ ، فَمَا يَنْقُضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ إِلَيْهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَا فَيَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقْلُنَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ إِنَّا جَالِسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ وَبَحَقْنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا أَنْقَلَبْنَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَأَنْعَرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رَوَى سُؤِيدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ .

২৫৫১. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (র.)... সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন আবু হুরায়রা (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলে আবু হুরায়রা (রা.) বললেন : আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাকে এবং তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্রিত করেন।

সাঈদ বললেন : সেখানে কি বাজারও হবে?

তিনি বললেন : হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অবহিত করেছেন যে, জান্নাতীগণ জান্নাতে দাখিল হওয়ার পর নিজ নিজ আমলের আধিক্য অনুসারে বাসস্থানে অবতরণ করবে। পরে দুনিয়ার দিন হিসাবে প্রতি জুমু'আবারের পরিমাণানুসারে তাদের (যিয়ারতের) অনুমতি দেওয়া হবে, তারা তাদের পরওয়ারদিগারের যিয়ারতে আসবে। তাদের জন্য তাঁর 'আরশ প্রকাশ করা হবে। জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটিতে তাদের সমক্ষে পরওয়ারদিগারের তাজাল্লীর প্রকাশ ঘটবে। তাদের জন্য নূরের মিস্বর, মোতির মিস্বর, ইয়াকূতের মিস্বর, যাবারজাদের মিস্বর, স্বর্ণের মিস্বর, রূপার মিস্বর স্থাপন করা হবে। তাদের সবচে' কম দরজার যিনি — তিনিও মিশক আশ্বর ও কাফূরের স্তূপে উপবেশন করবেন। তবে জান্নাতের কেউ-ই হীন নরন। সিহাসন ওয়ালাদেরকে তারা নিজেদের চেয়ে আসনের দিক দিয়ে অধিক মর্যাদাবান বলে ভাববে না।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আমাদের পরওয়ারদিগারের দর্শন পাব? তিনি বললেন : হ্যাঁ। সূর্য বা পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কি তোমাদের মাঝে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হয়? আমরা বললাম : না। তিনি বললেন : তেমনিভাবে তোমাদের পরওয়ারদিগারের দীদারেও কোন সন্দেহ ঘটবে না। ঐ মজলিসে এমন কোন ব্যক্তি বাকী থাকবে না যার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার কথোপকথন না হবে। এমনকি তাদের জনৈক ব্যক্তিকে তিনি বলবেন : হে অমূকের ছেলে অমুক, অমুক দিন তুমি অমুক অমুক কথা বলেছিলে তা কি মনে পড়ে? দুনিয়ার যিন্দেগীর কিছু অপরাধমূলক আচরণের কথা তাকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিবেন। তখন সেই ব্যক্তি বলবে : হে রব, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন নাই কি? তিনি বলবেন : অবশ্যই, আমার উদার মাগফিরাতে বদৌলতেই তো তুমি এই অবস্থানে এসে পৌঁছেছ। এই অবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর দিয়ে এক খণ্ড মেঘ এসে তাদের ঢেকে ফেলবে। সেই মেঘ থেকে তাদের উপর সুগন্ধি বারি বর্ষিত হবে। এমন সুগন্ধ তারা কোন দিন কিছুতে পায় নাই। আমাদের রব বলবেন : তোমাদের সম্মানে মেহমানদারীতে যা আমি তোমাদের জন্য তৈরী করেছি সে দিকে উঠে এস এবং যা মন চায় তা তুলে নাও। আমরা তখন বেহেশতী বিপণিতে আসব। ফিরিশ্তারা তা ঘিরে রাখবেন। তাতে এমন সব জিনিস থাকবে চক্ষু সেইরূপ কিছু দেখেনি কোন দিন, কান কোন দিন যা শোনেনি, মনে কোন ধারণাও হয়নি। আমাদের যা যা মন চাইবে সবই তুলে দেওয়া হবে আমাদের। সেখানে কেনাবেচা হবে না কিছুর। এই বিপণি বিতানেই জান্নাতীদের পরস্পর সাক্ষাত হবে। তিনি আরো বলেন : একজন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী জান্নাতী ব্যক্তির হয়ত তার চেয়ে নিম্ন স্তরের কোন জান্নাতীর সঙ্গে সাক্ষাত হবে — জান্নাতীদের মধ্যে অবশ্য নিকৃষ্ট কেউ নেই — তখন তার গায়ের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে সে বিহ্বল হয়ে যাবে। অপরজন তার কথা শেষ করতেও পারবে না; এদিকে তার ধারণা হবে যে, তারটিই অধিক সুন্দর। কেননা, সেখানে কারো দুঃখিত হওয়ার অবকাশ নেই।

এরপর আমরা নিজ নিজ আবাসে ফিরে আসব। স্ত্রীগণ এসে অভ্যর্থনা জানাবে। বলবে, মারহাবা ওয়া আহলান — স্বাগতম শুভেচ্ছা। আমাদের নিকট থেকে যখন গিয়েছিলেন সে সময়ের তুলনায় এখন আপনারা আরো সুন্দর হয়ে ফিরে এসেছেন। তখন আমরা বলব, আমরা তো আজ মহাপরাক্রমশালী আমাদের প্রভুর মজলিসে বসেছি। তাই যেক্ষেপে ফিরে এসেছি সেক্ষেপে ফিরে আসাই তো আমাদের জন্য স্বাভাবিক।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

২০০২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَمَهْدِيُّ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا مَافِيهَا شِرَاءٌ وَلَا بَيْعٌ إِلَّا الصُّورُ مِنَ الرِّجَالِ وَ

النِّسَاءَ فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةَ دَخَلَ فِيهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

২৫৫২. আহমাদ ইবন মানী ও হান্নাদ (র.)... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে একটি বিপণি রয়েছে। সেখানে নারী-পুরুষের প্রতিকৃতি ছাড়া আর কিছুই কেনা-বেচা হবে না। যখনই কোন ব্যক্তির কোন প্রতিকৃতি মন চাইবে সঙ্গে সঙ্গে সে সেই আকৃতি পেয়ে যাবে।

হাদীছটি গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي نُفْيَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

অনুচ্ছেদ : আল্লাহপাকের দীদার

২৫৫৩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرْنَا إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتُعَرَّضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৫৫৩. হান্নাদ (র.)... জারীর ইবন আবদুল্লাহ বাজালী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা নবী ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি সেই রাতের পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালেন। বললেন : তোমাদেরকে অচিরেই তোমাদের পরওয়ারদিগারের সামনে পেশ করা হবে। আজকের এই চাঁদটি যেমন তোমরা দেখছ এবং তা দেখায় যেমন তোমাদের মধ্যে হুড়োহুড়ির সৃষ্টি হয়নি তেমনি তোমরা তোমাদের রবকে নির্বিঘ্নে দর্শন করতে পারবে। সূর্যোদয়ের পূর্বের (ফজরের) সালাত এবং সূর্যাস্তের পূর্বের (আসরের) সালাত তোমরা আদায় করে নিবে।

এরপর তিনি পাঠ করলেন : فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

তোমরা পরওয়ারদিগারের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে। হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৫৫৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ) قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادَى مُنَادٌ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا، قَالُوا أَلَمْ يُبَيِّضْ وَجُوهَنَا وَيُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلَنَا

الْجَنَّةُ ؟ قَالُوا بَلَى قَالَ فَيَنْكُشِفُ الْحِجَابُ ، قَالَ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا أَسْنَدُهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَرَفَعَهُ وَرَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا
 الْحَدِيثُ عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَوْلَهُ

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ۚ ۨ৫৫৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... সুহায়ব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, যারা নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নেক বদলা এবং আরো বেশী (ইউনুস ১০ : ২৬) সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে দাখিল হয়ে যাবে তখন এক আহ্বানকারী হেঁকে বলবে : আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য আরো ওয়াদা রয়েছে।

জান্নাতীরা বলবে : তিনি কি আমাদের চেহারা সমুজ্জ্বল করে দেন নি? আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেননি এবং জান্নাতে দাখিল করেননি?

আহ্বানকারী বলবে : অবশ্যই।

অনন্তর (আল্লাহর দীদারের জন্য) পর্দা তুলে দেওয়া হবে। আল্লাহর কসম, আল্লাহর দীদার অপেক্ষা প্রিয় আর কোন জিনিস তিনি তাদের দিবেন না।

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র.) এই হাদীছটিকে মুসনাদ ও মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সুলায়মান ইব্ন মুগীরা হাদীছটিকে ছাবিত বুনাঈ আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা (র.) সূত্রে ইব্ন আবী লায়লা (র.)-এর বক্তব্য হিসাবে রিওয়ায়ত করেছেন।

بَابُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ : এই বিষয়ে আর একটি অনুচ্ছেদ

২৫৫৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنِي شَبَابَةُ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ ثَوْبِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةٌ لِمَنْ يَنْظُرُ إِلَى حِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرْرِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ ، وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غَدْوَةً وَعَشِيَّةً ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (وَجْوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ ثَوْبِرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعٌ . وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبَجَرَ عَنْ ثَوْبِرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ . وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ ثَوْبِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ ثَوْبِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ .

২৫৫৫. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.)... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বনিম্ন দরজার জান্নাতীর উদ্যান, স্ত্রী, নিয়ামত, সেবক ও সিংহাসনসমূহ যে দেখতে চাইবে তার জন্য তা হাজার বছরের পথ। আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদার জান্নাতী হল যে জান্নাতী সকাল-বিকাল তাঁর চেহারার দীদার লাভ করবে।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করলেন : **وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ**
সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল। তারা তাঁদের পরওয়ারদিগারের প্রতি তাকিয়ে থাকবে (কিয়ামা ৭৫ : ২৩)।

একাধিক সূত্রে হাদীছটি ইসমাঈল-ছুওয়ায়র-ইব্ন উমর (রা.) সনদে মারফুরূপে বর্ণিত আছে। আবদুল মালিক ইব্ন আবজার (র.)-ও হাদীছটি ছুওয়ায়র-ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে মাওকুফ রূপে বর্ণনা করেছেন। উবায়দুল্লাহ আশজাঈ (র.) এটিকে সুফইয়ান-ছুওয়ায়র-মুজাহিদ-ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে ইব্ন উমর (রা.)-এর উক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনিও এটিকে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি।

আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্ন আলা (র.)... ইব্ন উমর ((রা)) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে, কিন্তু তা মারফুরূপে তিনি বর্ণনা করেন নি।

২৫৫৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ نُوحٍ الْحِمَانِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَضَامُونَ فِي رُؤْيَا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَتَضَامُونَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ؟ قَالُوا لَا، قَالَ فَإِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَا

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَهَكَذَا رَوَى يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدِيثُ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَحَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَصَحُّ وَهَكَذَا رَوَاهُ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

২৫৫৬. মুহাম্মাদ ইব্ন তারীফ কুফী (র.)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোন হুড়োহুড়ি হয়? সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোন হুটোপুটি হয়?

সাহাবীগণ বললেন : না।

তিনি বললেন : তোমরা অচিরেই তোমাদের রবকে তেমনি দেখতে পাবে যেমনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে পাও, তা দেখতে তোমাদের মাঝে কোন হুড়োহুড়ি হয় না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

ইয়াহুইয়া ইবন ইসা রামলী প্রমুখ (র.) আ'মাশ-আবু সালিহ-আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন ইদরীস এটি আ'মাশ-আবু সালিহ-আবু সাঈদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবন ইদরীস-আ'মাশ (র.) সূত্রের রিওয়ায়তটি মাহফুজ বা সংরক্ষিত নয়। আবু সালিহ-আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়তটি অধিক সাহীহ। সুহায়ল ইবন আবু সালিহ-তৎপিতা আবু সালিহ-আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। আবু সাঈদ (রা.) সূত্রে অন্যভাবেও অনুরূপ হাদীছ নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। এই হাদীছটিও সাহীহ।

بَابُ

অনুচ্ছেদ

২৫৫৭- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ : لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُولُ : هَلْ رَضِيتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : مَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أُعْطِينَا مَا لَمْ تَعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، فَيَقُولُ : أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالُوا : أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ أَجَلٌ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৫৫৭. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র.)... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে ডাক দিয়ে বলবেন, ওহে জান্নাতীগণ!

তারা বলবে : লাভ্যকা রাব্বানা ওয়া সা'দায়কা — হে আমাদের পরওয়ারদিগার আমরা হাযির, তোমার খেদমতে হাযিরীই আমাদের নেকবখতী।

আল্লাহ বলেবেন : তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ?

তারা বলবে : আমাদের কি হল যে, আমরা সন্তুষ্ট হব না? অথচ আপনি আমাদের যা দিয়েছেন সৃষ্টির কাউকে তা দেননি।

আল্লাহ বলেবেন : এর চেয়েও উত্তম বস্তু আমি তোমাদের দিব।

তারা বলবে : এর চেয়েও উত্তম আর কি জিনিস হবে?

তিনি বলবেন : তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি ঢেলে দিলাম, আমি আর কখনও তোমাদের প্রতি নারাজ হব না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرَانِي أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْغُرَفِ

অনুচ্ছেদ : বালাখানাসমূহে জান্নাতীদের পরস্পর অবলোকন

২৫৫৮- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ فِي الْغُرَفَةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبُ الشَّرْقِيُّ أَوِ الْكَوْكَبُ الْغَرْبِيُّ الْغَارِبُ فِي الْأَفْقِ وَالطَّلَاعُ فِي تَفَاضُلِ الدَّرَجَاتِ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُولَئِكَ النَّبِيُّونَ قَالَ : بَلَى ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَأَقْوَامٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৫৫৮. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতীরা মর্যাদার তারতম্যের প্রেক্ষিতে একজন আরেকজনকে বালাখানাসমূহে অবলোকন করবে, যেমন তোমরা অস্তাচলে বা উদয়াচলে পূর্ব বা পশ্চিমের তারা অবলোকন করে থাক।

সাহাবীরা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাঁরা তো নবীগণই হবেন?

তিনি বললেন : অবশ্যই, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম; আর হল সেই সম্প্রদায় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে এবং সকল রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي خُلُودِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ : জান্নাতী ও জাহান্নামীদের (স্ব স্ব স্থানে) চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান

২৫৫৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَطْلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، فَيَقُولُ : أَلَا يَتَّبِعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَمَثُلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صُلَيْبُهُ وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ ، تَصَاوِيرُهُ وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ ، فَيَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ فَيَطْلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ : أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ! اللَّهُ رَبُّنَا هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ ثُمَّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطْلُعُ فَيَقُولُ : أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ رَبُّنَا وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ قَالُوا : وَهَلْ نَرَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيِيهِ تِلْكَ السَّاعَةِ ، ثُمَّ يَتَوَارَى

ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيَعْرِفُ فُهُمْ نَفْسَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي فَيَقُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ ، فَيَمْرُونَ عَلَيْهِ مِثْلَ جِيَادِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ ، وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ سَلَامٌ سَلَامٌ ، وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ فَيَطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ ، ثُمَّ يَقَالُ هَلْ امْتَلَأَتْ ؟ فَتَقُولُ (هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) ثُمَّ يَطْرَحُ فِيهَا فَوْجٌ ، فَيَقَالُ : هَلْ امْتَلَأَتْ فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى إِذَا أَوْعَبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحْمَنُ قَدَمَهُ فِيهَا وَأَزْوَى بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ قَالَ قَطُ قَطُ قَطُ فَإِذَا أَدْخَلَ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ ، قَالَ أَتَى بِالْمَوْتِ مَلَبَّبًا فَيُوقِفُ عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يَقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ ثُمَّ يَقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ ، فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَةَ ، فَيَقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ : هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ هُوَ لَا ، وَهُوَ لَا : قَدْ عَرَفْنَاهُ ، هُوَ الْمَوْتُ الَّذِي وَكَّلَ بِنَا ، فَيُضْجَعُ فَيَذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ يَقَالُ ، يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَامَوْتٍ ، وَ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَامَوْتٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ مِثْلَ هَذَا مَا يُذَكِّرُ فِيهِ أَمْرُ الرُّؤْيَةِ أَنَّ النَّاسَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ وَذِكْرُ الْقَدَمِ مَا أَشَبَّهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ .

وَالْمَذْهَبُ فِي هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الْأَنْمَةِ مِثْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ وَوَكَيْعٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ رَوَوْا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ ، ثُمَّ قَالُوا تَرَوْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَتُؤْمِنُ بِهَا وَلَا يَقَالُ كَيْفَ ؟ وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ أَنْ تَرَوْنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كَمَا جَاءَتْ وَيُؤْمِنُ بِهَا وَلَا تُفَسَّرُ وَلَا تُتَوَهَّمُ وَلَا يَقَالُ كَيْفَ ، وَهَذَا أَمْرُ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِي اخْتَارُوهُ وَذَهَبُوا إِلَيْهِ .

وَمَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ فَيَعْرِفُ فُهُمْ نَفْسَهُ يَعْنِي يَتَجَلَّى لَهُمْ .

২৫৫৯. কুতায়বা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতে আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে একই ময়দানে জমায়েত করবেন। এরপর আল্লাহ রাক্বুল আলামীন তাদের সম্মুখে নিজেকে প্রকাশ করবেন। বলবেন : শোন, (পৃথিবীতে) যে যার অনুসরণ করে চলতো আজ সে তারই অনুসরণ করে চলবে। এরপর ক্রুশ অনুসারীদের জন্য ক্রুশ, মূর্তী পূজকদের জন্য তাদের মূর্তিসমূহ, অগ্নি উপাসকদের জন্য অগ্নি উপস্থাপিত হবে এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব মা'বুদের পেছনে চলবে। অবশেষে কেবল

মুসলিমরাই অবশিষ্ট থাকবে। তখন রাক্বুল আলামীন তাদের সামনে প্রকাশিত হবেন। বলবেন : তোমরা অন্যান্য লোকদের অনুসরণ করলে না কেন?

মুসলিমরা বলবে : নাউযুবিল্লাহ্, আল্লাহ্র কাছে আমরা পানাহ চাই, আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ্ই আমাদের রব। আমাদের রবকে না দেখা পর্যন্ত এখানেই আমরা অবস্থান করব। তখন তিনিই তাদের নির্দেশ দিবেন এবং সুদৃঢ় রাখবেন। এরপর তিনি অন্তরালে চলে যাবেন। আবার তিনি প্রকাশিত হবেন। বলবেন : তোমরা অন্যান্য লোকদের অনুসরণ করলে না কেন? তারা বলবে : নাউযুবিল্লাহ্, আল্লাহ্র কাছে আমরা পানাহ চাই, আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ্ই আমাদের রব। আমাদের রবকে না দেখা পর্যন্ত এখানেই আমরা অবস্থান করব। তখন তিনিই তাদের নির্দেশ দিবেন এবং সুদৃঢ় রাখবেন।

সাহাবীগণ বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা কি তাঁকে দেখব?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের একজন আরেকজনকে কষ্ট দিতে হয়?

তারা বললেন : না, ইয়া রাসূলুল্লাহ্!

তিনি বললেন : ঐ সময় তাঁকে দেখতেও তোমাদের কোন ধাক্কাধাক্কি হবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা অন্তরালে চলে যাবেন। পরে আবার প্রকাশিত হবেন এবং নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করবেন। বলবেন : আমিই তোমাদের রব। আমার পেছনে তোমরা চল।

মুসলিমরা উঠে দাঁড়াবে। পুল-সিরাত স্থাপন করা হবে। এর উপর দিয়ে দ্রুতগামী অশ্ব ও উষ্ট্রের ন্যায় তারা অতিক্রম করে যাবে। তাদের ধ্বনি হবে “সাল্লিম সাল্লিম” — রক্ষা কর, রক্ষা কর। জাহান্নামীরা বাকী থেকে যাবে। তাদের এক বিরাট বাহিনীকে এতে নিক্ষেপ করা হবে। পরে জাহান্নামকে বলা হবে, তোর পেট ভরেছে কি? জাহান্নাম বলবে : আরো আছে কি?

এরপর এতে আরো একদল নিক্ষেপ করা হবে। বলা হবে : তোর ভরেছে কি? জাহান্নাম বলবে : আরো আছে কি? যখন তাতে সব কিছু ভরা শেষ হয়ে যাবে তখন দয়াময় রহমান তাতে তাঁর কুদরতের পা স্থাপন করবেন। এটি পরস্পর সংকুচিত হয়ে যাবে। পরে তিনি বলবেন : হলো তো।

জাহান্নাম বলবে : কাত কাত — হয়েছে হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে দাখিল করে দিবেন। তখন মওতকে গলায় কাপড় বেঁধে টেনে নিয়ে আসা হবে এবং জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের মাঝে অবস্থিত প্রাচীরে সেটিকে রাখা হবে। পরে ডাক দেয়া হবে। হে জান্নাতবাসীগণ! তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নিজ নিজ আবাস থেকে বের হয়ে আসবে। পরে আবার ডাক দেয়া হবে, হে জাহান্নামবাসীগণ! তারা শাফাআতের আশায় আশান্বিত হয়ে খুশীতে নিজ নিজ আবাস থেকে বের হয়ে আসবে। যা হোক, পরে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের বলা হবে : তোমরা এটাকে চিন?

এরা ওরা সবাই বলবে : আমরা একে চিনেছি। এ-ই হল মৃত্যু যা আমাদের উপর ন্যাস্ত করে দেওয়া হয়েছে।

পরে এটি শোয়ানো হবে এবং ঐ প্রাচীরের উপর এটিকে যবেহ করে দেওয়া হবে। এরপর বলা হবে : হে জান্নাতবাসীগণ! অনন্তকালের জন্য হল তোমাদের এই জান্নাত, মৃত্যু নেই আর। হে জাহান্নামবাসীগণ! অনন্তকালের জন্য হল তোমাদের এই জাহান্নাম, মৃত্যু নেই আর।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

নবী ﷺ থেকে এইরূপ বহু রিওয়ায়ত বর্ণিত আছে যেগুলোতে দীদারের বিষয় অর্থাৎ মানুষেরা তাদের

পরওয়ারদিগারকে দেখবে এবং (আল্লাহর) পা বা এরূপ কিছু বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই বিষয়ে সুফইয়ান ছাওরী, মালিক ইবন আনাস, সুফইয়ান ইবন উয়ায়না, ইবন মুবারক, ওয়াকী' প্রমুখ (র.) ইমামগণের মত হল যে, তারা এই ধরনের বিষয়াবলীর রিওয়ায়ত করেন। তাঁরা বলেন : এই ধরনের হাদীছসমূহ বর্ণনা করা যাবে আর এতদ্বিষয়েও আমরা ঈমানও রাখি কিন্তু এগুলো কেমন তা বলা সম্ভব নয়। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণও এই মত গ্রহণ করেছেন যে, এই ধরনের বিষয় সম্বলিত হাদীছ যেভাবে বর্ণিত হয়ে এসেছে সেইভাবেই রিওয়ায়ত করা যাবে। এতদ্বিষয়ে ঈমান রাখতে হবে তবে এর ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না, এই বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা যাবে না কিন্তু কেমন তা বলা যাবে না। বিশেষজ্ঞ আলিমগণ এই মতই গ্রহণ করেছেন।

হাদীছোক্ত **فَيَعْرِفُ فَمِنْ نَفْسِهِ** কথাটির মর্ম হল, আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্মুখে স্বীয় তাজাল্লী জাহির করবেন।

২৫৬০- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعُهُ قَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَتَى بِالْمَوْتِ كَالْكَبْشِ الْأَمْلَحِ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيُذْبِحُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرَحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ حَزَنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

২৫৬০. সুফইয়ান ইবন ওয়াকী' (র.)... আবু সাঈদ (রা.) থেকে মারফু' রূপে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে সাদা-কালো মিশ্রিত রঙের মেঘের ন্যায় উপস্থিত করা হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে দাঁড় করান হবে। পরে এটিকে যবেহ করা হবে আর তারা সকলে তা দেখতে থাকবে। কেউ যদি আনন্দে মারা যেত তবে জান্নাতবাসীরা (তা দেখে খুশীতে) অবশ্যই মারা যেত। আর দুঃখে যদি কেউ মারা যেত তবে জাহান্নামীরা (তা দেখে দুঃখে) অবশ্যই মারা যেত।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

অনুচ্ছেদ : জান্নাতকে কষ্টকর বিষয় দ্বারা বেষ্টন করা হয়েছে আর জাহান্নামকে বেষ্টন করা হয়েছে প্রবৃত্তি দ্বারা

২৫৬১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ، وَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ صَحِيحٌ

২৫৬১. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতকে বেষ্টন করা হয়েছে কষ্টকর বিষয় দ্বারা আর জাহান্নামকে বেষ্টন করা হয়েছে প্রবৃত্তি দ্বারা।

হাদীছটি এই সূত্রে হাসান, গারীব-সাহীহ।

২৫৬২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَى مَا أَعَدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ أَذْهَبُ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

২৫৬২. আবু কুরায়ব (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন তখন জিব্রাইল (আ.)-কে জান্নাতে পাঠালেন এবং বললেন : যাও তা এবং তার অধিবাসীদের জন্য তাতে যা প্রস্তুত করে রেখেছি তা পরিদর্শন করে এস।

এরপর তিনি জান্নাতে গেলেন। তা এবং তাতে এর অধিবাসীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যা প্রস্তুত করে রেখেছেন তা পরিদর্শন করে তাঁর কাছে ফিরে এসে বললেন : আপনার ইয্যত ও সম্মানের কসম, যে কেউ এর কথা শুনবে তাতে দাখিল হওয়ার প্রয়াস পাবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন। ফলে জান্নাতকে কষ্টকর জিনিস দ্বারা বেষ্টিত করে দেওয়া হল। পরে তিনি তাকে বললেন : আবার সেখানে ফিরে যাও এবং জান্নাত ও তাতে এর অধিবাসীদের জন্য কি (নিয়ামত) প্রস্তুত করে রেখেছি তা পরিদর্শন করে এস।

জিব্রাইল (আ.) সেখানে ফিরে গেলেন, দেখলেন যে, কষ্টকর বিষয় দ্বারা তা বেষ্টিত। তিনি আবার আল্লাহর কাছে ফিরে আসলেন এবং বললেন : আপনার ইয্যতের কসম, আমার আশংকা হয় যে, কেউ এতে প্রবেশ করতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলবেন : জাহান্নামের দিকে যাও। তা এবং তার অধিবাসীর জন্য এতে কি (ভীষণ শাস্তি) তৈরী করে রেখেছি তা দেখে আস। তিনি গিয়ে দেখেন যে, এর এক অংশ অপর অংশের উপর চড়াও হচ্ছে। তিনি আল্লাহর কাছে ফিরে আসলেন। বললেন : আপনার ইয্যতের কসম, এর কথা শুনলে তাতে প্রবেশ করবে এমন কেউ হবে না।

অনন্তর তিনি নির্দেশ দিলেন ফলে জাহান্নামকে প্রবৃত্তির খাহিশাত দ্বারা বেষ্টিত করে দেওয়া হল। এরপর আল্লাহ তা'আলা জিব্রাইল (আ.)-কে বললেন : আবার সেখানে ফিরে যাও। তিনি আবার সেখানে ফিরে গেলেন (এবং তা দেখে এসে) বললেন : আপনার ইয্যতের কসম, আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ এ থেকে বাঁচতে পারবে না, বরং সবাই এতে দাখিল হয়ে পড়বে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِحْتِجَاجِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ

অনুচ্ছেদ : জান্নাত ও জাহান্নামের বিতর্ক

২৫৬৩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِحتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ ، فَقَالَتِ الْجَنَّةُ يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَقَالَتِ النَّارُ يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ فَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِي أَنْتَقِمُ بِكَ مِمَّنْ شِئْتُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِمَّنْ شِئْتُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৫৬৩. আবু কুরায়ব (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাত ও জাহান্নাম বিতর্কে প্রবৃত্ত হল, জান্নাত বলল : আমার মাঝে দুর্বল ও দরিদ্ররা প্রবেশ করবে। জাহান্নাম বলল : আমার এখানে প্রবেশ করবে পরাক্রমশালী এবং অহঙ্কারীরা।

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি আমার শাস্তির স্থান, যার সম্পর্কে আমার ইচ্ছা তোমার মাধ্যমে আমি তার প্রতিশোধ নিব। আর জান্নাতকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি আমার রহমতের স্থান, তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা রহম করব।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ مَا لَادْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْكَرَامَةِ

অনুচ্ছেদ : সর্বনিম্ন জান্নাতীর মর্যাদা

২৫৬৪- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا رِشْدَيْنُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ الَّذِي لَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ خَادِمٍ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً وَتَنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لَوْلُؤٍ وَزَبَرَجِدٍ وَيَأْقُوتُ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ إِلَى صَنْعَاءَ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ لَوْ أَنَّ أَبْنَاءَ ثَلَاثِينَ فِي الْجَنَّةِ لَا يَزِيدُونَ عَلَيْهَا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ عَلَيْهِمُ التَّيْجَانَ إِنَّ أَدْنَى لَوْلُؤَةٍ مِنْهَا لَتَضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رِشْدَيْنِ .

২৫৬৪. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র.)... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতীদের মাঝে সর্বনিম্ন যে তারও হবে আশি হাজার সেবক, বাহান্ডর হাজার

তিরমিযী শরীফ (৫ম খণ্ড) - ৭

সঙ্গিনী। মোতী, যবরজদ এবং ইয়াকূত পাথরে নির্মিত জাবিয়া থেকে সান'আ পর্যন্ত দূরত্বের ন্যায়^১ বিস্তৃত এক বিরাট গুম্বজ বিশিষ্ট প্রাসাদ তার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এই সনদেই নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ছোট বা বড় যে বয়সেই মারা যাক না কেন জান্নাতে গিয়ে তার বয়স হবে ত্রিশ। কখনও তাদের বয়স বাড়বে না। জাহান্নামীদেরও অবস্থা তদ্রূপ হবে।

এই সনদে নবী ﷺ থেকে আরো বর্ণিত যে, তিনি বলেন, জান্নাতীদের যে তাজ হবে এর সবচে' নিম্নমানের মোতীটির ছটাও পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে যা কিছু সব কিছু উজ্জ্বল করে ফেলবে।

হাদীছটি গারীব। রিশদীন ইব্ন সা'দ (র.)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

২৫৬৫- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهَى .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : فِي الْجَنَّةِ جَمَاعٌ وَلَا يَكُونُ وَلَدٌ، هَكَذَا رَوَى عَنْ طَائِفَةٍ وَ مُجَاهِدٍ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا اشْتَهَى الْمُؤْمِنُ الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَشْتَهَى وَلَكِنْ لَا يَشْتَهَى قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعَقِيلِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا يَكُونُ لَهُمْ فِيهَا وَلَدٌ وَ أَبُو الصَّدِيقِ النَّاجِيُّ اسْمُهُ بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو وَيُقَالُ بَكْرُ بْنُ قَيْسٍ أَيْضًا .

২৫৬৫. বুনদার (র.).... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুমিন যদি জান্নাতে সন্তান কামনা করে তবে তার কামনা অনুসারে সন্তানের গর্ভ, জন্ম ও বয়সের পূর্ণতা প্রাপ্তি সবকিছু এক মুহূর্তেই সংঘটিত হবে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

আলিমগণের এই বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন আলিম বলেন : জান্নাতে স্ত্রীসঙ্গম হবে বটে কিন্তু কোন সন্তান হবে না। তাউস, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখঈ (র.) থেকেও এইরূপ মত বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ ইমাম বুখারী (র.) বলেছেন : “মুমিন যখন জান্নাতে সন্তান কামনা করবে তখন তার কামনা হিসাবে এক মুহূর্তেই তা ঘটবে” — এই হাদীছটির প্রসঙ্গে ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র.) বলেছেন : তবে মু'মিন এই ধরনের কিছু কামনা করবে না।

মুহাম্মাদ ইমাম বুখারী (র.) বলেন : আবু রাযীন উকায়লী সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, জান্নাতে জান্নাতবাসীদের কোন সন্তান হবে না।

রাবী আবু সিদ্দীক নাজী (র.)-এর নাম হল বকর ইব্ন আমর। বলা হয় বকর ইব্ন কায়স।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَلَامِ الْحُورِ الْعَيْنِ

অনুচ্ছেদ : আয়তলোচনা হুরদের আলাপ-আলোচনা

২৫৬৬- حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُورِ الْعَيْنِ يَرْفَعْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعْ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا، قَالَ يَقْلَنَ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبُوسُ، وَنَحْنُ الرَّاغِبَاتُ فَلَا نَسْخَطُ طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسٍ.

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

২৫৬৬. হান্নাদ ও আহমদ ইবন মানী (র.)... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে আয়তলোচনা হুরদের একটি সম্মেলন গৃহ রয়েছে। সেখানে তারা এমন সুরে গান গায় যে, সৃষ্টির কেউ কখনও এমন সুর শুনেনি। তারা বলে : আমরা অনন্ত সঙ্গিনী আমাদের ধ্বংস নেই; আমরা সুখ-সম্পদশালীণী, অভাব নেই আমাদের; আমরা (আমাদের মালিকদের প্রতি) তুষ্ট, অসন্তুষ্ট নেই আমাদের; মুবারক সেই ব্যক্তি যারা আমাদের এবং আমরা যাদের।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আলী (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি গারীব।

بَابُ

অনুচ্ছেদ

২৫৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَ كَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ زَادَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ عَلَى كِتَابَانِ الْمِسْكِ، أَرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْشِيهِمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ رَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَرَجُلٌ يَوْمٌ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ وَ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَ حَقَّ مَوَالِيهِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَ أَبُو الْيَقْظَانِ اسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ يُقَالُ ابْنُ قَيْسٍ.

২৫৬৭. আবু কুরায়ব (র.)... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন ধরনের লোক কিয়ামতের দিন মিশকে আশ্বরের টিলার উপর অবস্থান করবে। প্রথম এবং শেষ সব যুগের মানুষই তাদের অবস্থা দেখে স্মৃতি পোষণ করবে। একজন হল যে ব্যক্তি প্রতিটি রাত দিনে পাঁচ ওয়াক্ত

সালাতের জন্য আহ্বান করে। (অপরজন হল) যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করে এবং তারা তার উপর সন্তুষ্ট। (তৃতীয় জন হল) যে গোলাম আল্লাহর হকও সম্পাদন করে এবং তার মালিকের হকও সম্পাদন করে।

হাদীছটি হাসান-গারীব। সুফইয়ান ছাওরী (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবুল ইয়াকযান (র.)-এর নাম হল উছমান ইব্ন উমায়র। ইব্ন কায়স বলেও কথিত আছে।

২৫৬৮- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عِيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ : رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِيَمِينِهِ يُخْفِيهَا أَرَاهُ قَالَ مِنْ شِمَالِهِ وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَنْهَزَمَ أَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ غَيْرٌ مَحْفُوظٌ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ كَثِيرُ الْغَلَطِ .

২৫৬৮. আবু কুবায়ব (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে মারফু'রূপে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তি এমন যাদেরকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন : যে ব্যক্তি রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, যে ব্যক্তি (এমন) গোপনে আল্লাহর পথে ডান হাতে দান-খয়রাত করে যে, বাম হাতও তা টের পায় না এবং যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধাভিযান দলে শরীক হয় আর তার সঙ্গী-সাথীরা হেরে যাওয়ার পরও সে শত্রুসম্মুখে অগ্রসর হয়।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্রে এটি সংরক্ষিত নয়। সাহীহ রিওয়ায়ত হল যেটি শু'বা (র.) প্রমুখ মানসূর-রিবঈ ইব্ন খিরাশ-যায়দ ইব্ন যাবয়ান-আবু যারর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। রাবী আবু বকর ইব্ন আয়্যাশ রিওয়ায়তের ক্ষেত্রে অনেক ভুল করে থাকেন।

২৫৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ خِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ وَثَلَاثَةٌ يَبْغِضُهُمُ اللَّهُ فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ : فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلَهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ فَمَنْعُوهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي أُعْطَاهُ وَقَوْمُ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَعْدُلُ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ فَقَامَ أَحَدُهُمْ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهَزَمُوا وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يَقْتُلَ أَوْ يَفْتَحَ لَهُ . وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يَبْغِضُهُمُ اللَّهُ الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ ، وَالْغَنِيُّ الظَّالِمُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَهَكَذَا رَوَى شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ نَحْوَ هَذَا وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ .

২৫৬৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র.)... আবু যার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন ব্যক্তি এমন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন আর তিন ব্যক্তি এমন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ঘৃণা করেন। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন তাদের মধ্যে সে ব্যক্তি যে কোন সম্প্রদায়ের নিকট এসে কোন আত্মীয়তার ওসীলায় নয় বরং আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু প্রার্থনা করে কিন্তু তারা তাকে ফিরিয়ে দেয় তখন তাদের মাঝ থেকে এক ব্যক্তি তাদের পেছনে ফেলে উঠে দাঁড়ায় এবং ঐ প্রার্থী ব্যক্তিকে এমন গোপনে কিছু দান করে যে আল্লাহ তা'আলা এবং যাকে দিয়েছে সে ছাড়া আর কেউ এই দান সম্পর্কে কিছু জানে না। (অপর এক ব্যক্তি হল) এক সম্প্রদায় রাতের সফরে চলেছে। শেষে নিদ্রা যখন তাদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হয়ে দাঁড়ায় আর তারা (বালিশে) তাদের মাথা রেখে দেয় তখন এক ব্যক্তি সালাতে দাঁড়ায় এবং আমার হৃদয়ে কাকুতি-মিনতি ও রোনাযারী করে আর আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে। (আরেক জন হল) এক ব্যক্তি কোন এক যুদ্ধাভিযানে শরীক হয়ে শত্রুর সম্মুখীন হয় এবং হেরে যায়। কিন্তু এমতাবস্থায়ও সেই ব্যক্তি শহীদ বা বিজয় লাভ না হওয়া পর্যন্ত বুক পেতে সামনে অগ্রসর হতে থাকে।

পক্ষান্তরে যে তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ঘৃণা করেন তারা হল : বৃদ্ধ ব্যভিচারী, অহঙ্কারী ভিক্ষুক, অত্যাচারী ধনী।

মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... শু'বা (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি সাহীহ।

শায়বান (র.) মনসূর (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটি আবু বকর ইব্ন আয়্যাশ (র.)-এর রিওয়ায়ত থেকে অধিক সাহীহ।

بَابُ

অনুচ্ছেদ

২৫৭০- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْشِكُ الْفُرَاتُ يَحْسِرُ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৫৭০. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই ফুরাত নদী তার গোপন স্বর্ণ-ভাণ্ডার পানি অপসৃত করে প্রকাশ করে দিবে। যে ব্যক্তি তখন সেখানে হাযির থাকবে সে যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৫৭১- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৫৭১. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।
তবে এতে **إِلَّا أَنَّهُ** এর স্থলে **جبل من ذهب** (স্বর্ণের পাহাড়) উল্লেখ হয়েছে।
হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ : জান্নাতের নহরসমূহ

২৫৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا الْجَرِيرِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ ، ثُمَّ تَشَقَّقُ الْأَنْهَارُ بَعْدُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَحَكِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ هُوَ وَالِدُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ وَالْجَرِيرِيُّ يُكْنَى أَبَا مَسْعُودٍ وَاسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ إِبَاسٍ .

২৫৭২. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... মুআবিয়া (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
জান্নাতে পানির সাগর, মধুর সাগর, দুধের সাগর ও শরাবের সাগর রয়েছে। এগুলো থেকে পরে আরো নহরের
শাখা-প্রশাখা বের হবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। হাকীম ইব্ন মুআবিয়া হলেন বাহয ইবনে হাকীম (র.)-এর পিতা।

২৫৭৩- حَدَّثَنَا هَنَادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ : اللَّهُمَّ ادْخُلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اللَّهُمَّ اجْرِهِ مِنَ النَّارِ .

قَالَ مَكْذَا رَوَى يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَوْقُوفًا أَيْضًا .

২৫৭৩. হান্নাদ (র.)... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর কাছে তিনবার জান্নাতের দু'আ করে তবে জান্নাত তখন বলে, 'হে আল্লাহ! একে জান্নাতে দাখিল করে দাও।' আর কোন ব্যক্তি যদি জাহান্নাম থেকে তিনবার পানাহ চায় তবে জাহান্নাম বলে, 'হে আল্লাহ! একে জাহান্নাম থেকে পানাহ দিয়ে দাও।'

ইউনুস (র.) এ হাদীছটিকে আবু ইসহাক (র.) থেকে বুয়ায়দ ইব্ন আবু মারযাম-আনাস (রা.) সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু ইসহাক-বুয়ায়দ ইব্ন আবু মারযাম-আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে তাঁর উক্তি হিসাবেও এটি বর্ণিত আছে।

كِتَابُ صِفَةِ الْجَهَنَّمَ

অধ্যায় : জাহান্নামের বিবরণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ صِفَةِ جَهَنَّمَ

অধ্যায় : জাহান্নামের বিবরণ

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ : জাহান্নামের বিবরণ

২৫৭৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ خَالِدٍ الْكَاهِلِيِّ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجْرُونَهَا- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَالتَّوْرَى لَا يَرْفَعُهُ .
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ.

২৫৭৪. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র.)... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেইদিন (কিয়ামতের দিন) জাহান্নামকে আনা হবে। এর থাকবে সত্তর হাজার লাগাম। প্রতিটি লাগামের সাথে থাকবে সত্তর হাজার ফিরিশতা। তারা এটি ধরে তা টানবে।

আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান বলেন : ছাওরী (র.) হাদীছটি মারফু' রূপে বর্ণনা করেন নি।

আবদ ইবন হুমায়দ (র.)... আলা ইবন খালিদ (র.) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এটি মারফু' নয়।

২৫৭৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَخْرُجُ عَنْقُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأَذْنَانِ

تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُولُ : إِنِّي وَكَلْتُ بِثَلَاثَةٍ : بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ،
وَبِالْمُصَوِّرِينَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

২৫৭৫. আবদুল্লাহ ইব্ন মুআবিয়া জুমাহী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে একটি গর্দান বের হবে। এর দু'টো চোখ থাকবে যে দু'টো দিয়ে সে দেখবে, দু'টো কান থাকবে যা দিয়ে সে শুনবে এবং একটি জিহ্বা থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে। সে বলবে : তিন ব্যক্তির উপর আমি নিযুক্ত হয়েছি, দুর্বিনীত অবাধ্যাচারী; যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে ইলাহ বলে ডাকে এবং চিত্রকর।

এ বিষয়ে আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ قَعْرِ جَهَنَّمَ

অনুচ্ছেদ : জাহান্নাম-গহ্বর

২৫৭৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ عَلَى مَنَبَرِنَا هَذَا مَنَبَرِ الْبَصْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةَ لَتَلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَتَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا وَمَا تُفْضِي إِلَى قَرَارِهَا قَالَ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ أَكْثَرُوا ذِكْرَ النَّارِ فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيدٌ وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ وَإِنَّ مَقَامِعَهَا حَدِيدٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى لَا نَعْرِفُ لِلْحَسَنِ سَمَاعًا مِنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ وَ إِنَّمَا قَدِمَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ الْبَصْرَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَوُلِدَ الْحَسَنُ لِسَنَّتَيْنِ بَقِيَّتَا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ .

২৫৭৬. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.)... হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উত্বা ইব্ন গায়ওয়ান (রা.) আমাদের এই বসরার মিসরে দাঁড়িয়ে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : জাহান্নামের কিনারা থেকে একটা বিরাট পাথর ফেলা হবে। সত্তর বছর ধরে তা নীচে পড়তে থাকবে কিন্তু স্থির হতে পারে এমন স্থানে গিয়ে পৌঁছবে না।

উত্বা ইব্ন গায়ওয়ান (রা.) বলেন : উমর (রা.) বলতেন, বেশী করে জাহান্নামের স্বরণ করবে। কেননা, এর গরম খুব কঠিন, এর গহ্বর বহু গভীর আর এর প্রহারের চাবুক হবে লোহার।

হাসান (র.) সরাসরি উত্বা ইব্ন গায়ওয়ান (রা.) থেকে শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। উত্বা ইব্ন গায়ওয়ান (রা.) উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে বসরা আগমন করেছিলেন আর উমর (রা.)-এর খিলাফতের দুই বছর যখন বাকী তখন হাসান (র.) জন্মগ্রহণ করেন।

২৫৭৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ لَهْيَعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي

سَعِيدٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الصُّعُودُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يَتَصَعَّدُ فِيهِ الْكَافِرُ سَبْعِينَ خَرِيفًا وَيَهْوَى بِهِ كَذَلِكَ مِنْهُ أَبَدًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَأَنْعَرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْهَيْبَةَ .

২৫৭৭. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.)... আবু সাঈদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : “সা’উদ” হল জাহান্নামের একটি পাহাড়। সতত কাফিররা এতে সত্তর বছরে আরোহণ করবে আর ঐ পরিমাণ সময়ে নীচে পড়বে।

হাদীছটি গারীব। ইব্ন লাহীআ (র.)-এর সূত্রে ছাড়া এটি মারফু’রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي عِظَمِ أَهْلِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ : জাহান্নামীদের শরীরের বিরাটত্ব

٢٥٧٨- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الدُّورِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى . أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ غِلْظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا . وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أَحَدٍ وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ .

২৫৭৮. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ দুরী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কাফিরের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ গজ পুরু, তার মাড়ির দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মত, জাহান্নামে তার উপবেশন স্থল হবে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী দূরত্বের ন্যায়।

আ’মাশ (র.)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٢٥٧٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ وَصَالِحُ مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أَحَدٍ وَفَخْدُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثِ مِثْلِ الرَّبْدَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَمِثْلُ الرَّبْدَةِ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَالرَّيْبَةِ وَالْبَيْضَاءِ جَبَلٌ مِثْلُ أَحَدٍ .

২৫৭৯. আলী ইব্ন হুজর (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন কাফিরের মাড়ির দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মত তার উরু হবে বায়দা পাহাড়ের

মত আর জাহান্নামে তার আসনের জায়গাটি হবে তিন দিনের পথ (মদীনা থেকে) রাবাযা (দূরত্বের)-এর অনুরূপ।

مَثَلُ الرِّبْذَةِ মর্ম হল, মদীনা ও রাবাযার দূরত্বের মত। البيضاء একটি পাহাড়।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

২৫৮০- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ ضَرَسُ الْكَافِرِ مِثْلَ أَحَدٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَابُو حَازِمٍ هُوَ الْأَشْجَعِيُّ اسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الْأَشْجَعِيَّةِ .

২৫৮০. আবু কুরায়ব (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে মারফু'রূপে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কাফিরের মাড়ির দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মত। হাদীছটি হাসান। আবু হাযিম হলেন আশজাজি (র.)। তাঁর নাম হল সালমান। তিনি ছিলেন আয্যা আশজাইয়া (রা.)-এর মাওলা বা আযাদকৃত গোলাম।

২৫৮১- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْمَخَارِقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْكَافِرَ لَيُسْحَبُ لِسَانُهُ الْفَرَسَخَ وَالْفَرَسَخَيْنِ يَتَوَطَّؤُهُ النَّاسُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْفَضْلُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ كُوفِيٌّ قَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَابُو الْمَخَارِقِ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ .

২৫৮১. হান্নাদ (র.)... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কাফির তার জিহ্বাকে এক ফারসাখ^১ দুই ফারসাখ স্থান বিছিয়ে রাখবে আর লোকেরা তা পদদলিত করবে।

হাদীছটিকে এই সূত্রে কেবল আমরা জানি। ফাযল ইবন ইয়াযীদ কুফী (র.) থেকে একাধিক হাদীছ বিশেষজ্ঞ ইমাম হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন। আবুল মুখারিক পরিচিত রাবী নন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابِ أَهْلِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ : জাহান্নামীদের পানীয়

২৫৮২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ (كَالْمُهْلِ) قَالَ كَعَكَرِ الزَّيْتِ ، فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرَوَةٌ وَجْهِهِ فِيهِ قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رِشْدِيْنِ بْنِ سَعْدٍ وَرِشْدِيْنُ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ .

২৫৮২. আবু কুরায়ব (র.)... আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, “ (কাম্লেহ) নিশ্চয় যাক্কুম হবে পানীয় খাদ্য; গলিত লাভার মত”..... (দুখান ৪৪ : ৪৫) সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন : এ হল, তেলের

১. ফারসাখ — আট কিলোমিটার।

তলানীর মত। (জাহান্নামীরা) যখন স্বীয় মুখের কাছে তা নিবে তখনই তার চেহারার চামড়া (গলে) তাতে পড়ে যাবে।

রিশদীন ইব্ন সা'দ (র.)-এর রিওয়ায়ত ব্যতীত হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। রিশদীনের স্মরণ শক্তির বিষয়ে সমালোচনা রয়েছে।

২৫৮৩- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي السَّمْحِ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رَأْسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْحَمِيمُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلُتُ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمُرَّ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ ثُمَّ يَعَادُ كَمَا كَانَ .

وَسَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ يُكْنَى أَبَا شُجَاعٍ وَهُوَ مِصْرِيٌّ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَابْنُ حُجَيْرَةَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُجَيْرَةَ الْمِصْرِيُّ .

২৫৮৩. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তাদের (জাহান্নামীদের) মাথায় তীব্র গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ভীষণ গরম পানি তার সর্বত্র প্রবিষ্ট হবে। এমনকি তার পেটের ভিতরেও গিয়ে পৌঁছবে। এরপর তার পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি যা কিছু আছে সব গলিয়ে পায়ের দিক থেকে বের করে দিবে। তারপর তা আবার আগের মত হয়ে যাবে।

সাইদ ইব্ন ইয়াযীদেদে উপনাম হল আবু শুজা'। তিনি মিসরী। লায়ছ ইব্ন সা'দ (র.) তার কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন হুজায়রা (র.) হলেন আবদুর রহমান ইব্ন হুজায়রা মিসরী।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

২৫৮৪- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرِ عَنْ أَبِي

أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ (وَيَسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ) قَالَ : يُقَرَّبُ إِلَى فِيهِ فَيَكْرَهُهُ فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُ شَوَى وَجْهِهِ وَوَقَعَتْ فَرْوَةٌ رَأْسِهِ، فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ يَقُولُ اللَّهُ (وَسَقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ) وَ يَقُولُ (وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ)

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

وَهَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرِ ، وَلَا نَعْرِفُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ بَسْرِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

وَقَدْ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرِ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرِ

لَهُ أَخٌ قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأُخْتُهُ قَدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنِ بَسْرٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو هَذَا الْحَدِيثُ رَجُلٌ آخَرُ لَيْسَ بِصَاحِبٍ .

২৫৮৪. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে,

(وَيَسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ)

“তাদের (জাহান্নামীদের) পান করানো হবে গলিত পুঁজ যা সে অতি কষ্টে গলধঃকরণ করবে এবং তা গলধঃকরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে।” (ইবরাহীম ১৪ : ৪৬, ১৭-) প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন : তার মুখের কাছে যখন তা নেওয়া হবে সে তা অপছন্দ করবে। আরো কাছে যখন নেওয়া হবে তার চেহারা পুড়ে যাবে এবং মাথার চামড়া তার (গলে) পড়ে যাবে। যখন তা পান করবে তখন নাড়ি-ভুঁড়ি সব গলিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে এবং তা মলদ্বার দিয়ে বের হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন : (وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ)

এবং তাদেরকে (জাহান্নামীদের) পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে (মুহাম্মাদ ৪৭ : ৪৫)।

আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন :

(وَأَنْ يَسْتَقِفُوا يَغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ)

এরা (জাহান্নামীরা) পানি চাইলে এদেরকে দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করে ফেলবে। এ কত নিকৃষ্ট পানীয় আর অগ্নি কত নিকৃষ্ট আশ্রয়! (কাহফ ১৮ : ২১)

হাদীছটি গারীব। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র.) উবায়দুল্লাহ ইব্ন বুসর (র.)-এর বরাতে এই কথাই ব্যক্ত করেছেন। এই রিওয়ায়ত ছাড়া উবায়দুল্লাহ ইব্ন বুসর (র.)-এর পরিচিতি নেই। নবী ﷺ-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্ন বুসর (রা.) থেকে সাফওয়ান ইব্ন আমর (র.) অন্য হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন। এই আবদুল্লাহ ইব্ন বুসরের (র.) এক ভাই এবং তাঁর বোনও নবী ﷺ থেকে সরাসরি হাদীছ শুনেছেন। আবু উমামা (রা.)-এর এই রিওয়ায়ত সাফওয়ান ইব্ন আমর (র.) যে উবায়দুল্লাহ ইব্ন বুসর-এর বরাতে এ হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন তিনি অন্য ব্যক্তি যিনি সাহাবী নন।

২৫৮৫-حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا رشدين بن سعد حدثني عمرو بن الحرث عن دراج

عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال : (كالمهل) كعكر الزيت ، فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه .

وبهذا الاسناد عن النبي ﷺ قال اسرادق النار أربعة جذر كثف كل جدار مثل مسيرة أربعين سنة .

وبهذا الاسناد عن النبي ﷺ قال لو أن دلوًا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ رَشِيدِ بْنِ سَعْدٍ وَفِي رَشِيدَيْنِ مَقَالٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ مِنْ قَبْلِ حَفْظِهِ .

২৫৮৫. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র.)... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ (কামিল) গলিত ধাতুর ন্যায়-প্রসঙ্গে বলেছেন : এ হল তলের তলানী। তা যখন তার মুখের কাছে নেওয়া হবে তখন তার মুখের চামড়া তাতে গলে পড়ে যাবে।

এই সনদেই নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : জাহান্নামের আবেষ্টনী হল চারিটি দেয়ালের। প্রতিটি দেয়ালের ঘনত্ব হল চল্লিশ বছরের পথ।

এই সনদে আরো বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেন : জাহান্নামীদের গলিত পুঞ্জের এক বালতিও যদি দুনিয়ায় ঢেলে দেওয়া হত তবে সারা পৃথিবীই দুর্গন্ধময় হয়ে যেত।

এই হাদীছটি কেবল রিশদীন ইবন সা'দ (র.)-এর রিওয়ায়ত হিসাবেই আমরা জানি। রিশদীন ইবন সা'দ (র.) হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের কাছে সমালোচিত ব্যক্তি। তার স্মরণশক্তির সমালোচনা করা হয়েছে।

২৫৮৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّكْوَمِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَا فَسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشُهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

২৫৮৬. মাহমুদ ইবন গায়লান (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন : (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)

(হে মুমিনগণ) তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করবে আর মুসলিম না হয়ে তোমরা যেন না মর। (আল-ই ইমরান ৩ : ১০২) পরে তিনি বললেন : (জাহান্নামীদের খাদ্য) যাক্কুমের একটা ফোঁটাও যদি দুনিয়ায় পড়ত তবে তা দুনিয়াবাসীদের যিন্দেগীই দুর্বিষহ করে তুলত। (এখন) এই জিনিস যাদের খাদ্য হবে তাদের কি অবস্থা হবে?

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ طَعَامِ أَهْلِ النَّارِ . অনুচ্ছেদ : জাহান্নামীদের খাদ্য

২৫৮৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا قُطَيْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُلْقَى عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَفْغِيثُونَ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ مِنْ ضَرِيعٍ لَا يَسْمِنُ وَلَا يُغْنِي

مِنْ جَوْعٍ ، فَيَسْتَفْغِيثُونَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامِ ذِي غُصَّةٍ فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الْفَصَصَ فِي الدُّنْيَا
بِالشَّرَابِ فَيَسْتَفْغِيثُونَ بِالشَّرَابِ فَيَرْفَعُ إِلَيْهِمُ الْحَمِيمُ بِكَلايبِ الْحَدِيدِ ، فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وَجُوهِهِمْ شَوَتْ وَجُوهُهُمْ
فَإِذَا دَخَلَتْ بَطُونُهُمْ قَطَعَتْ مَا فِي بَطُونِهِمْ فَيَقُولُونَ ادْعُوا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُولُونَ (أَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رَسُولُكُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ) قَالَ : فَيَقُولُونَ : ادْعُوا مَالِكًا ، فَيَقُولُونَ (يَا
مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ) قَالَ : فَيُجِيبُهُمْ (إِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ)

قَالَ الْأَعْمَشُ : نَبَّيْتُ أَنَّ بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَبَيْنَ إِبَابَةِ مَالِكٍ إِيَّاهُمْ أَلْفَ عَامٍ . قَالَ : فَيَقُولُونَ : ادْعُوا رَبُّكُمْ فَلَا أَحَدَ
خَيْرَ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَيَقُولُونَ (رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا
ظَالِمُونَ) قَالَ : فَيُجِيبُهُمْ (اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ) قَالَ : فَعِنْدَ ذَلِكَ يَسْأَلُونَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ
فِي الزَّفِيرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَالنَّاسُ لَا يَرْفَعُونَ هَذَا الْحَدِيثَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : إِنَّمَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ
الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَوْلَهُ وَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ ، وَقَطِيبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَوَّاتُهُ عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

২৫৮৭. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র.)... আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামবাসীদের উপর ক্ষুধা চাপিয়ে দেওয়া হবে। তারা যে আযাবে ছিল ক্ষুধাও এর বরাবর (আযাব) হয়ে দাঁড়াবে। তারা কাতর হয়ে (আল্লাহর কাছে) ফরিয়াদ করতে থাকবে। তখন দারী' (কন্টকাকীর্ণ একজাতীয় বিষাক্ত গুল্ম) খাদ্য দিয়ে তাদের এই ফরিয়াদের জওয়াব দেওয়া হবে। যা তাদেরকে পুষ্টও করবে না এবং তাদের ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। আবার তারা ফরিয়াদ করবে। অনন্তর তাদেরকে এমন খাদ্য দেওয়া হবে যা গলায় আটকে যাবে। তখন তারা দুনিয়াতে পানি খেয়ে গলার আটকা দূর করার কথা স্মরণ করবে। তাই তারা পানির জন্য ফরিয়াদ করবে। লোহার আঁকশী দিয়ে তাদের ফুটন্ত পানি দেওয়া হবে। তাদের মুখের নিকটবর্তী হওয়া মাত্র তা তাদের চেহারা দগ্ধ করে ফেলবে। পেটে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র পেটে নাড়ি-ভুঁড়ি যা কিছু আছে সব গলিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে। তারা বলবে, (নিজেরা নিজেরা) যাও জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়কদেরকে ডাক। জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়কগণ বলবেন : তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ রাসূলগণের আগমন হয়নি?

তারা বলবে : অবশ্যই হয়েছিল।

তত্ত্বাবধায়কগণ বলবেন : ডাকতে থাক, কাফিরদের ডাক তো নিষ্ফল হওয়া ব্যতিরেকে কিছুই নয়।

নবী ﷺ বলেন, তারা (নিজেরা নিজেরা) বলবে : যাও (জাহান্নামের প্রধান রক্ষক) মালিককে ডাক।

তারা বলবে : হে মালিক, তোমার প্রভু যেন আমাদের মওত দিয়ে দিন।

নবী ﷺ বলেন : তখন তাদের জওয়াব দেওয়া হবে : না, এখানেই তোমাদের অবস্থান করতে হবে।

আ'মশ (র.) বলেন : আমি অবহিত হয়েছি যে তাদের এই ডাক ও মালিকের জওয়াব প্রদানের মাঝে হবে এক হাজার বছরের ব্যবধান।

এরপর তারা (পরস্পর) বলবে : চল, তোমাদের পরওয়ারদিগারকে ডাক। যেহেতু তোমাদের পরওয়ারদিগারের চেয়ে উত্তম কেউ নেই। তারা বলবে : আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপর প্রবল হয়ে গেছে। আমরা তো ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। হে পরওয়ারদিগার, এখান থেকে আমাদের বের করে নিন। আমরা যদি পুনরায় নাফরমানী করি তবে অবশ্যই আমরা জালিম হব।

তাদের জওয়াব দেওয়া হবে : এখানেই তোমরা লাঞ্ছনার মধ্যে বসবাস করবে, কোন কথা বলবে না।

তখন থেকেই এরা সব কল্যাণের আশা থেকে নিরাশ হয়ে যাবে। আর তারা এই ধ্বংসের কারণে আফসোস সহকারে গাধার ন্যায় চিৎকার দিতে থাকবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র.) বলেন : বর্ণনাকারীগণ হাদীছটি মারফু' রূপে বর্ণনা করেননি। হাদীছটি আ'মশ-শিমর ইব্ন আতিয়া-শাহর ইব্ন হাওশাব-উম্মুদ দারদা-আবুদ দারদা (রা.) সূত্রে তাঁর উক্তি হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। এটি মারফু' নয়। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে কুতবা ইব্ন আবদুল-আযীয ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবী।

২৫৮৮- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي شُجَاعٍ عَنْ أَبِي السَّمْحِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (وَهُمْ فِيهَا كَالْحَوْنِ) قَالَ تَشْوِيهِ النَّارِ فَتَقْلُصُ شَفَتَهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ وَسْطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْخِي شَفَتَهُ السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، وَ أَبُو الْهَيْثَمِ اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ الْعَتَوَارِيِّ وَ كَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ.

২৫৮৮. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত।

(وَهُمْ فِيهَا كَالْحَوْنِ) তারা তথায় থাকবে বীভৎস চেহারায় (মুমিনুন ২৩ : ১০৪) প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : তাদের চেহারা অগ্নিদগ্ধ হবে। উপরের ঠোঁটটি কুঁকড়ে মাথার মাঝ পর্যন্ত চলে যাবে আর নিচের ঠোঁটটি ঝুলে পড়ে নাভিতে গিয়ে বাড়ি থাকবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

রাবী আবুল হায়ছামের নাম হল সুলায়মান ইব্ন আমর ইব্ন আবদুল উতওয়ারী (র.)। তিনি আবু সাঈদ (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম হিসাবে লালিত-পালিত হয়েছেন।

২৫৮৯- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي السَّمْحِ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَنَّ رُضَاضَةً مِثْلَ هَذِهِ ، وَأَشَارَ إِلَى مِثْلِ الْجُمُجْمَةِ أُرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَهِيَ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ لَبَلَّغَتْ الْأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ ، وَلَوْ أَنَّهَا

أُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّلْسِلَةِ لَصَارَتْ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَصْلَهَا أَوْقَمَرَهَا.
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَسَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ مِصْرِيٌّ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ اللَّيْثُ بْنُ
 سَعْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَثَمَةِ.

২৫৮৯. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথার খুলির দিকে ইশারা করলেন, বললেন : এর অনুরূপ শীশা যদি আসমান থেকে যমীনে ছুঁড়ে ফেলা হয় তবে রাত্রি হওয়ার আগেই তা যমীনে পৌঁছে যাবে। অথচ এতদুভয়ের ব্যবধান হল পাঁচশ' বছরের পথ। কিন্তু যদি জাহান্নামের জিঞ্জীরের মাথা থেকে এটিকে নিক্ষেপ করা হয় তবে এর গোড়া পর্যন্ত বা এর গহ্বর পর্যন্ত পৌঁছার আগেই চল্লিশ বছর ধরে রাত দিন তা নিচে পড়তেই থাকবে।

হাদীছটির সনদ হাসান সাহীহ। রাবী সাঈদ ইব্ন ইয়াযীদ মিসর নিবাসী। লায়ছ ইব্ন সা'দ প্রমুখ ইমাম তার কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ

অনুচ্ছেদ : তোমাদের এই দুনিয়ার আগুন হল জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ

২৫৯০- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :
 نَارَكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَوْقِدُونَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ ، قَالُوا : وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَارَسُولَ
 اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا فَضِلَتْ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُمْ مِثْلُ حَرِّهَا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ هُوَ أَخُو وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ وَهَبٌ .

২৫৯০. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এই যে তোমাদের আগুন আদম সন্তানরা যা জ্বালায় তা হল জাহান্নামের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র।

সাহাবীগণ বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ!, আল্লাহর কসম এ-ই তো যথেষ্ট।

তিনি বললেন : একে আরো উনসত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হবে। আর এর উত্তাপের সমান হবে প্রতিটি গুণের উত্তাপ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। হাম্মাম ইব্ন মুনাবিহ (র.) হলেন ওয়াহব ইব্ন মুনাবিহ (র.)-এর ভাই। হাম্মাম (র.)-এর নিকট থেকে ওয়াহব (র.)-ও হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

২৫৯১- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فَرَّاسٍ عَنْ عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا حَرُّهَا .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ .

২৫৯১. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ দুরী (র.)... আবু সাঈদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ। এর উত্তাপের সমান হল প্রতিটি অংশের উত্তাপ।

আবু সাঈদ (রা.)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি গারীব। এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ

২৫৯২- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ النَّوِّرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ هُوَ ابْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ أَوْقَدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى أَحْمَرَّتْ ثُمَّ أَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ ثُمَّ أَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ فِيهِ سَوْدَاءُ مَظْلَمَةٍ .
 حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَوْ رَجُلٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا مَوْقُوفٌ أَصَحُّ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شَرِيكٍ .

২৫৯২. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ দুরী বাগদাদী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক হাজার বছর জাহান্নামের আগুন জ্বালানো হয়। তখন তা লাল বর্ণ ধারণ করে। এরপর আরো এক হাজার বছর জ্বালানো হয়। তখন তা সাদা রং ধারণ করে। তারপর আরো এক হাজার বছর জ্বালানো হয় শেষে তা কাল রং ধারণ করে। এখন তা ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে।

সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এটি মারফু' নয়।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.)-এর মওকুফ রিওয়ায়তটি অধিক সাহীহ। ইয়াহইয়া ইব্ন আবু বুকায়র... শরীক (র.) সূত্র ছাড়া আর কেউ এটিকে মারফু' রূপে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ لِلنَّارِ نَفْسَيْنِ وَمَا ذَكَرَ، مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ

অনুচ্ছেদ : জাহান্নামাগ্নির দু'টো শ্বাস ও তাওহীদ বিশ্বাসীদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা প্রসঙ্গে

২৫৯৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ الْكَنْدِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا وَقَالَتْ أَكُلْ بَعْضِي بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا

نَفْسَيْنِ نَفْسًا فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسًا فِي الصَّيْفِ فَأَمَّا نَفْسُهَا فِي الشِّتَاءِ فَرَمَاهِرِيرُ، وَأَمَّا نَفْسُهَا فِي الصَّيْفِ فَسَمُومٌ.

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ وَالْمَفْضَلُ بْنُ صَالِحٍ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِذَلِكَ الْحَافِظُ.

২৫৯৩. মুহাম্মাদ ইব্ন উমর ইব্ন ওয়ালীদ কিন্দী কূফী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম আল্লাহ তা'আলার দরবারে অভিযোগ করে এবং বলে : আমার কতক অংশ আর কতককে গ্রাস করে নিচ্ছে। তখন আল্লাহ তা'আলা তার দুটো শ্বাসের ব্যবস্থা করেন। একটি শ্বাস শীতে আরেকটি শ্বাস গ্রীষ্মে। শীতের শ্বাস হল যামহারীর (শৈত্যপ্রবাহ) আর গ্রীষ্মের শ্বাস হল সামুম (লু প্রবাহ)।

হাদীছটি সাহীহ।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। মুফাযযাল ইব্ন সালিহ হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে তেমন স্মরণ শক্তিসম্পন্ন নন।

২৫৯৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ وَقَالَ شُعْبَةُ أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بَرَّةً أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً وَقَالَ شُعْبَةُ مَا يَزِنُ ذَرَّةً مُخَفَّفَةً.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

২৫৯৪. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (আল্লাহ তা'আলা বলবেন) যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর স্বীকার করে এবং যব পরিমাণ ঈমানও যার অন্তরে আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আস। যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর স্বীকার করে এবং গমের দানা পরিমাণ ঈমানও যার অন্তরে আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আস। যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকার করে এবং অণু পরিমাণ ঈমানও যার অন্তরে আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আস।

এই বিষয়ে জাবির ও ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি সাহীহ।

২৫৯৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ

أَنَسَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرْنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ
قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

২৫৯৫. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র.)... আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলবেন, জাহান্নাম থেকে সেই ব্যক্তিকেও বের করে নিয়ে আস যে ব্যক্তি কোন দিন আমার স্মরণ করেছে বা কোন স্থানে আমাকে ভয় করেছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ

২৫৯৬- حَدَّثَنَا هَنَادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا أَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيَقُولُ : يَا رَبِّ قَدْ
أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ قَالَ : فَيَقَالُ لَهُ : انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا
الْمَنَازِلَ ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ ، قَالَ فَيَقَالُ لَهُ أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ ؟
فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيَقَالُ لَهُ : تَمَنَّ ، قَالَ فَيَتَمَنَّى ، فَيَقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَيْتَ وَعَشْرَةَ أَضْعَافٍ الدُّنْيَا قَالَ ؟
فَيَقُولُ : أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ ، قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ
قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৫৯৬. হানাদ (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম থেকে শেষ যে ব্যক্তিটি বের হবে আমি তাকে জানি। সেই ব্যক্তি তা থেকে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে হেঁচড়িয়ে বের হবে। সে বলবে : হে পরওয়ারদিগার! লোকেরা তো স্থান নিয়ে নিয়েছে।

নবী ﷺ বলেন, তাকে বলা হবে : জান্নাতের দিকে যাও, জান্নাতে গিয়ে দাখিল হও। এরপর লোকটি সেখানে দাখিল হতে যাবে। সে দেখতে পাবে লোকেরা আবাসসমূহ গ্রহণ করে নিয়েছে। সে ফিরে আসবে। বলবে : হে পরওয়ারদিগার, লোকেরা তো আবাস গ্রহণ করে নিয়েছে।

নবী ﷺ বলেন : তাকে বলা হবে, যে কাল অতিবাহিত করে এসেছ তার কথা মনে পড়ে কি?

সে বলবে : অবশ্যই।

তাকে বলা হবে : তুমি (কি) আশা কর বল।

লোকটি তার আশা প্রকাশ করে বলতে থাকবে। তখন তাকে বলা হবে : যা যা আশা করেছ সবই তোমাকে দেওয়া হল। এর সঙ্গে আরো (দেওয়া গেল) দুনিয়ার দশগুণ।

লোকটি বলবে : আপনি রাজাধিরাজ হওয়া সত্ত্বেও আমার সঙ্গে উপহাস করছেন।

বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন : এখানে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হাসতে দেখলাম। এমনকি তাঁর দাঁত ভেসে উঠল।

এই হাদীছটি সাহীহ।

২৫৯৭- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا عَرَفَ آخِرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ وَآخِرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةِ، يُوْتَى بِرَجُلٍ فَيَقُولُ سَلُوا عَنْ صِغَارِ ذُنُوبِهِ وَآخِبُونَا كِبَارَهَا، فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، قَالَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَقَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ مَا أَرَاهَا هَهُنَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৫৯৭. হান্নাদ (র.)... আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোকটি সব শেষে জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং সবার পরে জান্নাতে দাখিল হবে সেই লোকটিকে আমি অবশ্যই জানি। এক ব্যক্তিকে আনা হবে। আল্লাহ তা'আলা (ফেরেশতাদের) বলবেন : এর ছোট ছোট গুনাহর কথা জিজ্ঞাসা কর আর বড় বড় গুনাহগুলো লুকিয়ে রাখ। এরপর তাকে বলা হবে : অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক গুনাহ করেছিলে? অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক গুনাহ করেছিলে? রাবী বলেন : (সব স্বীকার করে নেওয়ার পর) তাকে বলা হবে : এক একটি বদীর স্থলে তোমাকে নেকী দেওয়া হবে। লোকটি বলবে : হে রব! আমি আরো অনেক (বদ) কাজ করেছিলাম। সেগুলো তো এখানে দেখছি না!

বর্ণনাকারী বলেন : এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হেসে উঠতে দেখলাম। এমন কি তাঁর দাঁত পর্যন্ত ভেসে উঠল।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৫৯৮- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْذِبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ حَتَّى يَكُونُوا فِيهَا حُمَمًا ثُمَّ تَدْرِكُهُمُ الرَّحْمَةُ فَيُخْرِجُونَ وَيَطْرَحُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، قَالَ فَتَرَشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ فَيَنْبَتُونَ كَمَا يَنْبَتُ الْغَنَاءُ فِي حِمَالَةِ السَّيْلِ ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ .
قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَابِرٍ .

২৫৯৮. হান্নাদ (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তাওহীদপন্থী কিছু লোককে (আমলের কুতাহীর কারণে) জাহান্নামে (সাময়িক) শাস্তি দেওয়া হবে। এমনকি তারা তাতে বিদগ্ধ অঙ্গার হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহর রহমত তাদের উপর নেমে আসবে। ফলে তাদের বের করা হবে এবং জান্নাতের দরজায় তাদের পৌঁছে দেওয়া হবে। জান্নাতবাসীগণ তাদের উপর পানি ছিটাবেন।

এতে তারা এমন ভাবে সতেজ হয়ে উঠবে যেমন ভাবে শস্য-অংকুর স্রোতবাহিত পলিতে সতেজ হয়ে উঠে। তারপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। জাবির (রা.) থেকে এটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

২৫৯৯- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَمَنْ شَكَّ فَلْيَقْرَأْ : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৫৯৯. সালামা ইবন শাবীব (র.)... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমানও আছে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে।

আবু সাঈদ (রা.) বলেন : কারো সন্দেহ হলে সে যেন এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে :

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ)

আল্লাহ্ অনু পরিমাণও জুলম করেন না (নিসা ৪ : ৪০)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৬০০- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا رِشْدَيْنُ حَدَّثَنِي ابْنُ نَعْمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اشْتَدَّ صِيَاحُهُمَا، فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : أَخْرِجُوهُمَا، فَلَمَّا أَخْرَجَا قَالَ لَهُمَا لَايَ شَيْءٍ اشْتَدَّ صِيَاحُكُمَا؟ قَالَا فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرْحَمَنَا قَالَ : إِنَّ رَحْمَتِي لَكُمْ أَنْ تَنْطَلِقَا فَنَلْقَى أَنْفُسَكُمَا حَيْثُ كُنْتُمَا مِنَ النَّارِ، فَيَنْطَلِقَانِ فَيَلْقَى أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ فَيَجْعَلُهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا وَيَقُومُ الْآخَرُ فَلَا يَلْقَى نَفْسَهُ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَلْقَى نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تُعِيدَنِي فِيهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِي . فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ لَكَ رَجَاؤُكَ فَيَدْخُلَانِ جَمِيعًا الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ ضَعِيفٌ، لِأَنَّهُ عَنْ رِشْدَيْنِ بْنِ سَعْدٍ ، وَرِشْدَيْنُ بْنُ سَعْدٍ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ نَعْمٍ وَهُوَ الْأَفْرِيقِيُّ وَالْأَفْرِيقِيُّ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

২৬০০. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামে প্রবেশকারী দুই ব্যক্তি ভীষণভাবে চিৎকার করতে থাকবে। মহান পরওয়ারদিগার বলবেন : এদের

দুই জনকে বের করে নিয়ে আস। যখন তাদেরকে বের করে আনা হবে তিনি তাদের বলবেন : এত ভীষণভাবে চিৎকার করছিল কেন? তারা বলবে : আপনার রহমত পেতে আমরা এরূপ করেছিলাম।

তিনি বলবেন : তোমাদের জন্য আমার রহমত হল, তোমরা চলে যাও, জাহান্নামের যে স্থানে তোমরা ছিলে সেস্থানে নিজেদেরকে গিয়ে নিক্ষেপ কর।

তারা উভয়েই সেদিকে যাত্রা করবে। তাদের একজন নিজেকে সেখানে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামাগ্নিকে তার জন্য শান্তিদায়ক শীতল বানিয়ে দিবেন। অপরজন দাঁড়িয়ে থাকবে নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে না। মহান পরওয়ারদিগার তাকে বলবেন : তোমার সঙ্গী যেভাবে নিজেকে সেখানে নিক্ষেপ করেছে সেভাবে নিজেকে নিক্ষেপ করা থেকে তোমাকে কিসে বিরত রাখল? সে বলবে : হে রব! আমি আশা করি আপনি তা থেকে আমাকে বের করে আনার পর পুনর্বার আর তাতে নিয়ে যাবেন না।

মহান পরওয়ারদিগার বলবেন : তোমার আশা পূরণ করা হল।

এরপর আল্লাহর রহমতে উভয়কে একত্রে জান্নাতে দাখিল করে দেওয়া হবে।

হাদীছটির সনদ যঈফ। কেননা এটি রিশদীন ইব্ন সা'দ থেকে বর্ণিত। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে রিশদীন ইব্ন সা'দ যঈফ, এর আরেক রাবী হলেন ইব্ন নু'অম (র.)। ইনি আফরীকী। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে আফরীকী (রা.)ও যঈফ।

২৬০১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ زَكْوَانَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعَطَارِدِيِّ عَنْ

عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِيُخْرَجَنَّ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَمُّونَ جَهَنَّمِيُونَ

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو رَجَاءٍ الْعَطَارِدِيُّ اسْمُهُ عِمْرَانُ بْنُ تَيْمٍ وَيُقَالُ ابْنُ مِلْحَانَ .

২৬০১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র.)... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার উম্মতের এক সম্প্রদায়কে আমার সুপারিশে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। তাদের “জাহান্নামীয়ুন” বলে আখ্যায়িত করা হবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবু রাজা উতারিদী (র.)-এর নাম হল ইমরান ইব্ন তায়ম। তাকে ইব্ন মিলহানও বলা হয়।

২৬০২- حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبَهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبَهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ تَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ ، وَيَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ وَهُوَ مَدَنِيٌّ .

২৬০২. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামের মত এমন কিছু দেখিনি যে এর থেকে আত্মরক্ষাকারী এমন ঘুমিয়ে থাকে আবার জান্নাতের মত এমন কিছু দেখিনি যে, এর অভিলাষী এমনভাবে ঘুমিয়ে থাকে।

ইয়াহুইয়া ইবন উবায়দুল্লাহ (র.)-এর রিওয়ায়ত হিসাবেই কেবল এই হাদীছকে আমরা জানি। হাদীছবিদগণের মতে ইয়াহুইয়া ইবন উবায়দুল্লাহ যঈফ। শু'বা (র.) তার সমালোচনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ

অনুচ্ছেদ : অধিকাংশ জাহান্নামবাসী হল মহিলা

২৬০৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعَطَارِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ .

২৬০৩. আহমদ ইবন মনী' (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতের দিকে আমি আগ্রহভরে তাকালাম, দরিদ্র জনদেরকেই আমি এর অধিকাংশ অধিবাসী বলে দেখতে পেলাম এবং জাহান্নামের দিকে তাকালাম। মহিলাগণকেই এর অধিকাংশ অধিবাসী বলে দেখতে পেলাম।

২৬০৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عَوْفٌ هُوَ ابْنُ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعَطَارِدِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ وَأَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهَكَذَا يَقُولُ عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ وَيَقُولُ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَلاَ الْإِسْنَادَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا مَقَالٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو رَجَاءٍ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَقَدْ رَوَى غَيْرُ عَوْفٍ أَيْضًا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ .

২৬০৪. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.)... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি জাহান্নামের দিকে তাকালাম, এর অধিকাংশ অধিবাসী দেখলাম মহিলা। জান্নাতের দিকে তাকালাম, এর অধিকাংশ অধিবাসী দেখলাম দরিদ্র ব্যক্তিগণ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবু রাজা... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা.) সূত্রে আওফ (র) আর আবু রাজা-ইবন আব্বাস (রা.) সূত্রে আয়্যুব (র.) এইরূপই রিওয়ায়ত করেছেন। এই উভয় সনদ সম্পর্কেই কোন বিতর্ক নেই। আবু রাজা (র.) উভয়ের নিকট থেকেই হাদীছটি শুনেছেন বলে সম্ভাবনা আছে। আবু রাজা... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা.) সূত্রে আওফ ছাড়া অন্যরাও হাদীছটি রিওয়ায়ত করেছেন।

بَابُ

অনুচ্ছেদ

২৬০৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ فِي إِخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

২৬০৫. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.)... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজতর শাস্তি হল সেই ব্যক্তির যার দুই পায়ের তালুর নীচে দুটো জ্বলন্ত অঙ্গার রেখে দেওয়া হবে আর সেই কারণে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ও আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ

অনুচ্ছেদ

২৬০৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخَزَاعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ : كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عَتَلٍ جَوَاطٍ مُتَكَبِّرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৬০৬. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.)... হারিছা ইব্ন ওয়াহব খুযাঈ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আমি তোমাদেরকে জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে খবর দিব? তারা হল, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে দুর্বল এবং যাকে দুর্বল বলে মনে করা হয় কিন্তু সে যদি আল্লাহর উপর কোন বিষয়ে কসম খায়, তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার কসম পূরণ করেন।

শোন, জাহান্নামবাসী সম্পর্কে তোমাদের খবর দিব কি? তারা হল প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে কটুভাষী, কপণ ও অহঙ্কারী।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

كِتَابُ الْإِيمَانِ অধ্যায় : ঈমান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْإِيمَانِ

অধ্যায় : ঈমান

بَابُ مَا جَاءَ أَمْرُتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

অনুবাদ : ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত আমি লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি

২৬০৭- حَدَّثَنَا هُثَايَةُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ : أَمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا مَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَسَعْدِ بْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

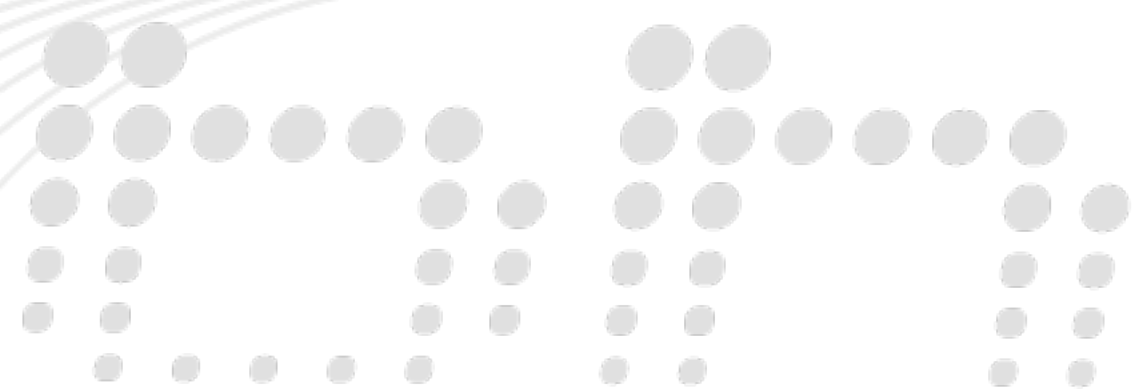
২৬০৭. হান্নাদ (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যতদিন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ না বলবে ততদিন আমি লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি। যখন তারা এ কথার স্বীকৃতি দিবে আমার থেকে তাদের রক্ত (জান) ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যাবে। তবে শরীয়ত সম্মত কারণ থাকলে ভিন্ন কথা। আর তাদের হিসাব তো আল্লাহর কাছে।

এ বিষয়ে জাবির, আবু সাদ্দ ও ইবন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৬০৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ بْنِ مَسْعُودٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ



বাংলা হাদিস

الْعَرَبِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالُهُ وَنَفْسُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ
وَحِسَابِهِ عَلَى اللَّهِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَاُقَاتِلُنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الزُّكَاةِ وَالصَّلَاةِ ، وَإِنَّ الزُّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللَّهُ لَوْ
مَنْعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤْثِنُونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهَكَذَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وَرَوَى عِمْرَانُ الْقَطَّانُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَهُوَ حَدِيثٌ خَطَأٌ ،
وَقَدْ خُولِفَ عِمْرَانُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مَعْمَرٍ .

২৬০৮. কুতায়বা (র.) ... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যখন ইনতিকাল হল আর তাঁর পর আবু বকর (রা.)-কে যখন খলিফা নির্বাচিত করা হল তখন আরবের কিছু লোক কাফির হয়ে গেল। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আবু বকর (রা.)-কে বললেন : আপনি লোকদের বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ — এ কথা স্বীকার না করা পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এ কথা স্বীকার করল, সে আমার থেকে তার জান ও মালের নিরাপত্তা পেল। তবে শরীয়ত সম্মত কারণ থাকলে ভিন্ন কথা। তার হিসাব তো আল্লাহর কাছে।

আবু বকর (রা.) বললেন : আল্লাহর কসম, আমি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করব, যে সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কেননা, যাকাত তো হল মালের হক। আল্লাহর কসম, যদি তারা আমার কাছে একটি উটের রশি দিতেও অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (যাকাত হিসাবে) দিত তবুও এই অস্বীকৃতির দরুন আমি অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন : আল্লাহর কসম, আমি তো দেখছি আল্লাহ তা'আলা আবু বকর (রা.)-এর বক্ষকে যুদ্ধের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমিও উপলব্ধি করলাম যে, এ-ই হক।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

গুআয়ব ইবন আবু হামযা (র.) এটিকে যুহরী-উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উৎবা-আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমরান কাত্তান (র.) হাদীছটি মা'মার-যুহরী-আনাস ইবন মালিক-আবু বকর (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মা'মার থেকে বর্ণিত রিওয়ায়তের মধ্যে রাবী ইমরান (র.)-এর ব্যাপারে বিরোধিতা রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقِتَالِهِمْ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ

অনুবাদ : আমি লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ — এ কথা স্বীকার করে এবং সালাত কায়েম করে

২৬০৯- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّلَقَانِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبَلَتَنَا وَيَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا ، وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَ هَذَا .

২৬০৯. সাঈদ ইবন ইয়াকুব তালাকানী (র.)...আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং তারা আমাদের কিবলার অনুসরণ করে, আমাদের যবেহকৃত জীবের গোশত আহার করে, আমাদের সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করে। যদি তারা তা করে তা হলে আমাদের জন্য তাদের রক্ত ও সম্পদ হারাম। তবে শরীয়ত সম্মত কারণ থাকলে ভিন্ন কথা। অন্যান্য মুসলিমদের যা প্রাপ্য তাদেরও তা-ই হবে প্রাপ্য। অন্য মুসলিমদের উপর যে দায়িত্ব বর্তায় তাদের উপরও তা-ই বর্তাবে।

এই বিষয়ে মুআয ইবন জাবাল ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ এই সূত্রে গারীব।

ইয়াহইয়া ইবন আয্যুব হুমায়দ (র) সূত্রে আনাস (রা.) থেকে হাদীছটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন

بَابُ مَا جَاءَ بِنَبِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ

অনুবাদ : ইসলাম পাঁচটি বুনিয়েদের উপর প্রতিষ্ঠিত

২৬১০- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْخَمْسِ التَّمِيمِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللَّهِ ، وإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وإِيتَاءُ الزُّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَحَجُّ الْبَيْتِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ، وَسَعِيرُ بْنُ الْخَمْسِ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجَمْحِيُّ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمُخَزُمِيِّ . عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৬১০. ইব্ন আবু উমর (র.)... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইসলাম পাঁচটি বুন্যাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের সিয়াম পালন করা, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা।

এই বিষয়ে জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হাদীছবিদগণের কাছে সুআয়র ইব্ন থিমস ছিকা বা নির্ভরযোগ্য রাবী বলে গণ্য।

আবু কুরায়ব (র.)... ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ جِبْرِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ

অনুচ্ছেদ : জিব্রীল (আ.) কর্তৃক নবী ﷺ -কে ঈমান ও ইসলামের পরিচয় প্রদান

২৬১১- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثٍ الْخَزَاعِيُّ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقَدْرِ مَعْبُدُ الْجَهَنِيِّ قَالَ : فَخَرَجْتُ أَنَا وَحَمِيدُ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ الْحَمِيرِيُّ حَتَّى أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ ، فَقُلْنَا : لَوْ لَقِينَا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ

عَمَّا أَحْدَثَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ ، قَالَ : فَلَقِينَاهُ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ : فَاسْتَفْتَيْتُهُ أَنَا

وَصَاحِبِي قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنْ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ

وَيَتَّقُونَ الْعِلْمَ ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ لَا قَدَرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أَنْفٌ ، قَالَ : فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي مِنْهُمْ بَرِيءٌ وَ

أَنَّهُمْ مِنِّي بُرَّاءٌ، وَ الَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ أَتَّفَقَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ : ثُمَّ أَنشَأَ يُحَدِّثُ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيدٌ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْزَقَ رُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، قَالَ : فَمَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَحَجُّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ قَالَ : فَمَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ، قَالَ : فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ صَدَقْتَ ، قَالَ : فَتَعَجَّبْنَا مِنْهُ يُسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ، قَالَ : فَمَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، قَالَ : فَمَا أَمَارَتُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ أَصْحَابَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُيُوتِ ، قَالَ عُمَرُ : فَلَقِينِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ هَلْ تَدْرِي مِنَ السَّائِلِ ؟ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ كَهْمَسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .
وَفِي الْبَابِ : عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، قَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوَ هَذَا عَنْ عُمَرَ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّحِيحُ هُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৬১১. আবু আম্মার হুসায়ন ইবন হুরায়ছ খুযাঈ (র.)... ইয়াহুইয়া ইবন ইয়া'মুর (র.) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন : সর্বপ্রথম মা'বাদ জুহানী 'কাদর মতবাদ' সম্পর্কে কথা বলেন।

ইয়াহুইয়া (র.) বলেন : একবার আমি এবং হুমায়দ ইবন আবদুর রহমান হিময়ারী (হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে) বের হলাম। শেষে আমরা মদীনায়া আসলাম। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম যে, যদি নবী ﷺ -এর কোন সাহাবীর সাক্ষাত পেতাম তবে এসব লোক যে নতুন মতবাদ প্রকাশ করছে সে বিষয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করতাম। (সৌভাগ্যক্রমে) আমরা তাঁর অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি তখন মসজিদে নববী থেকে বের হচ্ছিলেন। আমি এবং আমার সঙ্গী গিয়ে তাঁর পাশে পাশে চললাম। (আমার ধারণা হয় যে, আমার সঙ্গী কথা বলার ভার আমার উপরই ন্যাস্ত করবেন। তাই) আমি

আরম্ভ করলাম : হে আবু আবদুর রহমান! (আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.)-এর উপনাম) একদল লোক এমন আছে যারা কুরআন পাঠ করে, ইলম চর্চা করে বটে কিন্তু তারা মনে করে তাকদীর বলতে কিছুই নেই। সবকিছু তাৎক্ষণিক ভাবে ঘটে।

তিনি বললেন : এদের সঙ্গে তোমার যখন সাক্ষাৎ হবে তখন বলে দিবে যে, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং তারাও আমার সঙ্গে সম্পর্কহীন। যে সত্তার নামে আবদুল্লাহ কসম করে সেই সত্তার (আল্লাহ তা'আলা) কসম তাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে ব্যয় করে তবুও তাকদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহর থেকেই হয় এই কথার উপর ঈমান না আনা পর্যন্ত তার কিছুই কবুল করা হবে না।

ইয়াহুইয়া বলেন : এরপর তিনি হাদীছ বর্ণনা করতে শুরু করলেন। বললেন : উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) বলেছেন : আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হাযির ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ এক লোক এসে হাযির হল, তাঁর কাপড় ছিল সাদা ধবধবে আর চুল ছিল কাল কুচকুচে। তার মধ্যে সফরের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। কিন্তু আমাদের কেউই তাঁকে চিনতে পারছিল না। তিনি নবী ﷺ -এর কাছে এলেন এবং নিজের দুই হাঁটু নবী ﷺ -এর দুই হাঁটুর সঙ্গে লাগিয়ে বসে পড়লেন। তারপর বললেন : হে মুহাম্মাদ! ঈমান কি?

নবী ﷺ বললেন : তুমি আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, রাসূলগণ এবং শেষ দিন ও তাকদীরের ভাল-মন্দ তাঁর পক্ষ থেকেই হয় সেই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।

লোকটি বললেন : ইসলাম কি?

তিনি বললেন : এই কথার সাক্ষ্য প্রদান যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা, রমযানের সিয়াম পালন করা।

লোকটি বললেন : ইহসান কি?

তিনি বললেন : এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করছ। যদি তুমি তাঁকে না-ও দেখ তবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন। উমর (রা.) বলেন : এই লোকটি প্রতিটি বিষয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলছিল, 'আপনি ঠিক বলেছেন'। লোকটির এই আচরণে আমরা বিস্মিত বোধ করছিলাম যে, তিনিই প্রশ্ন করছেন আবার তিনিই তা সত্যায়িত করছেন।

লোকটি বললেন : কিয়ামত কবে হবে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই বিষয়ে প্রশ্নকর্তা অপেক্ষা জিজ্ঞাসিত জন অধিক অবহিত নন।

লোকটি বললেন : এর আলামত কি?

তিনি বললেন : তা হল, দাসী তার প্রভুর জননী হবে। আর খালি পা, খালি দেহ, দরিদ্র মেঘ পালকদেরকে বিরাট বিরাট অট্টালিকার প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে।

উমর (রা.) বলেন : এর তিন দিন পর নবী ﷺ -এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। তখন তিনি বললেন, হে উমর! তুমি কি জান এই প্রশ্নকারী কে? তিনি জিব্রীল। তিনি তোমাদের দীনী বিষয় শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।

আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র.) কাহমাস ইব্ন হাসান (র.) থেকে এই সনদেই উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র.)... কাহমাস (র.) থেকে এই সনদে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়ে তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ, আনাস ইব্ন মালিক ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি সাহীহ-হাসান।

একাধিক সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। হাদীছটি ইবন উমর... নবী ﷺ সূত্রেও বর্ণিত আছে। ইবন উমর... উমর... নবী ﷺ সনদটিই হল সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ إِضَافَةَ الْفَرَائِضِ إِلَى الْإِيمَانِ

অনুচ্ছেদ : ঈমানের সঙ্গে ফরয কাজসমূহকে সম্পর্কিত করা

২৬১২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ وَقَدْ عَبْدَ الْقَيْسَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا : إِنَّ هَذَا الْحَى مِنْ رِبِيعَةٍ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا أَشْهُرَ الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءِنَا ، فَقَالَ : أَمَرَكُم بِأَرْبَعٍ : الْإِيمَانُ بِاللَّهِ ، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ ، وَاقَامَ الصَّلَاةَ ، وَآيَتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ ، وَأَبُو جَمْرَةَ الضَّبْعِيُّ إِسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ . وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ أَيْضًا ، وَزَادَ فِيهِ : أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ ؟ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَفِ الْأَرْبَعَةِ :: مَا نَتِ بْنِ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَعَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ .

قَالَ قُتَيْبَةُ : كُنَّا نَرْضَى أَنْ نَرْجِعَ مِنْ عِنْدِ عَبَّادٍ كُلَّ يَوْمٍ بِحَدِيثَيْنِ ، وَعَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صَفْرَةَ .

২৬১২. কুতায়বা (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলো। তারা বলল : আমরা রাবীআ গোত্রের লোক। শাহরুল হারাম^১ ছাড়া আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। সুতরাং আমাদেরকে এমন কাজের আদেশ দিন যা আমরা নিজেরাও ধারণ করতে পারি এবং যারা আমাদের পেছনে রয়ে গেছে তাদেরকেও সেগুলোর দাওয়াত দিতে পারি।

তিনি বললেন : তোমাদের চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। এরপর তিনি এর বিবরণ দিয়ে বললেন : এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা; আর তোমরা গণিমত হিসাবে যা লাভ কর এর পাঁচ ভাগের এক ভাগ প্রদান করবে।

কুতায়বা (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) সূত্রে নং ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

১. আশ-শাহরুল হারাম — সম্মানিত নিষিদ্ধ মাসসমূহ যুলকাদ, যুলহাজ্জ, মুহররম, রজব এই চারটি মাসে রক্তপাত ও যুদ্ধ নিষিদ্ধ কাল। জাহিলী যুগের কাফিররাও তা মেনে চলত।

আবু জামরা আয-যুবাইদী (র.)-এর নাম হল নাসর ইবন ইমরান। শু'বা (র.)-ও আবু জামরা (র.) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এতে আরো আছে, তোমরা কি জান, ঈমান কি? এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল। এরপর তিনি পুরো হাদীছটির উল্লেখ করেন।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, আমি কুতায়বা ইবন সাঈদ (রা.)-কে বলতে শুনেছি : এই চার জন উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ফকীহের মত কাউকে আমি দেখিনি — মালিক ইবন আনাস, লায়ছ ইবন সা'দ, আব্বাদ ইবন আব্বাদ মুহাল্লাবী এবং আবদুল ওয়াহহাব ছাকফী (র.)। কুতায়বা (র.) আরো বলেন, আমরা এতে সন্তুষ্ট যে, আব্বাদ ইবন আব্বাদ (র.)-এর নিকট থেকে প্রতিদিন দু'টো হাদীছ সংগ্রহ করে ফিরে আসব। আব্বাদ ইবন আব্বাদ (র.) হলেন মুহাল্লাব ইবন আবু সুফরা-এর বংশের একজন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِكْمَالِ الْإِيمَانِ وَزِيَادَتِهِ وَتَقْصَانِهِ

অনুচ্ছেদ : ঈমানের পরিপূর্ণতা এবং এর হ্রাস-বৃদ্ধি

২৬১২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَالطَّفْهُمُ بِأَهْلِهِ .

وَفِي الْبَابِ :: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى :: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَا نَعْرِفُ لِأَبِي قِلَابَةَ سَمْعًا مِنْ عَائِشَةَ .

وَقَدْ رَوَى أَبُو قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَأَبُو قِلَابَةَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرَمِيُّ .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : ذَكَرَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ أَبَا قِلَابَةَ فَقَالَ : كَانَ وَاللَّهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ نَوَى الْأَلْبَابِ .

২৬১৩. আহমদ ইবন মানী' আল-বাগদাদী (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঈমানের দিক থেকে পরিপূর্ণ মু'মিন ব্যক্তি হল সে ব্যক্তি যার আখলাক ও চরিত্র সুন্দর এবং যে ব্যক্তি স্বীয় পরিবারের প্রতি অধিক দয়র্দ্র।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা ও আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান। আবু কিলাবা (র.) আইশা (রা.) থেকে সরাসরি হাদীছ শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আবু কিলাবা (র.) আইশা (রা.)-এর দুধ ভাই আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ-এর বরাতে আইশা (রা.) থেকে

অন্যান্য হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন। আবু কিলাবা (র.)-এর নাম হল আবদুল্লাহ ইবন যায়দ আল-জারমী (র.)।

ইবন আবু উমর (র.) বর্ণনা করেন যে, সুফইয়ান ইবন উওয়ায়না (র.) বলেন, আযুব আস-সিখতিয়ানী (র.) আবু কিলাবা (র.)-এর আলোচনার প্রসঙ্গে বলেছেন। আল্লাহর কসম, তিনি ছিলেন, প্রজ্ঞাবান ফকীহগণের একজন।

২৬১৪- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَرِيمُ بْنُ مِسْعَرٍ الْأَزْدِيُّ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَّظَهُمْ ثُمَّ قَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ ، يَعْنِي وَكَفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ . قَالَ : وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِنَوَى الْأَلْبَابِ ، وَنَوَى الرَّأْيِ مِنْكُمْ ، قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : وَمَا نُقْصَانُ دِينِهَا وَعَقْلِهَا ؟ قَالَ : شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُمْ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ . وَنُقْصَانُ دِينِكُنَّ : الْحَيْضَةُ ، تَمَكُّتُ أَحَدًا كُنَّ الثَّلَاثَ وَالْأَرْبَعُ لَا تُصَلِّيَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

২৬১৪. আবু আবদুল্লাহ হুরায়ম ইবন মিসআর আযদী তিরমিযী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জনসম্মুখে ভাষণ দিলেন এবং তাদের নসীহত করলেন। এরপরে বললেন : হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা সাদকা কর। কেননা, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা হলে তোমরা।

তখন তাদের মধ্য থেকে জনৈক মহিলা বললেন : তা কেন? হে আল্লাহর রাসূল!

তিনি বললেন : তোমাদের মাঝে অভিসম্পাতের আধিক্যহেতু, অর্থাৎ তোমাদের জীবন সঙ্গীর অনুগ্রহ অঙ্গীকার করার দরুন।

তিনি আরো বললেন : মেধা ও দীনের দিক থেকে কম হওয়া সত্ত্বেও প্রজ্ঞাবান এবং বিবেচনার অধিকারীদের উপর প্রবল হতে তোমাদের চেয়ে বেশী পারঙ্গম আর কাউকে আমি দেখিনি।

জনৈক মহিলা বললেন : তাদের মেধা ও দীনের ঘাটতি কি?

তিনি বললেন : তোমাদের দুই জন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। আর তোমাদের দীনের ঘাটতি হল হায়য। সে অবস্থায় তোমাদের একজন তিন দিন-চার দিন অতিবাহিত করে অথচ সে কোন সালাত আদায় করতে পারে না।

এই বিষয়ে আবু সাঈদ ও ইবন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৬১৫- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي

صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ، وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهَكَذَا رَوَى سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وَرَوَى عِمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْإِيمَانُ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ بَابًا قَالَ : حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍّ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২৬১৫. আবু কুরায়ব (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঈমানের দরজা হল সত্তর এবং আরো কিছু। এর সর্বনিম্ন দরজা হল পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা আর সর্বোচ্চ হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ — স্বীকার করা।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

সুহায়ল ইবন আবু সালিহ (র.) এটিকে আবদুল্লাহ ইবন দীনার-আবু সালিহ-আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। উমারা ইবন গাযীয়া (র.) হাদীছটি আবু সালিহ-আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেন : ঈমানের হল চৌষট্টিটি দরজা।

কুতায়বা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ

অনুচ্ছেদ : লজ্জা হল ঈমানের অঙ্গ।

২৬১৬- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي حَدِيثِهِ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَبِي بَكْرَةَ وَ أَبِي أُمَامَةَ .

২৬১৬. ইবন আবু উমর ও আহমাদ ইবন মানী (র.)... সালিম তৎপিতা ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে ব্যক্তি তার এক ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে

নসীহত করছিল। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন : লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।

আহমদ ইবন মানী (র.)-এর বর্ণনায় আছে যে, নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে তার ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে নসীহত করতে শুনতে পেলেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতের মর্যাদা

২৬১৭- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ . فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ ، قَالَ : لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيْسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسْرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا . وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ . ثُمَّ قَالَ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ : الصَّوْمُ جَنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ . ثُمَّ تَلَا (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) حَتَّى بَلَغَ (يَعْمَلُونَ) ثُمَّ قَالَ : أَلَا أَخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعُمُودِهِ ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ ، وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا أَخْبِرُكَ بِمَلَاكٍ ذَلِكَ كُلِّهِ ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ : كَفَّ عَلَيْكَ هَذَا ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ تُكَلِّتُكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ ، وَهَلْ يَكُوبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৬১৭. ইবন আবু উমর (র.)... মুআয ইবন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। একদিন চলার সময় আমি তাঁর নিকটবর্তী হয়ে গেলাম। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল সম্পর্কে অবহিত করুন যা আমাকে জান্নাতে দাখিল করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দিবে।

তিনি বললেন : তুমি তো বিরাট একটা বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে। তবে আল্লাহ তাআলা যার জন্য তা সহজ করে দেন তার জন্য বিষয়টি অবশ্য সহজ। আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সঙ্গে কোন কিছু শরীক করবে না। সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের সিয়াম পালন করবে, বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে।

এরপর তিনি বললেন : সব কল্যাণের দ্বার সম্পর্কে কি আমি তোমাকে দিক-নির্দেশনা দিব? সিয়াম হল ঢালস্বরূপ, পানি যেমন আগুন নিভিয়ে দেয় তেমনি সাদকা ও গুনাহসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, আর হল মধ্য রাতের সালাত।

এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন :

تَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا يَعْمَلُونَ .

তারা (মু'মিনরা গভীর রাতে) শয্যা ত্যাগ করে তাদের পরওয়ারদিগারকে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাদের যে রিয়ক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন সুখকর কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ। (সাজদা ৩২ : ১৬-১৭)

তারপর বললেন : তোমাকে এই সব কিছুর মাথা ও বুনিয়াদ এবং সর্বোচ্চ শীর্ষদেশ স্বরূপ আমল সম্পর্কে অবহিত করব কি?

আমি বললাম : অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!

তিনি বললেন : সব কিছুর মাথা হল ইসলাম, বুনিয়াদ হল সালাত আর সর্বোচ্চ শীর্ষ হল জিহাদ।

এরপর বললেন : এ সব কিছুর মূল পুঁজি সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করব কি?

আমি বললাম : অবশ্যই, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

তিনি তাঁর জিহ্বা ধরে বললেন : এটিকে সংযত রাখ।

আমি বললাম : ইয়া নবী আল্লাহ, আমরা যে কথাবার্তা বলি সেই কারণেও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে?

তিনি বললেন : তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক^১, হে মু'আয! লোকদের অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য এই যবানের কামাই ছাড়া আর কি কিছু আছে নাকি?

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৬১৮- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ عَنْ دُرَّاجِ أَبِي السَّمْعِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ) الْآيَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ .

২৬১৮. ইবন আবু উমর (র.)... আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুল্লাহু ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : কাউকে যদি মসজিদের প্রতি মনোযোগী ও রক্ষণাবেক্ষণশীল দেখতে পাও তবে তার ঈমানের সাক্ষ্য দিতে পার। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

১. একটি বাক রীতি। কোন কথার গুরুত্ব বুঝাতে এবং প্রোতাহর মনোবোধ্য প্রকটকরণার্থে এই বাক-ভঙ্গিমা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বাংলা হাদিস

(إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ)

তাহাই তো আল্লাহর মসজিদসমূহের আবাদ ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে ঈমান আনে এবং সালাত কায়েম করে। যাকাত দেয় (তওবা ৯ : ১৮)
হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ : مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাত পরিত্যাগ করা

২৬১৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ .

২৬১৯. কুতায়বা (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : ঈমান ও কুফরের ব্যবধান হল সালাত পরিত্যাগ করা।

২৬২০- حَدَّثَنَا هَنَادٌ . حَدَّثَنَا أُسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشَّرِّكَ أَوْ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَابْنُ سَفْيَانَ إِسْمُهُ طَلْحَةُ ابْنُ نَافِعٍ .

২৬২০. হান্নাদ (র.)...আ'মাশ (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : বান্দা ও শিরক বা কুফরের মাঝে ব্যবধান হল সালাত পরিত্যাগ করা।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবু সুফইয়ান (র.)-এর নাম হল তালহা ইব্ন নাফি'।

২৬২১- حَدَّثَنَا هَنَادٌ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :: بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَابْنُ الزُّبَيْرِ إِسْمُهُ مُحَمَّدٌ ابْنُ مُسْلِمٍ بَنٍ تَدْرُسَ . - اشتهر بالتدليس .

২৬২১. হান্নাদ (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দা ও কুফরের মাঝে ব্যবধান হল সালাত পরিত্যাগ করা।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবু যুবায়ের (র.)-এর নাম হল মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন তাদরুস।

২৬২২- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثٍ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ : ح . وَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحَسَنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَسَنِ الشَّقِيقِيُّ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

২৬২২. আবু আম্মার হুসায়ন ইবন হুরায়ছ ও ইউসুফ ইবন ইসা (র.)... হুসায়ন ইবন ওয়াকিদ (র.) থেকে (অনুরূপ) বর্ণিত আছে।

আবু আম্মার ও মাহমুদ ইবন গায়লান (র.) আলী ইবন হুসায়ন ইবন ওয়াকিদ... তৎপিতা হুসায়ন ইবন ওয়াকিদ (র.) সূত্রে বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন হাসান শাকীকী ও মাহমুদ ইবন গায়লান (র.)... আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা তৎপিতা বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (মুনাফিকদের জান-মাল রক্ষার জন্য) তাদের ও আমাদের মাঝে চুক্তির শর্ত হল সালাত। যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করল সে কুফরী করল।

এই বিষয়ে আনাস ও ইবন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

২৬২৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكَهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : سَمِعْتُ أَبَا مُصْعَبٍ الْمَدَنِيَّ يَقُولُ : مَنْ قَالَ : الْإِيمَانُ قَوْلُ يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ وَ الْإِضْرِبَتْ عَنْقُهُ .

২৬২৩. কুতায়বা (র.)... আবদুল্লাহ ইবন শাকীক উকায়লী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ -এর সাহাবীগণ সালাত ছাড়া অন্য কোন আমল পরিত্যাগ করা কুফরী বলে মনে করতেন না।

باب

অনুচ্ছেদ

২৬২৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَرْثِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ ، مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৬২৪. কুতায়বা (র.)... আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে, মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবী হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিল সে ঈমানের স্বাদ পেল। হাদীছটি হাসান সাহীহ।

২৬২৫- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ طَعْمَ الْإِيمَانِ : مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৬২৫. ইবন আবু উমর (র.)...আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান সে ঈমানের স্বাদ পায়। যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয়, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই একজনকে ভালবাসে এবং সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর সেই দিকে ফিরে যাওয়াকে তেমনিভাবে ঘৃণা করে যেমনি ভাবে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সে ঘৃণা করে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

কাতাদা (র.) এটি আনাস ইবন মালিক (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

অনুচ্ছেদ : ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মু'মিন থাকে না

২৬২৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَكِنْ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
 وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظِّلَّةِ ،
 فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا : خَرَجَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْإِسْلَامِ .
 وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ ، مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ
 الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ
 شَاءَ غَفَرَ لَهُ . رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَخُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৬২৬. আহমদ ইবন মানী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মু'মিন থাকে না। চোর চুরি করা অবস্থায় মু'মিন থাকে না, তবে তখনও তওবার অবকাশ থাকে।

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস, আইশা এবং আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব, সাহীহ।

আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : কোন বান্দা যখন যিনা করে তখন তার ভিতর থেকে ঈমান বের হয়ে যায় এবং যেন ছায়ার মত তার মাথার উপর অবস্থান করে। এই দুষ্কর্ম থেকে যখন সেই ব্যক্তি সরে আসে তখন পুনর্বীর ঈমান তার কাছে ফিরে আসে।

আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন আলী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : এই সব ক্ষেত্রে ঈমানের স্তর থেকে বেরিয়ে ইসলামের স্তরে সে চলে আসে।

একাধিক সূত্রে যিনা ও চুরি প্রসঙ্গে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি এই সব পাপ কর্মে লিপ্ত হয় এবং তার উপর হদ প্রতিষ্ঠা করা হয়ে গিয়ে থাকে তবে তা-ই এই ব্যক্তির গুনাহের জন্য কাফ্ফারা বলে গণ্য হবে। আর কেউ যদি এই সব গুনাহে আপতিত হয় আর আল্লাহ তা'আলা তা গোপন রাখেন তবে তা আল্লাহর উপরই ন্যাস্ত। ইচ্ছা করলে কিয়ামতের দিন তাকে আযাবও দিতে পারেন আর ইচ্ছা করলে মাফও করে দিতে পারেন।

আলী ইবন আবু তালিব, উবাদা ইবন সামিত ও খুযায়মা ইবন ছাবিত (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মের হাদীছ বর্ণিত আছে।

২৬২৭- حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السُّفْرِ وَإِسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :

مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعَجَلَ عِقَابَهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَعَدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُثْبِتَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَى شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ، وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا كَفَرَ أَحَدًا بِالزَّيْنَةِ أَوْ السَّرِقَةِ وَشَرَبِ الْخَمْرِ .

২৬২৭. আবু উবায়দা ইবন আবু সাফার (র.)... আলী ইবন আবু তালিব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কেউ যদি (হদ প্রয়োগ হওয়ার মত) গুনাহে লিপ্ত হয় এবং দুনিয়াতেই তার শাস্তি হয়ে যায় তবে আখিরাতে দ্বিতীয়বার তাঁর এই বান্দাকে শাস্তি প্রদানের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা তো বেশী ন্যায়নিষ্ঠ। (সুতরাং তিনি তাকে পুনর্বার শাস্তি দিবেন না)। আর কেউ যদি হদ প্রয়োগের শাস্তিযোগ্য গুনাহে লিপ্ত হয় আর আল্লাহ তা'আলা তার বিষয়টি গোপন করে রাখেন এবং তাকে মাফ করে দেন। তবে মাফ করে দেওয়ার পর পুনরায় সেই বিষয়ে শাস্তি প্রদানের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা তো আরো অধিক দয়াবান। (সুতরাং তাঁর ক্ষমা পরায়ণতার জন্য তিনি তাকে শাস্তি দিবেন না)।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

আলিমগণের অভিমতও এ-ই। যিনা, চুরি ও মদ্যপানের কারণে কাউকে কেউ কাফির ফতওয়া দিয়েছেন বলে আমরা জানি না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

অনুবাদ : প্রকৃত মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ

২৬২৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ . وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :: أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ مُوسَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو .

২৬২৮. কুতায়বা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (প্রকৃত) মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। আর (প্রকৃত) মু'মিন হল সেই ব্যক্তি লোকেরা তাদের জান ও মালের বিষয়ে যে ব্যক্তির উপর আস্থা রাখতে পারে।

নবী ﷺ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মুসলিমদের মধ্যে সর্বোত্তম কে? তিনি বললেন : যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।

২৬২৯- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سئل أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৬২৯. ইবরাহীম ইবন সাদ্দ জাওহারী (র.)... আবু মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মুসলিমদের মধ্যে উত্তম কে?

তিনি বললেন : যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ।

আবু মূসা আশআরী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি সাহীহ, গারীব।

এই বিষয়ে জাবির, আবু মূসা এবং আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا

অনুচ্ছেদ : শুরুতে ইসলাম ছিল অপরিচিত, অচিরেই তা পুনরায় অপরিচিতের মত হয়ে যাবে।

২৬২৯- حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ .

وَفِي الْبَابِ : عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ إِسْمُهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ نَضْلَةَ الْجَشْمِيُّ تَقَرَّدَ بِهِ حَفْصٌ .

২৬৩০. আবুল আহওয়াস (র.)... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইসলামের শুরু হয়েছে অপরিচিত অবস্থায়। অচিরেই তা পুনরায় শুরু অবস্থার মত হয়ে যাবে অপরিচিত। সুতরাং এইরূপ অপরিচিত অবস্থায়ও যারা ইসলামের উপর কায়েম থাকে তাদের জন্য সুসংবাদ।

এই বিষয়ে সা'দ ইবন উমর, জাবির, আনাস ও আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইবন মাসউদ (রা.)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান সহীহ-গারীব। হাফস ইবন গিয়াছ-আ'মাশ (র.) সূত্রে রিওয়ায়ত হিসাবেই কেবল এটিকে আমরা জানি। এই হাদীছটির রিওয়ায়ত ক্ষেত্রে হাফস একা — সহযোগী হীন।

আবুল আহওয়াস (র.)-এর নাম হল আওফ ইবন মালিক ইবন নাযলা জুশামী।

২৬৩১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ . حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بْنِ زَيْدٍ ابْنِ مِلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ الدِّينَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى حُجْرِهَا ، وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأَرَوِيَةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ ، إِنَّ الدِّينَ بَدَأُ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৬৩১. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র.)... কাছীর ইবন আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আওফ ইবন কায়েস ইবন মিলহা তৎপিতা আবদুল্লাহ সূত্রে তৎপিতামহ আমর ইবন আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাপ যেমন সংকুচিত হয়ে আপন গর্তের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তদ্রূপ দীন ইসলামও একদিন সংকুচিত হয়ে হিজায়ে ফিরে আসবে এবং পাহাড়ী বকরী যেমন পাহাড়ের চূড়ায় মজবুত আশ্রয় গ্রহণ করে তেমনি দীনও হিজায়ে তার মজবুত আশ্রয় নিবে। দীন শুরুতে ছিল অপরিচিত। অচিরেই তা আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে। সুতরাং সে অবস্থায় ইসলামে আঁকড়ে ধরে থাকা সেসব লোকদের জন্য সুসংবাদ যারা আমার পরে মানুষদের দ্বারা বিকৃত হওয়া আমার সুনতকে পুনরুজ্জীবিত করে।

হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ

অনুচ্ছেদ : মুনাফিকের আলামত

২৬৩২- حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرٍو بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ ، وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَانْسٍ وَجَابِرٍ .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَأَبُو سَهْلٍ هُوَ عَمُّ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ ، وَاسْمُهُ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْأَصْبَحِيُّ الْخَوْلَانِيُّ .

২৬৩২. আবু হাফস আমর ইবন আলী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুনাফিকের আলামত হল তিনটি; কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, তার কাছে আমানত রাখা হলে সে খিয়ানত করে।

আলা (র.)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব।

আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে একাধিকভাবে এই মর্মে হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, আনাস ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আলী ইবন হুজর (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবু সুহায়ল (র.) হলেন মালিক ইবন আনাস (র.)-এর পিতৃব্য। তাঁর নাম হল নাফি ইবন মালিক ইবন আবু আমির খাওলানী আসবাহী (র.)।

২৬৩২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سَفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَرْبَعٌ مَنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا وَإِنْ كَانَتْ خَصْلَةً مِنْهُنَّ فِيهِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا : مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَخَرَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ نِفَاقُ الْعَمَلِ ، وَإِنَّمَا كَانَ نِفَاقُ التَّكْذِيبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هَكَذَا رَوَى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ شَيْئًا مِنْ هَذَا أَنَّهُ قَالَ : النِّفَاقُ نِفَاقَانِ : نِفَاقُ الْعَمَلِ ، وَنِفَاقُ التَّكْذِيبِ .

২৬৩৩. মাহমুদ ইবন গায়লান (র.)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : চারটি বিষয় যার মধ্যে বিদ্যমান সে মুনাফিক। এর একটি যার মধ্যে থাকে তার মধ্যেও মুনাফিকের একটি বৈশিষ্ট্য থাকে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে এর খেলাফ করে, যখন বিবাদ করে তখন অশ্লীল গালিগালাজ করে, যখন চুক্তি করে তখন বিশ্বাসঘাতকতা করে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আলিমগণের নিকট এই হাদীছটির মর্ম হল আমলী-মুনাফিকী। ইসলাম অস্বীকার করার অর্থাৎ

আকিদাগত মুনাফিকী ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে। হাসান বসরী (র.) থেকেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন মুররা (র.) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৬২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ وَيَتَوَى أَنْ يَفِي بِهِ فَلَمْ يَفِ بِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ ، عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثِقَةٌ . وَلَا يُعْرِفُ أَبُو النُّعْمَانِ وَلَا أَبُو وَقَّاصٍ وَهُمَا مَجْهُولَانِ .

২৬৩৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি ওয়াদা করার সময় যদি তা পূরণের নিয়্যত রাখে কিন্তু পরে (কোন বিশেষ অসুবিধার কারণে) তা পূরণ করতে না পারে তবে এতে তার অপরাধ হবে না।

হাদীছটি গারীব। এর সনদ শক্তিশালী নয়। আলী ইব্ন আবদুল আ'লা ছিকা বা নির্ভরযোগ্য রাবী। কিন্তু আবু নু'মান ও অজ্জাত (মাজহুল) ব্যক্তি এবং আবু ওয়াক্কাসও অজ্জাত ব্যক্তি।

بَابُ مَا جَاءَ سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ

অনুচ্ছেদ : মুসলমানকে গালিগালাজ করা গুনাহ

২৬২৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزْزِيمٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ مَنْصُورٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قِتَالُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ كُفْرٌ ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

২৬৩৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন বাযী' (র.)... আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলিম কর্তৃক তার (অপর মুসলিম) ভাইয়ের সাথে লড়াই করা কুফরী এবং তাকে গালিগালাজ করা গুনাহ।

এই বিষয়ে সা'দ ও আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্ন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে একাধিক ভাবে এটি বর্ণিত আছে।

২৬২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ قِتَالُهُ كُفْرٌ لَيْسَ بِهِ كُفْرٌ مِثْلُ الْإِرْتِدَادِ عَنْ الْأَسْوَدِ . وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَأَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِالْحِيَارِ ، إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا ، وَلَوْ كَانَ الْقَتْلُ كُفْرًا لَوَجِبَ {.....} وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَطَاوُوسٍ وَعَطَاءٍ ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا كُفْرٌ نُونٌ كُفْرٌ ، وَفُسُوقٌ نُونٌ فُسُوقٌ .

২৬৩৬. মাহমুদ ইবন গায়লান (র.)... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলিমকে গালিগালাজ করা পাপ আর তার বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফরী।
 এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ رَمَى أَخَاهُ بِكُفْرٍ

অনুচ্ছেদ : কেউ যদি তার মুসলিম ভাইকে কুফরের অপবাদ দেয়

২৬২৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقُ عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَانِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَنْ الْمُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ . وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৬৩৭. আহমদ ইবন মানী (র.)... ছাবিত ইবন যাহ্বাক (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে জিনিসের মালিকানা বান্দার নেই উক্ত বস্তুর মান্নত করলে বান্দার উপর সে মান্নত বর্তায় না। মু'মিনকে লা'নতকারী তার হত্যাকারীর মত। যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে কুফরের অপবাদ দেয় সে-ও তার হত্যাকারীর মত। যে ব্যক্তি যে জিনিসের দ্বারা আত্মহত্যা করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সেই জিনিস দিয়েই তাকে আযাব দিবেন।

এই বিষয়ে আবু যার ও ইবন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৬৩৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ جَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .
وَمَعْنَى قَوْلِهِ بَاءٌ : يَعْنِي أَقْرَأَ .

২৬৩৮. কুতায়বা (র.)... ইবন উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি তার ভাইকে কাফির বলে আখ্যায়িত করে তবে সে সেই কুফরীর কথা তাদের উভয়ের কোন একজনের উপর বর্তাবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَمُوتُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই — এ কথার সাক্ষ্য দিয়ে যে ব্যক্তি মারা যায়

২৬৩৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ ، فَقَالَ : مَهْلًا ، لِمَ تَبْكِي ؟ فَوَاللَّهِ لَنْ أُسْتَشْهِدَ لِأَشْهَدَنَّ لَكَ ، وَلَنْ شَفَعْتُ لِأَشْفَعَنَّ لَكَ ، وَلَنْ أُسْتَطَعْتُ لِأَنْفَعَنَّكَ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا ، وَسَوْفَ أَحَدُ نَكْمُوهُ الْيَوْمَ وَ قَدْ أَحِيطَ بِنَفْسِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ ،

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَجَابِرٌ وَابْنُ عُمَرَ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ : مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ كَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا فِي الْحَدِيثِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَالصَّنَابِحِيُّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - وَقَدْ رَوَى عَنِ الرَّهْزِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ نَزُولِ الْفَرَائِضِ وَالتَّهْمِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَوَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ أَهْلَ التَّوْحِيدِ سَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، وَإِنْ عَذَّبُوا بِالنَّارِ بِذُنُوبِهِمْ فَإِنَّهُمْ لَا يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَنْسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : سَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَيدخلون الجنة ، هَكَذَا رَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ -

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ (رَبِّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ) قَالُوا : إِذَا أَخْرَجَ أَهْلُ التَّوْحِيدِ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ .

২৬৩৯. কুতায়বা (র.)... সুনাবিহী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উবাদা ইব্নুস সামিত (রা.)-এর কাছে গেলাম। তাঁর তখন মৃত্যু কষ্ট হচ্ছিল। আমি (তাঁর অবস্থা দেখে) কেঁদে ফেললাম। তিনি বললেন : থাম, কাঁদছ কেন? আল্লাহর কসম, যদি আমাকে (আখিরাতে) সাক্ষী মানা হয় তবে অবশ্যই তোমার পক্ষে আমি সাক্ষ্য দিব। যদি আমাকে সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হয় তবে অবশ্যই তোমার জন্য সুপারিশ করব। যদি আমি সক্ষম হই তবে অবশ্যই তোমার উপকার করব।

এরপর তিনি বললেন : আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে যত হাদীছ আমি শুনেছি এবং যাতে ছিল তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত সে সবার কোন হাদীছও এমন নেই যা আমি তোমাদের বর্ণনা করিনি। তবে একটি হাদীছ ছিল বাকী যা আজ তোমাদের আমি এমন অবস্থায় বর্ণনা করতে যাচ্ছি যে, চতুর্দিক থেকে মৃত্যু আমাকে বেঁটন করে নিয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, ‘আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তা’আলা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।’

এই বিষয়ে আবু বকর, উমর, উছমান, আলী, তালহা, জাবির ইব্ন উমর, যায়দ ইব্ন খালিদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। সুনাবিহী (র.) হলেন আবদুর রহমান ইব্ন উসায়লা আবু আবদুল্লাহ। হাদীছটি হাসান-সাহীহ — তবে এই সূত্রে গারীব।

যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ -এর বাণী “যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া মা’বুদ নাই, এ কথা স্বীকার করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে” — সম্পর্কে তাকে (যুহরী) জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন : এটি ছিল ইসলামের শুরুতে যখন ফরয, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি বিধি-বিধান নাযিল হয়নি তখনকার যুগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কোন কোন আলিম এই হাদীছটির মর্ম প্রসঙ্গে বলেন যে, তাওহীদে বিশ্বাসীরা অবশ্য একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদিও গুনাহের দরুন তাদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। তারা তাদের জাহান্নামে সব সময়ের জন্য অবস্থান করতে হবে না।

ইব্ন মাসউদ, আবু যার, ইমরান ইব্ন হুসায়ন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ, ইব্ন আব্বাস, আবু সাঈদ খুদরী ও আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন : তাওহীদে বিশ্বাসী এক দল লোক জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(رَبِّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ)

কখনও কখনও কাফিররা আকাঙক্ষা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত। (হিজর ১৫ : ২) আয়াতটির

তাফসীরেও সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ তাবিসীন (র.) থেকে এরূপ অভিমত বর্ণিত আছে। তাঁরা বলেছেন : তাওহীদে বিশ্বাসীগণকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তখন কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায় তারা যদি মুসলিম হত।

২৬৪- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ . حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَافِرِيُّ ثُمَّ الْحُبَلِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَاصِي يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ سَيَخْلُصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُئُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ سَجَلًا كُلُّ سَجَلٍ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا ؟ أَظْلَمَكَ كَتَبْتِي الْحَافِظُونَ ؟ فَيَقُولُ : لَا يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ : أَفَلَاكَ عُذْرٌ ؟ فَيَقُولُ : لَا يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ : بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً ، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٍ فِيهَا : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَيَقُولُ : أَحْضَرْتُكَ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبَطَاقَةُ - مَعَ هَذِهِ السِّجَلَاتِ ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ ، قَالَ : فَتَوَضَّعَ السِّجَلَاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبَطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ ، فَطَاشَتْ السِّجَلَاتُ وَثَقُلَتِ الْبَطَاقَةُ ، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ أَسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ - حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২৬৪০. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে সমস্ত সৃষ্টির সমক্ষে আলাদা করে এনে হাযির করবেন। তার সামনে নিরানব্বইটি (আমলের) নিবন্ধন খাতা খুলে দিবেন। এক একটি নিবন্ধন খাতা হবে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর তিনি তাকে বলবেন : এর একটি কিছুও কি অস্বীকার করতে পার? আমার সংরক্ষণকারী লিপিকারগণ (কিরামান কাতিবীন) কি তোমার উপর কোন জুলুম করেছে?

লোকটি বলবে : না, হে আমার পরওয়ারদিগার।

আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার কিছু বলার আছে কি? লোকটি বলবে : না, হে পরওয়ারদিগার।

তিনি বলবেন : হ্যাঁ, আমার কাছে তোমার একটি নেকী আছে। আজ তো তোমার উপর কোন জুলুম হবে না।

তখন একটি ছোট কাগজের টুকরা বের করা হবে। এতে আছে আশহাদু আনলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আনলা মুহাম্মাদান আবদুল্লাহ ওয়া রাসূলুল্লাহ — আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ ছাড়া আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহ তা'আলা বলবেন : চল, এর ওয়নের ক্ষেত্রে হাযির হও। লোকটি বলবে : ওহে আমার রব, এই একটি ছোট টুকরা আর এতগুলো নিবন্ধন খাতা। কোথায় কি?

তিনি বলবেন : তোমার উপর অবশ্যই কোন জুলুম করা হবে না।

অনন্তর সবগুলো নিবন্ধন খাতা এক পাল্লায় রাখা হবে আর ছোট্ট সেই টুকরাটিকে আরেক পাল্লায় রাখা হবে। (আল্লাহর কি মহিমা) সবগুলো দণ্ডর (ওয়নে) হালকা হয়ে যাবে আর ছোট্ট টুকরাটিই হয়ে পড়বে ভারি। আল্লাহর নামের মুকাবেলায় কোন জিনিসই ভারি হবে না। হাদীছটি হাসান-গারীব।

কুতায়বা (র.)... আমির ইব্ন ইয়াহইয়া (র.) থেকে এই সনদে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

البطاقة টুকরা, খণ্ড।

بَابُ : مَا جَاءَ فِي إِفْتِرَاقِ هَذِهِ الْأُمَّةِ

অনুচ্ছেদ : এই উম্মতের অনৈক্য

২৬৪১- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَ سَبْعِينَ أَوْ إِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَ النَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ ، وَ تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً .

رَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ مُصَنِّعٌ .

২৬৪১. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ আবু আম্মার (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদীরা বিভক্ত হয়েছে, একাত্তর দলে (কিংবা বলেছেন, বাহাত্তর দলে), খৃষ্টানরাও অনুরূপ সংখ্যায় বিভক্ত হয়েছে। আর আমার উম্মতরা বিভক্ত হবে তিহাত্তর দলে।

এই বিষয়ে সা'দ, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, আওফ ইব্ন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৬৪২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْأَفْرِيقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ مِثْلُ مَا كَانَ مِنَ الْيَهُودِ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ مِلَّةً ، وَ تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ مِلَّةً ، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً ، قَالُوا : وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ مُفْسَّرٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

২৬৪২. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বনু ইসরাঈলের যে অবস্থা এসেছিল আমার উম্মতরাও ঠিক তাদেরই অবস্থায়

পতিত হবে। এমনকি তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে তবে আমার উম্মতেরও কেউ তাতে লিপ্ত হবে। বনু ইসরাঈলরা তো বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে আর আমার উম্মতরা বিভক্ত হবে তিহাত্তর দলে। এদের একটি দল ছাড়া সব দলই হবে জাহান্নামী।

সাহাবীগণ (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! এরা কোন দল?

তিনি বললেন : আমি এবং আমার সাহাবীরা যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব ও স্ব ব্যাখ্যাত। এই সূত্র ছাড়া এই ধরনের কোন রিওয়ায়ত আমাদের জানা নেই।

২৬৪৩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّيْلَمِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى ، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ : جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

২৬৪৩. হাসান ইবন আরাফা (র.)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা'আলা তার মাখলুককে আঁধারে সৃষ্টি করেছেন। পরে তাদের উপর তিনি তাঁর নূরের তাজাল্লী বিচ্ছুরিত করেন। যে ব্যক্তি এই নূর থেকে কিছু অংশ পেয়েছে সে-ই হেদায়েত পায় আর যে তা পায়নি সে পথভ্রষ্ট হয়। তাই আমি বলি : আল্লাহর ইলম হিসাবেই কলম (তকদীরের লিখন) শুকিয়ে গেছে।

হাদীছটি হাসান।

২৬৪৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ حَقَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قَالَ : أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ .

২৬৪৪. মাহমুদ ইবন গায়লান (র.)... মুআয ইবন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর কি হক?

আমি বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন : তাদের উপর আল্লাহর হুকুম হল যে, তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে শরীক করবে না কিছুই।

তিনি আবার বললেন : তুমি কি জান, বান্দারা যখন তা করবে তখন আল্লাহর উপর তাদের কি হুকুম হবে?

আমি বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন।

তিনি বললেন : তখন তিনি আর তাদের শাস্তি দিবেন না।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। মুআয ইব্ন জাবাল (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

২৬৪৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ وَالْأَعْمَشِ كُلُّهُمْ سَمِعُوا زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى وَ سَرَقَ ؟ نَعَمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ .

২৬৪৫. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.)... আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার কাছে জিব্রীল (আ.) এলেন এবং এই সুসংবাদ দিলেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছু শরীক না করে - মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আমি বললাম : যদি সে যিনা করে, চুরি করে তবুও?

তিনি বললেন : হ্যাঁ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এই বিষয়ে আবুদ দারদা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

كِتَابُ الْعِلْمِ

অধ্যায় : ইল্ম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْعِلْمِ অধ্যায় : ইল্ম

بَابُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَّهْ فِي الدِّينِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ ইচ্ছা করেন তখন তাকে দীনের প্রজ্ঞা দান করেন

২৬৪৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ هُرَيْرَةَ وَمُعَاوِيَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৬৪৬. আলী ইবন হুজর (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দীনের প্রজ্ঞা দান করেন।

এই বিষয়ে উমর, আবু হুরায়রা ও মুআবিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ فَخْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ : ইল্ম অন্বেষার ক্ষয়ীলত

২৬৪৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

২৬৪৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইলম তালাশ করতে পথ চলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। এই হাদীছটি হাসান।

২৬৪৮- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ الْعُتْكِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَرْفَعَهُ .

২৬৪৮. নাসর ইবন আলী (র.)... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইলম তাল্লাশে বের হবে বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত সে আল্লাহর পথেই রয়েছে বলে গণ্য হবে। এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

কোন কোন রাবী এটিকে মারফু'রূপে রিওয়ায়ত করেন নি।

২৬৪৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ عَنْ سَخْبَرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ إِلَّا سَنَادِ ، وَ أَبُو دَاوُدَ يُضَعِّفُ ، وَلَا نَعْرِفُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ كَبِيرَ شَيْءٍ وَلَا لِأَبِيهِ ، وَاسْمُ أَبِي دَاوُدَ نَفِيعُ الْأَعْمَى ، تَكَلَّمَ فِيهِ قَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .

২৬৪৯. মুহাম্মাদ ইবন হুমায়দ রাযী (র.)... সাখবারা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করবে তার অতীতের (গুনাহর) জন্য তা কাফ্ফারা হয়ে যাবে। রাবী আবু দাউদ-এর নাম হল নুফায়' আ'মা। হাদীছের ক্ষেত্রে তিনি যঈফ। আবদুল্লাহ ইবন সাখবারা এবং তার পিতা সাখবারা (রা.)-এর হাদীছ রিওয়ায়ত সম্পর্কে আমাদের বেশী কিছু জানা নেই। এই হাদীছটির সনদ যঈফ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كِتْمَانِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ : ইলম গোপন করা

২৬৫০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَدِيلٍ بْنُ قُرَيْشٍ الْيَامِيُّ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ زَادَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ سِئِلَ عَنْ عِلْمٍ ثُمَّ كَتَمَهُ أَجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

২৬৫০. আহমদ ইবন বুদায়ল ইবন কুরায়শ যামী কূফী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তিকে তার জানা কোন ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সে যদি তা গোপন করে তবে কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামাগ্নির লাগাম পরানো হবে।

এই বিষয়ে জাবির ও আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِصَاءِ بِمَنْ يَطْلُبُ الْعِلْمَ

অনুচ্ছেদ : ইল্ম অন্বেষণকারী সম্পর্কে বিশেষ ওসিয়াত চাওয়া

২৬৫১- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَبْدِيِّ قَالَ : كُنَّا نَأْتِي أَبَا سَعِيدٍ فَيَقُولُ : مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ ، وَإِنْ رَجُلًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِينَ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ ، فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : قَالَ عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَبْدِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : مَا زَالَ ابْنُ عَوْنٍ يَرْوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَبْدِيِّ حَتَّى مَاتَ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ اسْمُهُ عِمَارَةُ بْنُ جُوَيْنٍ .

২৬৫১. সুফইয়ান ইব্ন য়াদ (র.)... আবু হারুন (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমরা আবু সাঈদ (রা.)-এর কাছে (ইল্ম অর্জন করতে) আসতাম। তখন তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওসীদেরকে মারহাবা, শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। নবী ﷺ বলেছেন : লোকেরা তোমাদের অনুসারী হবে। পৃথিবীর দূর প্রান্ত থেকে লোকেরা তোমাদের কাছে দীনের জ্ঞান লাভ করার জন্য আসবে। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট থাকার জন্য তোমরা (আমার) ওসিয়াত গ্রহণ কর।

আলী ইব্ন আবদুল্লাহ বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ বলেছেন : শু'বা (র.) আবু হারুন আবদী (র.)-কে যঈফ বলতেন। কিন্তু ইব্ন আওন (র.) মৃত্যু পর্যন্ত আবু হারুন আবদী (র.) থেকে হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন। আবু হারুন (র.)-এর নাম হল উমারা ইব্ন জুওয়ায়ন।

২৬৫২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَأْتِيَكُمْ رِجَالٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَتَعَلَّمُونَ ، فَإِذَا جَاؤُكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا قَالَ : فَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ إِذَا رَأَا قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ .

২৬৫২. কুতায়বা (র.)... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : পূর্ব দিক থেকে তোমাদের কাছে বহু লোক ইল্ম হাসিল করতে আসবে। তারা আসলে তাদের কল্যাণ সাধনের জন্য সচেষ্ট থাকার ওসিয়ত (আমার পক্ষ থেকে) পালন করবে।

আবু হারুন (র.) বলেন : আবু সাঈদ (রা.) যখন আমাদের দেখতেন, বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অসীদের জন্য মারহাবা।

আবু হারুন আবদী (র.)... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছ ছাড়া এই সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَهَابِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ : ইলমের প্রস্থান

২৬৫৩- حَدَّثَنَا هَرُونَ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ اللَّهُ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتَزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ . فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَزِيَادِ بْنِ لَيْدٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ هَذَا .

২৬৫৩. হারুন ইবন ইসহাক হামদানী (র.)... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা লোকদের থেকে একটানে ইল্ম উঠিয়ে নিবেন না। বরং আলিমগণকে উঠিয়ে তিনি ইল্ম নিয়ে যাবেন। অবশেষে যখন কোন আলিম থাকবে না, লোকেরা অজ্ঞ-মুর্থদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। ফলে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। তারা তখন ইল্ম ছাড়াই ফতওয়া দিবে। পরিণামে নিজেরাও গুমরাহ হবে এবং অপরকেও গুমরাহ বানাবে।

এই বিষয়ে আইশা ও যিয়াদ ইবন লাবীদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

যুহরী (র.) এই হাদীছটিকে উরওয়া-আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) এবং উরওয়া-আইশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৬৫৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَشَخَصَ بَبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هَذَا أَوَانٌ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ : كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ فَوَاللَّهِ لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنَقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاغَنَا ، فَقَالَ : تَكَلِّتْ أُمُّكَ يَا زِيَادُ ، إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَذِهِ الثُّرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنُّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ ، قَالَ جُبَيْرٌ : فَلَقِيتُ عَبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، قُلْتُ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، قَالَ صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، إِنْ شِئْتَ لَأَحْدِثُكَ بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ؟ الْخُشُوعُ ، يُوْشِكُ أَنْ

تَدْخُلُ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ

غَيْرَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَقَدْ رَوَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ نَحْوُ هَذَا وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ بَيْرٍ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৬৫৪. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র.)... আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আসমানের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। পরে বললেন : এ-ই হল লোকদের থেকে ইল্ম ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষণ। এমনকি ইল্ম বিষয়ে তাদের কোন ক্ষমতা থাকবে না।

যিয়াদ ইবন লাবীদ আনসারী (র.) বললেন : আমাদের থেকে কেমন করে ইল্ম ছিনিয়ে নেওয়া হবে, অথচ আমরা কুরআন পড়েছি। আল্লাহর কসম, অবশ্যই তা আমরা পড়ব এবং আমাদের স্ত্রী-কন্যা ও সন্তান-সন্ততিদের তা পড়াব।

তিনি বললেন : তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে যিয়াদ। আশ্চর্য, আমি তো তোমাকে মদীনাবাসী প্রজ্ঞাবানদের একজন বলে গণ্য করতাম। ইয়াহুদী-নাসারাদের কাছেও তো এই তওরাত-ইনজীল আছে। কিন্তু কি উপকার হয়েছে তাদের?

জুবায়র (র.) বলেন, পরে আমি উবাদা ইবন সামিত (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। বললাম : আপনার ভাই আবুদ দারদা কি বলছেন তা কি আপনি শুনেন নি?

অনন্তর আমি তাঁকে আবুদ দারদা (রা.)-এর রিওয়াযতের বিবরণ দিলাম। তিনি বললেন : আবুদ দারদা (রা.) ঠিক বলেছেন। তুমি চাইলে ইল্মের প্রথম যে বস্তুটি উঠিয়ে নেওয়া হবে সে সম্পর্কে আমি তোমাকে বিবরণ দিতে পারি। আর তা হল খুশু-খুযু ও বিনয়। জামে মসজিদে প্রবেশ করেও তুমি হয়ত একজনকেও বিনয়াবনত দেখতে পাবে না।

হাদীছটি হাসান-গরীব।

হাদীছবিদগণের মতে মুআবিয়া ইবন সালিহ (র.) ছিকা বা নির্ভরযোগ্য রাবী, ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ আল কাত্তান (র.) ছাড়া আর কেউ তাঁর সমালোচনা করেছেন বলে আমরা জানি না। মুআবিয়া ইবন সালিহ (র.) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

কোন কোন রাবী এই হাদীছটিকে আবদুর রহমান ইবন জুবায়র ইবন নুফায়র — তৎপিতা জুবায়র ইবন নুফায়র-আওফ ইবন মালিক (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَطْلُبُ بِعِلْمِهِ الدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ইল্মের বিনিময়ে দুনিয়া তালাশ করে

٢٦٥٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يَحْيَى

بْنِ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ

لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ ﷺ
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَاسْحَقُ بْنُ يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيُّ
 عَنْهُمْ ، تَكَلَّمَ فِيهِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ .

২৬৫৫. আবুল আশআছ আহমাদ ইবনুল মিকদাম আল-আজালী আল-বাসরী (র.)... ইবন কা'ব ইবন মালিক তৎপিতা কা'ব ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে ইল্ম তালশ করে যে, সে তা দিয়ে আলিমদের সঙ্গে বিতর্ক করবে বা অজ্ঞ-মুর্থদের সামনে বিদ্যা ফলাবে এবং নিজের দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

ইসহাক ইবন ইয়াহুইয়া ইবন তালহা হাদীছবিদগণের মতে শক্তিশালী রাবী নন। স্মরণ শক্তির বিষয়ে তাঁর সমালোচনা রয়েছে।

২৬৫৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْهَنْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَيُّوبَ
 السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَرِيكٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِيُغَيِّرَ اللَّهُ أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ
 اللَّهِ فَلْيَتَّبِعْهُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

২৬৫৬. আলী ইবন নাসর ইবন আলী (র.)... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইল্ম অর্জন করে সে যেন জাহান্নামকেই তার আবাস বানিয়ে নেয়। এই বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। হাদীছটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া রাবী আয়ুব সাখতিয়ানীর এ হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ

অনুচ্ছেদ : শ্রুত ইল্ম প্রচারে উৎসাহ দান

২৬৫৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ
 الْخَطَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هَانٍ يَحْدُثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ

مَرْوَانَ نَصَفَ النَّهَارَ ، قُلْنَا : بِمَا بَعَثَ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِشَيْءٍ سَأَلَهُ عَنْهُ ، فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، سَأَلْنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : نَضُرَّ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنْ حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ غَيْرُهُ ، فَرُبُّ حَامِلٍ فَقَّهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبُّ حَامِلٍ فَقَّهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَنَسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

২৬৫৭. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.)... আবদুর রহমান ইব্ন আবান ইব্ন উছমান তৎপিতা আবান ইব্ন উছমান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) মারওয়ানের কাছ থেকে দুপুরের সময় বের হয়ে এলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বললাম : কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যেই মারওয়ান এই সময় তাঁর কাছে খবর পাঠিয়েছিল, আমরা উঠে দাঁড়ালাম এবং বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বললেন : হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমরা শুনেছি এমন কিছু বিষয়ে আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা আনন্দোজ্জ্বল করুন যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে হাদীছ শুনেছে এবং তা অন্যের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছে। জ্ঞান বহনকারী অনেকেই তার চেয়ে বড় জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দিতে পারে। অনেক জ্ঞান বহনকারী ব্যক্তি নিজে প্রজ্ঞাবান নয়।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, মুআয ইব্ন জাবাল, জ্বায়র ইব্ন মুতইম, আবুদ দারদা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

২৬৫৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . أَنبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : نَضُرَّ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنْ شَيْءٍ فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ ، فَرُبُّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৬৫৮. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.)... আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ তৎপিতা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে আনন্দোজ্জ্বল করুন যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে কিছু হাদীছ শুনেছে। অনন্তর যেভাবে যা শুনেছে যথাযথভাবে তা পৌঁছে দেয়। এমন বহু ব্যক্তি যার কাছে পৌঁছান সে শ্রবণকারী অপেক্ষাও অধিক (হাদীছ) সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার ভয়াবহতা

২৬৫৯- حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرَّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

২৬৫৯. আবু হিশাম রিফাঈ (র.)... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে সে জাহান্নামকে তার আবাস বানিয়ে নিক।

২৬৬০- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ بْنُ بِنْتِ السَّيِّدِي حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكْذِبُوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى يَلِجُ فِي النَّارِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَأَنَسُ وَجَابِرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٍو بْنُ عَبْسَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَمُعَاوِيَةُ وَبُرَيْدَةُ وَأَبِي مُوسَى الْغَافِقِيُّ وَأَبِي أُمَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْمُقَنَّنُ وَأَوْسُ الثَّقَفِيِّ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ : أَثْبَتُ أَهْلُ الْكُوفَةِ وَقَالَ وَكِيعٌ : لَمْ يَكْذِبْ رَبِيعُ بْنُ خِرَاشٍ فِي الْإِسْلَامِ كَذِبَةً .

২৬৬০. ইসমাইল ইবন মুসা আল-ফাযারী ইবন বিনতিস সুদী (র.)... আলী ইবন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে না। কেননা আমার প্রতি যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে দাখিল হবে।

এই বিষয়ে আবু বকর, উমর, উছমান, যুযায়র, সাঈদ ইবন যায়দ, আবদুল্লাহ ইবন আমর, আনাস, জাবির, ইবন আব্বাস, আবু সাঈদ, আমর ইবন আব্বাসা, উকবা ইবন আমির, মুআবিয়া, বুরায়দা, আবু মুসা, আবু উমামা, আবদুল্লাহ ইবন আমর মুকান্না আওস ছাকফী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আলী ইবন আবী তালিব (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবদুর রহমান ইবন মাহদী (র.) বলেন : মানসূর ইবন মু'তামার (র.) হলেন কুফাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য রাবী। ওয়াকী (র.) বলেন : রিবঈ ইবন খিরাশ ইসলাম অবস্থায় একটিও মিথ্যা বলেন নি।

২৬৬১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بَنِي شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ كَذَبَ عَلَى حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا بَيْتَهُ مِنَ النَّارِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَنَسٍ .

২৬৬১. কুতায়বা (র.)... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যারোপ বা আমার যতদূর মনে পড়ে “স্বেচ্ছায়” কথাটিও বলেছেন — সে যেন জাহান্নামে তার ঘর তৈরী করে নেয় ।

যুহরী-আনাস ইব্ন মালিক (রা.) সূত্রে বর্ণিত হিসাবে এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ গারীব । এই হাদীছটি আনাস (রা.) এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ رَوَى حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ

অনুচ্ছেদ : মিথ্যা মনে করার পরও যদি কেউ হাদীছ রিওয়ায়ত করে

২৬৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ وَاحِدُ الْكَاذِبِينَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَسَمُرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ .

وَرَوَى الْأَعْمَشُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ سَمُرَةَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَصَحُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ : مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ قُلْتُ لَهُ : مَنْ رَوَى حَدِيثًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ إِسْنَادَهُ خَطَأٌ أَيْخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ إِذَا رَوَى النَّاسُ حَدِيثًا مُرْسَلًا فَأَسْنَدَهُ بَعْضُهُمْ أَوْ قَلَبَ إِسْنَادَهُ يَكُونُ قَدْ دَخَلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : لَا ، إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا

الْحَدِيثِ إِذَا رَوَى الرَّجُلُ حَدِيثًا وَلَا يَعْرِفُ لِدَلِكِ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَصْلُ فَحَدَّثَ بِهِ فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

২৬৬২. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কেউ যদি আমার নিকট থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে, এটি মিথ্যা, তবে সে দুই মিথ্যাবাদীর একজন।

এ বিষয়ে আলী ইব্ন আবু তালিব এবং সামুরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। শু'বা (র.) এই হাদীছটি আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা-সামুরা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আ'মাশ ও ইব্ন আবু লায়লা (র.) রিওয়ায়ত করেছেন হাকাম-আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা-আলী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে। হাদীছবিদগণের মতে আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা-সামুরা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি যেন অধিক সাহীহ।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন : আমি আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র.)-কে নবী ﷺ-এর হাদীছ — “কেউ যদি আমার নিকট থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে তা মিথ্যা তবে সে হল দুই মিথ্যাবাদীর একজন” — সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলেছিলাম : কেউ যদি কোন হাদীছ বর্ণনা করে এবং সে এই কথা জানে যে, এটির সনদ ভুল। তবে কি এর উপর এই হাদীছটি প্রযোজ্য হওয়ার আশংকা আছে? অথবা মুহাদ্দিছীদের কাছে মুরসাল বর্ণিত হাদীছটি যদি কেউ মুসনাদ রূপে বর্ণনা করে অথবা তার সনদের মাঝে কোন উলট-পালট করে ফেলে, তবে কি তা এই হাদীছের অন্তর্ভুক্ত হবে?

তিনি বললেন : না। এই হাদীছটির মর্ম হল, কেউ যদি কোন হাদীছ বর্ণনা করে আর নবী ﷺ থেকে এটির কোন ভিত্তি আছে বলে জানা না থাকা সত্ত্বেও তা বিবৃত করে তবে আমার আশংকা হয় যে, তা এই হাদীছের অন্তর্ভুক্ত হবে।

بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুবাদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীছ সম্পর্কে যা বলা নিষেধ

২৬৬৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَسَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، وَغَيْرُهُ رَفَعَهُ قَالَ : لَا الْفَيْنُ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ ، فَيَقُولُ : لَا أَدْرِي ، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا وَسَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ إِذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى الْإِنْفِرَادِ بَيْنَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ مِنْ حَدِيثِ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ ، وَإِذَا جَمَعَهُمَا رَوَى هَكَذَا : وَأَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ اسْمُهُ اسْلَمٌ .

২৬৬৩. কুতায়বা (র.)... আবু রাফি' (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং অন্যরা তা মারফু'রূপে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : তোমাদের কাউকে যেন এমন অবস্থায় না পাই যে, সে সুসজ্জিত আসনে টেক লাগিয়ে বসে থাকবে আর তার কাছে যখন আমার আদিষ্ট কোন বিষয় বা আমার নিষেধ সম্বলিত কোন হাদীছ উত্থাপিত হবে সে (তাচ্ছিল্য ভরে) বলবে, আমি তা জানি না, আল্লাহর কিতাবে যা পাই আমরা তারই অনুসরণ করব।

হাদীছটি হাসান। কোন কোন রাবী সুফইয়ান-ইবন মুনকাদির (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, কেউ কেউ সালিম আবু নাযর-উবায়দুল্লাহ ইবন আবু রাফি' — তথ্যপিতা আবু রাফি' (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এর বর্ণনা করেছেন। ইবন উওয়ায়না (র.) যখন স্বতন্ত্রভাবে উভয় সনদের উল্লেখ করতেন তখন মুহাম্মাদ ইবন মুনকাদির (র.)-এর রিওয়ায়তটিকে সালিম আবু নাযর (র.)-এর রিওয়ায়তটি থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে বর্ণনা করতেন। আর যখন উভয় সনদকে একত্রিত করে রিওয়ায়ত করতেন তখন প্রথমোক্ত ভাবে (২৬৬৩ নং) সনদটির উল্লেখ করতেন। আবু রাফি' (রা.) ছিলেন নবী ﷺ -এর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম)। তাঁর নাম হল আসলাম।

২৬৬৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ اللَّخْمِيِّ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلَا هَلْ عَمَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَكِيٌّ عَلَى أُرْيُكْتِهِ ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا أَسْتَحِلُّنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَمْنَاهُ ، وَإِنْ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

২৬৬৪. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.)... মিকদাম ইবন মা'দীকারিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : খবরদার, হয়ত এমন ব্যক্তির উদ্ভব হবে যে, সে তার সুসজ্জিত আসনে টেক লাগিয়ে বসে থাকবে তখন তার কাছে আমার কোন হাদীছ পৌঁছলে সে বলে উঠবে আমাদের এবং তোমাদের মাঝে তো আল্লাহর কিতাবই আছে। এতে আমরা যা হালাল হিসেবে পাব তা হালাল হিসেবে গ্রহণ করব। আর তাতে যা হারাম হিসাবে পাব তা হারাম মনে করব। শুনে রাখ, প্রকৃত অবস্থা হল এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হারামকৃত বস্তুর মতই হারাম।

এই সূত্রে হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ : ইলম লিপিবদ্ধ করা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে

২৬৬৫- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : أَسْتَأْذِنُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْكِتَابَةِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَنَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، رَوَاهُ هَمَامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ .

২৬৬৫. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী (র.)... আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা নবী ﷺ -এর কাছে (হাদীছ) লিপিবদ্ধ করে রাখার অনুমতি চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি আমাদের অনুমতি দেননি।

এই হাদীছটি অন্য সূত্রেও যায়দ ইব্ন আসলাম (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাম্মাম (র.) এটি যায়দ ইব্ন আসলাম (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيهِ

অনুচ্ছেদ : ইল্ম লিপিবদ্ধ করার অনুমতি প্রসঙ্গে

২৬৬৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْخَلِيلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَجْلِسُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَيَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ الْحَدِيثَ فَيُعْجِبُهُ وَلَا يَحْفَظُهُ ، فَشَكََا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ الْحَدِيثَ فَيُعْجِبُنِي وَلَا أَحْفَظُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَغْنِ بِمِثْلِكَ ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ لِلْخَطِّ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَائِمِ . وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ : الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ .

২৬৬৬. কুতায়বা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক আনসারী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মজলিসে বসতেন এবং নবী ﷺ -এর নিকট থেকে হাদীছ শুনতেন। হাদীছগুলো তাঁর খুব ভাল লাগত কিন্তু তিনি তা মনে রাখতে পারতেন না। পরে এই বিষয়ে নবী ﷺ -এর কাছে তিনি তাঁর অবস্থা বর্ণনা করে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো আপনার নিকট থেকে হাদীছ শুনি, যা আমার কাছে খুব ভাল লাগে কিন্তু তা আমি মনে রাখতে পারি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তোমার ডান হাতের সাহায্য নাও। এ কথা বলার সময় তিনি তাঁর হাত দিয়ে লেখার ইঙ্গিত করলেন।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটির সনদ তেমন সঠিক নয়। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, (এই হাদীছের) রাবী খালীল ইব্ন মুররা হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে মুনকার।

২৬৬৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا : الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ

يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فِي الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو شَاهٍ : اَكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اَكْتُبُوا لِي بِشَاهٍ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مِثْلَ هَذَا .

২৬৬৭. ইয়াহইয়া ইবন মূসা ও মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ একবার (মক্কা বিজয়ের সময়) খুতবা দিলেন। এরপর আবু হুরায়রা (রা.) হাদীছটির বিষয়বস্তু উল্লেখ করেন। এরপর আবু শাহ (নামক জনৈক ব্যক্তি) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য এই ভাষণটি লিখে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আবু শাহকে এটি লিখে দাও। হাদীছটিতে আরো কথা রয়েছে। এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। শায়বান (র.)-ও ইয়াহইয়া ইবন আবু কাছীর (র.)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৬৬৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنْبِهٍ عَنْ أَخِيهِ وَهُوَ هَمَامٌ بْنُ مُنْبِهٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَوَهْبُ بْنُ مُنْبِهٍ عَنْ أَخِيهِ هُوَ هَمَامٌ بْنُ مُنْبِهٍ .

২৬৬৮. কুতায়বা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইবন আমর ছাড়া সাহাবীদের মধ্যে কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমার চেয়ে বেশী হাদীছ সংরক্ষণকারী নেই। কেননা আবদুল্লাহ ইবন আমর (হাদীছ) লিপিবদ্ধ করতেন আর আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। ওয়াহব ইবন মুনাবিহ (র.) তার ভাই থেকে বর্ণনা করার অর্থ তাঁর ভাই হাম্মাম ইবন মুনাবিহ থেকে বর্ণনা করা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

অনুচ্ছেদ : বানু ইসরাঈলদের থেকে কোন কিছু বর্ণনা করা

২৬৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ بْنُ ثَوْبَانَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ عَنْ كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

২৬৬৯. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার নিকট থেকে একটি আয়াত হলেও তা প্রচার করবে। বানু ইসরাঈলের বরাতে কথা বর্ণনা করতে পার, এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার উপর স্বেচ্ছায় মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার আবাস-ঠিকানা জাহান্নামকে বানিয়ে নেয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلُهُ

অনুচ্ছেদ : ভাল কাজের পথ প্রদর্শনকারী তা সম্পাদনকারীর মত

২৬৭০- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ شَيْبٍ بْنِ بِشْرِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَسْتَحِمُّهُ ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ مَا يَتَحَمَّلُهُ ، فَدَلَّهُ عَلَى آخِرِ فَحْمَلِهِ ، فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ

فَاخْبَرَهُ فَقَالَ : إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلُهُ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَبُرَيْدَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ

أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৬৭০. নাসর ইব্ন আবদুর রহমান কুফী (র.)... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে একটি বাহন চাইল। কিন্তু নবী ﷺ নিজের কাছে তার আরোহণের জন্য কিছু পেলেন না। তাই তিনি অন্য একজনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, ঐ ব্যক্তি তাকে একটি বাহন দিল। পরে সে এসে নবী ﷺ-কে তা জানালে তিনি বললেন : ভাল কাজের পথ প্রদর্শনকারী তা সম্পাদনকারীর মতই।

এই বিষয়ে আবু মাসউদ ও বুরায়দা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত এই হাদীছটি গারীব।

২৬৭১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَحِمُّهُ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أَبْدَعَ بِي ، فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ : أَنتَ فَلَانٌ ، فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ، أَوْ

قَالَ عَامِلُهُ .

ইলম

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَأَبُو عَمْرٍو وَالشَّيْبَانِيُّ إِسْمُهُ سَعْدُ بْنُ إِيَاسٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ
الْبَدْرِيُّ إِسْمُهُ عَقَبَةُ بْنُ عَمْرِو .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَقَالَ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ وَلَمْ يَشْكُ فِيهِ .

২৬৭১. মাহমুদ ইবন গায়লান (র.)... আবু মাসউদ বাদরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি
নবী ﷺ-এর নিকট একটি সওয়ারী চাইতে এসে বলল : আমার বাহনটি তো ধ্বংস হয়ে গেছে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : অমুক লোকের কাছে যাও। সে উক্ত লোকটির কাছে গেলে সে তাকে
একটি বাহন দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কেউ যদি কোন ভাল কাজের পথ দেখায় তবে ঐ কাজ
যে ব্যক্তি নিজে করল তার সমান সে ছওয়াব পাবে। রাবী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, রাবী فاعله বলেছেন;
না عاماله বলেছেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবু আমর শায়বানী (র.)-এর নাম হল সা'দ ইবন আয়াস। আবু মাসউদ বাদরী (রা.)-এর নাম হল
উকবা ইবন আমর।

হাসান ইবন আলী খাল্লল (র.)... আবু মাসউদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।
তবে এতে সন্দেহাতীত ভাবে ----- কথাটির উল্লেখ রয়েছে।

২৬৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اشفَعُوا وَلْتُؤْجَرُوا ،
وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَبُرَيْدٌ يُكْنَى أَبَا بُرْدَةَ أَيْضًا ، وَهُوَ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ فِي الْحَدِيثِ ، رَوَى
عَنْهُ شُعْبَةُ وَالتَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ .

২৬৭২. মাহমুদ ইবন গায়লান, হাসান ইবন আলী (র) ও অন্যান্যরা... আবু মুসা আশআরী (রা.) থেকে
বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা সুপারিশ কর এবং ছওয়াব হাসিল কর। আল্লাহ তা'আলা তো তাঁর
নবীর যবানে যা চান তারই ফয়সালা করবেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

বুরায়দ (র.)-এর কুনিয়াত হল আবু বুরদা। তিনি কূফী এবং হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত। তাঁর থেকে
শু'বা ছাওরী এবং সুফইয়ান ইবন উওয়ায়না (র.)-ও হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন।

২৬৭৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَسْنُ الْقَتْلَ : وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ سَنُ الْقَتْلَ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৬৭৩. মাহমুদ ইবন গায়লান (র.)... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কাউকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় তার খুনের হিস্যা আদম পুত্র (কাবিল)-এর উপরও গিয়ে বর্তাবে। কারণ সেই সর্বপ্রথম হত্যার প্রথা চালু করে।

রাবী আবদুর রায্যাক **أَسْنُ الْقَتْلَ** এর পরিবর্তে **سَنُ الْقَتْلَ** বলেছেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتَّبَعَ أَوْ إِلَى ضَلَالَةٍ

অনুচ্ছেদ : হিদায়াত বা গুমরাহীর দিকে আহ্বানকারীর আহ্বান অনুসৃত হলে

২৬৭৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ يَتَّبِعُهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ يَتَّبِعُهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৬৭৪. আলী ইবন হুজর (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি কোন হেদায়াতের কাজের প্রতি আহ্বান করে তবে তার অনুসরণকারী সকলের ছওয়াবের সমান ছওয়াব তারও হবে। এতে তাদের ছওয়াবের মধ্যে কোনরূপ ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি গুমরাহীর দিকে ডাকে তবে যারা তার অনুসরণ করবে তাদের সকলের গুনাহের সমান গুনাহ তারও হবে। এতে তাদের গুনাহ থেকে কিছু হ্রাস পাবে না। এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৬৭৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ بَنِي جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتَّبَعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورٍ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍّ فَاتَّبَعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارٍ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا .

وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْمُثَنَّرِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وَقَدْ رَوَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا .

২৬৭৫. আহমদ ইবন মানী (র.)... ইবন জারীর ইবন আবদুল্লাহ তথপিতা জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি কোন ভাল কাজের প্রচলন করে আর তা অনুসৃত হয়, তবে তার কাজের ছওয়াব তো সে পাবেই উপরন্তু যারা তার অনুসরণ করেছে তাদের ছওয়াবের সমান ছওয়াবও পাবে। কিন্তু তাতে অনুসরণকারীদের ছওয়াবের মধ্যে কোন ঘাটতি হবে না। আর যদি কেউ কোন মন্দ কাজের প্রচলন ঘটায় এবং যদি তা অনুসৃত হয় তবে তার উপর নিজের গুনাহ এবং যারা তার অনুসরণ করেছে তাদের সকলের গুনাহের দায়িত্বও বর্তাবে। কিন্তু এতে অনুসরণকারীদের নিজের গুনাহের মধ্যে কোন ঘাটতি হবে না।

এই বিষয়ে হুযায়ফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি মুনির ইবন জারীর ইবন আবদুল্লাহ তথপিতা জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এবং উবায়দুল্লাহ ইবন জারীর তথপিতা জারীর (রা.) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْبَدْعِ

অনুচ্ছেদ : সুন্নাত দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করা এবং বিদআত থেকে দূরে থাকা

২৬৭৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بُجَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ عَنْ الْعَرَبَابِضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِعٌ فَمَاذَا تَعْهَدُ الْإِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا . وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ عَصُوا عَلَيْهَا بِالنُّوَاجِذِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى ثَوْدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

عَمْرُو السُّلَمِيِّ عَنِ الْعَرَبَاذِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ عَنِ الْعَرَبَاذِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَالْعَرَبَاذِ بْنِ سَارِيَةَ يُكْنَى أَبَا نَجِيحٍ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حُجْرٍ بْنِ حُجْرٍ عَنْ عَرَبَاذِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২৬৭৬. আলী ইবন হুজর (র.)... ইরবায় ইবন সারিয়া (রা.) বলেন : একদিন ফজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন এক উচ্চাঙ্গের নসীহত করলেন যে, তাতে আমাদের চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল এবং অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন এক ব্যক্তি বললেন : এতো বিদায়ী ব্যক্তির মত নসীহত, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের প্রতি কী অসিয়াত করে যাচ্ছেন?

তিনি বললেন : তোমাদের আমি আল্লাহকে ভয় করার অসিয়াত করছি। যদি হাবশী গোলামও আমীর নিযুক্ত হয় তবুও তার প্রতি অনুগত থাকবে, তার নির্দেশ শুনবে। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা বহু বিরোধ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা সাবধান থাকবে নতুন নতুন বিষয়ে লিপ্ত হওয়া থেকে। কারণ তা হল গুমরাহী। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ যুগ পাবে তার কর্তব্য হল আমার সুনাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুনাতের উপর অবিচল থাকা। এগুলো তোমরা চোয়ালের দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখবে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। ছাওর ইবন ইয়ায়িদ (র.)... ইরবায় ইবন সারিয়া (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাসান ইবন আলী খাল্লাল প্রমুখ (র.)... ইরবায় ইবন সারিয়া (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। এ সনদে হাসান ইবন খাল্লাল প্রমুখ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

ইরবায় ইবন সারিয়া (রা.)-এর কুনিয়ত হল আবু নাজীহ। হুজর ইবন হুজর... ইরবায় ইবন সারিয়া (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৬৭৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْنَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَرْثِ " أَعْلَمُ ، قَالَ : مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : أَعْلَمُ يَا بِلَالُ ، قَالَ : مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَنَّهُ مِنْ أَحْيَا سُنَّةٍ مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي ، فَإِنَّ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةٍ لَا تَرْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيْنَةَ هُوَ مِصْبِصِيُّ شَامِيٍّ ، وَكَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ

২৬৭৭. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... কাছীর ইব্ন আবদুল্লাহ তৎপিতা তৎপিতামহ আমর ইব্ন আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বিলাল ইব্ন হারিছ (রা.)-কে বলেছিলেন : জেনে রাখ। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি জেনে রাখব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি এমন কোন সুন্নত যিন্দা করবে, যা আমার পর লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তদনুসারে যারা আমল করবে তাদের ছওয়াবের অনুরূপ ছওয়াব ঐ ব্যক্তির (যিন্দাকারীর) হবে। তবে তাদের ছওয়াব থেকে কিছু হ্রাস করা হবে না।

আর যে ব্যক্তি কোন গুমরাহীর বিদ'আত প্রচলন করে তার উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট নন, তার উপর যারা চলবে তাদের সকলের গুনাহর সমপরিমাণ গুনাহ ঐ ব্যক্তির উপরও বর্তাবে। কিন্তু এতে তাদের গুনাহ থেকে কোন কিছু হ্রাস হবে না।

হাদীছটি হাসান। এ মুহাম্মাদ ইব্ন উয়ায়না (র.) হলেন, মিস্সীসী শামী। কাছীর ইব্ন আবদুল্লাহ-এর পিতা আবদুল্লাহ হলেন ইব্ন আমর ইব্ন আওফ মুযানী (রা.)।

২৬৭৮- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا بُنَيُّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فافْعَلْ ، ثُمَّ قَالَ لِي : يَا بُنَيُّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي ، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحْيَانِي ، وَمَنْ أَحْيَانِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ ، وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ثِقَةٌ وَأَبُوهُ ثِقَةٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ صَلُوقٌ إِلَّا أَنَّهُ رُبَّمَا يَرْفَعُ الشَّيْءَ ، الَّذِي يُوقِفُهُ غَيْرُهُ قَالَ : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ يَقُولُ " قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ : قَالَ شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ وَكَانَ رُفَاعًا ، وَلَا نَعْرِفُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَنَسٍ رِوَايَةً إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ بِطَوَّلِهِ .

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمُنْقَرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَذَاكَرْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَلَمْ يَعْرِفْ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَنَسٍ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا غَيْرَهُ ، وَمَاتَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ سَنَةً ثَلَاثَ وَتِسْعِينَ ، وَمَاتَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بَعْدَهُ بِسَنَتَيْنِ ، مَاتَ سَنَةً خَمْسَ وَتِسْعِينَ .

২৬৭৮. মুসলিম ইব্ন হাতিম আনসারী বাসরী (র.)... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে বৎস! যদি তুমি পার, সকালে ও বিকালে তোমার অন্তরে কারো প্রতি বিদ্বেষ থাকবে না তবে তাই কর। তারপর তিনি বললেন : হে বৎস, এ হল আমার রীতি। যে ব্যক্তি আমার রীতি যিন্দা করল সে যেন আমাকে যিন্দা করল। আর যে আমাকে যিন্দা করল সে জান্নাতে আমার সঙ্গে থাকবে।

হাদীছটিতে একটি দীর্ঘ ঘটনা আছে।

হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (র.) ছিকাহ রাবী। তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ ও ছিকাহ।

আলী ইব্ন যায়দ (র.)-ও সত্যবাদী। কিন্তু তিনি অনেক সময় যে হাদীছটিকে অন্যরা মওকুফ রূপে বর্ণনা করেছেন তিনি তা মারফু'রূপে বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আবুল ওয়ালীদ (র.) বলেন, শু'বা (র.) বলেছেন : আলী ইব্ন যায়দ আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অনেক বেশী মারফু'রূপে রিওয়ায়ত করতেন। সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব (র.) এই দীর্ঘ হাদীছটি ছাড়া অন্য কোন হাদীছ আনাস (রা.) থেকে সরাসরি রিওয়ায়ত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আব্বাদ ইব্ন মায়সারা মিনকারী (র.) এই হাদীছটিকে আলী ইব্ন যায়দ (র.)-এর সরাসরি বরাতে আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র.)-এর মাধ্যম উল্লেখ করেন নি।

এই বিষয়টি সম্পর্কে আমি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র.)-এর সঙ্গে আলোচনা করেছি। কিন্তু তিনি এটি সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং আনাস (রা.) থেকে সরাসরি সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব (র.)-এর এটি বা অন্য কোন রিওয়ায়ত আছে বলেও তিনি জানেন না।

আনাস ইব্ন মালিক (র.) ৯৩ হিজরীতে ইনতিকাল করেছেন। আর সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব এর দু'বছর পর ৯৫ হিজরীতে মারা যান।

بَابُ فِي الْإِتِّهَاءِ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে বিষয়সমূহ নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকা

২৬৭৯- حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أتركوني ما تركتكم ، فإذا حدثتكم فخذوا عني ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة

سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৬৭৯. হান্নাদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি যে বিষয়ে তোমাদের না বলি, সে বিষয়ে তোমরা আমাকেও ছেড়ে রাখ। আর যখন কোন বিষয় আমি তোমাদের বলি তখন তোমরা তা আমার নিকট থেকে গ্রহণ করে নিবে। নবীদের সঙ্গে বেশি প্রশ্ন ও বিরোধের কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা ধ্বংস হয়েছে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي عَالِمِ الْمَدِينَةِ

অনুচ্ছেদ : মদীনার আলিম সম্পর্কে

২৬৮০- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ وَاسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ

ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةً : يُوْشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِبُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا : سئلَ مَنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ . وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى : سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ : هُوَ الْعُمَرِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّاهِدُ . وَسَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُوسَى يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ . وَالْعُمَرِيُّ : هُوَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .

২৬৮০. হাসান ইবন সাব্বাহ আল বায্য়ার ও ইসহাক ইবন মূসা আনসারী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মারফু' রিওয়ায়ত হিসাবে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই লোকেরা ইলম তালাশে তাদের উটের উপর চড়ে সফর করবে। কিন্তু তারা মদীনার আলিম অপেক্ষা বেশী জ্ঞানী আর কাউকে পাবে না।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এটি হল ইবন উয়ায়না (র.)-এর বরাতে বর্ণিত রিওয়ায়ত। ইবন উয়ায়না (র.) এই প্রসঙ্গে বলেন : মদীনার এই আলিম হলেন, মালিক ইবন আনাস (রা.)। ইসহাক ইবন মূসা (র.) বলেন, ইবন উয়ায়না (র.)-কে এও বলতে শুনেছি যে, মদীনার এই আলিম হলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর বংশধর দুনিয়া বিমুখ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র.)। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন : ইয়াহুইয়া ইবন মূসা (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আবদুর রায্যাক (র.) বলেছেন : এই আলিম হলেন : মালিক ইবন আনাস (রা.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْفَقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ

অনুচ্ছেদ : ইবাদতের উপর ফিক্‌হের (দীনী ইলমের) ফযীলত

২৬৮১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى . أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ

جَنَاحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَقِيْهُ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ .

২৬৮১. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একজন ফকীহ শয়তানের উপর এক হাজার আবেদের চেয়েও গুরুতর।

এই হাদীছটি গারীব। ওয়ালীদ ইবন মুসলিমের রিওয়ায়ত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

২৬৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خِدَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ . حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءٍ بْنُ

حَيَّوَةٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَبِي الدُّرْدَاءِ وَهُوَ بِدِمَشْقَ فَقَالَ : مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي ؟
فَقَالَ : حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَمَا قَدِمْتَ
لِتِجَارَةٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : مَا جِئْتَ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ
سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ ،
وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْخَيْتَانِ فِي الْمَاءِ ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ ،
كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ . إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، إِنْ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا
وَرَثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيَّوَةٍ ، وَلَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ
هَكَذَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خِدَاشٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

وَإِنَّمَا يُرَوَّى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيَّوَةٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي
الدُّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ خِدَاشٍ ، وَرَأَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ هَذَا أَصَحَّ .

২৬৮২. মাহমুদ ইবন খিদাশ বাগদাদী (র.)... কায়স ইবন কাছীর (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :
আবুদ দারদা (রা.)-এর নিকট মদীনা থেকে এক ব্যক্তি এল। তিনি তখন দামেশকে ছিলেন। তিনি
(লোকটিকে) জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই তুমি কি জন্য এসেছ?

লোকটি বলল : একটি হাদীছের জন্য। আমার কাছে খবর পৌছেছে যে, এই হাদীছটি আপনি
রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে রিওয়ায়ত করে থাকেন।

তিনি বললেন : অন্য কোন প্রয়োজনে তুমি আস নি?

লোকটি বলল : না।

তিনি বললেন : কোন ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসনি?

লোকটি বলল : না, বরং আমি একমাত্র ঐ হাদীছটির অন্তর্গত এসেছি।

তখন তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি ইল্ম তালাশের উদ্দেশ্যে পথ
চলে আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করেন। ইল্ম অন্তর্গতকারীর সন্তুষ্টির জন্য
ফিরিশতাগণও তাদের পাখা নামিয়ে দেন। আসমানে যা কিছু আছে এবং যমিনে যা কিছু আছে, এমনকি
পানির মৎস্য পর্যন্ত আলিমের জন্য ইস্তিগফার করে। একজন আবেদের উপর একজন আলিমের ফযীলত
সেরূপ যেরূপ নক্ষত্রপুঞ্জের উপর চাঁদের ফযীলত। আলিমগণ হলেন আশ্বিয়া কিরামের ওয়ারিছ। নবীগণ তো
মীরাছ হিসাবে দীনার বা দিরহাম রেখে যান না। তাঁরা মীরাছ হিসেবে রেখে যান ইল্ম, যে ব্যক্তি তা গ্রহণ
করল সে তো পূর্ণ হিস্যা লাভ করল।

আসিম ইব্ন রাজা ইব্ন হায়াওয়া (র.)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এই হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আমার মতে এই সনদ মুত্তাসিল নয়। মাহমুদ ইব্ন খিদাশ (র.) হাদীছটি এই ভাবেই আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীছটি আসিম ইব্ন রাজা ইব্ন হায়াওয়া (র.)... দাউদ ইব্ন জামীল-কাছীর ইব্ন কায়স-আবুদ দারদা (রা.) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

এই সনদটি মাহমুদ ইব্ন খিদাশ (র.)-এর রিওয়ায়ত অপেক্ষা অধিক সাহীহ।

২৬৮৩- حَدَّثَنَا هَنَادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ ابْنِ أَشْوَعٍ عَنْ يَزِيدِ بْنِ سَلَمَةَ الْجُعْفِيِّ قَالَ : قَالَ يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَخَافُ أَنْ يُنْسِيَنِي أَوَّلُهُ آخِرُهُ ، فَحَدَّثَنِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جَمَاعًا قَالَ : اتَّقِ اللَّهَ فِيمَا تَعْلَمُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ، وَهُوَ عِنْدِي مُرْسَلٌ وَلَمْ يُدْرِكْ عِنْدِي ابْنُ أَشْوَعٍ يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَابْنُ أَشْوَعٍ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ أَشْوَعٍ .

২৬৮৩. হান্নাদ (র.)... ইয়াযীদ ইব্ন সালামা জু'ফী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বলেছিলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো আপনার নিকট থেকে বহু হাদীছ শুনে থাকি কিন্তু আমার আশংকা হয় যে, শেষ কথা প্রথম অংশকে ভুলিয়ে দিবে। সুতরাং আমাকে এমন একটি কলেমা বলুন যার মধ্যে সবকিছুই शामिल রয়েছে।

তিনি বললেন : যা তুমি জান সে ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় করে চলবে।

এই হাদীছটি মুত্তাসিল নয়। আমার কাছে এটি মুরসাল। আমার মতে ইব্ন আশওয়া' (র.) ইয়াযীদ ইব্ন সালামা (রা.)-এর সাক্ষাৎ পান নি। ইব্ন আশওয়া'-এর নাম হল সাঈদ ইব্ন আশওয়া'।

২৬৮৪- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ أَيُّوبَ الْعَامِرِيُّ عَنْ عَوْفٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَصَلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ : حُسْنُ سَمْتٍ ، وَلَا فِقْهُ فِي الدِّينِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَذَا الشَّيْخِ خَلْفِ بْنِ أَيُّوبَ الْعَامِرِيِّ ، وَلَمْ أَرَأْ أَحَدًا يَرَوِي عَنْهُ غَيْرَ أَبِي كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَلَا أَدْرِي كَيْفَ هُوَ ؟

২৬৮৪. আবু কুরায়ব (র.) ... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'টো বিষয় এমন আছে কোন মুনাফিকের মাঝে যার একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। সুন্দর চরিত্র আর দীনের প্রজ্ঞা।

এ হাদীছটি গারীব। খালাফ ইব্ন আয্যুব আমিরী (র.)-এর সূত্র ছাড়া আওফ (র.)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে এই হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আর আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্নুল আলা (র.)

ব্যতীত তার বরাতে আর কাউকে রিওয়ায়ত করতে দেখিনি। খালাফ ইব্ন আয্যুব কেমন ব্যক্তি তা-ও আমাদের জানা নেই।

২৬৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصُّنْعَانِيُّ . حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ . حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَضَّلُ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَوْنَاكُمُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتُ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمَّارٍ الْحُسَيْنِ بْنَ حُرَيْثٍ الْخَزَاعِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْفَضِيلَ بْنَ عِيَّاضٍ يَقُولُ : عَالِمٌ عَامِلٌ مُعَلِّمٌ يُدْعَى كَبِيرًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ .

২৬৮৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র)... আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল — একজন আবদ আর একজন আলিম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : একজন আবদের উপর একজন আলিমের ফযীলত। তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তির তুলনায় আমার ফযীলতের ন্যায়।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বললেন : আল্লাহ তা'আলা নিজে এবং তাঁর ফিরিশতাগণ, আসমান ও যমীনের সব অধিবাসী এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও (পানির) মাছ পর্যন্ত মানুষকে কল্যাণপ্রসূ শিক্ষকের (আলিমের) জন্য অবশ্যই দু'আ করে থাকেন।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন : আবু আম্মার হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ খুযাঈ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, ফুযায়ল ইব্ন ইয়ায বলেছেন : একজন আমলদার শিক্ষক আলিমকে আকাশ রাজ্যে মহান বলে আখ্যায়িত করা হয়।

২৬৮৬- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ ،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

২৬৮৬. উমর ইব্ন হাফস শায়বানী বাসরী (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুমিন জান্নাতে না যাওয়া পর্যন্ত কখনও কোন ভাল কথা শোনা থেকে পরিতৃপ্ত হয় না। এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

ইলম

১৩৩

২৬৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيدِ
الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ ، فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ
بِهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ الْمَدَنِيُّ الْمَخْزُومِيُّ ،
يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ .

২৬৮৭. মুহাম্মাদ ইব্ন উমর ইব্ন ওয়ালীদ কিন্দী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হিকমতপূর্ণ কথা মুমিনের হারানো ধন; সুতরাং যে যেখানেই তা পায় সে-ই হবে
এর অধিক হকদার।

এই হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

ইবরাহীম ইব্ন ফায়ল আল-মাদানী আল-মাখযুমী (র.) হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ।

كِتَابُ الْإِسْتِئْذَانِ

অধ্যায় : অনুমতি প্রার্থনা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْإِسْتِئْذَانِ

অধ্যায় : অনুমতি প্রার্থনা

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ : সালামের প্রসার প্রসঙ্গে

২৬৮৮- حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا أَنْتُمْ
فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَشُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَالْبَرَاءِ وَأَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৬৮৮. হান্নাদ (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন না হও ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবেসেছ। তোমাদের এমন একটি বিষয়ের কথা বলব কি, যা করলে তোমাদের পরস্পরের ভালবাসার সৃষ্টি হবে। তা হল, তোমাদের মাঝে সালামের প্রসার কর।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম, শুরায়হ ইব্ন হানী তাঁর পিতা থেকে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, বারা, আনাস ও ইব্ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ : সালামের ফযীলত

২৬৮৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرِيرِيُّ بَلَخِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيِّ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : عَشْرُ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : عَشْرُونَ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثُونَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي سَعِيدٍ وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ .

২৬৮৯. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান ও হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ জরীরী বালখী (র.)... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল : আসসালামু আলাইকুম। নবী ﷺ বললেন : দশ (নেকী)। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি এসে বলল : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। নবী ﷺ বললেন : বিশ (নেকী)। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে, বলল : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুল্ল। নবী ﷺ বললেন : ত্রিশ (নেকী)।

এই হাদীছটি হাসান, সাহীহ। ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.)-এর হাদীছটি এই সূত্রে গারীব।

এই বিষয়ে আবু সাঈদ, আলী ও সাহল ইব্ন হুনাযফ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِئْذَانِ ثَلَاثَةً

অনুচ্ছেদ : অনুমতির প্রার্থনা তিনবার

২৬৯০- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : أَسْتَأْذِنُ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ ؟ قَالَ عُمَرُ : وَاحِدَةً ، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : السَّلَامُ عَمِيكُمْ أَدْخُلْ ؟ قَالَ عُمَرُ : ثِنْتَانِ ، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ ؟ فَقَالَ عُمَرُ ثَلَاثَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ : مَا صَنَعَ ؟ قَالَ : رَجَعَ ، قَالَ : عَلَى بِهِ ، فَلَمَّا جَاءَهُ ، قَالَ : مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ ؟ قَالَ : السُّنَّةُ ، قَالَ : السُّنَّةُ ؟ وَاللَّهِ لَتَأْتِيَنِي هَذَا بِرُهَانٍ أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ ، قَالَ : فَأَتَانَا وَنَحْنُ رُفْقَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَسْتُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ أَلَمْ يَقُلْ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اِلِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَاِنْ اُذِنَ لَكَ وَاِلَّا فَارْجِعْ ، فَجَعَلَ الْقَوْمُ يُمَارِحُوْنَهُ ، قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ : ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي اِلَيْهِ فَقُلْتُ : فَمَا اَصَابَكَ فِي هَذَا مِنَ الْعُقُوْبَةِ فَاَنَّا شَرِيْكُكَ ، قَالَ : فَاتَى عُمَرَ فَاَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا كُنْتُ عَلِمْتُ بِهَذَا .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَامِّ طَارِقٍ مَوْلَاةِ سَعْدٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَالْجَرِيْرِيُّ اسْمُهُ سَعِيْدُ بْنُ اِيَّاسٍ يُكْنَى اَبَا مَسْعُوْدٍ ، وَقَدْ رَوَى هَذَا غَيْرُهُ اَيْضًا عَنْ اَبِي نَضْرَةَ وَابُو نَضْرَةَ الْعَبْدِيُّ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قِطْعَةَ .

২৬৯০. সুফইয়ান ইবন ওয়াকী (র.)... আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু মূসা একবার উমর-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। বললেন : আসসালামু আলাইকুম আমি কি প্রবেশ করতে পারি?

উমর (রা.) নিজে নিজে বললেন : একবার হল। আবু মূসা (রা.) কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন : আসসালামু আলাইকুম, আমি কি আসতে পারি?

উমর (রা.) নিজে নিজে বললেন : দু'বার হল।

আবু মূসা (রা.) কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন : আসসালামু আলাইকুম, আমি কি আসতে পারি?

উমর (রা.) নিজে নিজে বললেন : তিনবার হল।

এরপর আবু মূসা (রা.) ফিরে গেলেন। উমর (রা.) দ্বাররক্ষীকে বললেন : ও কি করেছে? দ্বাররক্ষী বলল : তিনি ফিরে গেছেন।

উমর (রা.) বললেন : তাকে ডেকে নিয়ে এস।

তিনি যখন আসলেন। উমর (রা.) বললেন : তুমি এ কি করলে?

আবু মূসা (রা.) বললেন : (এ-ই তো) সুনত।

উমর (রা.) বললেন : তাই সুনত? আল্লাহর কসম, এই বিষয়ে তোমাকে অবশ্যই কোন দলীল বা প্রমাণ পেশ করতে হবে। নইলে তোমাকে আমি একটা কিছু করব।

আবু সাঈদ (রা.) বললেন : আবু মূসা (রা.) আমাদের কাছে এলেন। তখন আমরা কয়েকজন আনসারী সাথী সেখানে বসা ছিলাম। তিনি বললেন : হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীছ সম্পর্কে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অবগত নও? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি এ কথা বলেন নি যে, অনুমতি চাওয়া তিনবার? এর মধ্যে যদি তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয় (তবে তো ভালই) নইলে তুমি ফিরে যাবে।

উপস্থিত লোকেরা তাঁর সঙ্গে কৌতুক করতে লাগল। আবু সাঈদ (রা.) বলেন : এরপর আমি তাঁর দিকে মাথা তুলে বললাম : এ ব্যাপারে আপনার যদি কোন শাস্তি হয় তবে তাতে আমিও আপনার শরীক।

অনন্তর তিনি উমর (রা.)-এর কাছে এলেন এবং এব্যাপারে তাঁকে অবহিত করলেন। তখন উমর (রা.) বললেন : এ সম্পর্কে আমার জানা ছিল না। এই বিষয়ে আলী সা'দ (রা.)-এর আযাদকৃত দাসী উম্মু তারিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। জুরায়রী (র.)-এর নাম হল সাঈদ ইব্ন ইয়াস। তাঁর কুনিয়াত হল আবু মাসউদ। (তিনি ছাড়া) অন্যরাও আবু নাযরা (র.) থেকে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আবু নাযরা আবদী (র.)-এর নাম হল মুনযির ইব্ন মালিক ইব্ন কুতআ।

২৬৯১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَارٍ . حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ . حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَأَذِنَ لِي . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَأَبُو زُمَيْلٍ اسْمُهُ سِمَاكُ الْحَنْفِيُّ . وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عُمَرُ عِنْدَنَا عَلَى أَبِي مُوسَى حَيْثُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْإِسْتِثْنَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِذَا أُذِنَ لَكَ وَالْأَفَارِجُ ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَأَذِنَ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ عِلْمَ هَذَا الَّذِي رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَالْأَفَارِجُ .

২৬৯১. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.)... উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট তিনবার অনুমতি চাইলাম। শেষে তিনি আমাকে (ভেতরে যেতে) অনুমতি দিলেন।

হাদীছটি হাসান গারীব। আবু যুমায়ল (র.)-এর নাম সিমাক হানাফী।

উমর (রা.) নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তিনবার অনুমতি চাইলে পরে তিনি তাকে (ভেতরে যেতে) অনুমতি দিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও আবু মূসা (রা.)-এর রিওয়ায়তটি তাঁর স্বীকার না করার কারণ, তিনি নবী থেকে আবু মূসা বর্ণিত হাদীছের “অনুমতি দিলে তো হলই নইলে তুমি ফিরে আসবে” — এই কথাটি জানতেন না।

بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ رَدِّ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ : সালামের জবাব

২৬৯২- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَعَلَيْكَ ، أَرْجِعْ فَصَلِّ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ هَذَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ فَقَالَ : عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ : فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ : وَعَلَيْكَ . قَالَ : وَحَدِيثُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَصَحُّ .

২৬৯২. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে এসে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মসজিদের এক কিনারে উপবিষ্ট ছিলেন। লোকটি মসজিদে এসে সালাত আদায় করল। পরে এসে তাঁকে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ওয়া আলায়কা (তোমার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক) ফিরে যাও। আবার সালাত আদায় কর। কারণ, তোমার তো সালাত আদায় হয়নি। তারপর তিনি শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হাদীছটির বর্ণনা করেন।

হাদীছটি হাসান। ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ কাত্তান (র.) এই হাদীছটি উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর... সাঈদ আল-মাকবুরী (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি (সাঈদ আল-মাকবুরী (র.)-এর উদ্ধৃতি) তাঁর পিতা — আবু হুরায়রা (রা.)-এর উল্লেখ করেছেন। ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ (র.)-এর হাদীছটি অধিক সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَبْلِيغِ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ : সালাম পৌছানো প্রসঙ্গে

২৬৯৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ .

حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا : إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرِنُكَ السَّلَامَ ، قَالَتْ : وَعَلَيْهِ

السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ : وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ .

২৬৯৩. আলী ইব্ন মুনযির কূফী (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছিলেন : জিব্রীল (আ.) তোমাকে সালাম বলছেন। তখন তিনি বললেন : ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ।

এই বিষয়ে বানু নুমায়র গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ সূত্রেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। যুহরী (র.)-ও এটিকে আবু সালামা... আইশা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

অনুচ্ছেদ : প্রথম যে সালাম করে তার ফযীলত

২৬৯৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا قُرْآنُ بْنُ تَمَّامٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ سَلِيمِ بْنِ عَامِرٍ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلَانِ يَلْتَقِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ، فَقَالَ : أَوَّلَاهُمَا بِاللَّهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

قَالَ : مُحَمَّدٌ أَبُو فَرْوَةَ الرَّهَاقِيُّ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَهُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ يَرَوِي عَنْهُ مَنَاقِيرَ .

২৬৯৪. আলী ইব্ন হুজর (র.)... আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দুই ব্যক্তি সামনা-সামনি হলে কে প্রথম সালাম দিবে?

তিনি বললেন : যে তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার (রহমতের) অধিক নিকটবর্তী সে।

এই হাদীছটি হাসান।

মুহাম্মাদ বুখারী (র.) বলেন : আবু ফারওয়া আর রাহাবী (র.) রাবী হিসাবে 'মুকারিবুল হাদীছ'। তবে তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ (আবু ফারওয়া) তাঁর বরাতে বহু মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَامِيَةِ إِشَارَةِ الْيَدِ بِالسَّلَامِ

অনুচ্ছেদ : সালামের ব্যাপারে হাত দিয়ে ইশারা করা পছন্দনীয় নয়

২৬৯৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا ، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى ، فَإِنْ تَسَلَّمَ الْيَهُودُ الْإِشَارَةَ بِالأَصَابِعِ ، وَتَسَلَّمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةَ بِالأَكْفِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ لَهِيْعَةَ فَلَمْ يَرْفَعَهُ .

২৬৯৫. কুতায়বা (র.)... আমর ইব্ন শুআয়ব তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের ছাড়া বিজাতীয়দের অনুসরণ করে সে আমার উম্মত নয়। তোমরা ইয়াহুদ ও নাসারার অনুকরণ করবে না। ইয়াহুদীদের সালাম হল অঙ্গুলির ইশারা করা আর নাসারার সালাম হল হাতের তালুর ইশারা করা।

এই হাদীছটির সনদ যঈফ।

ইব্ন মুবারক (র.) এই হাদীছটিকে ইব্ন লাহীআ থেকে রিওয়ায়ত করেছেন। তিনি এটিকে মারফু' করেন নি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الصَّبْيَانِ

অনুচ্ছেদ : শিশুদেরকে সালাম করা

২৬৯৬- حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو غِيَاثٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَسَارٍ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ ، فَمَرُّ عَلَى صَبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ ثَابِتٌ : كُنْتُ مَعَ أَنَسٍ ، فَمَرُّ عَلَى صَبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ أَنَسٌ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَرُّ عَلَى صَبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ثَابِتٍ ، وَرَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَنَسٍ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .

২৬৯৬. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইব্ন ইয়াহুইয়া বাসরী (র.)... ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ছাবিত বুনানী (র.)-এর সঙ্গে চলছিলাম। একদল শিশুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাদের সালাম দিলেন। ছাবিত (র.) বলেন : আমি একবার আনাস (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। শিশুদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমের সময় তিনি তাদের সালাম দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন : আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। শিশুদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম কালে তিনিও তাদের সালাম করেছিলেন।

হাদীছটি সাহীহ।

একাধিক রাবী এটি ছাবিত (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস (রা.) থেকেও এটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে।

باب مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : মেয়েদের সালাম দেওয়া

২৬৯৭- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدٍ تَحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرُّهُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا ، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قَعُودٌ ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ ، وَأَشَارَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بِيَدِهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا بَأْسَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : شَهْرٌ حَسَنُ الْحَدِيثِ وَقَوَّى أَمْرَهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا تَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ عَوْنٍ ، ثُمَّ رَوَى عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ . أَنَبَانَا أَبُو دَاوُدَ الْمَصَاحِفِيُّ بَلْخِيُّ . أَخْبَرَنَا النُّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : إِنَّ شَهْرًا تَرَكَوهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ النُّضْرُ : تَرَكَوهُ أَيُّ طَعَنُوا فِيهِ ، وَإِنَّمَا طَعَنُوا فِيهِ لِأَنَّهُ وَلِيَ أَمْرَ السُّلْطَانِ .

২৬৯৭. সুওয়ায়দ (র.)... আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মসজিদের ভিতর হেঁটে যাচ্ছিলেন। একদল মহিলা সেখানে উপবিষ্ট ছিল। তখন তিনি সালামের সঙ্গে তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করলেন।

বর্ণনাকারী আবদুল হামিদ হাত দিয়ে ইশারা করে দেখালেন।

হাদীছটি হাসান। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র.) বলেন : আবদুল হামিদ ইব্ন বাহরামের হাদীছ, যা শাহর ইব্ন হাওশাব থেকে বর্ণিত, (তাতে) কোন দোষ নেই।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র.) বলেন : শাহর হাদীছের ক্ষেত্রে হাসান পর্যায়ের। তিনি তাঁর বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করেছেন এবং বলেছেন : ইব্ন আওন তাঁর সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। অতঃপর তিনি হিলাল ইব্ন আবু যায়নাব সূত্রে শাহর ইব্ন হাওশাব (র.) থেকে হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন।

আবু দাউদ (র.)... ইবন আওন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : শাহরকে হাদীছবিদগণ বর্জন করেছেন। আবু দাউদ বলেন, নাযর বলেছেন যে, تَرْكُوهُ অর্থ হল তারা তাঁকে দোষী বলে চিহ্নিত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

অনুচ্ছেদ : নিজ গৃহে প্রবেশকালে সালাম দেওয়া

২৬৯৮- حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ الْأَنْصَارِيُّ مَسْلَمُ بْنُ حَاتِمٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا بَنِي إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يُكُونُ بَرَكَهٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

২৬৯৮. আবু হাতিম আনসারী বাসরী মুসলিম ইবন হাতিম (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে বৎস, যখন পরিবার-পরিজনের নিকট প্রবেশ করবে তখন সালাম দিবে; এতে তোমার এবং তোমার গৃহবাসীর জন্য বরকত হবে।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَامِ قَبْلَ الْكَلَامِ

অনুচ্ছেদ : কথাবার্তার আগে সালাম

২৬৯৯- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ بَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكْرِيَّا عَنْ عَنبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ . وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ : عَنبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ ذَاهِبٌ , وَمُحَمَّدُ بْنُ زَاذَانَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ .

২৬৯৯. ফাযল ইবন সাব্বাহ (র.)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কলাম (কথাবার্তা)-এর আগে সালাম।

এই সনদেই নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সালাম না দেওয়া পর্যন্ত কাউকে আহ্বানের জন্য ডাকবে না।

হাদীছটি মুনকার। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

মুহাম্মাদ বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাবী আশ্বাসা ইবন আবদুর রহমান হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ ও উপেক্ষিত। আর মুহাম্মাদ ইবন যায়ান হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে মুনকার রাবী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

অনুচ্ছেদ : অমুসলিমদের সালাম দেওয়া নিষিদ্ধ

২৭০০- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا تَبْدَعُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭০০. কুতায়বা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদ ও নাসারাকে প্রথম সালাম দিবে না। এদের কারো সঙ্গে পথে মোলাকাত হলে পথের সংকীর্ণ পার্শ্ব দিয়ে তাকে যেতে বাধ্য করবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৭০১- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّ رَهْطًا مِنَ الْيَهُودِ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : عَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ : قَدْ قُلْتُ عَلَيْكُمْ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْغِفَارِيِّ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭০১. সাঈদ ইবন আবদুর রহমান মাখযুমী (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদল ইয়াহুদী একবার নবী ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করে (সালাম — শান্তি হউক-এর স্থলে কৌশল করে) বলল : আস্সামু আলাইকা। তোমার মরণ হোক। নবী ﷺ বললেন : আলাইকুম। আইশা (রা.) বলেন : আমি বললাম : আলাইকুমুস সাম ওয়াল লানাত — তোমাদের প্রতি মরণ ও লানাত। নবী ﷺ তখন বললেন : হে আইশা, আল্লাহ তা'আলা তো সব বিষয়ে নম্র ব্যবহার ভালবাসেন।

আইশা (রা.) উত্তরে বললেন : আপনি কি শোনেন নি এরা কি বলেছে?

তিনি বললেন : আমিও তো বলেছি : আলাইকুম — তোমাদের উপর আপত্তিত হোক।

এই বিষয়ে আবু নাযরা গিফারী, ইবন উমর, আনাস, আবু আবদুর রহমান জুহানী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আইশা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَامِ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَغَيْرُهُمْ

অনুচ্ছেদ : যে মজলিসে মুসলিম ও অমুসলিম আছে, সেখানে সালাম দেওয়া

২৭০২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭০২. ইয়াহইয়া ইব্ন মুসা (র.)... উসামা ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার এমন এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে মুসলমান ও ইয়াহুদী লোকজন মিশ্রিত ছিল। তিনি তাদের প্রতি সালাম দিলেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْلِيمِ الرَّاَكِبِ عَلَى الْمَاشِي

অনুচ্ছেদ : আরোহী ব্যক্তি পথচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে

২৭০৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَا : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ . وَزَادَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ : وَيَسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَبْلٍ وَفَضَّالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وَقَالَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَّانِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ : إِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

২৭০৩. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না ও ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : আরোহী ব্যক্তি সালাম দিবে পথচারী ব্যক্তিকে; পথচারী ব্যক্তি সালাম দিবে বসে থাকা ব্যক্তিকে; কম সংখ্যক সালাম দিবে বেশী সংখ্যককে।

ইব্ন মুছান্না (র.) তাঁর রিওয়াযতে আরো বর্ণনা করেন : অল্পবয়স্ক সালাম দিবে বয়স্ককে।

এ বিষয়ে আবদুর রহমান ইব্ন শিবল, ফাযালা ইব্ন উবায়দ এবং জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। আযুয সাখতিয়ানী, ইউনুস ইব্ন উবায়দ এবং আলী ইব্ন যায়দ (র.) বলেছেন : হাসান (র.) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে সরাসরি কোন হাদীছ শুনে ন।

২৭০৪- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَنَّبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . أَنَّبَانَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَسْلَمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ . قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭০৪. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : অল্প বয়স্ক বয়স্ককে, পথ অতিক্রমকারী উপবিষ্টকে, কমসংখ্যক বেশী সংখ্যককে সালাম দিবে।
এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৭০৫- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَنَّبَانَا عَبْدُ اللَّهِ . أَنَّبَانَا حَيَّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ . أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيٍّ إِسْمُهُ حَمِيدُ بْنُ هَانِيٍّ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجَنْبِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَسْلَمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَائِمِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْجَنْبِيُّ إِسْمُهُ عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ .

২৭০৫. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... ফাযালা ইব্ন উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অশ্বারোহী ব্যক্তি সালাম দিবে পথচারী ব্যক্তিকে, পথচারী ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে আর কমসংখ্যক বেশী সংখ্যককে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

রাবী আবু আলী জানবী (র.)-এর নাম হল আমার ইব্ন মালিক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عِنْدَ الْقِيَامِ وَعِنْدَ الْقُعُودِ

অনুচ্ছেদ : উঠা-বসার সময় সালাম করা

২৭০৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِنْ بَدَأَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلْيَسْتِ الْأُولَى بِأَحَقُّ مِنَ الْآخِرَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ أَيضًا عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২৭০৬. কুতায়বা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ মজলিসে পৌছবে তখন যেন সে সালাম করে। এরপর যদি তার সেখানে বসতে ইচ্ছে হয়

তবে বসবে। পরে যখন উঠে দাঁড়াবে তখনও সে যেন সালাম দেয়। শেষেরটির চাইতে প্রথমটি বেশী উপযুক্ত নয়।

এই হাদীছটি হাসান। ইব্ন আজলান (র.)-ও হাদীছটি সাঈদ মাকবুরী — তার পিতা থেকে আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَسْتِئْذَانِ قُبَالَةَ الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ : ঘরের সম্মুখ থেকে অনুমতি চাওয়া

২৭০৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ فَقَدْ أَتَى حَدًّا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ ، لَوْ أَنَّهُ حِينَ ادْخَلَ بَصَرَهُ أَسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَفَقَّأَ عَيْنَيْهِ مَا غَيَّرَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ غَيْرِ مُغْلَقٍ فَنَظَرَ فَلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهْيَعَةَ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ .

২৭০৭. কুতায়বা (র.)... আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি অনুমতি প্রদানের পূর্বেই পর্দা সরিয়ে ঘরের ভেতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং পরিবারের অদর্শনীয় বস্তু দেখে ফেলে তবে সে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করল। এইরূপ করা তার জন্য হালাল নয়। সে যখন অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল তখন যদি ঘরের কোন ব্যক্তি তার সম্মুখীন হয়ে দু'চোখ ফুঁড়ে ফেলে তবে তুমি তার উপর কোন অভিযোগ আনতে পারবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন খোলা দরজার সামনে দিয়ে যায় আর তাতে কোন পর্দা ঝুলানো নেই, এমতাবস্থায় ঘরের ভেতর সেই ব্যক্তির দৃষ্টি পড়ে গেলে তাতে তার কোন দোষ নেই। এই ক্ষেত্রে দোষ হবে ঘরের অধিবাসীদের।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা ও আবু উমামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি গারীব। ইব্ন লাহীআ (র.)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এই ধরনের হাদীছ সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আবু আবদুর রহমান হুবুলী (র.)-এর নাম আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ।

بَابُ مَنْ أَطْلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

অনুচ্ছেদ : বিনানুমতিতে কারো ঘরে উঁকি দেওয়া

২৭০৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي بَيْتِهِ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَهْوَى إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ فَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭০৮. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী ﷺ ছিলেন তাঁর ঘরে। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর প্রতি উঁকি দেয়। তখন তিনি তীরের ফলা দিয়ে তার দিকে তাক করলেন। লোকটি তখন সরে গেল।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৭০৯- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ : أَنَّ رَجُلًا أَطْلَعَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ جُحْرِ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِدْرَأَةٌ يَحْكُ بِهَا رَأْسَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِثْنَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ .

وَفِي الْبَابِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭০৯. ইবন আবু উমর (রা.)... সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর হুজরার একটি ছিদ্র দিয়ে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে উঁকি দেয়। তখন নবী ﷺ-এর হাতে ছিল একটি চুলের কাঠি। তা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাচ্ছিলেন। নবী ﷺ তখন বললেন : আমি যদি জানতাম যে, তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ তবে অবশ্যই এটি দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। চোখের জন্যই তো অনুমতি গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ الْإِسْتِثْنَانِ

অনুচ্ছেদ : অনুমতি প্রার্থনার পূর্বেই সালাম করা

২৭১০- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ كَلْدَةَ بْنَ حَنْبَلٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ بِلَبْنٍ وَلَبَا وَصَفَابَيْسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّبِيِّ ﷺ بِأَعْلَى الْوَادِي ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :

ارْجِعْ فَقُلْ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ ؟ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ .

قَالَ عَمْرُو : وَأَخْبَرَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أُمِّيَّةُ بْنُ صَفْوَانَ ، وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْ كِلْدَةَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ أَيْضًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ مِثْلَ هَذَا .

وَضَعَايِسُ : هُوَ حَشِيشٌ يُؤْكَلُ .

২৭১০. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র.)... কালাদা ইব্ন হাম্বল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা (রা.) প্রথম দোহন করা কিছু দুধ, কিছু ছানা ও কিছু কাঁকুড়সহ তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রেরণ করেন। নবী ﷺ তখন মক্কা উপত্যকার উঁচু দিকে অবস্থান করছিলেন। তিনি বলেন, আমি অনুমতি না নিয়েই এবং সালাম না করেই তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি তখন বললেন : ফিরে যাও। বল, আসসালামু আলাইকুম। আমি কি প্রবেশ করতে পারি?

এ ঘটনাটি ছিল সাফওয়ান (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পরবর্তী সময়ের।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। ইব্ন জুরায়জ (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবু আসিম (র.)-ও এটি ইব্ন জুরায়জ (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত করেছেন।

২৭১১- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ . أَنبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ :

اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي دِينَ كَانَ عَلَى أَبِي فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا ، فَقَالَ أَنَا أَنَا . كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭১১. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতার কিছু ঋণের ব্যাপারে (আলোচনার জন্য) নবী ﷺ-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলাম।

তিনি বললেন : কে?

আমি বললাম : আমি।

তিনি উত্তরে বললেন : আমি, আমি — যেন এ কথাটি তিনি অপছন্দ করলেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كِرَاهِيَةِ طَرُقِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ لَيْلًا

অনুচ্ছেদ : সফর থেকে ফিরে রাতে পরিবারের কাছে অকস্মাৎ প্রবেশ করা নিষিদ্ধ

২৭১২- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْعِ الْعَنْزِيِّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ نَهَاَهُمْ أَنْ يَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَاَهُمْ أَنْ يَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا قَالَ : فَطَرَقُ رَجُلَانِ بَعْدَ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا .

২৭১২. আহমদ ইবন মানী (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সফর থেকে ফিরে (খবর না দিয়ে) রাতে স্ত্রীর কাছে প্রবেশ করতে তাদের নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে আনাস, ইবন উমর ও ইবন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

জাবির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ সফর থেকে ফিরে বিনা খবরে রাতে স্ত্রীর কাছে প্রবেশ করতে তাদের নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই নিষেধের পর দুই ব্যক্তি সফর থেকে ফিরে বিনা খবরেই রাতে তাদের স্ত্রীদের ঘরে যায়। আর প্রত্যেকেই তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য পুরুষকে দেখতে পায়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَثْرِيْبِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ : (কালী চোষার উদ্দেশ্যে) লেখার উপর মাটি ছিটানো

২৭১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيُتَرِّبْهُ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا نَعْرِفُهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . قَالَ : وَحَمْزَةُ هُوَ عِنْدِي ابْنُ عَمْرِو النَّصَّيْبِيِّ هُوَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ .

২৭১৩. মাহমূদ ইবন গায়লান (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন কিছু লিখবে তবে তাতে কিছু মাটি ছিটিয়ে দিবে। কেননা তা উদ্দেশ্য সাফল্য লাভে অধিকতর সহায়ক।

হাদীছটি মুনকার। এই সূত্র ছাড়া আবুয-যুবার (র.) থেকে এতদসম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

হামযা (র.) হলেন ইবন আমর নুসায়বী। তিনি হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ।

بَابُ

অনুচ্ছেদ

২৭১৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُرَيْثِ عَنْ عَنَبَسَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَادَانَ عَنْ أُمِّ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : خُذِ الْقَلَمَ عَلَى أذنِكَ فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لِلْمُعْلَى .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَهُوَ إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، وَعَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ
الرُّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ زَاذَانَ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ .

২৭১৪. কুতায়বা (র.)... যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গেলাম। তাঁর সামনে তখন এক লেখক ছিল। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনলাম : তোমার কলম তোমার কানের উপর রাখ। কেননা তা লেখককে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য অধিকতর সহায়ক।

এই সূত্র ছাড়া হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এই সনদটি যঈফ। মুহাম্মাদ ইব্ন যাযান এবং আম্বাসা ইব্ন আবদুর রহমান উভয়ই যঈফ বলে আখ্যায়িত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ السُّرْيَانِيَّةِ

অনুচ্ছেদ : সুরইয়ানী ভাষা শিক্ষা

২৭১৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ
أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَعَلَّمَ لَهُ كِتَابَ يَهُودَ قَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَمَنْ يَهُودَ عَلَى
كِتَابٍ ، قَالَ : فَمَا مَرُّ بِي نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعْلُمْتُهُ لَهُ قَالَ : فَلَمَّا تَعْلُمْتُهُ كَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ ،
وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ .

قَالَ : أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، رَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَعَلَّمَ السُّرْيَانِيَّةَ .

২৭১৫. আলী ইব্ন হুজর (র.)... যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য আমাকে ইয়াহুদীদের কিতাবের ভাষা শিখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : আমার পত্রাদির ব্যাপারে কোন ইয়াহুদীর উপর আমি আস্থা রাখতে পারি না।

যায়দ (রা.) বলেন : অর্ধ মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই আমি তাঁর জন্য সে ভাষা শিখে ফেললাম।

তিনি আরো বলেন : আমার সেই ভাষা শেখার পর তিনি যখন ইয়াহুদীদের কাছে কোন কিছু লিখতেন তখন আমিই তা লিখে দিতাম। আর তারা যখন তাঁর কাছে কিছু লিখত তখন আমি তাদের লেখা তাঁকে পাঠ করে শোনাতাম।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। আর আ'মাশ (র.) এটি ছাবিত ইব্ন উবায়দ-যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সুরয়ানী ভাষা শিক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

بَابُ فِي مَكَاتِبِ الْمُشْرِكِينَ

অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের সাথে চিঠিপত্রের আদান প্রদান

২৭১৬- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ قَبْلَ مَوْتِهِ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النُّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَلَيْسَ بِالنُّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

২৭১৬. ইউসুফ ইব্ন হাম্মাদ বাসরী (র.)... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইনতিকালের পূর্বে কিসরা (পারস্য সম্রাট) কায়সার (রোম সম্রাট) নাজাশী (আবিসিনীয় সম্রাট) সহ অন্যান্য পরাক্রমশালী সম্রাটদের আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়ে পত্র লিখেছিলেন। তবে এই নাজাশী ঐ নাজাশী নন যার সালাতুল জানাযা নবী ﷺ আদায় করেছিলেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ يَكْتُبُ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ

অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের কাছে পত্র লেখার পদ্ধতি

২৭১৭- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ . أَنَّبَانَا عَبْدُ اللَّهِ . أَنَّبَانَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ . أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقَلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَكَانُوا تَجَارًا بِالشَّامِ ، فَأَتَوْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ ، فَإِذَا فِيهِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرْقَلَ عَظِيمِ الرُّومِ ، أَلَسْلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى ، أَمَا بَعْدُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَأَبُو سَفْيَانَ اسْمُهُ صَخْرُ بْنُ حَرْبٍ .

২৭১৭. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আবু সুফইয়ান ইব্ন হারব (রা.) তাঁকে বলেছেন : একদল কুরায়শ সহ তাঁকে ডেকে আনতে হিরাক্লিয়াস লোক পাঠিয়েছিলেন। তারা তখন ব্যবসা ব্যাপদেশে শামে অবস্থান করছিলেন। তারা তাঁর নিকট আসলেন।..... এরপর তিনি পূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : তারপর হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রটি আনালেন। সেটি পাঠ করা হল। এতে ছিল : বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোম প্রধান হিরাক্লিয়াসের বরাবর, সালাম তার উপর যে হেদায়াত অনুসরণ করেছে। আম্মাবাদ,

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবু সুফইয়ান (র.)-এর নাম হল সাখর ইব্ন হারব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي خَتْمِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ : চিঠির উপর মোহর লাগানো

২৭১৮- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِي أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ قِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا ، قَالَ : فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭১৮. ইসহাক ইবন মানসুর (র.)... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর নবী ﷺ যখন অনারবদের (নেতাদের) কাছে পত্র লিখতে ইচ্ছা করলেন তখন তাঁকে বলা হল, মোহর ছাড়া চিঠি অনারবরা গ্রহণ করে না। তাই তিনি একটি আংটি তৈরি করেন। আনাস (রা.) বলেন : আমি যেন তাঁর হাতে আংটিটির শুভতা এখনও প্রত্যক্ষ করছি।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ كَيْفَ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ : সালাম পদ্ধতি

২৭১৯- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ . أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ . حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ لَيْلَى عَنْ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي قَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَيْسَ أَحَدٌ يَقْبَلُنَا ، فَاتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ ، فَاتَى بِنَا أَهْلَهُ ، فَإِذَا ثَلَاثَةٌ أَعَزُّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا ، فَكُنَّا نَحْتَلِبُهُ ، فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ ، وَنَرْفَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَصِيبَهُ ، فَيَجِيءُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا ، لَا يُوقِظُ النَّائِمَ ، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُهُ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭১৯. সুওয়ায়দ (র.)... মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং আমার দুই সঙ্গী এমন অবস্থায় আসলাম যে, স্কুধার কষ্টে আমাদের কান ও চোখ প্রায় অকেজো হয়ে গিয়েছিল। আমরা আমাদেরকে নবী ﷺ-এর সাহাবীদের সামনে পেশ করতে লাগলাম। কিন্তু একজনও আমাদের গ্রহণ করলেন না। শেষে আমরা নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি আমাদের নিয়ে তাঁর ঘরে আসলেন। সেখানে ছিল তিনটি বকরী। তিনি বললেন : এগুলোর দুধ দোহন কর। আমরা দুধ দোহন করতাম

অনুমতি প্রার্থনা

১৫৫

এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ হিস্যা পান করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিস্যা তুলে রেখে দিতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ (অনেক সময়) রাতে আসতেন এবং এমনভাবে সালাম করতেন যে, নিদ্রিতরা যেন জেগে না উঠে, আর জাগ্রতরা শুনতে পায়। এরপর তিনি মসজিদে আসতেন এবং (নফল) সালাত আদায় করতেন। তারপর তাঁর জন্য রাখা দুধ নিয়ে তা পান করতেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّسْلِيمِ عَلَى مَنْ يَبُولُ

অনুচ্ছেদ : প্রথাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া মাকরুহ

২৭২০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ الضُّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، يَعْنِي السَّلَامَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ الضُّحَّاكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ الْفَقَّاءِ وَجَابِرٍ وَالْبَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِ بْنِ قَنَفَرٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭২০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও নাসর ইব্ন আলী (র.)... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পেশাব করছিলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁকে সালাম করল। তিনি তার সালামের জওয়াব দেন নি।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া নায়সাবুরী (র.)... যাহহাক ইব্ন উছমান (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে আলকামা ইব্নুল ফাগওয়া, জাবির, বারা এবং মুহাজির ইব্ন কুনফুয (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُولَ عَلَيْكَ السَّلَامُ مُبْتَدَأً


অনুচ্ছেদ : প্রথমেই ‘আলায়কাস সালাম’ বলা মাকরুহ

২৭২১- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ . أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ : طَلَبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَجَلَسْتُ ، فَإِذَا نَفَرٌ هُوَ فِيهِمْ وَلَا أَعْرِفُهُ وَهُوَ يَصْلِحُ بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : إِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَحِيَّةَ الْمَيِّتِ ، إِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَحِيَّةَ الْمَيِّتِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى فَقَالَ : إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْيَقُلْ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، ثُمَّ رَدَّ

عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو غِفَارٍ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ عَنْ أَبِي جُرَى جَابِرِ بْنِ سَلِيمِ
 الْهَجِيمِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَابْنُ تَمِيمَةَ اسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ .


২৭২১. সুওয়ায়দ (র.)... আবু তামীমা হুজায়মী তাঁর সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -কে তালাশ করতে লাগলাম কিন্তু তাঁকে পেলাম না। তাই বসে থাকলাম, হঠাৎ দেখি তিনি একদল লোকের মাঝে উপবিষ্ট, অথচ আমি তাঁকে চিনতে পারি নি, তাদের তিনি ইসলাহ করছিলেন। কাজ সমাধা হলে তাঁর সঙ্গে কয়েকজন উঠে দাঁড়ালেন এবং এক প্রসঙ্গে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এই দেখে আমি বললাম : 'আলায়কাস সালাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্! 'আলায়কাস সালাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্! 'আলায়কাস সালাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্! 'আলায়কাস সালাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্!'

তিনি বললেন : ‘আলায়কাস সালাম তো মুরদাদের অভিবাদন। এরপর তিনি আমার দিকে এগিয়ে এলেন এবং বললেন : যখন কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভ্রাতার কাছে যাবে তখন সে যেন বলে, ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু’। তারপর নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} আমার সালামের উত্তর দিয়ে বললেন : ওয়া ‘আলায়কা ওয়া রাহমাতুল্লাহ, ওয়া ‘আলায়কা ওয়া রাহমাতুল্লাহ, ওয়া ‘আলায়কা ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আবু গিফার (র.) এই হাদীছটিকে আবু তামীমা হুজায়মী... আবু জুরায় জাবির ইব্ন সুলায়ম হুজায়মী (রা.) সূত্রে তিনি বলেন : আমি নবী  -এর কাছে এলাম। এরপর তিনি পূর্ণ হাদীছটি বর্ণনা করেন।

আব তামীমা (র.)-এর নাম হল তারীফ ইবন মুজালিদ।

٢٧٢٢- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي غِفَارٍ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدِ الطَّائِفِيِّ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَلِيمٍ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلَامُ فَقَالَ : لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ ، وَلَكِنْ قُلْ : السَّلَامُ عَلَيْكَ ، وَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيلَةً ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭২২. হাসান-ইবন আলী (র.)... জাবির ইবন সুলায়ম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী -এর কাছে এলাম। বললাম : 'আলায়কাস সালাম'। তিনি বললেন : 'আলায়কাস সালাম' বলবে না বরং বলবে 'আসসালামু আলায়কুম'।

এরপর তিনি দীর্ঘ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ ।

٢٧٢٣- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا
ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا ، وَإِذَا
تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا .

অনুমতি প্রার্থনা

১৫৭

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ عَرِيبٌ .

২৭২৩. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.)... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার সালাম দিতেন আর যখন কথা বলতেন তখন সেই কথাটি তিনবার পুনর্ব্যক্ত করতেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ
অনুচ্ছেদ

২৭২৪- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي مُرَّةٍ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِي وَقْدٍ اللَّيْثِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ ، فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَلَّمَا ، فَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَادْبَرَ ذَاهِبًا ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَلَا أَخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ ؟ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَأَبُو وَقْدٍ اللَّيْثِيُّ أَسْمُهُ الْحُرْثُ بْنُ عَوْفٍ ، وَأَبُو مُرَّةٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمُهُ يَزِيدٌ وَيُقَالُ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .

২৭২৪. আনসারী (র.)... আবু ওয়াকিদ লায়ছী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মসজিদে বসা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরো লোকজন ছিল। এমন সময় তিন ব্যক্তি এল। দু'জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে এগিয়ে এল। আরেকজন চলে গেল। সে দু'জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাম করল। একজন উপবিষ্ট লোকদের মাঝে একস্থানে ফাঁক পেয়ে সেখানে বসে পড়ল। অপরজন লোকদের পেছনে বসল। আরেকজন তো পেছন ফিরে চলেই গিয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথা শেষ করে বললেন : তোমাদের কি আমি তিনজন লোকের বিষয়ে অবহিত করব? একজন তো আল্লাহর দিকে এসে ঠিকানা নিয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাও তাকে ঠিকানা দিয়েছেন। আরেকজন (চলে যেতে) লজ্জা করেছে তাই আল্লাহও তার বিষয়ে লজ্জা করেছেন (এবং নিজে রহমত থেকে তাকে বঞ্চিত করেন নি)। অন্য একজন তো মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলে আল্লাহও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবু ওয়াকিদ লায়ছী (রা.)-এর নাম হল হারিছ ইব্ন আওফ। আবু মুররা (র.) হলেন উম্মু হানী বিনত আবু তালিব (রা.)-এর মওলা বা আযাদকৃত গোলাম। তাকে আকীল ইব্ন আবু তালিব (রা.)-এর মাওলাও বলা হয়।

২৭২৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا شُرَيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ

ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . وَقَدْ رَوَاهُ زُهَيْرُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ سِمَاكِ أَيْضًا .

২৭২৫. আলী ইবন হুজর (র.)... জাবির ইবন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা যখন নবী ﷺ-এর কাছে আসতাম তখন মজলিসের যেখানে শেষ হত সেখানেই আমাদের এক একজন বসে পড়ত।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

যুহায়র ইবন মুআবিয়া (র.)-ও এটি সিমাক (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَالِسِ عَلَى الطَّرِيقِ

অনুচ্ছেদ : পথ-পার্শ্বে উপবেশনকারীর দায়িত্ব

২৭২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ : إِنْ كُنْتُمْ لَا بَدَّ فَاعِلِينَ فَرْتُوا السَّلَامَ : وَأَعْيَنُوا الْمَظْلُومَ ، وَاهْتَدُوا السَّبِيلَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيِّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

২৭২৬. মাহমুদ ইবন গায়লান (র.)... আবু ইসহাক সূত্রে বারা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, অবশ্য রাবী আবু ইসহাক (র.) সরাসরি বারা (রা.) থেকে এটি শোনেননি, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় আনসারী লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা পথের পাশে বসা ছিল। তিনি তাদের বললেন : তোমাদের যদি পথের পাশে বসতেই হয় তবে সালামের জওয়াব দিবে। মজলুমের সাহায্য করবে। (পথহারাকে) পথ দেখিয়ে দিবে।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, আবু শুরাযহ খুযাই (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَصَافَحَةِ

অনুচ্ছেদ : মুসাফাহা

২৭২৭- حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ

مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْبَرَاءِ مَنْ غَيْرِ وَجْهِ ، وَالْأَجَلُحُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُجِيَّةَ بْنِ عَدِي الْكِنْدِيُّ .

২৭২৭. সুফইয়ান ইবন ওয়াকী ও ইসহাক ইবন মানসুর (র.), বারা ইবন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুই মুসলিমের যখন সাক্ষাত হয় আর তারা পরস্পর মুসাফাহা করে তখন তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই আল্লাহ তা'আলা তাদের (গুনাহ) মাফ করে দেন।

হাদীছটি হাসান; আবু ইসহাক-বারা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছ হিসাবে গারীব। বারা (রা.) থেকে এই হাদীছটি একাধিকবার বর্ণিত আছে।

২৭২৮- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ . أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ :

يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِمَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيْنَحْنِي لَهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَفِيَلْتَرِمُهُ وَيُقْبَلُهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ :

أَفَيَاخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ نَعَمْ .

قَالَ : أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

২৭২৮. সুওয়ায়দ (র.)... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের কারো যদি তার ভাই বা তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হয় তবে কি সে তার অভিবাদন এর জন্য মাথা ঝুঁকাবে?

তিনি বললেন : না।

লোকটি বলল : তা হলে কি তাকে লেপটে ধরবে এবং চুমা দিবে?

তিনি বললেন : না।

লোকটি বলল : তা হলে কি তাকে হাত ধরবে এবং তার সাথে মুসাফাহা করবে?

তিনি বললেন : হ্যাঁ।

হাদীছটি হাসান।

২৭২৯- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ . أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : هَلْ كَانَتْ

الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ نَعَمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭২৯. সুওয়ায়দ (র.)... কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণের মধ্যে কি মুসাফাহার প্রচলন ছিল? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৭২০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَمَامَ التَّحِيَّةِ أَخَذَ بِالْيَدِ .

وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَلِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ ، سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعِدَّهُ مَحْفُوظًا . وَقَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ حَدِيثَ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا سَمَرَ إِلَّا لِمَصْلٍ أَوْ مُسَافِرٍ . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَإِنَّمَا يَرَوَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ : مَنْ تَمَامَ التَّحِيَّةِ أَخَذَ بِالْيَدِ .

২৭৩০. আহমদ ইবন আবদা যাব্বী (র.)... ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন :
অভিবাদনের পূর্ণতা হল হাতে ধরা (মুসাফাহা)।

হাদীছটি গারীব।

ইয়াহুইয়া ইবন সুলায়ম... সুফইয়ান (র.) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.)-কে এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি এটিকে মাহফুজ বা সংরক্ষিত বলে গণ্য করেন নি। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন : আমার মতে সুফইয়ান (র.) বর্ণিত ইবন মাসউদ (রা.)-এর হাদীছ নবী ﷺ থেকে, যে তিনি শুনেছেন, মুসল্লী বা মুসাফির ছাড়া (ইশার পর) রাতে আলাপ করার অনুমতি নেই, এইটি উদ্দেশ্য করেছেন।

মুহাম্মাদ বুখারী (র.) আরো বলেন : মানসূর-আবু ইসহাক... আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ প্রমুখ (র.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হাত ধরায় অভিবাদনের পূর্ণতা সাধিত হয়।

২৭২১- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ، أَوْ قَالَ عَلَى يَدِهِ ، فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ ؟ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمْ الْمُصَافَحَةُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا إِسْنَادٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ ثِقَةٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ ، وَالْقَاسِمُ شَامِيٌّ .

২৭৩১. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবু উমামা (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার পূর্ণতা হল তার মাথায় বা (তিনি বলেছেন) হাতে হাত রাখা এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা যে, সে কেমন আছে। আর অভিবাদনের পূর্ণতা হল তোমাদের মুসাফাহা করার মাঝে।

এই হাদীছটির সনদ নির্ভরযোগ্য নয়।

মুহাম্মাদ বুখারী (র.) বলেন : উবায়দুল্লাহ ইব্ন যাহর (র.) রাবী হিসাবে ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য কিন্তু আলী ইব্ন ইয়াযীদ হলেন যঈফ। রাবী কাসিম (র.) হলেন ইব্ন আবদুর রহমান। তাঁর কুনিয়াত হল আবু আবদুর রহমান। ইনি ছিকাহ। ইনি আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া (র.)-এর মাওলা বা আযাদকৃত গোলাম। কাসিম হলেন শামী বা শাম অধিবাসী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَعَانِقَةِ وَالْقَبَلَةِ

অনুচ্ছেদ : মুআনাকা ও চুম্বন

২৭৩২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبَّادٍ الْمَدَنِيُّ . حَدَّثَنِي أَبِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَدِمَ زَيْدُ ابْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ . فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُرْيَانًا يَجْرُ ثَوْبُهُ . وَاللَّهُ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَأَعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

২৭৩২. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, য়াদ ইব্ন হারিছা (কোন এক সফর থেকে) মদীনায়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আমার ঘরে ছিলেন। তিনি এসে দরজার কড়া নাড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ গায়ের কাপড় টানতে টানতে খালি গায়েই তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন, আল্লাহর কসম, আমি এর আগে বা পরে কখনও আর তাঁকে খালি গায়ে দেখিনি। তিনি য়াদকে বুকে চেপে ধরলেন এবং তাকে চুমু দিলেন।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া যুহরীর রিওয়ায়ত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ الْيَدِ وَالرُّجُلِ

অনুচ্ছেদ : হাতে ও পায়ে চুমু দেওয়া প্রসঙ্গে

২৭৩৩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُمَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ : اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَقَالَ صَاحِبُهُ : لَا تَقُلْ

نَبِيٍّ ، إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ . فَقَالَ لَهُمْ : لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَلَا تَمْشُوا بِيْرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ ، وَلَا تَسْخَرُوا ، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا ، وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً ، وَلَا تُؤْلُوا الْفِرَارَ يَوْمَ الزُّحْفِ ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةُ الْيَهُودِ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ ، قَالَ : فَقَبِلُوا يَدَهُ وَرَجَلَهُ . فَقَالَا : نَشْهَدُ إِنَّكَ نَبِيٌّ . قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي ؟ قَالُوا : إِنَّ دَاوُدَ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَا يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ تَبْعَنَّا أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ يُزَيْدُ بْنِ الْأَسْوَدِ وَابْنِ عُمَرَ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭৩৩. আবু কুরায়ব (র.)... সাফওয়ান ইবন আস্সাল (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ইয়াহুদী তার এক সঙ্গীকে বলল, আমাকে এই নবীর কাছে নিয়ে চল। সঙ্গীটি বলল : নবী বলবে না। তিনি যদি তা শুনতে পান তবে তো তার চক্ষু (খুশীতে) আটখানা হয়ে পড়বে। তারা উভয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল এবং তাঁকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল।

তিনি তাদের বললেন : আল্লাহর সঙ্গে কিছু শরীক করবে না। চুরি করবে না, যিনা করবে না, যে প্রাণ হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন কোন হক ব্যতিরেকে সে প্রাণকে হত্যা করবে না, হত্যার উদ্দেশ্যে কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ক্ষমতাসীনের কাছে নিয়ে যাবে না, যাদু টোনা করবে না, সুদ খাবে না, নিষ্পাপ মহিলাকে অপবাদ দিবে না, যুদ্ধের ময়দান থেকে পিঠ ফিরায়ে পলায়ন করবে না। আর হে ইয়াহুদীগণ! বিশেষ করে তোমাদের জন্য কথা হল, তোমরা শনিবারের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করবে না।

সাফওয়ান (রা.) বলেন : তখন তারা নবী ﷺ-এর দু'হাত ও দু'পায়ে চুম্বন করে বলল : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্যই নবী। তিনি বললেন : তা হলে আমার অনুসরণ করতে তোমাদেরকে কিসে বাধা দিচ্ছে?

তারা বলল : দাউদ (আ.) তাঁর রবের নিকট দু'আ করেছিলেন তাঁর বংশেই যেন সব সময় নবীর আগমন হয়। আমাদের আশংকা হয় যদি আমরা আপনার অনুসরণ করি তা হলে ইয়াহুদীরা আমাদের হত্যা করে ফেলবে।

এই বিষয়ে ইয়াযীদ ইবন আসওয়াদ। ইবন উমর ও কা'ব ইবন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَرْحَبَا

অনুচ্ছেদ : মারহাবা প্রসঙ্গে

২৭৩৪- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئِ تَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ ، قَالَتْ : فَسَلَّمْتُ ، فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئِ . فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئِ . قَالَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً طَوِيلَةً . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭৩৪. ইসহাক ইবন মুসা আনসারী (র.)... উম্মু হানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন আমি তাঁকে গোসল করতে পেলাম। ফাতিমা (রা.) একটি কাপড় দিয়ে তাঁকে পর্দা করছিলেন।

উম্মু হানী (রা.) বলেন : আমি তাঁকে সালাম করলাম।

তিনি বললেন : এই মহিলা কে?

আমি বললাম : আমি উম্মুহানী।

তিনি বললেন : মারহাবা, উম্মুহানী!

তারপর বর্ণনাকারী হাদীছটির পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করেন।

এই হাদীছটি সাহীহ।

২৭৩৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ أَبُو حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ جِئْتُهُ مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ سُفْيَانَ . وَمُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ .

وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ . وَهَذَا أَصَحُّ . قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ يَقُولُ : مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ . قَالَ :

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : وَكَتَبْتُ كَثِيرًا عَنْ مُوسَى بْنِ مَسْعُودٍ ثُمَّ تَرَكْتُهُ .

২৭৩৫. আবদ ইব্ন হুমায়দ প্রমুখ (র.)... ইকরিমা ইব্ন আবু জাহল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম তিনি আমাকে (লক্ষ্য করে) বললেন : মারহাবা! এই মুহাজির আরোহীর প্রতি।

এই বিষয়ে বুয়ায়দা, ইব্ন আববাস ও আবু জুহায়ফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটির সনদ সাহীহ নয়। মূসা ইব্ন মাসউদ সূত্রে সুফইয়ান (র.) থেকে বর্ণিত এই হাদীছ ছাড়া কিছু আমরা জানি না। মূসা ইব্ন মাসউদ হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ।

আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী (র.) এটি সুফইয়ান-আবু ইসহাক (র.) সূত্রে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি মুসআব ইব্ন সা'দ (র.)-এর উল্লেখ করেন নি। এটিই অধিক সাহীহ।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে মূসা ইব্ন মাসউদ যঈফ। তিনি আরো বলেন : মূসা ইব্ন মাসউদ থেকে বহু হাদীছ আমি লিখেছিলাম। কিন্তু পরে তা পরিত্যাগ করেছি।

كِتَابُ الْأَدَبِ

অধ্যায় : কিতাবুল আদব

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْأَدَبِ

অধ্যায় : কিতাবুল আদব

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ

অনুচ্ছেদ : হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া

২৭৩৬- حَدَّثَنَا هُنَادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحُرثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ : يَسْلَمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ ، وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَالْبَرَاءِ وَابْنِ مَسْعُودٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي الْحُرثِ الْأَعْوَرِ .

২৭৩৬. হান্নাদ (র.)... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক মুসলিমের উপর আরেক মুসলিমের হক হল ছয়টি নেকীর কাজ। সাক্ষাতের সময় সালাম করা, ডাক দিলে সাড়া দেওয়া, হাঁচি দিলে তাঁকে দু'আর মাধ্যমে উত্তর দেওয়া। অসুস্থ হলে তাঁর খোঁজ-খবর নেওয়া, মারা গেলে তার জানাযার পেছনে চলা এবং নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার জন্যও তা পছন্দ করা।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, আবু আয্যুব, বারা ও ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান।

একাধিক সূত্রে নবী ﷺ থেকে এটি বর্ণিত আছে, কোন কোন হাদীছ বিশারদ হারিছ আওয়ার-এর সমালোচনা করেছেন।

২৭২৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَخْزُومِيُّ الْمَدَنِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ خِصَالٌ : يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَخْزُومِيُّ الْمَدَنِيُّ ثِقَةٌ رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ .

২৭৩৭. কুতায়বা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক মুমিনের প্রতি আরেক মুমিনের হক হল ছয়টি : অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে, মারা গেলে তার জানাযায় হাযির হবে। তাকে ডাক দিলে সে সাড়া দিবে। যখন সাক্ষাত হবে তখন তাকে সালাম করবে, হাঁচি দিলে তার জওয়াবে দু'আ করবে। উপস্থিত-অনুপস্থিত সকল সময় তার কল্যাণ কামনা করবে।

হাদীছটি হাসান সাহীহ।

মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা মাখযুমী মাদীনী হলেন ছিকাহ রাবী। তাঁর নিকট থেকে আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মাদ এবং ইব্ন আবু ফুদায়ক (র.)-ও হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন।

بَابُ مَا يَقُولُ الْعَاطِسُ إِذَا عَطَسَ

অনুচ্ছেদ : হাঁচি দিলে হাঁচিদাতা কী বলবে?

২৭২৮- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَضْرَمِيُّ بْنُ أَلِ الْجَارُودِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَأَنَا أَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَلَّمَنَا أَنْ نَقُولَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ الرَّبِيعِ .

২৭৩৮. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র.)... নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা.)-এর পাশে হাঁচি দিয়ে বলল : আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ।

ইব্ন উমর (রা.) বললেন : আমিও তো পড়ি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ। কিন্তু (হাঁচির বেলায়) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এরূপ শিক্ষা দেন নি। তিনি তো আমাদের এই ক্ষেত্রে “আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল” — বলতে শিক্ষা দিয়েছেন।

এই হাদীছটি গারীব। যিয়াদ ইব্নুর রাবী (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

অনুচ্ছেদ : কিভাবে হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া উচিত?

২৭৩৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ دَيْلَمٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطِسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ : يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَآبِي أَيُّوبَ وَسَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَآبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭৩৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র.)... আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহুদীরা নবী ﷺ-এর কাছে হাঁচি দিয়ে আশা করত যে, তিনি জওয়াবে তাদের জন্য বলবেন : ইয়ারহামুকুমুল্লাহ্ — আল্লাহ তোমাদের রহম করুন। কিন্তু তিনি (তাদের উত্তরে) বলতেন : ইয়াহদীকুমুল্লাহ্ ওয়া ইউসলিহু বালাকুম — আল্লাহ তোমাদের হেদায়াত করুন এবং তোমাদের অবস্থা সংশোধন করে দিন।

এই বিষয়ে আলী, আবু আয্যুব, সালিম ইব্ন উবায়দ, আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর এবং আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৭৪০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ . عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِي سَفَرٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ ، فَكَانَ الرَّجُلُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْ إِلَّا مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ، عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ ، إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، وَلْيَقُلْ : يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ أُخْتُلِفُوا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مَنْصُورٍ ، وَقَدْ ادَّخَلُوا بَيْنَ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ وَسَالِمِ بْنِ رَجُلٍ .

২৭৪০. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.)... সালিম ইব্ন উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক দল লোকের সঙ্গে এক সফরে ছিলেন। তখন এই দলের এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে বলল : আসসালামু আলাইকুম। তখন সালিম (রা.) বললেন : তোমার উপর আর তোমার মায়ের উপর। (এই কথা শুনে) লোকটি যেন মনে মনে রাগান্বিত হল। তখন তিনি বললেন : শোন, আমি তো তাই বলেছি, যা নবী বলেছিলেন : এক ব্যক্তি একদিন নবী ﷺ-এর কাছে হাঁচি দিয়ে বলল : আসসালামু আলাইকুম। তখন

নবী ﷺ উত্তরে বললেন : তোমার উপর আর তোমার মায়ের উপর। (এরপর বললেন), তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দিবে তখন সে যেন বলে : আলহামদুলিল্লাহ্ রাব্বিল আলামীন, আর যে ব্যক্তি জওয়াব দিবে সে যেন বলে : ইয়ার হামুকাল্লাহ্। এরপর হাঁচি দাতা যেন বলে : ইয়াগফিরুল্লাহ্ লী ওয়ালাকুম।

মানসূর (র.) থেকে রিওয়ায়তের মধ্যে এই হাদীছটির বিরোধ রয়েছে। অনেক বর্ণনাকারী সনদের মাঝে হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ (র.) ও সালিম (রা.)-এর মাঝে “আর এক ব্যক্তির” — উল্লেখ করেছেন।

২৭৪১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ . أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ عَيْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلْيَقُلِ الَّذِي يَرُدُّ عَلَيْهِ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، وَلْيَقُلْ هُوَ : يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ هَكَذَا رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَضْطَرِبُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ أَحْيَانًا عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَيَقُولُ أَحْيَانًا عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى التَّقْفِيُّ الْمُرُوزِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ عَيْسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২৭৪১. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... আবু আয্যুব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় সে যেন বলে : আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল — সর্বাবস্থায় আল্লাহরই সকল প্রশংসা। আর যে এর উত্তর দিবে সে যেন বলে : ইয়ারহামুকাল্লাহ্ — আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। এরপর হাঁচিদাতা বলবে : ইয়াহ্দীকুমুল্লাহ্ ওয়া ইউসলিহ্ বালাকুম — আল্লাহ তোমাদের হেদায়ত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভাল বানিয়ে দিন।

মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র.)... ইব্ন আবু লায়লা (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

শু'বা (র.) এই হাদীছটিকে ইব্ন আবু লায়লা (র.) থেকে এইরূপই রিওয়ায়ত করেছেন। তিনি তার সনদে বলেছেন : আবু আয্যুব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে। ইব্ন আবু লায়লা (র.)-এর এই হাদীছটির রিওয়ায়তে “ইযতিরাব” করতেন। তিনি কোন সময় বলেছেন : আবু আয্যুব (রা.) ... নবী ﷺ থেকে; আবার কোন কোন সময় বলেছেন : আলী (রা.)... নবী ﷺ থেকে...।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুয়া ছাকাতী মারওয়াযী (র.)... আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা... আলী (রা.) সূত্রে নবী (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابِ التَّشْمِيتِ بِحَمْدِ الْعَاطِسِ

অনুচ্ছেদ : হাঁচিদাতা কর্তৃক আলহামদু বলার পর এর উত্তর দেওয়া ওয়াজিব

২৭৪২- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ عَطَسَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يَشَمِّتِ الْآخَرَ ، فَقَالَ الَّذِي لَمْ يَشَمِّتْهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ شَمَّتْ هَذَا وَلَمْ تَشَمِّمْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭৪২. ইবন আবী উমর (র.)... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত দু'ব্যক্তির হাঁচি আসে। তিনি একজনের জওয়াব দিলেন, আরেকজনের জওয়াব দিলেন না। যার উত্তর তিনি দেন নি সে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর জওয়াব দিলেন কিন্তু আমার হাঁচির তো জওয়াব দিলেন না?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ ব্যক্তি তো আলহামদুল্লাহ বলেছে, আর তুমি তো আলহামদুলিল্লাহ বলনি। হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ كَمْ يُشَمِّتُ الْعَاطِسُ

অনুচ্ছেদ : কতবার হাঁচিদাতার জওয়াব দেওয়া হবে?

২৭৪৩- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا شَاهِدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، ثُمَّ عَطَسَ الثَّانِيَةَ وَالثَّلَاثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَذَا رَجُلٌ مَزَكُومٌ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي الثَّلَاثَةِ : أَنْتَ مَزَكُومٌ ، قَالَ : هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ .
 وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ هَذَا الْحَدِيثَ نَحْوَ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهَذَا .

২৭৪৩. সুওয়ায়দ (র.)... সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত এক ব্যক্তি হাঁচি দেয়। আমি তখন সেখানে হাযির ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইয়ারহামুকাল্লাহ। লোকটি

দ্বিতীয়বার হাঁচি দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন। এই লোকটি তো সর্দি আক্রান্ত।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... সালামা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে আছে যে, তৃতীয়বারের বেলায় তিনি বলেছিলেন : তুমি তো সর্দি আক্রান্ত।

ইব্ন মুবারক (র.)-এর রিওয়ায়তটি (২৭৪৩ নং) থেকে এটি অধিক সাহীহ। শু'বা (র.) এই হাদীছটিকে ইকরিমা ইব্ন আম্মার (র.) সূত্রে ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র.)-এর রিওয়ায়তের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আহমদ ইব্ন হাকাম বাসরী (র.)... ইকরিমা ইব্ন আম্মার (রা.) থেকে উক্ত সনদে রিওয়ায়ত করেছেন।

২৭৪৪- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ السُّلُولِيُّ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْمَتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ زَادَ فَإِنْ شِئْتَ فَشِمَّتْهُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ .

২৭৪৪. কাসিম ইব্ন দীনার কূফী (র.)... উমর ইব্ন ইসহাক ইব্ন আবু তালহা তাঁর মাতা তাঁর পিতা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনবার হাঁচিদাতার উত্তর দিবে। আরো বেশীবার হলে ইচ্ছা করলে উত্তর দিতে পার আর ইচ্ছা করলে না-ও দিতে পার।

এই হাদীছটি গারীব। এর সনদ মাজহুল (অজ্ঞাত)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي خَفْضِ الصَّوْتِ وَتَخْمِيرِ الْوَجْهِ عِنْدَ الْعُطَاسِ

অনুচ্ছেদ : হাঁচি আসার সময় আওয়াজ নিম্ন করা এবং মুখ ঢাকা

২৭৪৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُمَيْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭৪৫. মুহাম্মাদ ইব্ন ওয়াযীর ওয়াসিতী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন হাঁচি দিতেন হাত দিয়ে বা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিতেন এবং হাঁচির আওয়াজ নিচু রাখতেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّكَاوُبَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা হাঁচি পছন্দ করেন আর হাফিকা (হাই তোলা) অপছন্দ করেন

২৭৪৬- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ أَبِي عَجْلَانَ عَنْ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ الْعُطَّاسُ مِنَ اللَّهِ وَالتَّائِبُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَتَأَوَّبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِئِهِ ، وَإِذَا قَالَ آهَ آهَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ ، وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّائِبَ ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ آهَ آهَ إِذَا تَتَأَعَبَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ فِي جَوْفِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭৪৬. ইব্ন আবু উমর (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হাঁচি আল্লাহর পক্ষ থেকে আর হাফিকা (হাই তোলা) শয়তানের পক্ষ থেকে। তোমাদের কারো যদি হাই উঠে তবে সে যেন তার মুখে হাত রাখে। যখন সে আঃ আঃ বলে তখন শয়তান তার ভিতর থেকে হাসতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা হাঁচি পছন্দ করেন আর হাই না পছন্দ করেন, সুতরাং যখন কেউ হাই তোলার সময় আঃ আঃ করে তখন শয়তান তার ভিতর থেকে হাসতে থাকে।

এই হাদীছটি হাসান সাহীহ।

২৭৪৭- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقُبَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ الْعُطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّائِبَ ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ يَرْحَمَكَ اللَّهُ ، وَأَمَّا التَّائِبُ فَإِذَا تَتَأَعَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُولَنَّ هَاهُ هَاهُ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَجَلَانَ ، وَابْنُ أَبِي ذَنْبٍ أَحْفَظُ لِحَدِيثِ سَعِيدِ الْقُبَيْرِيِّ وَاثْبَتُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْعَطَّارَ الْبَصْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ : أَحَادِيثُ سَعِيدِ الْقُبَيْرِيِّ رَوَى بَعْضُهَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَوَى بَعْضُهَا عَنْ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَآخِلَطَ عَلَى فَعَجَلَتْهَا عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

২৭৪৭. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা হাঁচি পছন্দ করেন কিন্তু হাই না পছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের কারো হাঁচি এলে সে যদি বলে “আলহামদুলিল্লাহ” তবে যে কেউ তা শুনতে পাবে তার উপর হক হল “ইয়ারহামুকাল্লাহ” বলা। আর হাফিকার (হাই তোলার) ব্যাপার হল, তোমাদের কারো যদি হাই উঠে তবে যথাসাধ্য সে যেন তা রোধ করে এবং সে যেন হাঃ হাঃ না করে। কেননা এটি হল শয়তানের পক্ষ থেকে। সে তাতে হাসে।

এই হাদীছটি সাহীহ।

ইব্ন আজলান (র.)-এর রিওয়ায়ত (২৭৪৬ নং) থেকে এটি অধিক সাহীহ। সাঈদ আল-মাকবুরী (র.)-এর রিওয়ায়ত বর্ণনার ক্ষেত্রে ইব্ন আবু যি'ব (র.) হলেন ইব্ন আজলান (র.)-এর তুলনায় অধিক সংরক্ষক ও নির্ভরযোগ্য।

আবু বকর আত্তার বাসরীকে আলী ইব্ন মাদীনী-ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ (র.) সূত্রে আলোচনা করতে শুনেছি যে, ইয়াহুইয়া (র.) বলেন : মুহাম্মাদ ইব্ন আজলান (র.) বলেছেন : সাঈদ আল-মাকবুরী তাঁর রিওয়ায়ত সমূহের মধ্যে কতগুলো তো তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছেন আর কতগুলো তিনি জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমার কাছে এইগুলোর একটি আরেকটির সাথে মিশে যাওয়ায় আমি সবগুলোই সাঈদের মাধ্যমে... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করে দিয়েছি।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْعُطَّاسَ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ
অনুচ্ছেদ : সালাতে হাই আসে শয়তানের পক্ষ থেকে

২৭৪৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ :

الْعُطَّاسُ وَالنُّعَاسُ وَالتَّأَوُّبُ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَيْضُ وَالْقَى وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانَ .

قَالَ : وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قُلْتُ لَهُ : مَا اسْمُ جَدِّ عَدِيِّ ؟ قَالَ : لَا

أَدْرِي وَذَكَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قَالَ : اسْمُهُ دِينَارٌ .

২৭৪৮. আলী ইব্ন হুজর (র.)... আদী ইব্ন ছাবিত তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ থেকে মারফু'রূপে বর্ণিত আছে যে, সালাতে হাঁচি আসা, নিদ্রা আসা, হাই আসা আর হায়য, বমি ও নাক দিয়ে রক্ত পড়া শয়তানের পক্ষ থেকে।

এই হাদীছটি গারীব। শারীক-আবুল ইয়াকযান (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র.)-কে আমি আদী ইব্ন ছাবিত-তৎপিতা-তৎপিতামহ সনদটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলেছিলাম : আদী (র.)-এর পিতামহের নাম কি? তিনি বললেন : আমি জানি না। ইয়াহুইয়া ইব্ন মাঈন (র.)-এর বরাতে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি বলেছেন : তার নাম দীনার।

بَابُ كَرَامِيَةِ أَنْ يَقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ
অনুচ্ছেদ : কাউকে তার আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসা

২৭৪৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا

يَقِمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭৪৯. কুতায়বা (র.)... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কেউ তোমাদের অপর ভাইকে তার আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে তাতে বসবে না।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৭৫০- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَقِمُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ .

قَالَ : وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ لِابْنِ عُمَرَ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

২৭৫০. হাসান ইবন আলী খাল্লাল (র.)... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ তার (মুসলিম) ভাইকে আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে তাতে আসন গ্রহণ করবে না।

বর্ণনাকারী বলেন : এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা.)-এর জন্য স্বীয় আসন ছেড়ে দিয়ে উঠে গেলে তিনি তাতে বসেন নি।

হাদীছটি সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

অনুচ্ছেদ : কেউ (কোন প্রয়োজনে) তার আসন থেকে উঠে গিয়ে পরে ফিরে এলে সে-ই হবে সে আসনের অধিক হকদার

২৭৫১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ

عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَهْبِ بْنِ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ ، وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

২৭৫১. কুতায়বা (র.)... ওয়াহব ইবন হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেকেই তার আসনের অধিক হকদার। সে যদি কোন প্রয়োজনে বের হয়ে যায় এবং পরে ফিরে আসে তবে সে-ই হবে ঐ আসনের অধিক হকদার।

হাদীছটি হাসান সাহীহ-গারীব।

এই বিষয়ে আবু বাকরা, আবু সাঈদ এবং আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَامِيَةِ الْجُلُوسِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا

অনুচ্ছেদ : বিনানুমতিতে দুই ব্যক্তির মাঝখানে বসা মাকরুহ

২৭৫২- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ . أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ . حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَفْرُقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ عَامِرُ الْأَحْوَلُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ أَيْضًا .

২৭৫২. সুওয়ায়দ (র.)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুই ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত তাদের মাঝখানে ফাঁক করে বসা কারো জন্য বৈধ নয়।

এই হাদীছটি হাসান সাহীহ।

আমির আল-আহওয়াল (র.)-ও এটি আমর ইবন শুআয়ব (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَامِيَةِ الْقُعُودِ وَسَطِ الْحَلَقَةِ

অনুচ্ছেদ : গোলবৈঠকের মাঝখানে বসা নিষিদ্ধ

২৭৫৩- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ أَنَّ رَجُلًا قَعَدَ وَسَطَ حَلَقَةٍ

فَقَالَ حَذِيفَةُ : مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ، أَوْ لَعَنَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْ قَعَدَ وَسَطِ الْحَلَقَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَأَبُو مَجْلَزٍ اسْمُهُ لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ .

২৭৫৩. সুওয়ায়দ (র.)... মিজলায (র.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি গোল বৈঠকের মাঝখানে গিয়ে বসলে হুযায়ফা (রা.) বললেন : এ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ -এর যবানে অভিশপ্ত। বা (তিনি বলেছিলেন) যে ব্যক্তি গোল বৈঠকের মাঝখানে বসে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ -এর ভাষায় তাকে লানত করেছেন।

এই হাদীছ হাসান-সাহীহ।

আবু মিজলায (র.)-এর নাম লাহিক ইবন হুমায়দ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ

অনুচ্ছেদ : একজনের জন্য আরেকজনের দাঁড়ানো নিষেধ

২৭৫৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . أَخْبَرَنَا عَفَّانُ . أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

২৭৫৪. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেয়েও প্রিয় কোন ব্যক্তি ছিল না। কিন্তু তাঁকে দেখেও তারা দাঁড়াতেন না। কেননা, তাঁরা জানতেন যে, তিনি দাঁড়ান পছন্দ করেন না।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

২৭৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ . حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ قَالَ : خَرَجَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ صَفْوَانَ حِينَ رَأَوْهُ فَقَالَ : أَجْلِسَا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

حَدَّثَنَا هَنَادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .

২৭৫৫. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.)... আবু মিজলায (র.) থেকে বর্ণিত যে, মুআবিয়া (রা.) ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। তাঁকে দেখে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবার ও ইব্ন সাফওয়ান উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন : তোমরা বসে পড়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : লোকেরা তার জন্য মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকুক, এতে যে খুশী হয় সে যেন জাহান্নামে তার আবাস বানায়।

এই বিষয়ে আবু উমামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। হাদীছটি হাসান।

হান্নাদ (র.)... মুআবিয়া (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ

অনুচ্ছেদ : নখ কাটা সম্পর্কে

২৭৫৬- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : الْأَسْتِحْدَادُ ، وَالْخِتَانُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَنْفُ الْأَبْطِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭৫৬. হাসান ইবন আলী খাল্লাল প্রমুখ (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঁচটি বিষয় ফিতরাতের অন্যতম : নাভির নিচের চুল কামান; খাতনা করা, মোচ ছাঁটা, বগলের চুল উপড়াইয়া তোলা এবং নখ কাটা।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৭৫৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهْنَادٌ قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكِ ، وَالْأَسْتِنْشَاقُ ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَتَنْفُ الْأَبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ .
 قَالَ زَكَرِيَّا : قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُضْمَضَةَ .
 قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : انْتِقَاصُ الْمَاءِ الْإِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ .
 وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

২৭৫৭. কুতায়বা ও হান্নাদ (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : দশটি বিষয় হল ফিতরাতের অঙ্গ : মোচ ছাঁটা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, নখ কাটা, আঙ্গুলের গাঁটসমূহ ধৌত করা, বগল তলার চুল উপড়ানো, নাভির নিচের চুল কামান, পানি দিয়ে ইস্তিনজা করা।

মুসআব (র.) বলেন : দশমটি ভুলে গিয়েছি। তবে আমার মনে হয় তা হল কুলি করা।

এই বিষয়ে আম্মার ইবন ইয়াসির ও ইবন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন : হাদীছটি হাসান। অর্থ হল পানি দিয়ে শৌচকার্য করা।

بَابُ فِي التَّوَقُّيْتِ فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَآخِذِ الشَّارِبِ

অনুচ্ছেদ : নখ কাটা ও মোচ কাটার জন্য মেয়াদ নির্ধারণ প্রসঙ্গে

২৭৫৮- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى أَبُو مُحَمَّدٍ

صَاحِبُ الدَّقِيقِ . حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍاءُ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ وَقَّتَ لَهُمْ فِي كُلِّ

أَرْبَعِينَ لَيْلَةً تَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ ، وَآخِذَ الشَّارِبِ ، وَحَلَقَ الْعَانَةَ .

২৭৫৮. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.)... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নখ কাটা, মোচ কাটা এবং নাভির নিচের চুল কামানোর জন্য প্রতি চল্লিশ দিনে একবার কাটার মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

২৭৫৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرٍاءُ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : وَقَّتَ لَنَا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَصَّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ ، وَحَلَقَ الْعَانَةَ ، وَتَنَفَّ الْأَبْطِ ، لَا يَتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ

يَوْمًا . قَالَ : هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَوَّلِ ، وَصَدَقَةُ بْنُ مُوسَى لَيْسَ عَنْدهُمْ بِالْحَافِظِ .

২৭৫৯. কুতায়বা (র.)... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মোচ কাটা, নখ কাটা, নাভির নীচের চুল কাটা, বগলের চুল উপড়ানোর ক্ষেত্রে আমাদের মেয়াদ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে, চল্লিশ দিনেরও বেশী দিন যেন আমরা তা ছেড়ে না রাখি।

এটি প্রথমোক্ত হাদীছটির চেয়ে অধিক সাহীহ। হাদীছবিদগণের নিকট সাদাকা ইব্ন মুসা স্বরণ শক্তি সম্পন্ন বলে স্বীকৃত নন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَصِّ الشَّارِبِ

অনুচ্ছেদ : মোচ ছাটা

২৭৬০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ

عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْصُ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ

يَفْعَلُهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

২৭৬০. মুহাম্মাদ ইব্ন উমর ইব্নুল ওয়ালীদ কিন্দী কূফী (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ তাঁর মোচ ছাঁটতেন। তিনি বলেছেন, দয়াময়ের বন্ধু ইবরাহীম (আ.)-ও তা করতেন।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

২৭৬১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا .

وَفِي الْبَابِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ صُهَيْبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

২৭৬১. আহমদ ইব্ন মানী (র.)... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মোচ ছাঁটে না সে আমার উম্মতভুক্ত নয়।
এই বিষয়ে মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।
হাদীছটি হাসান-সাহীহ।
মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র.)... ইউসুফ ইব্ন সুহায়ব (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَخْذِ مِنَ اللَّحْيَةِ

অনুচ্ছেদ : দাড়ির (অসমান) অংশ ছাটা

২৭৬২- حَدَّثَنَا هَنَادٌ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هُرُونَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ : عُمَرُ بْنُ هُرُونَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ لَا أَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا لَيْسَ إِسْنَادُهُ أَصْلًا . أَوْ قَالَ يَنْقَرِدُ بِهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ هُرُونَ ، وَرَأَيْتُهُ حَسَنَ الرَّأْيِ فِي عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةَ يَقُولُ : عُمَرُ بْنُ هُرُونَ كَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : الْإِيْمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ قَالَ : سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ الْمُنْجَنِيْقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ ، قَالَ قُتَيْبَةُ : قُلْتُ : لَوْ كَيْعٍ مِّنْ هَذَا؟ قَالَ : صَاحِبُكُمْ عُمَرُ بْنُ هُرُونَ .

২৭৬২. হান্নাদ (র.)... আমার ইব্ন শুআয়ব তার পিতা তার পিতামহ থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ প্রস্থে ও দৈর্ঘ্যে তাঁর দাড়ির (অসমান) অংশ ছাঁটতেন।

এই হাদীছটি গারীব।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি, উমর ইব্ন হারুন হলেন মুকারিবুল হাদীছ-হাদীছ গ্রহণযোগ্যতার নিকটবর্তী। নবী ﷺ তাঁর দাড়ির দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থের এই হাদীছটি ছাড়া তার এমন কোন রিওয়ায়ত সম্পর্কে জানি না যার কোন ভিত্তি নেই বা যেটির বর্ণনায় তিনি একা। উমর ইব্ন হারুন ছাড়া আর কোন সূত্রে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আমি তাকে (বুখারীকে) উমর ইব্ন হারুন (র.) সম্পর্কে ভাল মত পোষণ করতে দেখেছি।

কুতায়বা (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, উমর ইব্ন হারুন (র.) ছিলেন হাদীছ অনুসারী লোক। তিনি বলতেন, ঈমান হল কথা ও আমলের সমন্বিত রূপ।

কুতায়বা আরো বলেন যে, ওয়াকী' ইব্নুল জাররাহ (র.) আমাদের কোন এক ব্যক্তির বরাতে ছাওর ইব্ন ইয়াযীদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তায়েফবাসীদের বিরুদ্ধে মিনজানীক স্থাপন করেছিলেন। কুতায়বা (র.) বলেন, ওয়াকী' (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : এই 'কোন এক ব্যক্তি'টি কে?

তিনি বললেন : আপনাদের সঙ্গী উমর ইব্ন হারুন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ

অনুচ্ছেদ : দাড়ি লম্বা করা

২৭৬৩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ

عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَحْفُوا الشُّوَارِبَ ، وَأَعْفُوا اللَّحْيَ .

قَالَ أَبُو عِسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

২৭৬৩. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.)... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মোচ ভাল করে কাটবে আর দাড়ি লম্বা করবে।

এই হাদীছটি সাহীহ।

২৭৬৪- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِأَحْفَاءِ الشُّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحْيِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ هُوَ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ثِقَةٌ ، وَعُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ثِقَةٌ

، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يُضَعَّفُ .

২৭৬৪. আল-আনসারী (র.)... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মোচ কাটতে এবং দাড়ি লম্বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবু বকর ইবন নাফি' (র.) হলেন ইবন উমর (রা.)-এর মাওলা বা আযাদকৃত গোলাম। তিনি রাবী হিসাবে ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য। কিন্তু ইবন উমর (রা.)-এর মাওলা উমর ইবন নাফি' এবং আবদুল্লাহ ইবন নাফি' হচ্ছেন যঈফ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ إِحْدَى الرَّجُلَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى مُسْتَلْقِيَا

অনুচ্ছেদ : চিত হয়ে শুয়ে এক পায়ের উপর আরেক পা রাখা

২৭৬৫- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَلْقِيَا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَعَمُّ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ .

২৭৬৫. সাঈদ ইবন আবদুর রহমান মাখযুমী (র.)... আব্বাস ইবন তামীম তথপিতব্য আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-কে এক পায়ের উপর আরেক পা তুলে মসজিদে চিত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আব্বাস ইবন তামীম (র.)-এর পিতব্য হলেন আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আসিম আল-মাযিনী (রা.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَرَاهِيَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ : ঐ অবস্থায় শোয়া মাকরুহ হওয়া

২৭৬৬- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اسْبَاطٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي , حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ أَبِي

الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَا يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى

الْأُخْرَى .

هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَلَى سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَلَا يَعْرِفُ خِدَاشٌ هَذَا مَنْ هُوَ . وَقَدْ رَوَى سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ غَيْرَ

حَدِيثٍ .

২৭৬৬. উবায়দ ইবন আসবাত ইবন মুহাম্মাদ কুরাশী (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন চিত হয়ে শোবে (হাঁটু উঁচু করে) তখন এক পায়ের উপর আরেক পা তুলে দেবে না।

এ হাদীছটি সুলায়মান আত্‌তায়মী (র.) থেকে একাধিক রাবী রিওয়ায়ত করেছেন। কিন্তু সনদোক্ত এ খিদাশ কে সে সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। সুলায়মান তায়মী (র.) তার একাধিক হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন।

২৭৬৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ اسْتِمَالِ الصَّمَاءِ

وَالْإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ أَحَدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْآخَرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى :: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭৬৭. কুতায়বা (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশতিমাল সাম্মা (অর্থাৎ বাম কাঁধ খালি রেখে দুই কিনারা ডান কাঁধে এনে জড়ো করে চাদর পরিধান করা) এবং ইহতিবা (অর্থাৎ নিতম্ব মাটিতে রেখে দুই হাঁটু উঁচু করে পিঠের সঙ্গে চাদর পেঁচিয়ে বসা) আর চিত হয়ে শুয়ে (হাঁটু উঁচু করে) এক পায়ের উপর আরেক পা তুলে দিতে নিষেধ করেছেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ كَرَاهِيَةَ الْأُضْطِجَاعِ عَلَى الْبَطْنِ

অনুচ্ছেদ : উপুড় হয়ে শয়ন করা মাকরুহ

২৭৬৮- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو . حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ ضَجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ طَهْفَةَ وَ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَدَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ يَعِيشَ بْنِ طَهْفَةَ عَنْ أَبِيهِ ، وَيُقَالُ

طِخْفَةً ، وَالصُّحَيْحُ طَهْفَةٌ . وَقَالَ بَعْضُ الْحَفَاطِ : الصُّحَيْحُ طِخْفَةٌ ، وَيُقَالُ طِغْفَةٌ يَعِيشُ هُوَ مِنَ الصُّحَابَةِ .

২৭৬৮. আবু কুরায়ব (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বললেন : এ ধরনের শয়ন আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন না।

এ বিষয়ে তিহফা ও ইবন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইয়াহুইয়া ইবন আবু কাছীর (র.)-ও এ হাদীছটি আবু সালামা... যায়ীশ ইবন তিহফা তৎপিতা তিহফা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

তিহফা (রা.)-এর নাম তিখফা বলে কথিত আছে। কিন্তু তিহফা-ই সাহীহ। তিগফা বলেও কথিত আছে। কোন কোন হাফিজুল হাদীছ বলেছেন, সাহীহ হল তিখফা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْعَوْرَةِ

অনুচ্ছেদ : সতর-এর হিফাজত করা

২৭৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ :

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : أَحْفَظْ عَوْرَتِكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ ؟ قَالَ : إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فافعل ، قُلْتُ : الرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا ، قَالَ : فَإِنَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَجَدُ بِهِزَ اسْمُهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ . وَقَدْ رَوَى الْجَرِيرِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ وَالِدُ بِهِزٍ .

২৭৬৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... বাহয ইব্ন হাকীম তৎপিতা, তৎপিতামহ মুআবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা সতরের কতটুকু অবলম্বন করব আর কতটুকু ছাড়ব? তিনি বললেন : তোমার স্ত্রী ও দাসী ছাড়া সকলের নিকট থেকে সতরের হিফাজত করবে।

মুআবিয়া (রা.) বললেন : যদি একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষের সঙ্গে অবস্থান করে তা হলে?

তিনি বললেন : যথাসম্ভব তোমার সতর যেন কেউ না দেখে সে ব্যবস্থা করবে।

আমি বললাম : যদি কোন পুরুষ একাকী থাকে?

তিনি বললেন : লজ্জা করার ক্ষেত্রে তো আল্লাহ তা'আলা অধিক হকদার।

এ হাদীছটি হাসান।

বাহয (র.)-এর পিতামহের নাম হল মুআবিয়া ইব্ন হায়দা আল-কুশায়রী (রা.)। জুরায়রী (র.) এটিকে বাহয (র.)-এর পিতা হাকীম ইব্ন মুআবিয়া (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِتْكَاءِ

অনুচ্ছেদ : টেক লাগিয়ে বসা

২৭৭০- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّوْرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكُوفِيُّ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى وَسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى وَسَادَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى يَسَارِهِ .

২৭৭০. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ আদ-দুরী বাগদাদী (র.)... জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একটি তাকিয়ায় বাম পাশে টেক লাগানো অবস্থায় দেখেছি।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

একাধিক রাবী এ হাদীছটিকে ইসরাঈল-সিমাক-জাবির ইবন সামুরা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। জাবির (রা.) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাকিয়ায় টেক লাগানো অবস্থায় দেখেছি।

এতে 'বামপার্শ্ব' কথাটির উল্লেখ নেই।

২৭৭১- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

২৭৭১. ইউসুফ ইবন ইসা (র.)... জাবির ইবন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাকিয়ায় টেক লাগানো অবস্থায় দেখেছি।

এ হাদীছটি সাহীহ।

بَابُ
অনুচ্ছেদ

২৭৭২- حَدَّثَنَا هَنَادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَجَّاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭৭২. হান্নাদ (র.)... আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির কত্বাধীন স্থানে বিনানুমতিতে তার উপর ইমামত করা যাবে না এবং বিনানুমতিতে তার আসনেও বসা যাবে না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ

অনুচ্ছেদ : প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় বাহনের অগ্রভাগের অধিক হকদার

২৭৭৩- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبِي . حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْكَبُ وَتَأْخُرُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَأَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ ، إِلَّا عَنْ تَجَعُّلِهِ لِي ، قَالَ : قَدْ جَعَلْتَهُ لَكَ ، قَالَ : فَرَكِبَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عَبَادَةَ .

২৭৭৩. আবু আম্মার হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র.)... বুয়ায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি আসল। তার সঙ্গে ছিল একটি গাধা। সে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এতে আরোহণ করুন। আর সে নিজে পেছনে সরে আসল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না, তুমিই তোমার বাহনের অগ্রভাগের অধিক হক রাখ। তবে আমাকে যদি তা অর্পণ কর তবে ভিন্ন কথা। লোকটি বলল : আমি আমার হক আপনাকে অর্পণ করলাম।

বুয়ায়দা (রা.) বলেন, এরপর তিনি তাতে আরোহণ করলেন।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّخْصَةِ فِي اتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ

অনুচ্ছেদ : নরম পশমী চাদর ব্যবহারের অনুমতি

২৭৭৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَلْ لَكُمْ أَنْمَاطٌ ؟ قُلْتُ وَأَنْتِ تَكُونُ لَنَا أَنْمَاطٌ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ ، قَالَ : فَأَنَا أَقُولُ لِمَرَأَتِي آخِرِي عَنِّي أَنْمَاطُكَ فَتَقُولُ : أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ قَالَ : فَادْعُهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭৭৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (বর্তমানে) তোমাদের আনমাত (নরম পশমী চাদর) আছে কি?

আমি বললাম : আমাদের আনমাত কোথেকে হবে? তিনি বললেন : শোন, অচিরেই তোমাদের তা হবে।

জাবির (রা.) বলেন : আমি আমার স্ত্রীকে যখন বলি যে, তোমার আনমাতটি সরিয়ে নাও, তখন সে বলে : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আমাদের সম্পর্কে বলে যান নি যে, অচিরেই তোমাদের আনমাত হবে? জাবির (রা.) বলেন : অনন্তর আমি তাকে (এ কথা বলা) ছেড়ে দিলাম।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

অনুচ্ছেদ : একই পশুর উপর তিনজন আরোহণ করা

২৭৭৫- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا النُّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْجُرَشِيُّ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَقَدْ قُدَّتْ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ حَتَّى ادْخَلَتْهُ حُجْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ ، هَذَا قَدَامُهُ ، وَهَذَا خَلْفُهُ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

২৭৭৫. আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীয আশ্বারী (র.)... ইয়াস ইব্ন সালামা তার পিতা সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ হাসান ও হুসায়নসহ তাঁর একটি সাদা-কাল গাধায় আরোহী ছিলেন। তাঁদের একজন বসেছিলেন নবী ﷺ-এর সামনে অপরজন ছিলেন তাঁর পেছনে। আমি এটিকে নবী ﷺ-এর হুজরায় টেনে নিয়ে এসেছিলাম।

এ বিষয়ে ইব্ন আব্বাস এবং আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي نَظَرَةِ الْمَفْجَاءِ

অনুচ্ছেদ : হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়া

২৭৭৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُيَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرَةِ الْمَفْجَاءِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو اسْمُهُ هَرَمٌ .

২৭৭৬. আহমদ ইব্ন মানী (র.)... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবু যুরআ (র.)-এর নাম হল হারিম।

২৭৭৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي رَيْبَعَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ : يَا عَلِيُّ لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأَوَّلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ .

২৭৭৭. আলী ইব্ন হুজর (র.)... ইব্ন বুরায়দা তার পিতা বুরায়দা (রা.) থেকে মারফু' রূপে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (আলীকে লক্ষ্য করে) বলেছিলেন : হে আলী! দৃষ্টির পর দৃষ্টি দিবে না। প্রথম দৃষ্টি তোমার (ক্ষমাযোগ্য) কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার (ক্ষমাযোগ্য) নয়।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। শরীকের সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي احْتِجَابِ النِّسَاءِ مِنَ الرُّجَالِ

অনুচ্ছেদ : পুরুষদের থেকে মেয়েদের পর্দা করা

২৭৭৮- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ . أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ مَيْمُونَةُ قَالَتْ : فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَمَرْنَا بِالْحِجَابِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : احْتَجِبَا مِنْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَفَعُمِّيَاوَانِ أَنْتُمَا ؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ؟

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭৭৮. সুওয়ায়দ (র.)... উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তিনি এবং মায়মূনা (রা.) বসা ছিলেন। উম্মু সালামা (রা.) বলেন : আমরা তাঁর কাছে ছিলাম এমন সময় ইবন উম্মে মাকতুম আগমন করলেন এবং তাঁর কাছে এসে ঢুকলেন। এ ঘটনাটি ছিল আমাদের প্রতি পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার পরের। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তার থেকে পর্দা কর।

আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইনি কি অন্ধ নন? তিনি তো আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না এবং আমাদের চিনতে পারছেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা দু'জন কি অন্ধ হয়ে গেছ? তোমরা কি তাকে দেখছ না?

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ الْأَزْوَاجِ

অনুচ্ছেদ : স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে তার মহিলার কাছে যাওয়া নিষেধ

২৭৭৯- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاَنَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ جَابِرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭৭৯. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আমর ইব্ন আস (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম আবু কায়স (র.) থেকে বর্ণিত যে, আমর ইব্নুল আস (রা.) (এক প্রয়োজনে) আসমা বিনত উমায়স (রা.) (আলী (রা.)-এর স্ত্রী)-এর কাছে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে আলী (রা.)-এর কাছে তাকে পাঠিয়েছিলেন। আলী (রা.) তাকে অনুমতি দিলেন। আমর ইব্নুল আস (রা.)-এর কাজ সমাধা হওয়ার পর তাঁর মাওলা এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : স্বামীর অনুমতি ভিন্ন মহিলাদের কাছে যেতে নবী ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়ে উকবা ইব্ন আমির, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْذِيرِ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : মহিলাদের ফিতনা সম্পর্কে সতর্কীকরণ

২৭৮০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصُّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ

أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نَفِيلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً

أَضْرُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الثِّقَاتِ عَنْ سُلَيْمَانَ التِّيمِيِّ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نَفِيلٍ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ ، وَسَعِيدِ

بْنِ زَيْدٍ غَيْرِ الْمُعْتَمِرِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ .

২৭৮০. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা সানআনী (র.)... উসামা ইব্ন যায়দ ও সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমি আমার পর লোকদের মাঝে পুরুষদের জন্য মেয়েদের চেয়েও ক্ষতিকর আর কোন ফিতনা ছেড়ে যাচ্ছি না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। একাধিক নির্ভরযোগ্য রাবী এ হাদীছটি সুলায়মান তায়মী-আবু উছমান-উসামা ইব্ন যায়দ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে তারা সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল (রা.)-এর উল্লেখ করেন নি। মু'তামির (র.) ছাড়া আর কেউ উক্ত সনদে উসামা ইব্ন যায়দ ও সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা.)-এর উল্লেখ করেছেন বলে আমরা জানি না।

এ বিষয়ে আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اتِّخَاذِ الْقَصَةِ

অনুচ্ছেদ : কৃত্রিম কেশ গুচ্ছ ব্যবহার নিষেধ

২৭৮১- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ . أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ . أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بِالْمَدِينَةِ يَخْطُبُ يَقُولُ : أَيُّنَ عُلَمَائِكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَيَقُولُ : إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذُوا نِسَائِهِمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ .

২৭৮১. সুওয়ায়দ (র.)... হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মদীনায়ে মুআবিয়া (রা.)-কে খুতবায় বলতে শুনেছেন যে, হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলিমগণ কোথায়? আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কৃত্রিম কেশগুচ্ছ ব্যবহার করা নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : বনু ইসরাঈল গোত্রের নারীরা যখন এ ধরনের কৃত্রিম কেশ গুচ্ছ ব্যবহার করতে শুরু করেছে তখন তারা ধ্বংস হয়েছে। এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এটি মুআবিয়া (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ

অনুচ্ছেদ : কৃত্রিম কেশ তৈয়ারকারিণী, কৃত্রিম কেশ ব্যবহারকারিণী, উল্কি অংকনকারিণী এবং যে মহিলা উল্কি অংকন করায়

২৭৮২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُنِيعٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ مَبْتَغِيَاتِ الْحُسْنِ مُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَثَمَةِ عَنْ مَنْصُورٍ .

২৭৮২. আহমদ ইব্ন মানী (র.)... আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে মহিলা কৃত্রিমকেশ বানায় এবং কৃত্রিমকেশ ব্যবহার করে, উল্কি আঁকে এবং উল্কি আঁকায়, ভুরু উপড়ায় নিজেকে সুন্দর করার অভিলাষে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তন ঘটায় তাদেরকে নবী ﷺ লানত করেছেন। এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। শু'বা প্রমুখ আলিম মানসুর (র) থেকে এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

২৭৮৩- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ . قَالَ نَافِعٌ : الْوَشْمُ فِي النَّتَةِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ

ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ يَحْيَى قَوْلَ نَافِعٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭৮৩. সুওয়ায়দ (র.)... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে মহিলারা কৃত্রিম কেশ বানায় এবং কৃত্রিম কেশ ব্যবহার করে, উল্কি আঁকে এবং উল্কি আঁকায় তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা লানত করেছেন।

নাফি' (র.) বলেন : উল্কি (সাধারণত) দাঁতের নীচের মাড়িতে আঁকে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ বিষয়ে আয়িশা, মা'কিল ইবন ইয়াসার, আসমা বিনত আবু বকর ও ইবন আব্বাস (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.)... ইবন উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এতে নাফি' (র.)-এর উক্তির উল্লেখ নেই।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : পুরুষের অনুকরণকারিণী মহিলা

২৭৮৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهْمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭৮৪. মাহমুদ ইবন গায়লান (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পুরুষের অনুসরণকারিণী মহিলাদের এবং মহিলার অনুকরণকারী পুরুষদের রাসূলুল্লাহ ﷺ লানত করেছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৭৮৫- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبُ عَنْ

عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ .

২৭৮৫. হাসান ইবন আলী খাল্লাল (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের ভঙ্গী গ্রহণকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের ভঙ্গী গ্রহণকারী নারীদের লানত করেছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ বিষয়ে আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مُتَعَطِّرَةً

অনুচ্ছেদ : আতর লাগিয়ে মেয়েদের বাইরে যাওয়া নিষেধ

২৭৮৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عِمَارَةَ الْحَنْفِيِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَ كَذَا ، يَعْنِي زَانِيَةٌ

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭৮৬. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.)... আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : প্রতিটি চোখ ব্যভিচারী। কোন মহিলা যদি আতর লাগিয়ে কোন মজলিসের পাশ দিয়ে যায় তবে সে হল এমন অর্থাৎ ব্যভিচারিণী।

এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي طِيبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : পুরুষ ও মহিলাদের প্রসাধনী

২৭৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْجَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّ الطُّفَاوِيَّ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا نَعْرِفُ اسْمَهُ . وَحَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَتَمُّ وَأَطْوَلُ .

২৭৮৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পুরুষদের প্রসাধনী হল যে বস্তুর গন্ধ প্রকাশ পায় কিন্তু রং অপ্রকাশিত আর মেয়েদের প্রসাধনী হল যে বস্তুর রং প্রকাশ পায় কিন্তু গন্ধ অপ্রকাশিত।

আলী ইবন হুজর (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান। এ হাদীছটি ছাড়া বর্ণনাকারী তাফাবী সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। তাঁর নামও আমাদের জানা নেই। ইসমাইল ইবন ইবরাহীম (র.)-এর রিওয়ায়তটি অধিকতর পূর্ণ ও দীর্ঘ।

ইবন হুসায়ন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

২৭৮৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ ، وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ ، وَنَهَى عَنْ مِثْرَةَ الْأَرْجُوانِ .
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

২৭৮৮. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.)... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : পুরুষদের উত্তম প্রসাধনী হল যার গন্ধ প্রকাশ পায় কিন্তু তার রং অপ্রকাশিত। আর মেয়েদের উত্তম প্রসাধনী হল যে বস্তুর রং প্রকাশ পায় কিন্তু তার গন্ধ প্রকাশ পায় না।

নবী ﷺ লাল টকটকে রেশমের গদি ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন।

এ হাদীছটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَدِّ الطِّيبِ

অনুচ্ছেদ : সুগন্ধ দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করা অপছন্দনীয়

২৭৮৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ أَنَسٌ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ ، وَقَالَ أَنَسٌ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭৮৯. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.)... ছুমামা ইবন আবদুল্লাহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আনাস (রা.) সুগন্ধি দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করতেন না। তিনি বলেছেন : নবী ﷺ -ও সুগন্ধি প্রত্যাখ্যান করতেন না।

এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৭৭০- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ : ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ الْوَسَائِدُ ، وَالذُّهْنُ ، وَاللَّبَنُ ، وَالذُّهْنُ : يَعْنِي بِهِ الطَّيِّبُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ بْنُ جُنْدَبٍ ، وَهُوَ مَدَنِيٌّ .

২৭৯০. কুতায়বা (র.)... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি জিনিস এমন যা প্রত্যাখ্যান করা যায় না — তাকিয়া, সুগন্ধি এবং দুধ।

এ হাদীছটি গারীব।

আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম (র.) (এর পিতা মুসলিম) হলেন ইবন জুন্দুব। তিনি মাদানী।

২৭৭১- حَدَّثَنَا [عُثْمَانُ بْنُ مَهْدِيٍّ] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَصْرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ

بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَجَّاجِ الصُّوْفِ عَنْ حَنَّانٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمْ الرِّيحَانُ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَا نَعْرِفُ حَنَّانًا إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَلٍ ، وَقَدْ أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ .

২৭৯১. উছমান ইবন মাহদী (র.)... আবু উছমান-নাহদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কাউকে যদি সুগন্ধি দ্রব্য দেওয়া হয় তবে তা প্রত্যাখ্যান করবে না। কেননা এতো জান্নাত থেকে নির্গত হয়েছে।

এ হাদীছটি গারীব।

হান্নান (র.)-এর এ হাদীছ ছাড়া অন্য কোন রিওয়াযত সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আবু উছমান নাহদী (র.)-এর নাম হল আবদুর রহমান ইবন মুল্ল। তিনি নবী ﷺ-এর যামানা পেয়েছেন কিন্তু তাঁকে তিনি দেখেন নি এবং তাঁর থেকে সরাসরি কিছু শোনেন নি।

بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ مُبَاشَرَةِ الرِّجَالِ الرِّجَالَ وَالْمَرَأَةِ الْمَرَأَةَ

অনুচ্ছেদ : কোন পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বা মহিলার সঙ্গে মহিলার বস্ত্রহীন অবস্থায় মিলিত হওয়া নিষেধ

২৭৭২- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ : لَا تُبَاشِرُ الْمَرَأَةَ الْمَرَأَةَ حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৭৯২. হান্নাদ (র.)... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক নারী আরেক নারীর সাথে বস্ত্রহীন অবস্থায় মিলিত হবে না যাতে পরবর্তীতে তার স্বামীর কাছে সে নারীর এমন বিবরণ দেয় যে, সে (স্বামী) যেন তার দিকে তাকাচ্ছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৭৯৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ . أَخْبَرَنِي الضُّحَّاكُ بْنُ عُمَانَ . أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ

أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلَا تُفْضَى الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

২৭৯৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবু যিয়াদ (র.)... আবদুর রহমান ইব্ন আবু সাঈদ তাঁর পিতা আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক পুরুষ আরেক পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং এক নারীও আরেক নারীর সতরের দিকে তাকাবে না। এক কাপড়ে কোন পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে বস্ত্রহীন অবস্থায় শোবে না এবং কোন মহিলাও অন্য মহিলার সাথে এক কাপড়ে বস্ত্রহীন অবস্থায় শোবে না।

হাদীছটি হাসান-গারীব সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْعَوْرَةِ

অনুচ্ছেদ : সতর রক্ষা করা

২৭৯৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَ يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا بَرَاهَا ، قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟ قَالَ : فَإِنَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَسْتَحْيَ مِنْهُ النَّاسُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

২৭৯৪. আহমদ ইব্ন মানী (র.)... বাহয ইব্ন হাকীম তার পিতা তার পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সতর কতটুকু হেফাজত করব আর কতটুকু এর ছাড়ব?

তিনি বললেন : স্ত্রী ও তোমার মালিকানাভুক্ত দাসী ছাড়া তোমার সতর হেফাজত করবে।

আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি কোন সম্প্রদায় পরস্পর মিলিত হয়?

তিনি বললেন : যদি সম্ভব হয় যে কেউ যেন তোমার সতর না দেখে, তবে কাউকে সতর দেখাবে না।

আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেউ যদি একাকী থাকে?

তিনি বললেন : লজ্জা করার ক্ষেত্রে মানুষ অপেক্ষা আল্লাহ অধিক হকদার।

হাদীছটি হাসান

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْفَخْذَ عَوْرَةٌ

অনুচ্ছেদ : উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত

২৭৯৫- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ جَرَّهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ جَدِّهِ جَرَّهَدٍ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِجَرَّهَدٍ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَشَفَ فَخْذُهُ فَقَالَ : إِنَّ الْفَخْذَ عَوْرَةٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ .

২৭৯৫. ইবন আবু উমর (র.)... জারহাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ মসজিদে নববীতে জারহাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় জারহাদের উরু খোলা ছিল। তিনি বললেন : উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত।

এ হাদীছটি হাসান। তবে এর সনদ মুত্তাসিল বলে আমি মনে করি না।

২৭৯৬- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْفَخْذُ عَوْرَةٌ .

২৭৯৬. ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা কুফী (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : উরুও সতরের অন্তর্ভুক্ত।

২৭৯৭- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَّهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْفَخْذُ عَوْرَةٌ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

২৭৯৭. ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা (র.)... আবদুল্লাহ ইবন জারহাদ আসলাম তার পিতা জারহাদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : উরুও সতরের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীছটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

২৭৯৮- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ . أَخْبَرَنِي ابْنُ جَرَّهَدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرُّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخْدِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ غَطِّ فَخْذَكَ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ ، وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ صُحْبَةً وَلِابْنِهِ مُحَمَّدٍ صُحْبَةً .

২৭৯৮. হাসান ইবন আলী খাল্লাল (র.)... জারহাদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তার উরু খোলা ছিল। এমন সময় নবী ﷺ তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন বললেন : তোমার উরু ঢাক, কেননা, উরুও সতরের অন্তর্ভুক্ত।

এ বিষয়ে আলী ও মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ ও তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ (রা.) উভয়েই সাহাবী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّظَافَةِ

অনুচ্ছেদ : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

২৭৯৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْيَاسِ ، وَيُقَالُ ابْنُ إِيَّاسٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النُّظَافَةَ ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَّمَ ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ ، فَتَنَظَّفُوا أَرَاهُ قَالَ : أَفْنِيَّتْكُمْ وَلَا تَتَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مُسْمَارٍ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : نَظَّفُوا أَفْنِيَّتْكُمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَخَالِدُ بْنُ الْيَاسِ يُضَعَّفُ .

২৭৯৯. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.)... সালিহ ইবন আবু হাস্‌সান (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, পবিত্রতা তিনি ভালবাসেন; তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তিনি ভালবাসেন; তিনি দয়ালু, দয়া তিনি ভালবাসেন; তিনি দানশীল, দানশীলতা ভালবাসেন; সুতরাং রাবী বলেন, আমি মনে করি তিনি বলেছেন : তোমাদের ঘর-বাড়ির আগুনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে, ইয়াহুদীদের মত হয়ো না।

সালিহ ইবন আবু হাস্‌সান (র.) বলেন, আমি মুহাজির ইবন মিসমার (র.)-এর কাছে এ বিষয়টির আলোচনা করলে তিনি বললেন : আমির ইবন সা'দ (র.) আমাকে তার পিতা সা'দ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি দ্বিধাহীনভাবে উল্লেখ করেছেন : نَظَّفُوا أَفْنِيَّتْكُمْ .

এ হাদীছটি গারীব। রাবী খালিদ ইব্ন ইলিয়াস (র.) যঈফ। তিনি ইব্ন ইয়াস বলেও কথিত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأِسْتِثْنَاءِ عِنْدَ الْجَمَاعِ

অনুচ্ছেদ : যৌন-মিলন কালে শরীর আচ্ছাদিত রাখা

২৮০০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ نَيْرِزٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحْيَاةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرَّى فَإِنْ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَآكْرِمُوهُمْ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَابُو مُحْيَاةَ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى.

২৮০০. আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন নীযাক বাগদাদী (র.), ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উলঙ্গ হওয়া থেকে তোমরা বেঁচে থাকবে। কেননা, তোমাদের সাথে এমন কিছু সত্তা আছেন যারা পেশাব-পায়খানা এবং স্ত্রীসঙ্গত হওয়ার সময় ছাড়া আর কোন সময় তারা তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। সুতরাং তাদের লজ্জা করবে এবং সম্মান করবে।

এ হাদীছটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবু মুহাম্মাদ (র.)-এর নাম হল ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়ালা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ الْحَمَامِ

অনুচ্ছেদ : হাম্মামখানায় প্রবেশ করা

২৮০১- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي سَلِيمٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ طَاوُوسٍ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ صَدُوقٌ وَرَبَّمَا بِهِمْ فِي الشَّيْءِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: وَقَالَ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ: لَيْثٌ لَا يُفْرَحُ بِحَدِيثِهِ، كَانَ لَيْثٌ يَرْفَعُ أَشْيَاءَ لَا يَرْفَعُهَا غَيْرُهُ فَلِذَلِكَ ضَعَّفُوهُ.

২৮০১. কাসিম ইব্ন দীনার কুফী (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন তার স্ত্রীকে হাম্মামখানায় না নিয়ে যায়; যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে সে যেন ইয়ার (কাপড়) পরিহিত ছাড়া হাম্মামখানায় প্রবেশ না করে। আল্লাহ ও পরকালের উপর যার ঈমান আছে সে যেন এমন দস্তুরখানে না বসে যেখানে শরাব পরিবেশন করা হয়।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া তাউস... জাবির (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছ হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র.) বলেন : লায়ছ ইব্ন আবু সুলায়ম সত্যবাদী তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সন্দেহে পড়ে যান।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) আরো বলেন যে, আহমাদ ইব্ন হাম্মাল (র.) বলেছেন : লায়ছ (র.)-এর হাদীছে আনন্দিত হওয়া যায় না। তিনি এমন কিছু হাদীছ মারফু' রূপে বর্ণনা করেন যা অন্যেরা মারফু' করেন না। এজন্য মুহাদ্দিছগণ তাকে যঈফ বলেছেন।

২৮০২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عُدْرَةَ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ فِي الْمَيَازِدِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَائِمِ .

২৮০২. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ পুরুষ ও মহিলা সকলকেই হাম্মামখানায় যেতে নিষেধ করেছিলেন। পরে পুরুষদেরকে ইয়ার পরিধান অবস্থায় তথায় যেতে অনুমতি প্রদান করেছেন।

রাবী আবু উযরা (রা.) নবী ﷺ -এর সাক্ষাত পেয়েছেন।

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র.)-এর সূত্র ছাড়া এ হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এটির সনদ তেমন প্রতিষ্ঠিত নয়।

২৮০৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . أَنبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهَذَلِيِّ أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمَصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُمْ الْحَمَامَاتِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ أَثْيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

২৮০৩. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... আবুল মালীহ হুযালী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিম্‌স বা (বর্ণনান্তরে) সিরিয়া অধিবাসী কিছু মহিলা আইশা (রা.)-এর কাছে আসে। তখন তিনি তাদের বললেন :

তোমরাই তারা যাদের এলাকার মেয়েরা হাম্মামখানায় প্রবেশ করে অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে মহিলা তার স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও স্বীয় কাপড় খুলে রাখল সে তার ও তার পরওয়ারদিগারের মাঝের পর্দা ছিঁড়ে ফেলল।

এ হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ

অনুচ্ছেদ : যে ঘরে ছবি বা কুকুর আছে সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করেন না

২৮০৪- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ، وَلَا صُورَةٌ تَمَازِيلٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮০৪. সালামা ইব্ন শাবীব, হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল, আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.) ও আরো অনেক... আবু তালহা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ঘরে কুকুর এবং মূর্তির ছবি আছে সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করেন না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৮০৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ إِسْحَقَ أَخْبَرَهُ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُوذُهُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَازِيلٌ أَوْ صُورَةٌ ، شَكُّ إِسْحَقَ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮০৫. আহমদ ইব্ন মানী (র.)... রাফি ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আবু তালহা আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-কে তাঁর অসুস্থতার সময় দেখতে গেলাম। আবু সাঈদ (রা.) বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ঘরে মূর্তি বা ছবি আছে সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করেন না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৮০৬- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ . حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تَمَثُّالُ الرِّجَالِ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامٌ سِتْرٌ فِيهِ تَمَاتِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ ، فَمَرَّ بِرَأْسِ التَّمَثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيَقْطَعُ فَلْيُصَيِّرْ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ ، وَمَرَّ بِالسِّتْرِ فَلْيَقْطَعُ وَيَجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُتَبَدِّلَتَيْنِ يُوْطَانِ ، وَمَرَّ بِالْكَلْبِ فَيُخْرِجْ ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ جَرَّوًا لِلْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ تَحْتَ نَصْدٍ لَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي طَلْحَةَ .

২৮০৬. সুওয়ায়দ (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার কাছে জিব্রীল এসেছিলেন। তিনি বলেছেন : আমি গতরাতে আপনার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু আপনি যে ঘরে ছিলেন সে ঘরে প্রবেশ করতে আমি বাধাগ্রস্ত হলাম। কারণ ঘরের দরজায় ছিল পুরুষের প্রতিকৃতি। ঘরে একটি পাতলা লাল পর্দা ছিল। এতে কিছু প্রতিকৃতি নকশা করা ছিল। ঘরে একটি কুকুরও ছিল। সুতরাং আপনি দরজার প্রতিকৃতির মাথাটি কেটে দিতে বলুন তবে তা গাছের আকার ধারণ করবে। আর পর্দাটি ছিঁড়ে ফেলে দু'টো গদি বানাতে নির্দেশ দিন। এ গদি দু'টো সাধারণ ব্যবহারের জন্য পড়ে থাকবে। আর কুকুরটিকে বের করে দিতে আদেশ দিন।

অনন্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করলেন : হাসান বা হুসায়ন (রা.)-এর একটি কুকুর ছানা তোরঙ্গের নিচে ছিল। এটিকে বের করে দিতে তিনি নির্দেশ দেন, ফলে এটিও বের করে দেওয়া হয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে আইশা ও আবু তালহা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْمُعْصَفِرِ لِلرَّجُلِ وَالْقِسِيِّ

অনুবাদ : পুরুষদের কুসুম রঙের কাপড় পরিধান করা নিষেধ

২৮০৭- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَرُدِّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ كَرِهُوا لُبْسَ الْمُعْصَفِرِ ، وَرَأَوْا أَنَّ مَا صُبِغَ بِالْحُمْرَةِ بِالْمَدَرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعْصِفَرًا .

২৮০৭. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ বাগদাদী (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তার পরিধানে ছিল লাল রঙের দুটো কাপড়। সে নবী ﷺ-কে সালাম দিলে তিনি তার সালামের জওয়াব দেন নি।

হাদীছটি হাসান; এই সূত্রে গারীব।

আলিমগণের নিকট এই হাদীছটির মর্ম হল, নবী ﷺ কুসুম রঙের কাপড় পরা অপছন্দ করেছেন। লাল মাটি বা এরূপ কিছু ছাড়া যদি লাল রং করা হয় এবং যদি কুসুম রঙের না হয় তবে তাতে কোন অসুবিধে নেই বলে তাঁরা মনে করেন।

২৮০৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِيِّ وَعَنِ الْمِثْرَةِ وَعَنِ الْجَعَةِ . قَالَ أَبُو الْأَحْوَصِ : وَهُوَ شَرَابٌ يَتَّخَذُ بِمِصْرٍ مِنَ الشُّعَيْرِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮০৮. কুতায়বা (র.)... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার আংটি, কিসসী (রেশমযুক্ত এক জাতীয় কাপড়), রেশমী যীন-পোষ এবং যবের তৈরী মদ নিষেধ করেছেন।

আবুল আহওয়াস (র.) বলেন : جعة হল যবের তৈরী মিশরের এক জাতীয় মদ।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৮০৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ بْنِ مِقْرَنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَاجَابَةِ الدَّاعِي ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ ، وَرَدِّ السَّلَامِ . وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ، أَوْ حَلَقَةِ الذَّهَبِ ، وَانِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَلِبْسِ الْحَرِيرِ وَالْدِّيْبَاجِ ، وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْقَسِيِّ ،

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ : هُوَ أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، اسْمُهُ سُلَيْمٌ بْنُ الْأَسْوَدِ .

২৮০৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... বারা ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাতটি বিষয়ের নির্দেশ এবং সাতটি বিষয়ের নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের জানাযার অনুসরণ, রোগীর খোজ-খবর নেওয়া, হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া, দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবুল

করা, মজলুমের সাহায্য করা, কসমকারীকে দায়িত্ব মুক্ত করা ও সালামের উত্তর দানের নির্দেশ দিয়েছেন। আর যে সাতটি জিনিস নিষেধ করেছেন তা হল, সোনার আংটি, রূপার বরতন ব্যবহার করা এবং রেশম, দীবাজ, ইস্তাবরাক ও কিসসী-এর পোষাক পরিধান করা। আশ্'আছ ইব্ন সুলায়ম হলেন আশ্'আছ ইব্ন আবুশ্ শা'ছ। আবুশ্ শা'ছার নাম হলো সুলায়ম ইব্ন আস্ওয়াদ।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْبَيَاضِ

অনুচ্ছেদ : সাদা কাপড় পরিধান করা

২৮১০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ

أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ ، وَكَفَّيْنَا فِيهَا مَوْتَاكُمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ .

২৮১০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করবে। কেননা, তা হল অধিক নির্মল ও পবিত্র। আর এতেই তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের কাফন দিবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخَصَةِ فِي لُبْسِ الْحُمْرَةِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ : পুরুষদের জন্য লাল কাপড় পরিধানের অনুমতি

২৮১১- حَدَّثَنَا هَنَادٌ . حَدَّثَنَا عَبَثُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الْأَشْعَثِ وَهُوَ ابْنُ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي لَيْلَةِ أَضْحِيَّانٍ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حُمْرَاءُ ، فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَشْعَثِ .

وَرَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةً حُمْرَاءَ .

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ بِهَذَا .

وَفِي الْحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، قُلْتُ لَهُ : حَدِيثُ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَصَحُّ أَوْ حَدِيثُ
جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؟ فَرَأَى كِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحًا .

وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ وَأَبِي جُحَيْفَةَ .

২৮১১. হান্নাদ (র.)... জাবির ইবন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এক চন্দ্রোজ্জ্বল রাতে একবার নবী ﷺ -এর দিকে আরেকবার চাঁদের দিকে তাকালাম। তাঁর শরীরে একটি লাল^১ ডুরায়ুক্ত পোষাক (হুলা) ছিল। তিনি আমার দৃষ্টিতে চাঁদের চেয়েও সুন্দর ছিলেন।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব আশ'আছের রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। শু'বা ও ছাওরী (র.) আবু ইসহাক সূত্রে বারা ইবন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গায়ে লাল বর্ণের একটি হুলা দেখেছি। উক্ত হাদীছটি মাহমুদ ইবন গায়লান ও মুহাম্মাদ ইবন বাশশার... আবু ইসহাক থেকে রিওয়ায়ত করেছেন। উক্ত রিওয়ায়তে এর চেয়ে অধিক আলোচনা রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, আমি ইমাম বুখারী (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আবু ইসহাক (র.) বারা থেকে বর্ণিত হাদীছটি অধিক সাহীহ, না, জাবির ইবন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছটি অধিক সাহীহ। তিনি উভয় হাদীছ সাহীহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে বারা ও আবু জুহায়ফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التُّوبِ الْأَخْضَرِ

অনুচ্ছেদ : সবুজ বস্ত্র পরিধান করা

২৮১২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِبَادٍ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

أَبِي رِمَّةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِبَادٍ . وَ أَبُو رِمَّةَ التَّيْمِيُّ يُقَالُ

اسْمُهُ حَبِيبُ بْنُ حَيَّانَ ، وَيُقَالُ اسْمُهُ رِفَاعَةُ بْنُ يَثْرِبِي .

২৮১২. মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র.)... আবু রিমছা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি তখন তাঁর পরিধানে দুটি সবুজ চাদর ছিল। এ হাদীছটি হাসান গারীব।

উবায়দুল্লাহ ইবন ইবাদের সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

আবু রিমছা তায়মী (র.)-এর নাম হল হাবীব ইবন হায়ান। কথিত আছে যে, তাঁর নাম হল রিফাআ ইবন ইয়াছরিবী।

কিতাবুল আদব

২০৫

بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ

অনুচ্ছেদ : কাল কাপড় পরিধান

২৮১৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ . أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ

صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

২৮১৩. আহমদ ইবন মানী (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন সকালে নবী ﷺ ঘর থেকে বের হলেন। তাঁর গায়ে ছিল কাল লোমের একটি চাদর।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الْأَصْفَرِ

অনুচ্ছেদ : হলদে রঙের পোষাক পরিধান করা

২৮১৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ , حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ الصَّفَّارُ أَبُو عُثْمَانَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانٍ أَنَّهُ

حَدَّثَهُ جَدُّتَاهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَلِيَّةَ وَدُحْيَةُ بِنْتُ عَلِيَّةَ حَدَّثَاهُ عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ وَكَانَتَا رِيَّيَتَيْهَا , وَقِيلَةُ جَدَّةُ

أَبِيهَا أُمُّ أُمِّهَا قَالَتْ : قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ ارْتَفَعَتِ

الشَّمْسُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَلَيْهِ -

تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ أَسْمَالُ مَلَيْتَيْنِ كَانَتَا بَزْعَفَرَانِ وَقَدْ نَفَضَتَا وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَسِيبُ نَخْلَةٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ قَيْلَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَّانٍ .

২৮১৪. আবদ ইবন হুমায়দ (র.)... কায়লা বিনত মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (মদীনায়ে) এলাম। এরপর তিনি শেষ পর্যন্ত হাদীছটির বর্ণনা দেন। এতে আছে : সূর্য উঁচুতে উঠে যাওয়ার পর জনৈক ব্যক্তি এল, বলল : আসসালামু আলায়কা ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ওয়া 'আলায়কাস সালাম-ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তখন নবী ﷺ-এর পরিধানে দু'টো পুরান চাদর ছিল। দু'টোই ছিল যাকরান রঙের কিন্তু বিবর্ণ হয়ে পড়েছিল। তাঁর সঙ্গে ছিল খেজুরের ছোট্ট একটা ডাল।

আবদুল্লাহ ইবন হাসসান (র.)-এর সূত্র ছাড়া কায়লা (রা.)-এর এ হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّزَعُّفِ وَالْخُلُقِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ : যাফরান রঙে রঞ্জন এবং যাফরান ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত প্রসাধনীর ব্যবহার পুরুষদের জন্য নিষেধ

২৮১৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ح . وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّزَعُّفِ لِلرِّجَالِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّزَعُّفِ . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . حَدَّثَنَا أَدَمُ عَنْ شُعْبَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَمَعْنَى كَرَاهِيَةِ التَّزَعُّفِ لِلرِّجَالِ : أَنْ يَتَزَعَّفَ الرَّجُلُ يَعْنِي أَنْ يَتَطَيَّبَ بِهِ .

২৮১৫. কুতায়বা (র.) ও ইসহাক ইবন মনসুর (র.) ... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদের জন্য যাফরান রঙে রঞ্জিত পোষাক তৈরী করতে নিষেধ করেছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। শু'বা (র.) এ হাদীছটিকে ইসমাইল ইবন উলায়্যা-আবদুল আযীয ইবন সুহায়ব-আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ যাফরান রঙে রঞ্জন করা নিষেধ করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র.)... শু'বা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উক্ত হাদীছটির মর্ম হল পুরুষদের জন্য যাফরানের রং মাখা নিষেধ।

২৮১৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَفْصٍ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلًا مُتَخَلِّقًا . قَالَ : أَذْهَبَ فَأَغْسِلْهُ ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ، ثُمَّ لَا تَعُدْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَقَدْ اخْتَلَفَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ عَلِيٌّ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : مَنْ سَمِعَ مِنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَدِيمًا فَسَمَاعُهُ صَحِيحٌ ، وَسَمَاعُ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ مِنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ صَحِيحٌ إِلَّا حَدِيثَيْنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَادَانَ ، قَالَ شُعْبَةُ : سَمِعْتُهُمَا مِنْهُ بِأَخْرَةٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : يُقَالُ إِنَّ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ كَانَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ قَدْ سَاءَ حِفْظُهُ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمَارٍ وَأَبِي مُوسَى وَأَنَسٍ .

২৮১৬. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.)... ইয়া'লা ইব্ন মুররা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে যাকরান মিশ্রিত হলদে-লাল রঙে রঞ্জিত দেখলেন। তিনি তাকে বললেন : যাও, এটি ধোও, আবার ধোও এর পুনরাবৃত্তি কখনও করবে না।

এ হাদীছটি হাসান।

এ হাদীছের সনদে আতা ইব্ন সাইব (র.) থেকে শবণের বিষয়ে হাদীছ বিশারদগণের মত পার্থক্য রয়েছে, আলী (র.) বলেন, ইয়াহ'ইয়া ইব্ন সাঈদ (র.) বলেছেন : যারা আতা ইব্ন সাইব (র.) থেকে পূর্বের হাদীছ শুনেছেন তাদের এই শবণ সঠিক। আতা ইব্ন সাইব-যাযান (র.) সূত্রে বর্ণিত দু'টো হাদীছ ছাড়া তার বরাতে শু'বা ও সুফইয়ান (র.)-এর হাদীছ শবণ সাহীহ। শু'বা (র.) বলেন : আতা ইব্ন সাইব-যাযান (র.) সূত্রে বর্ণিত দু'টো হাদীছ আমি আতা (র.)-এর শেষ বয়সে শুনেছি। বলা হয়, শেষ বয়সে আতা ইব্ন সাইব (র.)-এর স্মরণ শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এ বিষয়ে আম্মার, আবু মুসা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَامِيَةِ الْحَرِيرِ وَالْدِّيْبَانِ

অনুচ্ছেদ : রেশম ও দীবাজ-এর কাপড় ব্যবহার নিষেধ

২৮১৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْآزْدِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سَلِيمَانَ . حَدَّثَنَا
مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ
يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَحُذَيْفَةَ وَأَنَسٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ اللَّبَاسِ

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ،
وَأَسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ ، وَيُكْنَى أَبَا عَمْرٍو . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .

২৮১৭. আহমদ ইব্ন মানী' (র.)... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উমর (রা.)-কে আলোচনা করতে শুনেছি যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম পরিধান করবে আখিরাতে সে তা পরতে পারবে না।

এ বিষয়ে আলী, হুযাইফা, আনাস এবং আরো একাধিক সাহাবী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে, যাদের কথা পরিচ্ছদ অধ্যায়ে উল্লেখ করে এসেছি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। উমর (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটির রিওয়ায়ত আছে।

আসমা বিনত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর আযাদকৃত এই দাসের নাম হল আবদুল্লাহ। উপনাম হল আবু উমর। তাঁর বরাতে আতা ইবন রাবাহ এবং আমর ইবন দীনার (র.)-ও হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ অনুচ্ছেদ

২৮১৮- حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ أَقْبِيَّةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا ، فَقَالَ مَخْرَمَةُ : يَا بَنِي أَنْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ : ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي ، فَدَعَوْتُهُ لَهُ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَيْهِ قِبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ : خَبَاتُ لَكَ هَذَا ، قَالَ : فَتَنَظَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : رَضِيَ مَخْرَمَةُ .

قال أبو عيسى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ .

২৮১৮. কুতায়বা (র.)... মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার কিছু কাবা (এক জাতীয় পোষাক) বন্টন করলেন। কিন্তু মাখরামা (রা.)-কে এর কিছুই দেন নি। তখন মাখরামা (রা.) আমাকে বললেন : হে প্রিয় বৎস, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে চল। মিসওয়ার (রা.) বলেন : আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। তিনি বললেন : (নবীজীর ঘরে যেয়ে) প্রবেশ কর এবং তাঁকে আমার কথা বলে ডেকে নিয়ে এস। অনন্তর আমি তাঁকে ডেকে নিয়ে আসলাম। তিনি ঐ কাবাসমূহের একটি কাবা নিয়ে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন : তোমার জন্য এটি লুকিয়ে রেখেছিলাম।

মিসওয়ার (রা.) বলেন : মাখরামা এটির দিকে তাকালেন। পরে বললেন : মাখরামা সন্তুষ্ট।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

ইবন আবু মুলায়কা (র.)-এর পূর্ণ নাম হল আবদুল্লাহ ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন আবু মুলায়কা।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর তাঁর নিয়ামতের আলামত দেখতে ভালবাসেন

২৮১৯- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ

شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ .

قال أبو عيسى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

২৮১৯. হাসান ইবন মুহাম্মাদ যা'ফরানী (র.)... আমর ইবন শুআয়ব তার পিতা তার পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর তাঁর নিয়ামতের আলামত দেখতে ভালবাসেন।

কিতাবুল আদব

২০৯

এ বিষয়ে আবুল আহওয়াস তার পিতা থেকে এবং ইমরান ইব্ন হুসায়ন ও ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُفِّ الْأَسْوَدِ

অনুচ্ছেদ : কাল বর্ণের চামড়ার মোজা

২৮২০- حَدَّثَنَا هُنَادٌ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ

النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ خُفَيْنِ اسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ دَلْهَمٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ دَلْهَمٍ .

২৮২০. হান্নাদ (র.)... ইব্ন বুরায়দা তার পিতা বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাজাশী (আবিসিনীয় সম্রাট) নবী ﷺ-কে পশমহীন দু'টো কাল চামড়ার মোজা হাদিয়া দিয়েছিলেন। তিনি এ দু'টো পরেছেন পরে (প্রয়োজনে) উষু করেছেন এবং তার উপর মাসাহ করেছেন।

এ হাদীছটি হাসান, দালহাম (র.)-এর রিওয়ায়ত হিসাবেই এটি সম্পর্কে আমরা জানি। মুহাম্মাদ ইব্ন রাবীআ এটিকে দালহাম (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ

অনুচ্ছেদ : পাকা চুল উপড়ানো নিষেধ

২৮২১- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ : إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ .

২৮২১. হারুন ইব্ন ইসহাক হামদানী (র.)... আমরা ইব্ন শুআয়ব তার পিতা তার পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পাকা চুল উপড়ানো নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : এ হলো মুসলিমের নূর।

এ হাদীছটি হাসান। আবদুর রহমান ইব্ন হারিছ প্রমুখ (র.)-ও এটি আমরা ইব্ন শুআয়ব তার পিতা তার পিতামহ থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ إِنْ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ

অনুচ্ছেদ : পরামর্শদাতা হল আমানতদার

২৮২২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيِّ ، وَشَيْبَانَ هُوَ صَاحِبُ كِتَابٍ ، وَهُوَ صَحِيحُ الْحَدِيثِ ، وَيَكْنَى أَبَا مُعَاوِيَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ : إِنِّي لَأُحَدِّثُ الْحَدِيثَ فَمَا أَدَعُ مِنْهُ حَرْفًا .

২৮২২. আহমদ ইবন মনী' (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে আমানতদার।

একাধিক রাবী এ হাদীছটিকে শায়বান ইবন আবদুর রহমান নাহবী (র.)-এর বরাতে রিওয়ায়ত করেছেন। শায়বান (র.) হলেন গ্রন্থ রচয়িতা, তাঁর হাদীছ সাহীহ। তাঁর উপনাম হল আবু মুআবিয়া।

আবদুল জব্বার ইবন আলা আল-আত্তার (র.)... আবদুল মালিক ইবন উমায়র (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি যখন হাদীছ বর্ণনা করি তখন তাতে কোনরূপ ত্রুটি করি না।

২৮২৩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ جُدْعَانَ عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ .

২৮২৩. আবু কুরায়ব (র.)... উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে (পরামর্শ বিষয়ের) আমানতদার।

এ বিষয়ে ইবন মাসউদ, আবু হুরায়রা ও ইবন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উম্মু সালামা (রা.)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّؤْمِ

অনুচ্ছেদ : অশুভ লক্ষণ প্রসঙ্গ

২৮২৪- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْرَةَ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي الْمَرْأَةِ ، وَالْمُسْكَنِ ، وَالِدَابَّةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ لَا يَذْكُرُونَ فِيهِ عَنْ حَمْرَةَ إِنَّمَا يَقُولُونَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ : عَنْ سَالِمٍ وَحَمْرَةَ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِمَا ، هَكَذَا رَوَى لَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْرَةَ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عُمَرَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ ، وَلَمْ يُذَكَّرْ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْرَةَ ، وَرِوَايَةُ سَعِيدٍ أَصَحُّ ، لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ وَالْحُمَيْدِيَّ رَوَيَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَذَكَرَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : لَمْ يَرَوْا لَنَا الزُّهْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

وَرَوَى مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ : عَنْ سَالِمٍ وَحَمْرَةَ ابْنَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِمَا .
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ .

وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَ الشُّومُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْأُتْبَةِ وَالْمَسْكَنِ .
وَقَدْ رَوَى عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لَا شُومَ ، وَقَدْ يَكُونُ الْيَمْنُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا .

২৮২৪. ইব্ন আবু উমর (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :
অকল্যাণ তিনটি জিনিসের মধ্যে থাকতে পারে নারী, বাড়ি, বাহন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

যুহরী (র.)-এর কোন কোন শাগরিদ এ সনদে হামযা-এর নাম উল্লেখ করেন নি। তাঁরা সালিম-তার পিতা (ইব্ন উমর)... নবী ﷺ সূত্রের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইব্ন আবু উমর (র.) আমাদেরকে সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়না-যুহরী-আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.)-এর পুত্রদ্বয় সালিম ও হামযা — উভয়ের পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) — নবী ﷺ সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

সাদ্দ ইব্ন আবদুর রহমান মাখযুমী (র.)... সালিম তার পিতা (ইব্ন উমর) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে সাদ্দ ইব্ন আবদুর রহমান-হামযা (র.)-এর উল্লেখ নেই। সাদ্দ (র.)-এর রিওয়ায়তটি অধিক সাহীহ। কেননা আলী ইব্ন মাদীনী এবং হুমায়দী (র.) উভয়েই এটি সুফইয়ান (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহরী (র.) এই হাদীছটি সালিম-ইব্ন উমর (রা.) সূত্রেই কেবল বর্ণনা করেছেন। অথচ মালিক ইব্ন আনাস (র.)-ও এ হাদীছটি যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এতে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.)-এর পুত্রদ্বয় সালিম ও হামযা — উভয়ের পিতা (ইব্ন উমর) সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

এ বিষয়ে সাহল ইব্ন সা'দ, আইশা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : যদি অকল্যাণ কোথাও হত তবে তা নারী, বাহন ও বাড়িতে হত।

হাকীম ইব্ন মুআবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, অপয়া বলতে কিছু নাই, তবে বাড়ি, নারী ও ঘোড়া কখনও বরকতের হয়।

আলী ইবন হুজর (র.)... হাকীম ইবন মুআবিয়া (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীছটি বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ ثَالِثٍ

অনুচ্ছেদ : (তিনজনের) তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দুইজনে গোপন আলাপ করবে না

২৮২৫- حَدَّثَنَا هُنَادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا . وَقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ : لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، فَإِنْ ذَلِكَ يُحْزَنُهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ، فَإِنْ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

২৮২৫. হান্নাদ ও ইবন আবু উমর (র.)... আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন তিনজন থাকবে তখন এক সঙ্গীকে বাদ দিয়ে দুইজনে চুপে চুপে কথা বলবে না।

সুফইয়ান (র.) তাঁর রিওয়ায়েতে বলেছেন : তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দুইজনে চুপে চুপে কথা বলবে না। কেননা এ জিনিস তাকে চিন্তিত করবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : একজনকে বাদ দিয়ে দুইজনে চুপে চুপে কথা বলবে না। কেননা এ বিষয় মুমিনকে কষ্ট দেয়। আর আল্লাহ তা'আলা মুমিনের কষ্ট পছন্দ করেন না।

এ বিষয়ে ইবন উমর, আবু হুরায়রা ও ইবন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِدَّةِ

অনুচ্ছেদ : ওয়াদা

২৮২৬- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ ، وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشَبِّهُهُ ، وَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ عَشَرَ قُلُوصًا ، فَذَهَبْنَا نَقْبِضُهَا فَأَتَانَا مَوْتُهُ فَلَمْ يُعْطُونَا شَيْئًا ، فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِدَّةٌ فَلْيَجِ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَأَمَرَ لَنَا بِهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَى مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ نَحْوُ هَذَا .

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشَبِّهُهُ ، وَلَمْ يَزَيِّنُوا عَلَى هَذَا .

২৮২৬. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা কূফী (র.)... আবু জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে (রক্তিমাত) সাদা বর্ণের দেখেছি। তাঁর কিছু চুল সাদা হয়ে পড়েছিল। হাসান ইব্ন আলী (রা.) ছিলেন তাঁর সাদৃশ্য। তিনি আমাদের জন্য তেরটি জওয়ান উটনী দিতে বলেছিলেন। আমরা যখন সেগুলো গ্রহণ করতে গেলাম তখন তাঁর ওফাতের সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছল। সুতরাং আমাদের তা দেওয়া হল না। আবু বকর (রা.) যখন (খলীফা নিযুক্ত হয়ে) ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তাতে তখন এই কথাও বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যদি কারো কোন বিষয়ের ওয়াদা থেকে থাকে তবে সে যেন আমার কাছে আসে। আমি দাঁড়িয়ে আমাদের বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি আমাদের তা প্রদানের নির্দেশ দিলেন।

এ হাদীছটি হাসান।

মারওয়ান ইব্ন মুআবিয়া (র.)-ও স্বীয় সনদে আবু জুহায়ফা (রা.) থেকে এ হাদীছটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। একাধিক রাবী ইসমাইল ইব্ন আবু খালিদ সূত্রে আবু জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি। হাসান (রা.) ইব্ন আলী ছিলেন তাঁর সাদৃশ্য। এরা এ রিওয়াযতে এর বেশী কিছু উল্লেখ করেন নি।

২৮২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ . حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشَبِّهُهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ نَحْوَ هَذَا ، وَأَبُو جُحَيْفَةَ اسْمُهُ وَهَبُ السَّوَّائِي .

২৮২৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... আবু জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ -কে দেখেছি। হাসান ইব্ন আলী (রা.) ছিলেন তাঁর সাদৃশ্য। একাধিক রাবী ইসমাইল ইব্ন আবু খালিদ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। আবু জুহায়ফা (রা.) হলেন ওয়াহব সুআঈ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي

অনুচ্ছেদ : আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান বলা

২৮২৮- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ .

২৮২৮. ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ জাওহারী (র)... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : সা‘দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস ছাড়া আর কারো জন্য ‘আমার পিতা-মাতা কুরবান’ — এ কথা বলতে নবী ﷺ-এর নিকট থেকে আমি শুনি নি।

২৮২৯- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَارُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جَدْعَانَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعًا سَعِيدَ بْنَ

الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ لَهُ يَوْمَ

أَحَدٍ : أَرَمَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، وَقَالَ لَهُ : أَرَمَ أَيُّهَا الشُّرْمُ الْحَزْرُ .

وَفِي الْبَابِ عَنِ الزُّبَيْدِ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ .

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ :

جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أَحَدٍ قَالَ : أَرَمَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي .

২৮২৯. হাসান ইব্ন সাব্বাহ বায্য়ার (র)... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সা‘দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস ছাড়া আর কারো জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘পিতা-মাতা কুরবান’ — এ কথা বলেন নি। তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন তাকে বলেছিলেন : তীর নিক্ষেপ কর, তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান, আরো বলেছিলেন : তীর নিক্ষেপ কর, হে শক্তিশালী যুবক।

এ বিষয়ে যুবায়র ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আলী (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। একাধিক রাবী এ হাদীছটি ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ-সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব-সা‘দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের দিন আমার জন্য একত্র করে তাঁর ‘পিতা-মাতা কুরবান’ — এ কথা বলেছেন।

২৮৩০- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أَحُدٍ ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮৩০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)... সাঈদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়ের দিন আমার জন্য তাঁর পিতা-মাতা উভয় কুরবান এ কথা বলেছেন।
এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي يَأْ بُنَى

অনুচ্ছেদ : ‘হে বৎস’! বলে সম্বোধন করা

২৮৩১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّازِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ شَيْخٌ لَهُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : يَا بُنَى .

وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَعُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَنَسٍ ، وَأَبُو عَثْمَانَ هَذَا شَيْخٌ ثِقَةٌ وَهُوَ الْجَعْدُ بْنُ عَثْمَانَ . وَيُقَالُ بْنُ دِينَارٍ وَهُوَ بَصْرِيُّ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَثَمَةِ .

২৮৩১. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবুশ শাওয়ারিব (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন : হে বৎস!

এ বিষয়ে মুগীরা ও উমর ইবন আবু সালামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ সূত্রে গারীব।

একাধিক সূত্রে এটি আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

আবু উছমান (র.) হলেন নির্ভরযোগ্য শায়খ। তিনি হলেন জা‘দ ইবন উছমান। তাকে ইবন দীনারও বলা হয়। তিনি হলেন বাসরা অধিবাসী (বাসরী)। ইউনুস ইবন উবায়দ ও শু‘বা (র.) এবং আরো অনেক হাদীছের ইমাম তাঁর থেকে রিওয়ায়ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعَجِيلِ اسْمِ الْمَوْلُودِ

অনুচ্ছেদ : সন্তানের নাম রাখতে বিলম্ব না করা

২৮৩২- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ . حَدَّثَنِي عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضَعَ الْأَذَى عَنْهُ وَالْعَقَّ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

২৮৩২. উবায়দুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন ইবরাহীম ইবন আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)... আমর ইবন শুআয়ব তার পিতা তার পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিনে তার নাম রাখতে, মাথা মুণ্ডন করতে এবং 'আকীকা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ

অনুচ্ছেদ : পছন্দনীয় নাম

২৮৩৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرِو الْوَرَّاقِ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

২৮৩৩. আবদুর রহমান ইবন আসওয়াদ আবু আমর ওয়াররাক বাসরী (র.)... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হল আবদুল্লাহ এবং আবদুর রহমান।

এ হাদীছটি হাসান, এ সূত্রে গারীব।

২৮৩৪- حَدَّثَنَا عَقْبَةُ بْنُ مَكْرَمٍ الْعَمِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنْ أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

২৮৩৪. উকবা ইবন মুকাররাম আশ্মী বাসরী (র.)... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হল 'আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।

হাদীছটি এ সূত্রে গারীব।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ

অনুচ্ছেদ : অপছন্দনীয় নাম

২৮৩৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَأَنْهَيْنَ أَنْ يُسَمَّى رَافِعٌ وَبَرَكَةٌ وَيَسَارٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَبُو أَحْمَدَ ثِقَةٌ حَافِظٌ . وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ النَّاسِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ .

২৮৩৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাফি', বারাকা, ইয়াসার নাম রাখতে আমি নিষেধ করছি।

এ হাদীছটি গারীব।

আবু আহমদ (র.) এটি সুফইয়ান-আবু যুবার-জাবির-উমর (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু আহমদ ছিকাহ এবং হাফিযুল হাদীছ। লোকদের কাছে এ হাদীছটি জাবির (রা.) — নবী ﷺ সূত্রে প্রসিদ্ধ। এতে উমর (রা.)-এর উল্লেখ নেই।

২৮৩৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ غِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا تُسَمِّيْ غُلَامَكَ رَبَاحٌ وَلَا أَفْلَحٌ وَلَا يَسَارٌ وَلَا نَجِيحٌ . يُقَالُ أَتَمَّ هُوَ ؟ فَيُقَالُ لَا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮৩৬. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.)... সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমার সন্তানের নাম রাবাহ, আফলাহ, ইয়াসার, নাজীহ রাখবে না। কেননা বলা হবে, এখানে অমুক আছে কি? জওয়াবে বলা হবে : নেই।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৮৩৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ نَسَمِي بِمَلِكِ الْأَمْلَاقِ . قَالَ سَفْيَانُ : شَاهَانُ شَاءَ وَأَخْنَعُ يَغْنَى وَأَقْبَحُ .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮৩৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মায়মুন মাক্কী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মারফু' রূপে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অবাপ্তিত নাম হবে সেই ব্যক্তির যার নাম রাখা হয়েছে 'মালিকুল আমলাক'। সুফইয়ান (র.) বলেন : অর্থাৎ শাহানশাহ (রাজাধিরাজ)।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

অর্থ সবচেয়ে অবাপ্তিত।

১. এই নামগুলোর অর্থ হল যথাক্রমে লাভবান, সফলকাম, সহজ, মনকাম পূরণ হয়েছে যার। এখানে অমুক আছে কি? উত্তরে যখন বলা হবে নেই — এর অর্থ হবে লাভবান হওয়া নাই ইত্যাদি। এটি তখন খারাপ অর্থব্যঞ্জক বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ

অনুচ্ছেদ : নাম পরিবর্তন করা

২৮২৮- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّوْرَقِيُّ وَأَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ أَنْتِ جَمِيلَةٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَأِنَّمَا أَسْنَدُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ وَعَائِشَةَ وَالْحَكَمَ بْنَ سَعْدٍ وَمُسْلِمَ بْنَ أُسَامَةَ بْنَ أَخْذَرِيٍّ وَشُرَيْحَ بْنَ هَانِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَخَيْثَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ .

২৮৩৮. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম দাওরাকী এবং আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার প্রমুখ (র.)... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আসিয়া (..... পাপিষ্ঠা) নামটি পরিবর্তন করে, বলেছিলেন : তুমি হলে জামীলা (মনোরমা)।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

এটিকে উবায়দুল্লাহ-নাফি'... ইবন উমর (রা.) সূত্রে ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ কাত্তান (র.) মুসনাদ রূপে রিওয়ায়ত করেছেন। কোন কোন রাবী এটি উবায়দুল্লাহ-নাফি'... উমর (রা.) সূত্রে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে আবদুর রহমান ইবন আওফ, আবদুল্লাহ ইবন সালাম, আবদুল্লাহ ইবন মুতী, আ'ইশা, হাকাম ইবন সা'দ, মুসলিম, উমামা ইবন আখদারী, শুরায়হ ইবন হানী তার পিতার বরাতে, খায়ছামা ইবন আবদুর-রহমান তার পিতা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

২৮৩৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدِّمِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُغَيِّرُ الْأَسْمَ الْقَبِيحَ .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَرُبَّمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ .

২৮৩৯. আবু বকর ইবন নাফি' বাসরী (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খারাপ নাম পরিবর্তন করে দিতেন।

আবু বকর ইবন নাফি' (র.) বলেন : এ হাদীছের সনদের ক্ষেত্রে উমর ইবন আলী অনেক সময় হিশাম

ইবন উরওয়া-তার পিতা উরওয়া (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি আইশা (রা.)-এর উল্লেখ করেন নি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর নাম

২৮৪০- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ لِيَ أَسْمَاءٌ : أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى قَدَمِي ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ . وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮৪০. সাঈদ ইবন আবদুর রহমান মাখযুমী (র.)... মুহাম্মাদ ইবন জুবায়র ইবন মুত'ইম তার পিতা জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার বহু নাম আছে : আমি মুহাম্মাদ (প্রশংসিত), আমি আহমদ (সর্বাধিক প্রশংসাকারী), আমি মাহী — যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কুফরকে বিলীন করেন, আমি হাশির — আমার পদাঙ্কে লোকদের হাশর করা হবে, আমিই আকিব — যার পরে কোন নবীর আগমন ঘটবে না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْيَتِهِ

অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর নাম ও উপনাম একসঙ্গে রাখা মাকরুহ

২৮৪১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ ، وَيُسَمَّى مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِمِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْيَتِهِ . وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ .

رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا فِي السُّوقِ يُنَادِي : يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ : فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ

عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا .
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهِيَةِ أَنْ يُكْنَى أَبَا الْقَاسِمِ .

২৮৪১. কুতায়বা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর নাম ও উপনাম এক সঙ্গে কারো রাখা এবং মুহাম্মাদ আবুল কাসিম ডাকা নিষেধ করেছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

কোন কোন আলিম নবী ﷺ-এর নাম ও উপনামে একত্রে কারো নাম রাখা অপছন্দ করেছেন। আর কোন কোন আলিম তা করেছেন।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বাজারে গুনতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি ডাকছে ‘হে আবুল কাসিম’। নবী ﷺ ঘুরে তাকালেন। কিন্তু লোকটি বলল : আমি আপনাকে ডাকছি না।

নবী ﷺ বললেন : আমার উপনামে তোমাদের উপনাম রাখবে না।

হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.)... আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আবুল কাসিম উপনাম রাখা মাকরুহ হওয়ার বিষয়ে এ হাদীছটি প্রমাণ ব্যক্ত করছে।

২৮৪২- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حُرَيْثٍ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا سَمِيتُمْ بِي فَلَا تَكْتُبُوا بِي . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

২৮৪২. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার নামে যদি তোমাদের নাম রাখ তবে আমার উপনাম রাখবে না।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

২৮৪৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ . حَدَّثَنِي مُنْذَرُ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَلَدَ لِي بَعْدَكَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا وَأَكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ : فَكَانَتْ رُخْصَةً لِي . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

২৮৪৩. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার ইনতিকালের পর আমার কোন (পুত্র) সন্তান হয় তা হলে কি আপনার নামে তার নাম মুহাম্মাদ এবং আপনার উপনামে তার উপনাম রাখতে পারি?

তিনি বললেন : হ্যাঁ।

আলী (রা.) বলেন : এ হল আমার জন্য অনুমতি প্রদান।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ إِنْ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةٌ

অনুচ্ছেদ : কিছু কবিতায় হিকমত রয়েছে

২৮৪৪- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي غَنْيَةَ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةٌ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، إِنَّمَا رَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ عَنْ ابْنِ أَبِي غَنْيَةَ ، وَرَوَى غَيْرُهُ عَنْ ابْنِ أَبِي غَنْيَةَ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْقُوفًا .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَبُرَيْدَةَ وَكَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ .

২৮৪৪. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র.)... আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিছু কিছু কবিতায় হিকমত নিহিত আছে।

হাদীছটি এ সূত্রে গারীব। ইবন আবু গানিয়্যা (র.)-এর সূত্রে আবু সাঈদ আশাজ্জ এ রিওয়ায়তটিকে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অপরাপর রাবীগণ ইবন আবু গানিয়্যা (র.) সূত্রে এটি মাওকুফ রূপে বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীছটি একাধিকভাবে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

এ বিষয়ে উবাই ইবন কা'ব, ইবন আব্বাস, আইশা, বুরায়দা এবং কাহীর ইবন আবদুল্লাহ তার পিতা তার পিতামহ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

২৮৪৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ : إِنْ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةٌ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮৪৫. কুতায়বা (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কিছু কিছু কবিতায় হিকমত নিহিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْشَادِ الشَّعْرِ

অনুচ্ছেদ : কবিতা আবৃত্তি

২৮৪৬- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ لِحْسَانَ مَنِيْرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ

عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَوْ قَالَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
 إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا يُفَاخِرُ أَوْ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ
 النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْبَرَاءِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

২৮৪৬. ইসমাইল ইবন মুসা ফাযারী ও আলী ইবন হুজর (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ মসজিদে নববীতে হাসান-এর জন্য মিম্বর স্থাপন করতেন। এতে তিনি দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৌরব গাঁথা পাঠ করতেন (বা আইশা (রা.) বলেন :) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে (মুশরিকদের) প্রতিবাদ করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : রুহুল কুদস (জিব্রীল (আ.))-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হাসানকে মদদ যোগান, যতক্ষণ সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তরফ থেকে গৌরব প্রকাশ করে বা (মুশরিকদের) প্রতি উত্তর দেয়।

ইসমাইল ইবন মুসা ও আলী ইবন হুজর (র.)... আইশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে আবু হুরায়রা ও বারা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব, এটি হল ইবন আবুয যিনাদ (র.) বরাতে বর্ণিত রিওয়ায়ত।

২৮৪৭- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَبَدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَمْشِي وَهُوَ يَقُولُ :

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي حَرَمِ اللَّهِ تَقُولُ الشَّعْرَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ :

خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ ، فَلَهُيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا عَنْ

مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَ هَذَا ، وَرَوَى فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَكَعْبَ بْنِ مَالِكٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ قَتَلَ يَوْمَ مُوتَةٍ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ .

২৮৪৭. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উমরাতুল কাযা (সুলহে হুদায়বিয়্যার পরবর্তী বছর)-এর সময় নবী ﷺ মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা^১ তাঁর সামনে হেঁটে যাচ্ছিলেন আর (কবিতায়) বলছিলেন :

হে কাফির গোষ্ঠী! তোমরা তাঁর পথ ছেড়ে দাঁড়াও। আজ তাঁর অবতরণের স্বরণে তোমাদের এমন আঘাত করব যে মাথার খুলি তার স্থান থেকে বিচ্যুত হবে আর বন্ধু বন্ধুর কথা ভুলে যাবে।

উমর (রা.) তাকে বললেন : হে ইব্ন রাওয়াহা! আল্লাহর হেরেমে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে কবিতা আবৃত্তি করছ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে উমর! একে তার কাজে ছেড়ে দাও। এদের মাঝে এ কবিতাগুলোর আঘাত তীরের চেয়েও আরো দ্রুত ক্রিয়াশীল।

হাদীছটি এ সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

আবদুর রাযযাক (র.)-ও এ হাদীছটি মা'মার-যুহরী-আনাস (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অন্য একটি হাদীছে আছে, নবী ﷺ উমরাতুল কাযার সময় মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁর সামনে ছিলেন কা'ব ইব্ন মালিক (রা.)।

কোন কোন হাদীছবিদের মতে এটি অধিক সাহীহ। কেননা, আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) মৃত্যুর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। আর উমরাতুল কাযা সংঘটিত হয় এরও পরে।

২৮৪৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قِيلَ لَهَا هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشِّعْرِ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزُودِ "

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮৪৮. আলী ইব্ন হুজর (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নবী ﷺ কি কখনও উদ্ধৃতিমূলকভাবে অন্যের কবিতা পাঠ করেছেন?

আইশা (রা.) বললেন : তিনি ইব্ন রাওয়াহার কবিতার উদ্ধৃতি দিতেন। তিনি বলেছেন : সেই দিনের খবর তোমার কাছে পৌছবে যার পাথেয় তুমি দাওনি।

এ বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৮৪৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ - أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

ﷺ قَالَ : "أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمْتُ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةٌ لَيْدٍ : أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ" .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ .

২৮৪৯. আলী ইবন হুজর (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আরবরা যে সব উক্তি করেছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম উক্তি হল (কবি) লাবীদের এ বাক্যটি — শোন : আল্লাহ ছাড়া সবই বাতিল ।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ ।

ছাওরী প্রমুখ (র.) এটি আবদুল মালিক ইবন উমায়র (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন ।

২৮৫০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : جَالَسْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ ، فَكَانَ أَصْجَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشُّعْرَ ، وَيَتَذَكَّرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ ، فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ .

قَالَ : أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكِ أَيْضًا .

২৮৫০. আলী ইবন হুজর (র.)... জাবির ইবন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একশত বারের বেশী আমি নবী ﷺ-এর মজলিসে বসেছি । অনেক সময় তাঁর সাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং জাহেলী যুগের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতেন । তিনি চুপ করে শুনতেন । কোন কোন সময় তাদের সাথে শ্মিত হাসতেন ।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ । যুহায়র (র.)-ও এটি সিমাক (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন ।

بَابُ مَا جَاءَ لَأَنَّ يَمْتَلِيْ جَوْفَ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيْ شِعْرًا

অনুচ্ছেদ : “তোমাদের কারো পেট কবিতা দিয়ে ভরা অপেক্ষা বমি ছাড়া পরিপূর্ণ থাকা অনেক ভাল”

২৮৫১- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الرَّمْلِيُّ . حَدَّثَنَا عَمِّي يَحْيَى بْنُ عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَأَنَّ يَمْتَلِيْ جَوْفَ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيْ شِعْرًا .

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮৫১. ঈসা ইবন উছমান ইবন ঈসা ইবন আবদুর রহমান রামলী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের একজনের পেট কবিতায় ভরা থাকা অপেক্ষা বমি ভরা থাকা অনেক ভাল ।

এ বিষয়ে সা'দ, ইব্ন উমর ও আবু দারদা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৮৫২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَمْتَلَى ، جَوْفُ أَحَدِكُمْ قِيحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلَى شِعْرًا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮৫২. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস তাঁর পিতা সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো পেট কবিতায় ভরা থাকা অপেক্ষা বমি ভরা থাকা অনেক ভাল।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَيَانِ

অনুচ্ছেদ : ভাষার অলংকরণ ও বিবৃতি

২৮৫৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصُّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْقُدَمِيُّ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْبَلِيعَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقْرَةُ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ .

২৮৫৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা সানআনী (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ভাষাবিদ ব্যক্তি তার ভাষা প্রয়োগে গরুর জাবর কাটার মত অতিরঞ্জন করে তাকে আল্লাহ অপছন্দ করেন।

হাদীছটি হাসান, এ সূত্রে গারীব।

এ বিষয়ে সা'দ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

২৮৫৪- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْجُبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمَحْجُودٍ عَلَيْهِ .

তিরমিযী শরীফ (৫ম খণ্ড) — ২৯

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ يَضَعُفُ .

২৮৫৪. ইসহাক ইবন মুসা আনসারী (র.)... জাবির (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ রেলিং বিহীন ছাদে ঘুমানো নিষেধ করেছেন।

এ হাদীছটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া মুহাম্মাদ ইবন মুনকাদিরের রিওয়ায়ত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। রাবী আবদুল জাব্বার ইবন উমর আয়নীকে যঈফ বলা হয়।

২৮৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ . حَدَّثَنِي شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ نَحْوَهُ .

২৮৫৫. মাহমুদ ইবন গায়লান (র.)... আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাদের বিরক্তির আশংকায় রাসূলুল্লাহ ﷺ দিনসমূহের মাঝে ওয়াজ-নসীহতের ব্যাপারে আমাদের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখতেন।

এহাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.)... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৮৫৬- حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَتَا : مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا دِيمَ عَلَيْهِ . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮৫৬. আবু হিশাম আর-রিফাঈ (র.)... আবু সালিহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আইশা এবং উম্মু সালামা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কি আমল ছিল? তাঁরা উভয়ে বললেন : যা নিয়মিত করা হয় যদিও পরিমাণে তা কম হয়।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ সূত্রে গারীব।

হিশাম ইব্ন উরওয়া..., তার পিতা উরওয়া-আইশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল ছিল যা নিয়মিত করা হয়।

হারুন ইব্ন ইসহাক হামদানী (র.)... আইশা (রা.) সূত্রে নবী থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ

অনুচ্ছেদ

২৮৫৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شَنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَمِّرُوا الْأَنْيَةَ وَأَوْكِئُوا الْأَسْقِيَةَ وَاجِفُوا الْأَبْوَابَ وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ فَإِنَّ الْفُؤُسِقَةَ رَبُّمَا
جَرَتْ الْفَتِيلَةُ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৮৫৭. কুতায়বা (র.)... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (রাত্রে) বরতন ঢেকে রাখবে, মশকের মুখ বেঁধে রাখবে, দরজা বন্ধ করবে, বাতি নিভিয়ে দিবে।
কেননা, হুঁদুর অনেক সময় বাতির সলতা টেনে নিয়ে যায় এতে ঘরবাসীদের জ্বালিয়ে দেয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

একাধিকভাবে এটি জাবির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ

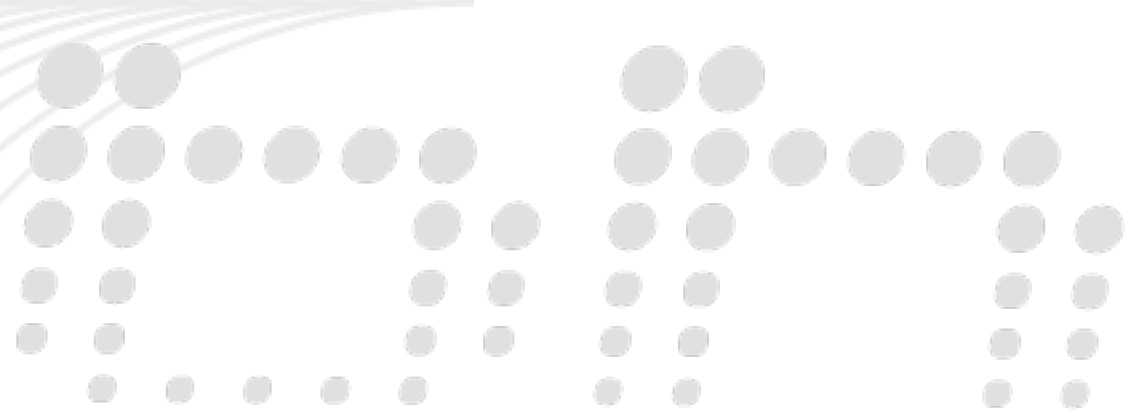
অনুচ্ছেদ

২৮৫৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْأَيْلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ ، وَإِذَا
سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِنَقَبِهَا وَإِذَا عَرُسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طَرِيقُ الدُّوَابِّ وَمَتَوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسٍ .



বাংলা হাদিস

২৮৫৮. কুতায়বা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা সবুজ তৃণ ভূমি সফর করবে তখন এ ভূমি থেকে উটকেও তার হিস্যা নিতে দিবে। আর যখন উষর তৃণহীন প্রান্তর সফর করবে তখন উটের শক্তি বহাল থাকতে থাকতে দ্রুত তা অতিক্রম করে যাবে। যখন রাতের শেষের দিকে কোন মন্ডিলে অবতরণ করবে তখন পথ ছেড়ে বিশ্রাম নিবে। কেননা, এ পথ পশুর এবং রাত্রে বিচরণশীল কীট-পতঙ্গের আশ্রয়স্থল।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে আনাস এবং জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

كِتَابُ الْأَمْثَالِ

অধ্যায় : উপমা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْأَمْثَالِ

অধ্যায় : উপমা

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ اللَّهِ لِعِبَادِهِ

অনুচ্ছেদ : বান্দাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত উদাহরণ

২৮৫৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بُجَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ اللَّهَ ضَرَبَ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ، عَلَى كَنْفَى الصِّرَاطِ دَارَانِ لَهُمَا أَبْوَابٌ مَفْتُحَتٌ ، عَلَى الْأَبْوَابِ سِتُورٌ وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ وَدَاعٍ يَدْعُو فَوْقَهُ (وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) وَالْأَبْوَابُ الَّتِي عَلَى كَنْفَى الصِّرَاطِ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا يَقَعُ أَحَدٌ فِي حُدُودِ اللَّهِ حَتَّى يُكْشَفَ السِّتْرُ وَالَّذِي يَدْعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ رَبِّهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : سَمِعْتُ زَكَرِيَّا بْنَ عَدِيٍّ يَقُولُ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ : خُنُوا عَنْ بَقِيَّةٍ مَا حَدَّثَكُمْ عَنِ النَّفَقَاتِ وَلَا تَأْخُذُوا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ مَا حَدَّثَكُمْ عَنِ النَّفَقَاتِ وَلَا غَيْرِ النَّفَقَاتِ .

২৮৫৯. আলী ইব্ন হুজর আস-সা'দী (র.)... নাওয়াস ইব্ন সিমআন কিলাবী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা সীরাতে মুস্তাকিমের উদাহরণ দিয়েছেন (এরূপ) : পথের দুই কিনারায় দুটো প্রাচীর। দুই প্রাচীরের মাঝে অনেকগুলো খোলা দরজা। দরজাগুলোতে পর্দা ঝুলানো। পথের মাথায় দাঁড়িয়ে একজন আহবায়ক ডাকছেন। পথের উপর থেকে ডাকছেন আরেকজন আহবায়ক।

আল্লাহ তা'আলা (মানুষকে) শান্তির আবাস (জান্নাত)-এর দিকে ডাকছেন এবং তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সীরাতে মুস্তাকিমের দিকে হিদায়ত করেন। পথের দু'পাশের দরজাগুলো হল আল্লাহ নির্ধারিত

সীমাসমূহ। কেউ আল্লাহর সীমা লংঘন করলে এতে পর্দা সরে যায়। উপর থেকে যিনি ডাকছেন তিনি হলেন পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে উপদেশ দাতা।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, যাকারিয়া ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমানকে বলতে শুনেছি যে, আবু ইসহাক আল-ফাযারী (র.) বলেছেন : ছিকাহ রাবীদের বরাতে যে সব হাদীছ বাকিয়্যা বর্ণনা করেন তা গ্রহণ কর। আর ইসমাইল ইব্ন আয়্যাশ ছিকাহ বা গায়র ছিকাহ যাদের বরাতেই হাদীছ বর্ণনা করুক না কেন কোনটাই গ্রহণ করবে না।

২৮৬০- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ جِبْرِيلَ عِنْدَ رَأْسِي وَمِيكَائِيلَ عِنْدَ رِجْلِي يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : أَضْرِبْ لَهُ مَثَلًا ، فَقَالَ أَسْمِعْ سَمِعْتَ أذُنَكَ وَأَعْقِلْ عَقْلَ قَلْبِكَ ، إِنَّمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُ أُمَّتِكَ كَمَثَلِ مَلِكٍ اتَّخَذَ دَارًا ثُمَّ بَنَى فِيهَا بَيْتًا ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا مَائِدَةً ثُمَّ بَعَثَ رَسُولًا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرَّسُولَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَهُ ، قَالَ اللَّهُ هُوَ الْمَلِكُ وَالِدَارُ الْإِسْلَامُ وَالْبَيْتُ الْجَنَّةُ وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولُ ، فَمَنْ أَجَابَكَ دَخَلَ الْإِسْلَامَ ، وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامَ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَكَلَ مَا فِيهَا . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِإِسْنَادٍ أَصَحَّ مِنْ هَذَا . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ، سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ لَمْ يُدْرِكْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ .

২৮৬০. কুতায়বা (র.)... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে এসে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার মাথার পাশে হলেন জিব্রীল (আ.) পায়ের কাছে মিকাইল (আ.)। একজন তার অপর সঙ্গীকে বলছেন : এ ব্যক্তির উদাহরণ দিন। অপরজন বললেন, শুনুন। আর আপনার কান যেন শ্রবণে নিবিষ্ট থাকে, আর আপনার অন্তর যেন যথার্থ উপলব্ধিতে নিয়োজিত থাকে। আপনার এবং আপনার উম্মতের উপমা হল যেন, এক সম্রাট একটি বাড়ি বানালেন, তারপর এতে ঘর বানালেন। এরপর তাতে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা রাখলেন। তারপর তিনি লোকদেরকে আহারের দাওয়াত দিতে একজন আহবানকারী পাঠালেন। তাদের মাঝে একদল তো আহবায়কের ডাকে সাড়া দিল আরেক দল তা প্রত্যাখ্যান করল।

আল্লাহ তা'আলা হলেন সেই সম্রাট। বাড়িটি হল ইসলাম। ঘর হল জান্নাত। আর ইয়া মুহাম্মাদ! আপনি হলেন সেই প্রেরিত পুরুষ। যে ব্যক্তি আপনার ডাকে সাড়া দিল সে ইসলামে প্রবেশ করল। আর যে ইসলামে প্রবেশ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল। যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে তাতে যা আছে তা আহার করবে।

হাদীছটি মুরসাল। সাঈদ ইব্ন আবু হিলাল জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.)-এর সাক্ষাত পান নি।

এ বিষয়ে ইবন মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এ হাদীছটি নবী ﷺ থেকে অন্যভাবে আরো সাহীহ সনদে বর্ণিত আছে।

২৮৬১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي نَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ حَتَّى خَرَجَ بِهِ إِلَى بَطْحَاءٍ مَكَّةَ فَاجْلَسَهُ ثُمَّ خَطَّ عَلَيْهِ خَطًّا ثُمَّ قَالَ : لَا تَبْرَحَنَّ خَطُّكَ فَإِنَّهُ سَيَنْتَهِي إِلَيْكَ رِجَالٌ فَلَا تُكَلِّمُهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَلِّمُونَكَ ، قَالَ : ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَرَادَ ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي خَطِّي إِذْ أَتَانِي رِجَالٌ كَانَتْهُمْ الرُّطْبُ أَشْعَارُهُمْ وَأَجْسَامُهُمْ لَا أَرَى عَوْدَةً وَلَا أَرَى قِشْرًا وَيَنْتَهُونَ إِلَيَّ لَا يُجَاوِزُونَ الْخَطَّ ثُمَّ يَصْدُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، لَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَاءَ نِيٌّ وَأَنَا جَالِسٌ ، فَقَالَ : لَقَدْ أَرَانِي مِنْذُ اللَّيْلَةِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ فِي خَطِّي فَتَوَسَّدَ فَخَذِي فَرَقَدَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَقَدَ نَفَخَ ، فَبَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَسَّدٌ فَخَذِي إِذَا أَنَا بِرِجَالٍ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بَيْضٌ اللَّهُ أَعْلَمُ مَا بِهِمْ مِنَ الْجَمَالِ فَانْتَهَوْا إِلَيَّ ، فَجَلَسَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالُوا بَيْنَهُمْ : مَا رَأَيْنَا عَبْدًا قَطُّ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا النَّبِيُّ : إِنْ عَيْنِيهِ تَنَامَانِ وَقَلْبُهُ يَقْظَانُ ، أَضْرِبُوا لَهُ مِثْلًا مِثْلَ سَيِّدِ بَنِي قَصْرٍ ثُمَّ جَعَلَ مَادِبَةً فَدَعَا النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ ، فَمَنْ أَجَابَهُ أَكَلَ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرِبَ مِنْ شَرَابِهِ وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ عَاقِبَهُ أَوْ قَالَ عَذَّبَهُ ثُمَّ ارْتَفَعُوا ، وَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ مَا قَالَ هَؤُلَاءِ ؟ وَهَلْ تَدْرِي مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ هُمْ الْمَلَائِكَةُ ، فَتَدْرِي مَا الْمِثْلُ الَّذِي ضَرَبُوا ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : الْمِثْلُ الَّذِي ضَرَبُوا الرَّحْمَنُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَنَى الْجَنَّةَ وَدَعَا إِلَيْهَا عِبَادَهُ ، فَمَنْ أَجَابَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ عَاقِبَهُ أَوْ عَذَّبَهُ .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وأبو تيمية هو الهجيمي وأسمه طريف بن مجالد ، وأبو عثمان النهدي أسمه عبد الرحمن بن مل ، وسليمان التيمي قد روى هذا الحديث عنه معتمر وهو سليمان بن طرخان ، ولم يكن تيمياً وإنما كان ينزل بنى تيم فنسب إليهم قال علي : قال يحيى بن سعيد ::

مَرَأَيْتُ أَخَوْفَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ .

২৮৬১. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.)... ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন 'ইশার সালাত আদায় করে ফিরলেন এবং আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (র.)-এর হাত ধরে তাঁকে নিয়ে বুতহায়ে মক্কার দিকে বের হয়ে পড়লেন। অনন্তর এক স্থানে তাকে বসিয়ে চতুর্দিকে রেখা টেনে দিলেন এবং বললেন : তোমার এ রেখার মধ্যেই তুমি থাকবে। তোমার সীমা পর্যন্ত কিছু লোক অবশ্য আসবে। তুমি তাদের সাথে কথা বলবে না। তারাও তোমার সাথে কথা বলবে না।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে যাওয়ার তাঁর ইচ্ছা ছিল চলে গেলেন। আমি আমার বৃত্তের ভিতর বসে রইলাম। হঠাৎ একদল লোক আমার কাছে আসল, দেখতে মনে হল (ভারতের) জাঠ জাতীয় তাদের চুল এবং শরীর সবই ছিল ওদের মত। এদের গায়ে কোন আচ্ছাদনও দেখছিলাম না আবার তাদের সতরও দেখা যাচ্ছিল না। এরা আমার কাছাকাছি আসল কিন্তু রেখা অতিক্রম করল না। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে ফিরে গেল। এমনি রাত্রির শেষ ভাগ হয়ে এল (তারা আর আসল না) কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন আমি বসা ছিলাম তিনি বললেন : আমি দেখছি আজকের রাত ঘুমাতে পারি নি। এরপর তিনি আমার রেখার ভিতর প্রবেশ করে আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘুমাতে তখন জোরে জোরে শ্বাস ফেলতেন।

আমি বসে রইলাম আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। হঠাৎ আমি কিছু লোক দেখতে পেলাম। তাদের পরনে ছিল সাদা পোষাক। আল্লাহই জানেন কি সৌন্দর্য যে তাঁদের ছিল! তারা আমার কাছে আসলেন। একদল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার দিকে এবং আরেক দল তাঁর পায়ের কাছে বসে গেলেন। এরপর পরস্পর বললেন : এ নবী ﷺ-কে যা দেওয়া হয়েছে আর কোন বান্দাকে তদ্রূপ দিতে আমরা কখনও দেখিনি। তাঁর দুই আঁখি তো নিদ্রা যায় কিন্তু তাঁর হৃদয় হল জাগ্রত। তোমরা তাঁর একটা উদাহরণ বর্ণনা কর।

এক অধিকর্তা একটি প্রাসাদ বানালেন। এরপর তাতে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা রাখলেন এবং লোকদেরকে এ খাদ্য ও পানীয়ের দাওয়াত দিলেন। যে ব্যক্তি এ দাওয়াত গ্রহণ করবে সে এ খাদ্য আহার করবে এবং পানীয় পান করবে। আর যে তা গ্রহণ করবে না তাকে অধিকর্তা শাস্তি দিবেন।

তারপর তারা উঠে চলে গেলেন। আর এই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও জেগে উঠলেন। বললেন : এঁরা যা বলেছেন সবই আমি শুনেছি। তুমি কি জান এঁরা কারা?

আমি বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন : এঁরা হলেন ফিরিশতা। তাঁরা যে উদাহরণটি দিয়েছেন তা বুঝতে পেরেছ?

আমি বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন : তাদের উদাহরণটির ব্যাখ্যা হল : দয়াময় জান্নাত নির্মাণ করেছেন। এর দিকে তার বান্দাদের তিনি দাওয়াত দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাঁর ডাকে সাড়া দিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে সাড়া দিবে না তাকে তিনি শাস্তি দিবেন।

হাদীছটি এ সূত্রে হাসান-গারীব-সাহীহ।

আবু তামীমা হুজায়মী (র.)-এর নাম হল তরীফ ইবন মুজালিদ। আবু উছমান নাহদী (র.)-এর নাম হল আবদুর রহমান ইবন মাল্ল। সুলায়মান তায়মী (র.) হলেন ইবন তারখান। তিনি মূলত তায়মী ছিলেন না। কিন্তু তিনি বন্ তায়ম গোত্রে অবস্থান করতেন বলে তাদের দিকে সম্পর্কিত করে তাঁকে তায়মী বলা হয়। আলী (র.) বলেন যে, ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ (র.) বলেছেন : সুলায়মান তায়মী অপেক্ষা বেশী আর কাউকে আমি আল্লাহকে ভয় করতে দেখিনি।

بَابُ مَا جَاءَ مَثَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ

অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ এবং অপরপর আশ্বিয়া-ই-কিরামের উদাহরণ

২৮৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ . حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ بَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِهْنَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا وَيَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّيْنَةِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي كَعْبٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

২৮৬২. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (র.)... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার এবং অপরপর আশ্বিয়া-ই-কিরামের উদাহরণ হল : এক ব্যক্তি একটি ঘর বানালেন। এটিকে তিনি পরিপূর্ণ এবং সুন্দর করে তৈরী করলেন। তবে একটি ইটের জায়গা বাকী রয়ে গেল। লোকেরা এতে প্রবেশ করে এবং তা দেখে বিস্মিত হয়। আর বলে, এই একটি ইটের জায়গা যদি বাকী না থাকত।

এ বিষয়ে আবু হুরায়রা ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি এ সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাত, সিয়াম ও যাকাতের উদাহরণ

২৮৬৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّ أَبَا سَلَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ الْحَرِثَ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُطَيَّ بِهَا ، فَقَالَ عِيسَى : إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، فَمَا أَنْ تَأْمُرَهُمْ ، وَإِنَّمَا أَنَا أَمْرُهُمْ ، فَقَالَ يَحْيَى : أَخْشَى أَنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يَخْشَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ ، فَجَمَعَ النَّاسُ فِي بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ، فَأَمْتَلَا الْمَسْجِدَ وَتَعَدُّوا عَلَى الشَّرَفِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ ، وَأَمُرَ كُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ : أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا . وَإِنْ مَثَلٌ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا

১. অন্যান্য রিওয়ায়েতে আছে যে, এই ইটটি হলেন খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁরই মাধ্যমে নবুওয়াত প্রাসাদের পূর্ণতা বিধান করা হয়। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই।

مَنْ خَالَصَ مَالَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَدِيقٍ ، فَقَالَ : هَذِهِ دَارِيٌّ وَهَذَا عَمَلِي فَأَعْمَلْ وَأَدِّ إِلَى ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُودِي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ ؟ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لَوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ . وَأَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ ، فَإِنْ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عَصَابَةٍ مَعَهُ صَرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ ، فَكُلُّهُمْ يَعَجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا ، وَإِنْ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ . وَأَمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنْ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسْرَهُ الْعَدُوَّ ، فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ ، فَقَالَ أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، فَقَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ ، وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللَّهَ فَإِنْ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي اثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَأَنَا أَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَ : السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهَجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ ، وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُنَّاهُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ ؟ قَالَ : وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ ، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّتِي سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ ، عِبَادَ اللَّهِ ،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَرِثِيُّ الْأَشْعَرِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَهُ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ .

২৮৬৩. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (র.)... হারিছ আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুইয়া ইব্ন যাকারিয়া (আ.)-কে নিজে আমল করতে এবং বনু ইসরাঈলকেও আমল করতে বলার জন্য পাঁচটি কথার নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি (লোকদের) বিষয়গুলো জানাতে প্রায় বিলম্বই করে ফেলছিলেন। তখন ঈসা (আ.) তাঁকে বললেন : আপনি নিজে আমল করতে এবং বনু ইসরাঈলকেও আমল করার জন্য বলতে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দিয়েছিলেন। হয় আপনি লোকদের এগুলো করতে নির্দেশ দিন, না হয় আমিই তাদের সেগুলো করতে নির্দেশ দিব।

ইয়াহুইয়া (আ.) বললেন : আপনি যদি এই বিষয়ে আমার অগ্রগামী হয়ে যান তবে আমার আশংকা হয় যে আমাকে ভূমিতে ধসিয়ে দেওয়া হবে বা অন্য কোন আযাব দেওয়া হবে।

অনন্তর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে লোকদের একত্রিত করলেন। মসজিদ লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এমন কি বুরুজগুলোতে গিয়েও তারা বসল।

তিনি বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে পাঁচ বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমি নিজেও সেগুলোর উপর আমল করি এবং তোমাদেরকেও সেগুলোর উপর আমলের নির্দেশ দিই। প্রথম হল, আল্লাহ্র ইবাদত করবে তাঁর সঙ্গে কিছুর শরীক করবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে তার উদাহরণ হল, সেই ব্যক্তির মত যে তার সোনা বা রূপা নির্ভেজাল সম্পদ দিয়ে একটি দাস ক্রয় করল। তাকে বলল, এ হল আমার বাড়ি আর এ হল আমার কাজ। তুমি কাজ কর এবং আমাকে আমার হক দিবে। অনন্তর সে কাজ

করতে থাকল কিন্তু তার মালিক ভিন্ন অন্যের হক আদায় করল। তোমাদের মধ্যে কেউ কি এই কথার উপর রাযী আছে যে, তার দাস এ ধরনের হোক?

আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সালাতের নির্দেশ দিয়েছেন, সুতরাং তোমরা যখন সালাত আদায় করবে তখন এদিক-সেদিক তাকাবে না। কেননা যতক্ষণ বান্দা এদিক-সেদিক না তাকায় ততক্ষণ সালাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক দৃষ্টি তাঁর বান্দার চেহারার দিকে নিবিষ্ট করে রাখেন।

তোমাদের আমি সিয়ামের নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হল সেই ব্যক্তির মত, যে ব্যক্তি একটি দলে অবস্থান করছে। তার সঙ্গে আছে মিশক ভর্তি একটা থলে। দলের প্রত্যেকের কাছেই এ সুগন্ধি ভাল লাগে। আল্লাহ তা'আলার কাছে মিশকের সুগন্ধি অপেক্ষা সিয়াম পালনকারীর (মুখের) গন্ধ অনেক বেশী সুগন্ধময়।

তোমাদের আমি সাদাকা-এর নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হল সে ব্যক্তির মত যাকে শত্রুরা বন্দী করে তার ঘাড় পেঁচিয়ে তার হাত বেঁধে ফেলেছে এবং গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে চলেছে। তখন সে ব্যক্তি বলল : আমার কম বেশী যা কিছু আছে সব কিছু মুক্তিপণ হিসাবে তোমাদের দিচ্ছি। অনন্তর সে এভাবে তাদের থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। (সাদাকার মাধ্যমেও মানুষ নিজেকে আযাব থেকে মুক্ত করে নেয়।)

তোমাদের আমি আল্লাহর যিকরের নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হল সে ব্যক্তির মত যাকে তার দুশমন দ্রুত পশ্চাদ্ধাবণ করছে। শেষে সে একটি সুন্দর কেল্লার ভিতরে এসে নিজেকে শত্রুদের থেকে হেফাজত করে নিল। এমনি ভাবে বান্দা আল্লাহর যিকরের কেল্লা ছাড়া নিজেকে হেফাজত করতে পারে না।

নবী ﷺ বললেন : আমিও তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলোর নির্দেশ তিনি আমাকে দিয়েছেন : কথা শুনবে ও ফরমাবরদারী করবে। জিহাদ, হিজরত এবং মুসলিমদের জামা'আত অবলম্বন করবে। কেননা, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল সে তার গলা থেকে ইসলামের বেড়ী খুলে ফেলে দিল — যতক্ষণ না সে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে। যে ব্যক্তি জাহেলী যুগের ডাকে ডাকবে সে হল জাহান্নামীদের দলভুক্ত।

জনৈক ব্যক্তি তখন বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে যদি সালাত ও সিয়াম পালন করে তবুও?

তিনি বললেন : যদিও সে সালাত আদায় করে এবং সিয়াম পালন করে। সুতরাং মুসলিম, মুমিন, আল্লাহর বান্দা রূপে যে নামে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নামকরণ করেছেন সেই আল্লাহর ডাকেই তোমরা নিজেদের ডাকবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র.) বলেছেন : হারিছ আশআরী (রা.) নবী ﷺ-এর সংসর্গ পেয়েছেন।

এ হাদীছটি ছাড়াও তাঁর বর্ণিত আরো হাদীছ রয়েছে।

২৮৬৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ

زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ الْحَرِثِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . وَأَبُو سَلَامٍ الْحَبَشِيُّ اسْمُهُ مَعْطُورٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَلَى بْنِ

الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ .

২৮৬৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... হারিছ আশআরী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

রাবী আবু সাল্লাম (র.)-এর নাম হল মামতুর। আলী ইব্ন মুবারক (র.)-ও এ হাদীছটি ইয়াহইয়া ইব্ন আবু কাছীর (র.)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ الْمُؤْمِنِ الْقَارِءِ لِلْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقَارِءِ

অনুচ্ছেদ : কুরআন তিলাওয়াতকারী মুমিন এবং যে কুরআন তিলাওয়াত করে না তার দৃষ্টান্ত

২৮৬৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرَجَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الثُّمَرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرِّيحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ رِيحُهَا مُرٌّ وَطَعْمُهَا مُرٌّ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ أَيْضًا .

২৮৬৫. কুতায়বা (র.)... আবু মুসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে সে হল উৎকৃষ্ট ফলের মত। ফলটি সুগন্ধি ও সুস্বাদু যার সৌরভ মনোরম ও স্বাদ উত্তম। যে মু'মিন কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হল খেজুরের মত। গন্ধ নেই কিন্তু সুস্বাদু। যে মুনাফিক কুরআন পড়ে সে হল রায়হানা ফুলের মত। যার সৌরভ মনোরম ও স্বাদ তিক্ত। যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না সে হল মাকাল ফলের মত যার গন্ধ ও স্বাদ তিক্ত।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। শু'বা (র.) এটিকে কাতাদা (র.) থেকে রিওয়ায়ত করেছেন।

২৮৬৬- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُفِيئُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءٌ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّجَرَةِ الْأَرْضِ لَا تَهْتَرُ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮৬৬. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল প্রমুখ (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিনের উদাহরণ হল শস্যের মত, যাকে বাতাস দোলা দেয়। মু'মিনেরও তেমনি বালা মুসিবত পৌছতে থাকে। আর মুনাফিকের উদাহরণ হল অশ্বখ বৃক্ষের মত, বাতাসে হেলে না। শেষে (ঝড়ে) সমূলে উৎপাটিত হয়।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৮৬৭- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهُوَ مِثْلُ الْمُؤْمِنِ حَدَّثُونِي مَا هِيَ ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النُّخْلَةُ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هِيَ النُّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَقُولَ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ، فَحَدَّثْتُ عُمَرَ بِالَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِي . فَقَالَ : لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

২৮৬৭. ইসহাক ইবন মুসা আনসারী (র.)... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গাছের মধ্যে একটি গাছ এমন যার পাতা ঝরে না। এটি হল মু'মিনের উদাহরণ। তোমরা বলতো সেটি কি?

আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বলেন : উপস্থিত লোকদের ধারণা বন-বৃক্ষের উপর গিয়ে আপতিত হতে থাকে। কিন্তু আমার ধারণা হয় যে, এটি হল খেজুর বৃক্ষ। শেষে নবী ﷺ বললেন : এটি হল খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু আমার তা বলতে লজ্জা লাগে।

আবদুল্লাহ (রা.) বলেন : আমার মনে যে ধারণার উদয় হয়েছিল তা (আমার পিতা) উমর (রা.)-কে বললাম। তিনি বললেন : তুমি যদি এটা বলতে তবে অমুক অমুক সম্পদ আমার হাতে আসা অপেক্ষা তা আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مِثْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

অনুচ্ছেদ : পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্ত

২৮৬৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ شَيْءٌ ؟ قَالُوا : لَا يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ شَيْءٌ قَالَ : فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا .

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ الْقُرَشِيُّ عَنْ ابْنِ الْهَادِ نَحْوَهُ .

২৮৬৮. কুতায়বা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো দরজার সামনে যদি একটা নহর থাকে আর সে যদি তাতে দিনে পাঁচবার গোসল করে তবে তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে বলে কি তোমাদের ধারণা হয়?

সাহাবীরা বললেন : না, কোন ময়লা তার থাকতে পারে না।

তিনি বললেন : পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও তদ্রূপ। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা গুনাহসমূহ বিলীন করে দেন।

এ বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

কুতায়বা (র.)... ইবন হাদ (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ

অনুচ্ছেদ

২৮৬৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى الْأَبَحُّ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرِي أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمَارٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

قَالَ : وَرَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُثَبِّتُ حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى الْأَبَحُّ ، وَكَانَ يَقُولُ : هُوَ مِنْ شَيْوْخِنَا .

২৮৬৯. কুতায়বা (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মত হল বৃষ্টির মত। জানা নেই এর প্রথম ভাগ অধিক কল্যাণকর না শেষ ভাগ।

এ বিষয়ে আম্মার, আবদুল্লাহ ইবন আমর, ইবন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান, এ সূত্রে গারীব।

আবদুর রহমান ইবন মাহদী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া আবাহ (র.)-কে নির্ভরযোগ্য বলে মত প্রকাশ করতেন। তিনি বলতেন : ইনি হলেন আমাদের শিক্ষকদের অন্যতম।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ ابْنِ آدَمَ وَاجِلِهِ وَأَمَلِهِ

অনুচ্ছেদ : আদম-সন্তান এবং তাদের আশা ও আয়ুর দৃষ্টান্ত

২৮৭০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا بِشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذِهِ وَمَا هَذِهِ رَوَى بِخَصَاتَيْنِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : هَذَا الْآمَلُ وَهَذَا الْآجَلُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

২৮৭০. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল (র.)... আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা তাঁর পিতা বুরায়দা (রা.) থেকে

বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দু'টো নুড়িপাথর ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন : তোমরা কি জান এটা এবং ওটা কিসের দৃষ্টান্ত?

সাহাবীগণ (রা.) বললেন : আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন : ওটা হল (মানুষের) আশা। আর এটা হল (তার) আয়ু।

হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

২৪৭১- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا مَعْنُ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِيمَا خَلَا مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ وَإِنَّمَا مِثْلُكُمْ وَمِثْلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَلًا ، فَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيَرَاطٍ قِيَرَاطٍ ؟ فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ عَلَى قِيَرَاطٍ قِيَرَاطٍ ، فَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ عَلَى قِيَرَاطٍ قِيَرَاطٍ فَعَمِلَتْ النَّصَارَى عَلَى قِيَرَاطٍ قِيَرَاطٍ ، ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيَرَاطَيْنِ قِيَرَاطَيْنِ ، فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا : نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقْلُ عَطَاءً ، قَالَ : هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا ؟ قَالُوا لَا ، قَالَ : فَإِنَّهُ فَضَّلِي أَوْتِيَهُ مَنْ أَشَاءَ ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮৭১. ইসহাক ইবন মুসা আনসারী (র.)... ইবন উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অতীত উম্মতসমূহের তুলনায় তোমাদের আয়ুর পরিমাণ হল আসর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়।

তোমাদের এবং ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের দৃষ্টান্ত হল, এক ব্যক্তি যিনি কিছু শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করতে চাইলেন। বললেন : এক এক কিরাতের^১ বিনিময়ে অর্ধদিবস পর্যন্ত কে আমার কাজ করবে? ইয়াহুদীরা এক এক কিরাতের বিনিময়ে (অর্ধদিবস পর্যন্ত) কাজ করল।

এরপর তিনি বললেন : এক এক কিরাতের বিনিময়ে অর্ধ-দিবস থেকে আসর পর্যন্ত কে আমার কাজ করবে? অনন্তর খৃষ্টানরা এক এক কিরাতের বিনিময়ে (আসর পর্যন্ত) কাজ করল। এরপর তোমরা দুই দুই কিরাতের বিনিময়ে আসর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করছ। এতে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা রাগান্বিত হয়ে বলল : আমরা কাজ করলাম বেশী কিন্তু মজুরী পেলাম কম? তিনি (নিয়োগকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা) বললেন : তোমাদের হকের ক্ষেত্রে আমি কোনরূপ জুলুম করেছি কি? তারা বলল : না। তিনি বললেন : এতো (এই উম্মতকে দ্বিগুণ মজুরী প্রদান) আমার অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তাকে আমি তা প্রদান করি। হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

১. কিরাত — এক দীনারের এক-দশমাংশের অর্ধেক।

২৮৭২- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا النَّاسُ كَأَيْلٍ مِائَةٍ لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮৭২. হাসান ইবন আলী আল-খাল্লাল প্রমুখ (র.)... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের দৃষ্টান্ত যেমন একশ'টি উট — যার মাঝে আরোহণ যোগ্য নেই একটিও।

২৮৭৩- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً ، أَوْ قَالَ : لَا تَجِدُ فِيهَا إِلَّا رَاحِلَةً .

২৮৭৩. সাঈদ ইবন আবদুর রহমান মাখযুমী (র.)... যুহরী (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে আছে — এর মাঝে তুমি একটিও আরোহণযোগ্য পাবে না। বা তিনি বলেছেন : এর মাঝে একটি ছাড়া কোন আরোহণযোগ্য উট তুমি পাবে না।

২৮৭৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا ، فَجَعَلَ الذُّبَابُ وَالْفَرَّاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَأَنَا أَخَذُ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقْحُمُونَ فِيهَا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ .

২৮৭৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার এবং আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত হল সেই এক ব্যক্তির মত যে আগুন জ্বালাল। তখন কীট-পতঙ্গ এতে এসে নিপতিত হতে লাগল। আমি তো তোমাদের কোমর ধরে (আগুন থেকে) বাধা দিয়ে রাখছি কিন্তু তোমরা জ্বরদস্তী হাতে ঠেলে ঠেলে ঢুকে পড়ছ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে।

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

অধ্যায় : কুরআনের ফযীলত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

অধ্যায় : কুরআনের ফযীলত

مَا جَاءَ فِي فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ : সূরা ফাতিহার ফযীলত

২৮৭৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى أَبِي بَنِي كَعْبٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا أَبُيُّ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَالْتَفَتَ أَبِي وَلَمْ يُجِبْهُ ، وَصَلَّى أَبِي فَخَفَّفَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، مَا مَنَعَكَ يَا أَبُيُّ أَنْ تُجِيبَنِي إِذْ دَعَوْتُكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ أَفَلَمْ تَجِدْ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ (أَنْ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) قَالَ بَلَى وَلَا أَعُودُ أَنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : تُحِبُّ أَنْ أَعْلِمَكَ سُورَةٌ لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : فَقَرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا ، وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أُعْطِيَتْهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ ، وَفِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلَّى .

২৮৭৫. কুতায়বা (রা.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন উবাই ইব্ন কাব (রা.)-এর কাছে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ডাক দিলেন : হে উবাই!

উবাই (রা.) তখন নামায পড়ছিলেন। তিনি ফিরে তাকালেন কিন্তু কোন জওয়ার দিলেন না। তবে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে সালাত আদায় করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন। বললেন : আসসালামু আলায়কা, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ওয়া আলায়কাস সালাম, হে উবাই! আমি যখন তোমাকে ডাকলাম তখন সাড়া দিতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? উবাই বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো সালাতে ছিলাম।

তিনি বললেন : আমার কাছে যে ওয়াহী (কুরআন) নাযিল হয়েছে তাতে কি পাওনি যে, রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছু দিকে আহ্বান করেন যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে তখন আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিবে? (আনফাল ৮ : ২৪)

উবাই বললেন : নিশ্চয়ই, ইনশাআল্লাহ আমি পুনর্বার এমন করব না।

তিনি বললেন : তুমি কি পছন্দ কর যে, আমি এমন একটি সূরা তোমাকে শিখিয়ে দেই তওরাত, ইনজীল, যাবূর এবং (এমনকি) কুরআনেও যার মত কোন সূরা নাযিল হয় নি?

উবাই (রা.) বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সালাতে কি পাঠ কর?

উবাই (রা.) উম্মুল কুরআন সূরা ফাতিহা পাঠ করে শুনালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে সত্তার হাতে আমার জান সেই সত্তার কসম! তওরাত, ইনজীল, যাবূর এবং ফুরকান্-এ এর মত কোন সূরা নাযিল হয়নি। এই সূরাটি হল বারবার পঠিত সাত আয়াত বিশিষ্ট সূরা এবং মহান কুরআন যা আনাকে শ্রদ্ধা করা হয়েছে।^১ এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ

অনুচ্ছেদ : সূরা বাকারা এবং আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

২৮৭৭- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ عَطَاءِ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعَثًا وَهُمْ نَوُودٌ فَاسْتَقْرَأَهُمْ، فَاسْتَقْرَأَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَامَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَاتَى عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِهِمْ سِنًا، فَقَالَ: مَا مَعَكَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ مَعِيَ كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ، قَالَ: أَمَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ؟ فَقَالَ نَعَمْ، قَالَ: فَاذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مَنَعَنِي أَنْ أَتَعْلَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ إِلَّا خَشْيَةَ إِلَّا أَقُومَ بِهَا، فَقَالَ

১. এখানে সূরা হিজরের ৮৭ নং আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : আমি তো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত যা বারবার আবৃত্তি হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন।

সূরা ফাতিহায় যেহেতু গোটা কুরআনের সারবস্তু বিধৃত সেহেতু এটিকে মহান কুরআন (আল কুরআনুল-আযীম) নামে এখানে অভিহিত করা হয়েছে।

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَأَقْرَعُوهُ وَ أَقْرَبُوهُ ، فَإِنْ مَثَلَ الْقُرْآنَ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُونٍ مِسْكًا يَفُوحُ بِرِيحِهِ كُلُّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرَقُدُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ وَكَيْ عَلَى مِسْكٍ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءِ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ فَذَكَرَهُ .

২৮৭৬. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার একটি প্রতিনিধি দল এক অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। তারা সংখ্যায় ছিল কয়েক জন। তাদেরকে তিনি কুরআন পাঠ করতে বললেন। প্রত্যেকেই যে যা জানত তা পাঠ করে শোনাল। শেষে তিনি এদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী এক ব্যক্তির কাছে এলেন। বললেন : হে অমুক, তোমার কি আছে?

সে বলল : অমুক অমুক সূরা এবং সূরা বাকারা আমার জানা আছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সূরা বাকারা তোমার মুখস্থ।

লোকটি বলল : জি হ্যাঁ।

তিনি বললেন : যাও, তুমিই এ দলের আমীর।

তখন এ দলের একজন নেতৃস্থানীয় লোক বলল : আল্লাহর কসম, (রাতের সালাতে) তা পড়তে না পারার আশংকাই আমাকে এই সূরাটি শিখা থেকে বিরত রেখেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তা পড়। কেননা, যে ব্যক্তি কুরআন শিখে, তা তিলাওয়াত করে এবং সালাতে দাঁড়িয়েও তা পড়ে তার জন্য কুরআনের দৃষ্টান্ত হল মিসকে ভর্তি চামড়ার একটি থলের মত। সর্বত্র তার সৌরভ প্রসারিত হয়। আর যে ব্যক্তি তা শিখে ঘুমিয়ে রয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল মুখ বাঁধা মিসকের থলের মত।

এ হাদীছটি হাসান।

এ হাদীছটি সাঈদ মাকবুরী-আবু আহমদের মাওলা আতা (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কুতায়বা (র.)... আবু আহমদের মাওলা আতা (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে, এতে আবু হুরায়রা (রা.)-এর উল্লেখ নেই।

২৮৭৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تَقْرَأُ فِيهِ الْبَقْرَةَ لَا تَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮৭৭. কুতায়বা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের

বাড়িকে গোরস্থান বানিও না। যে বাড়িতে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করে না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৮৭৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ ، وَإِنْ سَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ أَيِّ الْقُرْآنِ ، هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ ابْنِ جَبْرِ .

وَقَدْ تَكَلَّمَ شُبُعَةُ فِي حَكِيمِ بْنِ جَبْرِ وَضَعْفُهُ .

২৮৭৮. মাহমুদ ইবন গায়লান (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিটি বস্তুরই শীর্ষদেশ রয়েছে। কুরআনের শীর্ষস্থানীয় সূরা হল সূরা বাকারা। এতে এমন একটি আয়াত রয়েছে যেটি হল কুরআনের আয়াতসমূহের মাঝে প্রধান। সেটি হল আয়াতুল কুরসী।

এ হাদীছটি গারীব। হাকীম ইবন জুবায়র-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। শু'বা (র.) তার সমালোচনা করেছেন এবং তাকে যঈফ বলেছেন।

২৮৭৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ أَبُو سَلَمَةَ الْخَزَمِيُّ الْمَدَنِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي فَدَيْكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الْمَلِكِيِّ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَرَأَ حَمْدَ الْمُؤْمِنِ إِلَى (إِلَيْهِ الْمَصِيرُ) وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ حِينَ يُصْبِحُ حَفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِيَ ، وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِينَ يُمْسِي حَفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَلِكَةَ الْمَلِكِيِّ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ . وَزُرَّارَةُ بْنُ مُصْعَبٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ . وَهُوَ جَدُّ أَبِي مُصْعَبٍ الْمَدَنِيِّ .

২৮৭৯. ইয়াহইয়া ইবন মুগীরা আবু সালামা মাখযুমী মাদীনী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে সূরা মু'মিনের হা-মীম থেকে ইলাইহিল মাসীর পর্যন্ত (১,২,৩ নং আয়াত) এবং আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করবে তবে বিকাল পর্যন্ত এর কারণে তার হিফাজত করা হবে। আর যে ব্যক্তি বিকালে তা পাঠ করবে সকাল পর্যন্ত এর কারণে তার হিফাজত করা হবে।

এ হাদীছটি গারীব।

কোন কোন হাদীছ বিশেষজ্ঞ আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর ইব্ন আবু মুলায়কা মুলায়কী (র.)-এর স্মরণ শক্তির বিষয়ে সমালোচনা করেছেন।

২৪৮০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ عَيْسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَهْوَةٌ فِيهَا تَمْرٌ، فَكَانَتْ تَجِي، الْغَوْلُ فَتَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ: فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَأَذْهَبْ فَإِذَا رَأَيْتَهَا فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَأَخَذَهَا فَحَلَقَتْ أَنْ لَا تَعُودَ فَأَرْسَلَهَا فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟ قَالَ: حَلَقَتْ أَنْ لَا تَعُودَ، فَقَالَ: كَذَبَتْ وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ، قَالَ: فَأَخَذَهَا مَرَّةً أُخْرَى فَحَلَقَتْ أَنْ لَا تَعُودَ فَأَرْسَلَهَا، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟ قَالَ: حَلَقَتْ أَنْ لَا تَعُودَ، فَقَالَ كَذَبَتْ وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ، فَأَخَذَهَا، فَقَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِكَ حَتَّى أَذْهَبَ بِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي ذَاكِرَةٌ لَكَ شَيْئًا آيَةُ الْكُرْسِيِّ أَقْرَأَهَا فِي بَيْتِكَ فَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ وَلَا غَيْرُهُ، قَالَ: فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟ قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتْ، قَالَ: صَدَقَتْ وَهِيَ كَنُوبٌ.

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ.

২৮৮০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... আবু আয়্যুব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর একটি তাক ছিল তাতে তিনি শুকনো খেজুর রাখতেন। কিন্তু শয়তান জিন এসে রাতে তা নিয়ে যেত। তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ জানালেন। তিনি বললেন : যাও, এটিকে যখন দেখবে বলবে, বিসমিল্লাহ্, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে ডেকেছেন, চল।

রাবী বলেন : আবু আয়্যুব (রা.) এটিকে পাকড়াও করলেন। এটি তখন কসম করল যে, পুনর্বীর তা করবে না। ফলে তিনি এটিকে ছেড়ে দিলেন। অন্তর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। তিনি বললেন : তোমার বন্দী কি করল?

আবু আয়্যুব (রা.) বললেন : কসম করে বলল যে, পুনর্বীর তা করবে না।

তিনি বললেন : সে মিথ্যা বলেছে। আর তার অভ্যাসই হল মিথ্যা বলা।

রাবী বলেন : আবু আয়্যুব (রা.) সেটিকে আরেকবার পাকড়াও করলেন। এবারও সে কসম করল যে, পুনর্বীর আর আসবে না। ফলে তিনি এটিকে ছেড়ে দিলেন। অন্তর নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। তিনি বললেন : তোমার বন্দী কি করল?

আবু আয়্যুব (র.) বললেন : কসম করেছে, সে আর করবে না। তিনি বললেন : মিথ্যা বলেছে। তার

অভ্যাসই হল মিথ্যা বলা। পরে আবু আয্যুব (রা.) তাকে আবার পাকড়াও করলেন। বললেন : এবার তোমাকে নবী ﷺ-এর কাছে না নিয়ে আর ছাড়ব না। সে বলল : আমি আপনাকে একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তা হল আপনার ঘরে আয়াতুল কুরসী পড়বেন। তাহলে আপনার কাছে শয়তান বা অনিষ্টকর অন্য কিছু আসতে পারবে না।

অনন্তর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এলেন, তিনি বললেন : তোমার বন্দী কি করল? আবু আয্যুব (রা.) সে যা বলেছিল সে সম্পর্কে তাঁকে জানালেন। তিনি বললেন : এবার সত্য বলেছে, যদিও সে মিথ্যাবাদী।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

এ বিষয়ে উবাই ইবন কা'ব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

مَا جَاءَ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

অনুচ্ছেদ : সূরা বাকারার শেষাংশের ফযীলত

২৮৮১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَرَأَ الْآتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮৮১. আহমদ ইবন মানী' (র.)... আবু মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে তা সে ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৮৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الْجَرْمِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْفُلَى عَامٍ أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَلَا يَقْرَأَنَّ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرُبَهَا شَيْطَانٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

২৮৮২. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.)... নু'মান ইবন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ বলেছেন : আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন। এর থেকে তিনি দু'টো আয়াত নাযিল করেছেন। যে দু'টোর মাধ্যমেই তিনি সূরা বাকারার খতম করেছেন। যে বাড়িতে তিন রাত তা পাঠ করা হবে শয়তান সে বাড়ির নিকটবর্তী হয় না।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

مَا جَاءَ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ

অনুচ্ছেদ : সূরা আল ইমরান-এর ফযীলত

২৮৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَطَّارِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ نَوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَأْتِي الْقُرْآنُ وَأَهْلُهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ . قَالَ نَوَاسٌ: وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيَتْهُنَّ بَعْدُ قَالَ: تَأْتِيَانِ كَانَهُمَا غِيَابَتَانِ وَبَيْنَهُمَا شَرْفٌ أَوْ كَانَهُمَا غَمَامَتَانِ سَوْدَاوَانِ أَوْ كَانَهُمَا ظِلَّةٌ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ تُجَادِلَانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا . وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَآبِي أُمَامَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ قِرَآئَتِهِ , كَذَا فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ وَمَا يَشْبُهُ هَذَا مِنَ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ قِرَآءَةِ الْقُرْآنِ . وَفِي حَدِيثِ النَّوَاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا فَسَّرُوهُ إِذْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَهْلُهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ الْعَمَلِ .

২৮৮৩. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (র.)... নাওওয়াস ইব্ন সামআন (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : কুরআন এবং আহলে কুরআন যারা দুনিয়ায় এতদানুসারে আমল করেছেন সেই কুরআন পন্থীগণ (কিয়ামতের দিন) আসবে এমন অবস্থায় যে তাদের আগে আগে থাকবে সূরা বাকারা ও আল ইমরান।

নাওওয়াস (রা.) বলেন : এতদুভয়ের আগমনের তিনটি উদাহরণ রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লেখ করেছেন যা আমি এখনও ভুলিনি। তিনি বলেছিলেন :

এ দু'টো আসবে দু'টো ছায়ার মত; এতদুভয়ের মাঝে থাকবে আলোর ঝলকানি বা দু'টো কৃষ্ণবর্ণের মেঘের মত বা ডানা ছড়ানো পাখির ছায়ার মত। এরা উভয়েই তাদের ধারকদের পক্ষে (আল্লাহর দরবারে) বিতর্ক করবে। এ বিষয়ে বুয়ায়দা এবং আবু উমামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি গারীব।

আলিমগণের মতে এ হাদীছটির মর্ম হল যে, এ সূরা পাঠের ছওয়াব আগমন করবে। কোন কোন আলিম এ হাদীছ এবং এ ধরনের আরো যত হাদীছ আছে সেগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, হাশরের দিন কুরআন পাঠের ছওয়াবের আগমন হবে। তাঁদের এ ব্যাখ্যার প্রমাণ নাওওয়াস ইব্ন সামআন (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এ রিওয়ায়তটিতে পাওয়া যায়। নবী ﷺ এতে বলেছেন : আহলে কুরআন যারা দুনিয়াতে এর উপর আমল

করেছেন কুরআনের সে সব ধারকগণ। এতেও প্রমাণিত হয় যে কিয়ামতের দিন আমলের ছওয়াবের আগমন হবে।

২৮৮৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِيرِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَا خَلَقَ مِنْ سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ أَعْظَمَ مِنْ آيَةِ الْكُرْسِيِّ . قَالَ سُفْيَانُ : لِأَنَّ آيَةَ الْكُرْسِيِّ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ . وَكَلَامُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

২৮৮৪. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (র.) বর্ণনা করেন যে, হুমায়দী (র.) বলেন : আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনে আয়তুল কুরসী অপেক্ষা মহান আর কিছু সৃষ্টি করেননি। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটির তাফসীরে সুফইয়ান (র.) বলেন : আয়তুল কুরসী হল আল্লাহর কালাম। আর আসমান ও যমীনে আল্লাহর সকল সৃষ্টি থেকে তাঁর কালাম তো মহান হবেই।

مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আল-কাহফ-এর ফযীলত

২৮৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . أَنبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ إِذْ رَأَى دَابَّةً تَرْكُضُ ، فَنَظَرَ فَإِذَا مِثْلُ الْغَمَامَةِ أَوْ السُّحَابَةِ . فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تِلْكَ السُّكِينَةُ نَزَلَتْ مَعَ الْقُرْآنِ ، أَوْ نَزَلَتْ عَلَى الْقُرْآنِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮৮৫. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.)... আবু ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি বারা (রা.)-কে বলতে শুনেছি। এক ব্যক্তি সূরা কাহফ পড়ছিলেন। এমন সময় দেখেন তাঁর ঘোড়াটি লাফালাফি করছে। তখন তিনি তাকিয়ে দেখেন মেঘের মত বা ছায়ার মত একটি বস্তু। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন এবং এ বিষয়টির উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ হল সাকীনা (বিশেষ প্রশান্তি) কুরআনের সঙ্গে অথবা তিনি বলেছেন কুরআনের উপর যা নাযিল হয়েছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

২৮৮৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتِهِ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عَصِمَ مِنَ

فِتْنَةُ الدُّجَالِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِي أَبِي قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮৮৬. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু
বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম তিন আয়াত পাঠ করবে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে।
মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... মুআয ইব্ন হিশাম-আবু কাতাদা (র.) সূত্রেও উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত
আছে।
এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

مَا جَاءَ فِي فَضْلِ يُسَٰ

অনুচ্ছেদ : সূরা ইয়াসীন-এর ফযীলত

২৮৮৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَسَفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَا : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
هَرُونَ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنْ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا ، وَقَلْبُ
الْقُرْآنِ يُسَٰ . وَمَنْ قَرَأَ يُسَٰ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَاعَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَبِالْبَصْرَةِ لَا يَعْرِفُونَ مِنْ
حَدِيثِ قَتَادَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَهَرُونَ أَبُو مُحَمَّدٍ شَيْخٌ مَجْهُولٌ .
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بِهَذَا .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَلَا يَصِحُّ مِنْ قَبْلِ إِسْنَادِهِ ، إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .

২৮৮৭. কুতায়বা ও সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিটি বস্তুই অন্তর আছে। কুরআনের অন্তর হল সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা
ইয়াসীন পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার এ পাঠের বিনিময়ে দশ বার কুরআন পাঠ করার সমতুল্য ছওয়াব
নির্ধারণ করবেন।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু
জানা নেই। আর এ সূত্র ছাড়া বাসরায় কাতাদা (র.)-এর রিওয়ায়ত সম্পর্কে কিছু জানা নেই।

রাবী হারুন আবু মুহাম্মাদ হলেন একজন অজ্ঞাত শায়খ।

আবু মুসা মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র.)... হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান থেকে উক্ত সনদে তা বর্ণিত
আছে।

এ বিষয়ে আবু বকর সিদ্দীক ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়তটি সনদের দিক থেকে সাহীহ নয়। এর সনদ যঈফ।

مَا جَاءَ فِي فَضْلِ حَمِّ الدُّخَانِ

অনুচ্ছেদ : হা-মীম আদ দুখান-এর ফযীলত

২৮৮৮- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عُمَرَ ابْنِ أَبِي خَثْعَمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَرَأَ حَمَّ الدُّخَانِ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَعُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمٍ يُضَعَّفُ . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ .

২৮৮৮. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে হা-মীম আদ-দুখান পাঠ করবে সত্তর হাজার ফিরিশতা তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করবে।

এ হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। উমর ইব্ন আবু খাছআম রাবী হিসাবে যঈফ। মুহাম্মাদ বুখারী (র.) বলেন : ইনি হাদীছের ক্ষেত্রে মুনকার।

২৮৮৯- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ هِشَامِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَرَأَ حَمَّ الدُّخَانِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَهِشَامُ أَوْ الْمِقْدَامُ يُضَعَّفُ ، وَلَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، هَكَذَا قَالَ أَيُّوبُ وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ .

২৮৮৯. নাসর ইব্ন আবদুর রহমান কূফী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জুমআর রাতে যে ব্যক্তি হা-মীম আদ-দুখান পাঠ করবে তাকে মাফ করে দেওয়া হবে।

এ হাদীছটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। হিশাম আবুল মিকদামকে যঈফ বলা হয়। হাসান (র.) সরাসরি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে কিছু শুনে নি। আয়্যুব, ইউনুস ইব্ন উবায়দ এবং আলী ইব্ন যায়দ (র.) তা বলেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُورَةِ الْمَلِكِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আল-মুলক-এর ফযীলত

২৮৯০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ النُّكَوِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرِ وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرُ ، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ حَتَّى خَتَمَهَا ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ضَرَبْتُ خِبَائِي عَلَى قَبْرِ وَأَنَا لَا أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرُ ، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الْمَلِكُ حَتَّى خَتَمَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هِيَ الْمَانِعَةُ ، هِيَ الْمُنْجِيَةُ تَنْجِيهِهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

২৮৯০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবু'শ-শাওয়ারিব (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার এক সাহাবী একটি কবরের উপর তাঁর তাঁবু স্থাপন করেন। তিনি ধারণা করতে পারেন নি যে, এটি একটি কবর। হঠাৎ তিনি অনুভব করেন যে, কবরে একজন লোক সূরা মুলক তিলাওয়াত করছেন। অবশেষে তিনি তা পাঠ করে শেষ করেন। তিনি পরে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এক স্থানে আমার তাঁবু ফেলি। আমার ধারণা ছিল না যে, এটি একটি কবর। হঠাৎ অনুভব করি একজন লোক সূরা মুলক তিলাওয়াত করে খতম করলেন।

নবী ﷺ বললেন : এটি হল প্রতিরোধক। এটি হল মুক্তিদায়ক। এ কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেয়।

হাদীছটি এই সূত্রে গারীব।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

২৮৯১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبَّاسِ الْجُشَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنْ سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ ، وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

২৮৯১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট কুরআনের একটি সূরা (পাঠ করে) কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করলে তাকে মাফ করে দেওয়া হয়। সেই সূরাটি হল তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক।

হাদীছটি হাসান।

২৮৯২- حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ مِسْعَرٍ تَرْمَذِيُّ . حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الْمَ تَنْزِيلُ ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سَلِيمٍ مِثْلَ هَذَا . وَرَوَاهُ مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا . وَرَوَى زُهَيْرٌ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ مِنْ جَابِرٍ ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ . فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ صَفْوَانُ أَوْ ابْنُ صَفْوَانَ ، وَكَانَ زُهَيْرًا أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ .

حَدَّثَنَا هُنَادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . قَالَ : حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ . حَدَّثَنَا فَضَيْلٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : تَفَضَّلَنِي عَلَى كُلِّ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ بِسَبْعِينَ حَسَنَةً .

২৮৯২. হুরায়ম ইব্ন মিসআর (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ আলিফ-লাম-মীম তানযীল এবং তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক সূরা দু'টি না পড়ে ঘুমাতে না।

একাধিক রাবী এই হাদীছটি লায়ছ ইব্ন আবু সুলায়ম সূত্রে এরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। মুগীরা ইব্ন মুসলিম এটি আবুয যুবায়র জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

যুহায়র (র) বর্ণনা করেন, আমি আবুয যুবায়র (র)-কে বললাম : আপনি কি জাবির (রা)-কে এই হাদীছটি আলোচনা করতে শুনেছেন? আবুয যুবায়র (র) বললেন : আমাকে এই হাদীছটি সাফওয়ান বা ইব্ন সাফওয়ান বর্ণনা করেছেন। এতে সরাসরি জাবির (রা) থেকে হাদীছটির রিওয়ায়তকে আবুয যুবায়র (র) যেন অস্বীকার করছেন।

হান্নাদ (র)... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হুরায়ম ইব্ন মিসআর (র)... তাউস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : এই দু'টো সূরা কুরআন করীমের প্রতিটি সূরার উপর সত্তর গুণ বেশী নেকী ধারণ করে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِذَا زُلْزِلَتْ

অনুচ্ছেদ : ইযা যুলযিলাত

২৮৯৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرْشِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَمٍ بْنُ صَالِحٍ الْعَجَلِيُّ . حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَرَأَ إِذَا زُلْزِلَتْ عُدَّتْ لَهُ بِنِصْفِ الْقُرْآنِ . وَمَنْ قَرَأَ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عُدَّتْ لَهُ بِرُبْعِ الْقُرْآنِ ، وَمَنْ قَرَأَ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عُدَّتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَذَا الشَّيْخِ الْحَسَنِ بْنِ سَلَمٍ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

২৮৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন মূসা জুরাশী বাসরী (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়া যুল যিলাত সূরা যে ব্যক্তি পাঠ করবে অর্ধেক কুরআনের সমান তার সওয়াব হবে। কুল ইয়া আযুহাল কাফিরুন যে পাঠ করবে তার জন্য কুরআনের এক-চতুর্থাংশ পাঠের সমান সওয়াব হবে। যে ব্যক্তি কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করবে তার কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠের সমান সওয়াব হবে।

হাদীছটি গারীব। হাসান ইবনুস সালম (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

২৮৯৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ ، أَخْبَرَنَا يَمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْعَنْزِيُّ . حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ . وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ . وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْآنِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَمَانِ بْنِ الْمُغِيرَةِ .

২৮৯৪. আলী ইব্ন হুজর (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়া যুল যিলাত-এর সওয়াব অর্ধেক কুরআনের সমান; কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ এক-তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান; কুল ইয়া আযুহাল কাফিরুন এক-চতুর্থাংশ কুরআনের সমান।

হাদীছটি গারীব। ইয়ামান ইবনুল মুগীরা (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

২৮৯৫- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ . أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ : هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا عِنْدِي مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ ، قَالَ : أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : ثُلُثُ الْقُرْآنِ ، قَالَ : أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : رُبْعُ الْقُرْآنِ ، قَالَ : أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : رُبْعُ الْقُرْآنِ ، قَالَ : أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : رُبْعُ الْقُرْآنِ قَالَ : تَزَوَّجْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

২৮৯৫. উকবা ইব্ন মুকাররাম আশ্মী বাসরী (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এক সাহাবীকে বললেন : হে অমুক, -তুমি কি বিয়ে করেছ? লোকটি বলল : না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমার কাছে বিয়ে করার মত কিছু নেই।

তিনি বললেন : তোমার সাথে কি কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ নেই?

লোকটি বলল : হ্যাঁ।

তিনি বললেন : কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। তোমার সঙ্গে কি ইয়া জা-আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ সূরাটি নেই?

লোকটি বলল : হ্যাঁ।

তিনি বললেন : কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। তোমার সঙ্গে কি কুল ইয়া আযুহাল কাফিরুন সূরাটি নেই?

লোকটি বলল : হ্যাঁ।

তিনি বললেন : কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। তোমার সঙ্গে কি ইয়া যুল যিলাতিল আরদু সূরাটি নেই?

লোকটি বলল : হ্যাঁ।

তিনি বললেন : কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। বিয়ে করে নাও। বিয়ে করে নাও।

হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ

অনুচ্ছেদ : সূরা ইখলাস

২৮৯৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ

بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خَيْثَمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ امْرَأَةٍ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي أَيُّوبَ .

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ امْرَأَةٍ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ ؟ مَنْ قَرَأَ : اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ فَقَدْ قَرَأَ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي سَعِيدٍ وَقَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي مَسْعُودٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . لَا نَعْرِفُهُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَحْسَنُ مِنْ رِوَايَةِ زَائِدَةَ ، وَتَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ إِسْرَائِيلُ وَالْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاظٍ ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الثَّقَاتِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ وَاضْطَرَبُوا فِيهِ .

২৮৯৬. কুতায়বা ও মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবু আয্যুব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে তোমাদের একজন অক্ষম না কি? যে ব্যক্তি আল্লাহ্জল ওয়াহিদুস সামাদ তিলাওয়াত করল সে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করল।

এই বিষয়ে আবুদ দারদা, আবু দাউদ, কাতাদা ইবনুন নুমান, আবু হুরায়রা, আনাস, ইবন উমর এবং আবু মাসউদ (রা) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান। কেউ যাইদা (র)-এর রিওয়ায়তের চাইতে সুন্দরভাবে এটি বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ইসরাঈল ও ফুযায়ল ইবন আয়াস (র) এটির সমর্থনে রিওয়ায়ত করেছেন। শু'বা (র)-সহ একাধিক ছিকাহ রাবী এই হাদীছটি মানসূর (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে তাঁদের ইয়তিরাব বিদ্যমান।

২৮৯৭- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَنِئٍ مَوْلَى لَالِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَجِبَتْ ، قُلْتُ : وَمَا وَجِبَتْ ؟ قَالَ الْجَنَّةُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَأَبُو حَنِئٍ هُوَ عُبَيْدُ بْنُ حَنِئٍ .

২৮৯৭. আবু কুরায়ব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে আসছিলাম। তখন তিনি শুনতে পেলেন এক ব্যক্তি 'কুল হওয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ' পড়ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে ওয়াজিব করে নিল।

আমি বললাম : কি ওয়াজিব করে নিল? তিনি বললেন : জান্নাত।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। মালিক ইবন আনাস (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

রাবী ইবন হুনায়েন (র) হলেন উবায়দ ইবন হুনায়েন।

২৮৯৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو سَهْلٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَتَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مُحْيٍ عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ . وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ تَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ : يَا عَبْدِي ادْخُلْ عَلَيَّ يَمِينِكَ الْجَنَّةُ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا عَنْ ثَابِتٍ .

২৮৯৮. মুহাম্মাদ ইবন মারযুক আল-বাসরী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রতিদিন দুই'শ বার 'কুল হওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ বিলীন করে দেওয়া হবে। তবে তার উপর ঋণ থেকে থাকলে তা ছাড়া।

এই সনদেই নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : কেউ যখন বিছানায় শুইতে ইচ্ছা করবে সে যেন তার ডান পার্শ্বে শোয়ার পর একশ' বার কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাটি পাঠ করে। কিয়ামতের দিন মহান পরওয়াদিগার তাকে বলবেন : হে আমার বান্দা। তুমি তোমার ডান পাশ দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর।

ছাবিত... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীছ হিসাবে এই হাদীছটি গারীব। এই হাদীছটি ছাবিত (র)-এর বরাতে অন্যভাবে বর্ণিত আছে।

২৮৯৯- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ النَّوْرِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ . حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ بِلَالٍ . حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعَدِلُ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৮৯৯. আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ দুরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯০০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَحْسِنُوا فَإِنِّي سَاقِرٌ عَلَيْكُمْ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ , قَالَ : فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ , ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ دَخَلَ . فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَإِنِّي سَاقِرٌ عَلَيْكُمْ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ , إِنِّي لَأَرَى هَذَا خَبْرًا جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ . ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي قُلْتُ سَاقِرٌ عَلَيْكُمْ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ , أَلَا وَإِنَّهَا تَعَدِلُ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , وَأَبُو حَازِمٍ الْأَشْجَعِيُّ اسْمُهُ سَلْمَانٌ .

২৯০০. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা একত্র হও আমি তোমাদের কাছে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে যাচ্ছি।

তখন যাদের একত্র হওয়ার তাঁরা একত্র হলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হুজরা থেকে বের হয়ে এলেন এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' তিলাওয়াত করলেন। পরে হুজরায় চলে গেলেন।

আমাদের একজন আরেকজনকে বলতে লাগল রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, “আমি তোমাদের নিকট কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করব।” মনে হয়, এখন আসমান থেকে তাঁর কাছে (এই বিষয়ে) খবর এসেছে (তাই তিনি হুজরায় চলে গেলেন।) পরে নবী ﷺ আবার বের হয়ে আসলেন। বললেন : আমি বলেছিলাম, তোমাদের কাছে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করব। শোন, এই সূরাটি হল কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ; এই সূত্রে গারীব। আবু হাযিম আশজাজি (র)-এর নাম হল সালমান।

২৯০.১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَوْمُهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ ، فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَقَرَأَ بِهَا ، افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ أُخْرَى مَعَهَا ، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَقْرَأُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ، ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِيكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى ، فَمَاذَا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا ، وَإِمَّا أَنْ تَدْعَهَا وَتَقْرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى ، قَالَ : مَا أَنَا بِتَارِكِهَا ، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَوْمَكُم بِهَا فَعَلْتُ ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرْكْتُمْ وَكَانُوا يَرَوْنَهُ أَفْضَلَهُمْ ، وَكَرِهُوا أَنْ يَوْمَهُمْ غَيْرُهُ . فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ . فَقَالَ : يَا فَلَانُ مَا يَمْنَعُكَ مِمَّا يَأْمُرُ بِهِ أَصْحَابُكَ ، وَمَا يَحْمِلُكَ أَنْ تَقْرَأَ هَذِهِ السُّورَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَابِتٍ . وَرَوَى مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . فَقَالَ : إِنْ حُبَّكَ إِيَّاهَا يَدْخُلَكَ الْجَنَّةُ .

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ سَلِيمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ . حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ فَضَالَةَ بِهَذَا .

২৯০১. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : জনৈক আনসারী কুবা মসজিদের ইমামতি করতেন। তিনি সালাতে যখনই কিরাআত শুরু করতেন তখনই কুল হুওয়াল্লাহ পাঠের মাধ্যমে তা শুরু করতেন। এটি পাঠ করে ফারিগ হওয়ার পর এর সঙ্গে অন্য কোন সূরা মিলাতেন। প্রত্যেক রাকআতেই তিনি এই আচরণ করতেন। অনন্তর তাঁর সঙ্গীরা এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন। বললেন : আপনি এই সূরাটি পড়েন। পড়ে আবার নিজেই ভাবেন যে, এটি আপনার জন্য যথেষ্ট হয়নি। ফলে এর সঙ্গে অন্য সূরাও পাঠ করেন। সুতরাং আপনি এই সূরাটি পড়বেন, নয়ত এটি ছেড়ে অন্য কোন সূরা পড়বেন।

তিনি বললেন : আমি তো এটি ছাড়তে পারব না। যদি তোমরা পছন্দ কর যে, এই নিয়েই আমি তোমাদের ইমামত করি, তবে তা করতে পারি। আর যদি পছন্দ না কর তবে তোমাদের (এই দায়িত্ব) ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু তাঁরা তাঁকেই নিজেদের মধ্যে সর্বোত্তম বলে মনে করেন। আর তিনি ছাড়া অন্য কেউ তাঁদের ইমামত করবে তাও তারা না পছন্দ করেন। পরে যখন নবী ﷺ তাঁদের কাছে এলেন, তখন তাঁরা ব্যাপারটি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। তিনি (তাকে লক্ষ্য করে) বললেন : হে অমুক, তোমার সঙ্গীরা যে বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছে তা পালন করতে তোমাকে কিসে বারণ করছে? আর প্রত্যেক রাকআতে এই সূরা পড়তে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করে?

তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এটি ভালবাসি।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এর প্রতি তোমার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

উবায়দুল্লাহ ইবন ডমর... ছাবিত বুনানী (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়ত হিসাবে এই সনদে হাদীছটি হাসান-গারীব সাহীহ।

মুবারক ইবন ফাযালা (র)... ছাবিত আল বুনানী (র)-এর বরাতে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এই কুল হুওয়াল্লাহ আহাদ সূরাটি পছন্দ করি। তিনি বললেন : এর প্রতি তোমার ভালবাসাটাই তোমাকে জান্নাতে দাখিল করাবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : মু'আযাওওয়াযাতায়ন (সূরা ফালাক ও নাস)

২৯০২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ . أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى آيَاتٍ لَمْ يَرِ مِثْلُهُنَّ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) إِلَى آخِرِ السُّورَةِ ، وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) إِلَى آخِرِ السُّورَةِ ، قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯০২. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... উকবা ইবন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমার উপর এমন কিছু আয়াত নাযিল করেছেন, যেগুলোর মতীয় দেখা যায় না; কুল আউযু বিরাব্বিন নাস সূরার শেষ পর্যন্ত এবং কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক সূরার শেষ পর্যন্ত।

হাদীছটি হাসান সাহীহ।

২৯০৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

২৯০৩. কুতায়বা (র)... উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : প্রত্যেক সালাতের পর মু'আওওয়াযাতায়ন পাঠ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ قَارِئِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ : কুরআন তিলাওয়াতকারীর ফযীলত

২৯০৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهْشَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ

الْكَرَامِ الْبَرَّةِ . وَالَّذِي يَقْرُؤُهُ ، قَالَ هِشَامٌ : وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِ . قَالَ شُعْبَةُ : وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ فَلَهُ أَجْرَانِ .
قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯০৪. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং সে এই বিষয়ে দক্ষ, সে (আখিরাতে) নেককার সম্মানিত লিপিকর ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবে। আর যে ব্যক্তি তা তিলাওয়াত করে, হিশাম বলেন, আর তা তার জন্য কষ্টকর হয়, শু'বা বলেন, সে ব্যক্তির জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯০৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَادَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ ، فَأَحْلَ حَلَالَهُ ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ ادْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَعَهُ فِي عَشْرَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ ، وَحَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ .

২৯০৫. আলী ইবন হুজর (র)... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন পড়েছে এবং তা হিফজ করেছে, এর হালালকে হালাল বলে মেনেছে এবং হারামকে হারাম বলে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তা'আলা এর কারণে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং সে তার পরিবারের এমন দশ জনকে সুপারিশ করতে পারবে যাদের প্রত্যেকের উপর জাহান্নাম অবশ্যপ্তাবী।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের আর কিছু জানা নেই। এর সনদ সাহীহ নয়, হাফস ইবন সুলায়মান হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ : কুরআনের ফযীলত

২৯০৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ حَمْرَةَ الزُّيَّاتِ ، عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ الطَّائِي عَنْ ابْنِ أَخِي الْحَرِثِ الْأَعْمُورِ عَنْ الْحَرِثِ قَالَ : مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الْأَحَادِيثِ ، قَالَ : وَقَدْ فَعَلُوا ؟ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ : إِمَّا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةً ، فَقُلْتُ :

مَا أَخْرَجَ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ نَبَأٌ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرٌ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمٌ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثِيرَةٍ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهُ الْجِنَّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ) مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجَرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعُوذُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ. وَفِي الْحَرْثِ مَقَالٌ.

২৯০৬. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... হারিছ আ'ওয়ার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি একদিন মসজিদে গিয়ে দেখি লোকেরা আলাপ আলোচনায় রত। পরে আলী (রা)-এর নিকট গেলাম। বললাম : হে আমীরুল মু'মিনীন, দেখছেন না লোকেরা নানা কথাবার্তায় মত্ত?

তিনি বললেন : এরা কি তাই করছে? আমি বললাম : হ্যাঁ।

তিনি বলেন : শোন, আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান, অচিরেই ফিতনা ফাসাদ দেখা দিবে।

আমি বললাম : তা থেকে বাঁচার উপায় কি, ইয়া রাসূলুল্লাহ?

তিনি বললেন : আল্লাহর কিতাব। তাতে আছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ এবং পরবর্তীদের খবর। আর তোমাদের জন্য ফায়সালা-বিধান। এ হল (সত্য ও মিথ্যার) পার্থক্যকারী। এ নিরর্থক নয়। যে ব্যক্তি অহংকার বশে তা পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তা'আলা তার গর্দান ভেঙ্গে দিবেন। একে বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি হেদায়াত তালাশ করবে তাকে আল্লাহ তা'আলা গুমরাহ করে দিবেন।

এ হল আল্লাহ তা'আলার সুদৃঢ় রজ্জু। এ হল হিকমত পূর্ণ নসীহত। এই হল সরল সঠিক পথ। এর অনুসরণে মানুষের চিন্তাধারা বক্র হয় না। এতে যবান জড়তার শিকার হয় না। আলিমগণ এর থেকে কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। বার বার পাঠেও তা কখনো পুরনো হয় না। এর বিস্ময়ের অন্ত নেই। এটি ঐ গ্রন্থ যা শোনার পর জিনরা এই কথা না বলে থাকতে পারে নি যে, “আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে। সুতরাং আমরা তাতে ঈমান এনেছি।” (জিন্ন ৭২ : ১-২)

যে ব্যক্তি এর অনুসরণে কথা বলে সে সত্য বলে, যে এতদানুযায়ী আমল করে সে প্রতিদান প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি এতদানুসারে ফায়সালা দেয় সে ইনসাফ-এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে আর যে ব্যক্তি এর দিকে আহ্বান জানায় সে সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়ত পায়।

হে আ'ওয়ার, তোমার প্রতি এই কথাগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর।

হাদীছটি গারীব। হামযা আয-যাইয়াত-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

এর সনদ মাজহুল বা অজ্ঞাত। হারিছের রিওয়ায়াত সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ : কুরআন শিক্ষা দান প্রসঙ্গে

২৯০৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، أَنبَأَنَا شُعْبَةُ . أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : فَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا ، وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ حَتَّى بَلَغَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُونُسَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯০৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... উছমান ইবন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে ব্যক্তি যে কুরআন শিখে এবং তা শিখায়।

আবু আবদুর রহমান (র) বলেন : এই হাদীছটিই আমাকে এই স্থানে বসিয়ে রেখেছে। তিনি উছমান (রা)-এর সময় থেকে নিয়ে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ-এর সময় পর্যন্ত কুরআনের তা'লীম দিয়েছেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯০৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَيْرُكُمْ أَوْ أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

هَكَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَسُفْيَانُ لَا يَذْكُرُ فِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ .

وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ { قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : وَهَكَذَا ذَكَرَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ } عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : وَأَصْحَابُ

سُفْيَانُ لَا يَذْكُرُونَ فِيهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : وَهُوَ أَصَحُّ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ زَادَ شُعْبَةُ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ ، وَكَانَ حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ ، قَالَ
 عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : مَا أَحَدٌ يَعْدِلُ عِنْدِي شُعْبَةَ ، وَإِذَا خَالَفَهُ سُفْيَانُ أَخَذْتُ بِقَوْلِ سُفْيَانَ
 قَالَ أَبُو عِيسَى : سَمِعْتُ أَبَا عَمَّارٍ يَذْكُرُ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ : قَالَ شُعْبَةُ سُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنِّي ، وَمَا حَدَّثَنِي سُفْيَانُ
 عَنْ أَحَدٍ بِشَيْءٍ فَسَأَلْتُهُ إِلَّا وَجَدْتُهُ كَمَا حَدَّثَنِي .
 وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعْدِ .

২৯০৮. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... উছমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে কুরআন শিখে এবং কুরআন শিক্ষা দেয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবদুর রহমান ইবন মাহদী প্রমুখ (র) সুফইয়ান ছাওরী... আলকামা ইবন মারছাদ... আবু আবদুর রহমান... উছমান (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীছটি রিওয়ায়ত করেছেন। সুফইয়ান (র) এই সনদে সা'দ ইবন উবায়দা (র)-এর উল্লেখ করেন নি।

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান (র) এই হাদীছটি সুফইয়ান ও শু'বা... আলকামা ইবন মারছাদ... সা'দ ইবন উবায়দা... আবু আবদুর রহমান... উছমান (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ... সুফইয়ান ও শু'বা-আলকামা ইবন মারছাদ... সা'দ ইবন উবায়দা... আবু আবদুর রহমান... উছমান (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) বলেন : সুফইয়ান (র)-এর শাগরিদ এতে সা'দ ইবন উবায়দা (র)-এর উল্লেখ করেন নি। মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) বলেন এটিই অধিক সাহীহ।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : শু'বা (র) এই হাদীছটির সনদে সা'দ ইবন উবায়দা (র)-এর নাম অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। সুফইয়ান (র)-এর রিওয়ায়তটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র) বলেছেন : আমার কাছে শু'বার সমান কেউ নেই। কিন্তু কোন রিওয়ায়তের ক্ষেত্রে সুফইয়ান (র)-এর সঙ্গে তার মতপার্থক্য হলে আমি সুফইয়ান (র)-এর বক্তব্যকে গ্রহণ করি।

আবু আম্মার (র)-কে ওয়াকী (র)-এর বরাতে বলতে শুনেছি যে, শু'বা (র) বলেছেন : সুফইয়ান আমার চেয়েও বেশি স্মরণ শক্তি সম্পন্ন ও সংরক্ষক। সুফইয়ান কারো বরাতে যখন আমাকে কিছু রিওয়ায়ত করেছেন আমি তখন ঐ ব্যক্তিকেও সেটি জিজ্ঞাসা করে দেখেছি। সুফইয়ান (র) যেমন রিওয়ায়ত করেছেন সে রকমই আমি তা পেয়েছি।

এই বিষয়ে আলী ও সা'দ (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

২৯০৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ

بْنِ أَبِي طَالِبٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .

وَهَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ .

২৯০৯. কুতায়বা (র)... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে কুরআন শিখে এবং তা শিখায়।

আলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়ত হিসাবে আবদুর রহমান ইবন ইসহাক (র)-এর সূত্র ছাড়া এই হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنَ الْقُرْآنِ مَالَهُ مِنَ الْأَجْرِ

অনুচ্ছেদ : যে কুরআনের একটি হরফ পড়বে তার সওয়াব কি হবে?

২৯১০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ . حَدَّثَنَا الضُّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى قَالَ :

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرْظِيَّ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا م حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ .

وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَرَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ بَعْضُهُمْ ، وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ يَقُولُ : بَلَغَنِي أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرْظِيَّ وَلِدَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ يُكْنَى أَبَا حَمَزَةَ .

২৯১০. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করবে তার নেকী হবে। আর নেকী হয় দশ গুণ হিসাবে। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম মিলে একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম আরেকটি হরফ।

হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)-কে বলতে শুনেছি : আমার কাছে তথ্য আছে যে, নবী ﷺ -এর জীবদ্দশাতেই মুহাম্মদ ইবন কা'ব কুরায়ী (র)-এর জন্ম হয়েছে।

এই হাদীছটি অন্যভাবেও ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে। আবুল আহওয়াস (র) এটি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে রিওয়ায়ত করেছেন। ইবন মাসউদ (রা) থেকে কোন কোন রাবী এটি মারফু'রূপে রিওয়ায়ত করেছেন আর কোন কোন রাবী মাওকুফ রূপে রিওয়ায়ত করেছেন।

মুহাম্মদ ইবন কা'ব কুরায়ী (র)-এর কুনিয়াত হল আবু হামযা।

২৯১১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ . حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيَهُمَا ، وَإِنْ الْبِرُّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ .
 قَالَ أَبُو النَّضْرِ : يَعْنِي الْقُرْآنَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَبَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَتَرَكَهُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ .

২৯১১. আহমদ ইবন মানী (র)... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, দু'রাকআত সালাত অপেক্ষা আর কিছুতে আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি অধিক মুতাওজ্জিহ্ হন না। বান্দা যতক্ষণ সালাতে থাকে ততক্ষণ তার মাথার উপর নেকী বর্ষিত হয়। আল্লাহর নিজের থেকে যা বহির্গত সেই বস্তু আবু নযর বলেন, অর্থাৎ কুরআনের মত আর কিছুর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর এত নৈকট্য লাভ করতে পারে না।

হাদীছটি গারীব।

এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। ইবন মুবারক (র) বকর ইবন খুনাযস-এর সমালোচনা করেছেন এবং শেষে তাকে বর্জন করেছেন।

যায়দ ইবন আরতাত... জুবায়র ইবন নুফায়র (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে।

২৯১২- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْمَلَاءِ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّكُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ بِأَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِي الْقُرْآنَ .

২৯১২. ইসহাক ইবন মানসুর (র)... জুবায়র ইবন নুফায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর নিজের থেকে উদ্ভূত যে জিনিস অর্থাৎ কুরআন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন জিনিস নিয়ে তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাৰ্পণ করতে পারবে না।

২৯১৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَأَلْبَيْتِ الْخَرْبِ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯১৩. আহমদ ইবন মানী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার ভিতরে কুরআনের কিছু নেই সে বিরান ঘরের মত।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯১৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَأَبُو نَعِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَقْرَأَ وَارْتَقَى وَرَتَّلَ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا ، فَإِنْ مَنَزَلَتْكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

২৯১৪. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কুরআনের শিক্ষা লাভকারীকে বলা হবে, পড়, আরোহণ কর আর দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে ধীরে পাঠ করতে সেভাবে ধীরে ধীরে পাঠ করে যাও। অতএব যে আয়াতে তোমার পাঠ শেষ হবে সেখানে হবে তোমার মনযিল।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

বুন্দার (র)... আসিম (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৯১৫- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ حَلِّهِ ، فَيَلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ زِدْهُ ، فَيَلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ أَرْضْ عَنْهُ ، فَيَرْضَى عَنْهُ ، فَيُقَالُ لَهُ أَقْرَأَ وَارْتَقَى ، وَتَزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً ،
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ .

২৯১৫. নাসর ইবন আলী জাহযামী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন কুরআন অধিকারী ব্যক্তি এসে বলবে : হে পরওয়ারদিগার অলংকৃত করুন।

তখন তাকে সম্মানের তাজ পরান হবে। সে আবার বলবে : হে পরওয়ারদিগার আরো দিন।

তাকে তখন সম্মানের পোষাক পরানো হবে। সে আবার বলবে : হে পরওয়ারদিগার তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। তখন তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

তখন বলা হবে : পড় আর উপরে আরোহণ করতে থাক। এক একটি আয়াতের বদলায় এক একটি নেকী বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে।

এই হাদীছটি হাসান।

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এটি মারফু'রূপে বর্ণনা করা হয়নি।

আমাদের মতে আবদুস সামাদ... শু'বা (র) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়তটি অধিক সাহীহ।

২৯১৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عُرِضَتْ عَلَى أَجُورِ أُمِّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَعُرِضَتْ عَلَى ذُنُوبِ أُمِّتِي ، فَلَمْ أَرْ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أَوْتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

قَالَ : وَذَاكَرْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَاسْتَفْرَبَهُ . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلَا أَعْرِفُ لِلْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمَاعًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا قَوْلَهُ حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : لَا نَعْرِفُ لِلْمُطَّلِبِ سَمَاعًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَأَنْكَرَ عَلَى بَنِي الْمَدِينَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُطَّلِبُ سَمِعَ مِنْ أَنَسٍ .

২৯১৬. আবদুল ওয়াহহাব ইবন হাকাম ওয়াররাক বাগদাদী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের ছওয়াবসমূহ আমার সামনে পেশ করা হয়। এমনকি মসজিদ থেকে যে খড় খুটাটুকুও যে ব্যক্তি বের করেছে তাও আমার সামনে উপস্থাপিত করা হয়। আমার উম্মতের গুনাহসমূহও আমার সামনে পেশ করা হয়। কুরআনের কোন সূরা বা আয়াত তাকে প্রদান করার পরও যে ব্যক্তি তা ভুলে যায় তদপেক্ষা বড় গুনাহ আর কিছুই আমি দেখিনি।

এই হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের আর কিছু জানা নেই।

মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র)-এর সঙ্গে আমি এ হাদীছটি সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি এটি চিনলেন না এবং এটিকে গারীব বলে মনে করেছেন। মুহাম্মদ বুখারী (র) বলেন, নবী ﷺ -এর সাহাবীদের

কারো নিকট থেকে মুত্তালিব ইবন আবদুল্লাহ ইবন হানতাব সরাসরি কিছু শুনেছেন বলে আমি জানি না। তবে তাঁর নিম্নের এই বক্তব্যটির কথা ভিন্; তিনি বলেন নবী ﷺ -এর খুতবায় যিনি হাযির ছিলেন এমন একজন আমাকে বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন সাহাবী থেকে মুত্তালিব (র) সরাসরি কিছু শুনেছেন বলে আমরা জানি না। আবদুল্লাহ (র) আরো বলেন : আনাস (রা) থেকে মুত্তালিব (র)-এর সরাসরি হাদীছ শ্রবণের বিষয়টি আলী ইবন মাদীনী (র) প্রত্যাখ্যান করেছেন।

২৭১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَاصٍ يَقْرَأُ ، ثُمَّ سَأَلَ فَاسْتَرْجَعَ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَيْسَ سَأَلَ اللَّهَ بِهِ ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ . وَهَذَا خَيْثَمَةُ الْبَصْرِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ جَابِرُ الْجَعْفِيُّ . وَلَيْسَ هُوَ خَيْثَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَخَيْثَمَةُ هَذَا شَيْخٌ بَصْرِيُّ يُكْنَى أَبَا نَصْرٍ قَدْ رَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَحَادِيثَ ، وَقَدْ رَوَى جَابِرُ الْجَعْفِيُّ عَنْ خَيْثَمَةَ هَذَا أَيْضًا أَحَادِيثَ .

২৯১৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... 'ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি এক কুরআন পাঠকারীর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। সে কুরআন পড়ে পড়ে মানুষের কাছে ভিক্ষা করছিল। তা দেখে তিনি ইন্না লিল্লাহ..... পড়লেন। পরে বললেন : আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে সে যেন আল্লাহর কাছেই কেবল যাচাঞা করে। অচিরেই এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআন পড়বে এবং এর ওয়াসীলা দিয়ে মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইবে।

মাহমুদ (র) বলেন : খায়ছামা বাসরী-যার বরাতে জাবির জু'ফী হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন তিনি খায়ছামা ইবন আবদুর রহমান নন।

এই হাদীছটি হাসান, এই খায়ছামা (র) হলেন একজন বাসরী শায়খ। তাঁর কুনিয়াত হল আবু নাসর। তিনি আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে একাধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এই খায়ছামা (র) থেকে জাবির জু'ফীও হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন।

২৭১৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ عَنْ أَبِي الْمُبَارَكِ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا أَمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنْ اسْتَحْلَ مَحَارِمَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنُ سِنَانَ عَنْ أَبِيهِ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَزَادَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ صُهَيْبٍ ، وَلَا يَتَابِعُ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَلَى رِوَايَتِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَأَبُو الْمُبَارَكِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ ، وَقَدْ خُولِفَ وَكُيِّعَ فِي رِوَايَتِهِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَبُو فَرُوءَةَ : يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ الرَّهَافِيُّ لَيْسَ بِحَدِيثِهِ بِأَسْ أَلَا رِوَايَةَ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَرَوِي عَنْهُ مَنَاقِيرَ .

২৯১৮. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ওয়াসিতী (র)... সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআনে উদ্ধৃত হারাম কাজকে হালাল মনে করে সে কুরআনের উপর ঈমান আনেনি।

মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন সিনান (র) তাঁর পিতা সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এই সনদে তিনি মুজাহিদ-সাদিদ ইবন মুসায়্যাব (র)-এর উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ (র)-এর রিওয়ায়তের সমর্থক কোন রিওয়ায়ত নেই। ইনি যঈফ। আবুল মুবারক (র) হলেন অজ্ঞাত।

এই হাদীছটির সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। ওয়াকী'-এর রিওয়ায়তের বিরোধিতা রয়েছে।

মুহাম্মাদ বুখারী (র) বলেন : আবু ফারওয়া ইয়াযীদ ইবন সিনান রাহাবী-এর হাদীছ বর্ণনায় কোন অসুবিধা নেই। তবে তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ তার বরাতে যে রিওয়ায়ত করেছেন সেগুলোর কথা ভিন্ন। কেননা তিনি তার বরাতে বহু মুনকার বিষয় রিওয়ায়ত করেছেন।

২৭১৭- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ ، كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ ، كَالْمُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الَّذِي يُسِرُّ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَجْهَرُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، لِأَنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ أَفْضَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لِكَيْ يَأْمَنَ الرَّجُلُ مِنَ الْعُجْبِ ، لِأَنَّ الَّذِي يُسِرُّ الْعَمَلَ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ الْعُجْبُ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَلَانِيَةِ .

২৯১৯. হাসান ইবন আরাফা (র)... উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, প্রকাশ্যে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে সাদাকা প্রদানকারীর মত। আর গোপনে কুরআন পাঠকারী গোপনে সাদাকা প্রদানকারীর মত।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

হাদীছটির মর্ম হল, প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াতকারী অপেক্ষা গোপনে কুরআন তিলাওয়াতকারী উত্তম। কেননা আলিমগণের মতে প্রকাশ্যে সাদাকা প্রদান অপেক্ষা গোপনে সাদাকা করা উত্তম।

আলিমগণের মতে এর হিকমত হল, পাঠক যেন অহংকার থেকে বেঁচে থাকে সে জন্য এই কথা বলা হয়েছে। কেননা প্রকাশ্যে আমলকারীর ক্ষেত্রে অহংকারের যতটা আশংকা থাকে গোপনে আমলকারীর ক্ষেত্রে ততটা আশংকা থাকে না।

২৭২- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ

لَا يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَقْرَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو لُبَابَةَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ قَدْ رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ غَيْرَ حَدِيثٍ ،

وَيُقَالُ اسْمُهُ مَرْوَانُ ، أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي كِتَابِ التَّارِيخِ .

২৯২০. সালিহ ইবন আবদুল্লাহ (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা বানু ইসরাঈল এবং যুমার তিলাওয়াত না করা পর্যন্ত নবী ﷺ ঘুমাতে না।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

আবু লুবাবা (র) হলেন বাসরাবাসী শায়খ। তাঁর বরাতে হাম্মাদ ইবন যায়দ (র) একাধিক হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন। কথিত আছে, তাঁর নাম হল মারওয়ান।

মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল (র) উক্ত বিষয়টি তাঁর কিতাবুত তারীখে বর্ণনা করেছেন।

২৭২১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

أَبِي بِلَالٍ عَنْ عَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ وَيَقُولُ : إِنَّ فِيْهِنَّ آيَةً خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

২৯২১. আলী ইবন হুজর (র)... ইরবায় ইবন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নিদ্রাগমনের পূর্বে মুসাব্বিহাত^১ সূরাসমূহ পাঠ করতেন। এগুলোর মাঝে এমন একটি আয়াত আছে, যে আয়াতটি এক হাজার আয়াত অপেক্ষা উত্তম।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

২৭২২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو الْعَلَاءِ الْخَفَّافُ .

حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : أَعُوْذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ وَكُلَّ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمَسِيَ ، وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمَسِي كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

১. সাতটি সূরা, সুবহানাল্লাহী, হাদীদ, হাশর, সাফফ, জুমুআ তাগাবুন, আ'লা।

২৯২২. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... মা'কিল ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে তিনবার পাঠ করবে : **أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ**

এরপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেন। যাঁরা বিকাল পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকেন। এই দিন যদি সে মারা যায় তবে তার শহীদী মৃত্যু হয়। আর যদি বিকালে পাঠ করে তবুও ঐ ফযীলতই হবে।

بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর কিরাআত কেমন ছিল?

২৯২৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلُوكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَلَاتِهِ ؟ فَقَالَتْ : مَا لَكُمْ وَصَلَاتِهِ ؟ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدَرَ مَا صَلَّي ، ثُمَّ يُصَلِّي قَدَرَ مَا نَامَ ، ثُمَّ يَنَامُ قَدَرَ مَا صَلَّي حَتَّى يُصْبِحَ ، ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ ، فَإِذَا هِيَ تَنَعَّتْ قِرَاءَةً مُفَسِّرَةً حَرْفًا حَرْفًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلُوكٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ ، وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَصَحُّ .

২৯২৩. কুতায়বা (র)... ইয়া'লা ইবন মামলাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রা)-কে নবী ﷺ -এর (রাতের) সালাত ও কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বললেন, তাঁর সালাত জেনে তোমরা কি করবে : তিনি সালাত আদায় করতেন পরে যতক্ষণ সালাতে থাকতেন সেই পরিমাণ সময় ঘুমাতে। এরপর ঘুমে থাকা সময় পরিমাণ সালাত আদায় করতেন। এরপর পুনরায় যে পরিমাণ সময় সালাতে ব্যয় করতেন সেই পরিমাণ সময়ই তিনি ঘুমাতে, যতক্ষণ না সকাল হতো। তারপর উম্মু সালামা (রা) তাঁর কিরাআতের বিবরণ দিলেন এবং বললেন যে, তাঁর কিরাআত ছিল পরিষ্কার, এক এক অক্ষর সুস্পষ্ট।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। লায়ছ ইবন সা'দ-ইবন আবু মুলায়কা-ইয়া'লা ইবন মামলাক... উম্মু সালামা (রা) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

ইবন জুরায়জ (র) এই হাদীছটিকে ইবন আবু মুলায়কা-উম্মু সালামা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ তাঁর কিরাআত পাঠ করতেন বিচ্ছিন্ন (প্রত্যেক হরফ আলাদা আলাদা) করে। লায়ছ (র)-এর রিওয়ায়তটি (২৯২৩) অধিক সাহীহ।

২৭২৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ هُوَ رَجُلٌ بَصْرِيُّ قَالَ :
 سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وَتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ كَانَ يُوتَرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ ؟ فَقَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ
 كَانَ يَصْنَعُ ، رَبُّمَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَرَبُّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ . فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً ،
 فَقُلْتُ : كَيْفَ كَانَتْ قِرَاعَتُهُ ؟ إِنْ كَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاعَةِ أَمْ يَجْهَرُ ؟ قَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ، قَدْ كَانَ رَبُّمَا أَسْرَ
 وَرَبُّمَا جَهَرَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً ، قُلْتُ : فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ ؟ إِنْ كَانَ
 يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ، أَوْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟ قَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ، فَرَبُّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ ، وَرَبُّمَا
 تَوَضَّأَ فَنَامَ ، قُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

২৯২৪. কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবন আবু কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তিনি কেমন করে বিতরের সালাত আদায় করতেন? রাতের প্রথম ভাগে আদায় করতেন না শেষ ভাগে?

তিনি বললেন, সব রকমেই তিনি তা করতেন। কখনও রাতের প্রথম ভাগে বিতর পড়ে নিতেন, আবার কখনও রাতের শেষ ভাগে।

আমি বললাম : আল্লাহর শোকর যে, তিনি এ ব্যাপারে সুযোগ রেখেছেন।

আমি, বললাম : তাঁর কিরাআত কেমন ছিল। তিনি তা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতেন না চুপি চুপি পাঠ করতেন। তিনি বললেন, সব রকমেই তিনি করতেন। কোন কোন সময় চুপি চুপি পাঠ করতেন আবার কোন কোন সময় উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতেন।

আমি বললাম : আল্লাহর শোকর যে, তিনি এ ব্যাপারে অবকাশ রেখেছেন।

আমি বললাম : জানাবাতের গোসলের ক্ষেত্রে কেমন করতেন? তিনি নিদ্রাগমনের পূর্বেই এই গোসল করে নিতেন, না গোসল না করেই ঘুমাতেন?

তিনি বললেন : সব রকমেই তিনি করতেন। কোন কোন সময় গোসল করে ঘুমিয়েছেন আবার অনেক সময় কেবল উয়ু করেই ঘুমিয়েছেন।

আমি বললাম : আল্লাহর শোকর যে, তিনি এ ব্যাপারে অবকাশ রেখেছেন।

হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

২৭২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ
 عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْرِضُ نَفْسَهُ بِالْمَوْتَبِ ، فَقَالَ : أَلَا رَجُلٌ

يَحْمِلْنِي إِلَى قَوْمِهِ ؟ فَإِنْ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبْلَغَ كَلَامَ رَبِّي .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

২৯২৫. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : নবী ﷺ (হিজরতের পূর্বে) নিজেকে হজ্জের মওসুমে বিভিন্ন গোত্রের কাছে পেশ করে বলতেন : এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে আমাকে তার সম্প্রদায়ে নিয়ে যাবে? কেননা কুরায়শরা তো আমার রবের কালাম ও পয়গাম পৌছাতে আমাকে বাধা দিচ্ছে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

২৯২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبْدِ الْعَبْدِيِّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذَكَرَنِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أَعْطَى السَّائِلِينَ ، وَفَضَّلُ كَلَامَ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضَّلِ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

২৯২৬. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান ও বরকমতময় রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, কুরআন নিয়ে ব্যস্ততা যাকে আমার যিকর এবং আমার কাছে প্রার্থনা করা থেকে বিরত রাখে আমি তাকে (প্রার্থনাকারীদেরকে) যা দিয়ে থাকি তদপেক্ষা উত্তম প্রতিদান দিব। সব কালামের উপর আল্লাহর কালামের মর্যাদা সেরূপ যেরূপ সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহর মর্যাদা বিদ্যমান।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

أَبُو الْقَرَاءَاتِ অধ্যায় : ক্বিরাআত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْقِرَاءَاتِ

অধ্যায় : ক্বিরাআত

بَابُ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ : সূরা ফাতিহা

২৯২৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ . عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ قِرَاعَتَهُ يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، ثُمَّ يَقِفُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ، ثُمَّ يَقِفُ ، وَكَانَ يَقْرَأُهَا مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَبِهِ يَقُولُ أَبُو عُبَيْدٍ وَيَخْتَارُهُ ، هَكَذَا رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَصَحُّ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ : وَكَانَ يَقْرَأُ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ .

২৯২৭. আলী ইবন হুজর (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলাদা আলাদা করে কেটে কেটে ক্বিরাআত করতেন। তিনি পড়তেন, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। এরপর থামতেন। আররাহমানির রাহীম এরপরে থামতেন। তারপর তিনি পড়তেন মালিক.... ইয়াওমিদ্দীন।

হাদীছটি গারীব।

আবু উবায়দ (র)-ও এই ক্বিরাআত করতেন এবং এটিকেই তিনি গ্রহণ করেছেন।

ইয়াহইয়া ইবন সাদ্দ উমাবী প্রমুখ (র)-ও ইবন জুরায়জ... ইবন আবী মুলায়কা... উম্মু সালামা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। কিন্তু এর সনদটি মুত্তাসিল নয়। কেননা, লায়ছ ইবন সাদ (রা)-ও এই হাদীছটি ইবন আবী মুলায়কা... ইয়া'লা ইবন মামলাক... উম্মু সালামা (রা) থেকে রিওয়ায়ত করেছেন যে, তিনি নবী ﷺ -এর ক্বিরাআত হরফে হরফে আলাদা আলাদা ছিল বলে বিবরণ দিয়েছেন।

লায়ছ (র) বর্ণিত হাদীছটি অধিক সাহীহ। লায়ছ-এর রিওয়াযতে “তারপর তিনি **مَلِك** -এর স্থলে পড়তেন : **مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ** :

২৯২৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ . حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرَاهُ قَالَ : وَعُثْمَانَ كَانُوا يَقْرَعُونَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَذَا الشَّيْخِ أَيُّوبَ بْنِ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيِّ .

وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَقْرَعُونَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَقْرَعُونَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ .

২৯২৮. আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন আবান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ আবু বকর, উমর (আমার ধারণা মতে তিনি উছমান (রা)-এর কথাও বলেছেন) সবাই পাঠ করতেন : **مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ** :

২৯২৯- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ) .

حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَأَبُو عَلِيٍّ بْنُ يَزِيدَ هُوَ أَخُو يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : تَفَرَّدَ ابْنُ الْمُبَارَكِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، وَهَكَذَا قَرَأَ أَبُو عُبَيْدٍ (وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ) اتِّبَاعاً لِهَذَا الْحَدِيثِ .

২৯২৯. আবু কুরায়ব (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ পাঠ করেছেন :

(أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ)

সুওয়াযদ ইবন নাসর (র)... ইউনুস ইবন ইয়াযীদ (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

আবু আলী ইবন ইয়াযীদ (র) হলেন ইউনুস ইবন ইয়াযীদ (র)-এর ভাই। হাদীছটি হাসান-গারীব। মুহাম্মদ বুখারী (র) বলেন, ইউনুস ইবন ইয়াযীদ (র) সূত্রে এই হাদীছটির রিওয়াযতের ক্ষেত্রে ইবন মুবারক (র) একা।

ইমাম আবু উবায়দ (র) এই হাদীছটির অনুসরণে উক্তরূপ পাঠ গ্রহণ করেছেন।

২৯৩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا رِشْدَيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ بْنِ أَنْعَمَ عَنْ عُثْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنَمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : (هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبُّكَ) قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَأَنْعَرِفَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رِشْدَيْنٍ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ ، وَرِشْدَيْنُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ بْنِ أَنْعَمَ الْأَفْرِيقِيُّ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ .

২৯৩০. আবু কুরায়ব (র)-মুআয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ পাঠ করেছেন :

(هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبُّكَ)

হাদীছটি গারীব। রিশদীন ইবন সা'দ (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। সনদটি শক্তিশালী নয়। রিশদীন ইবন সা'দ এবং আবদুর রহমান ইবন যিয়াদ ইবন আনআম আফরীকী হাদীছ রিওয়ায়তের ক্ষেত্রে যঈফ।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ هُودٍ

অনুচ্ছেদ : সূরা হুদ

২৯৩১- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ . حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرؤها (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ) . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ نَحْوُ هَذَا وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ : أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدٍ هِيَ أُمُّ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : كِلَا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدِي وَاحِدٌ ، وَقَدْ رَوَى شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ غَيْرَ حَدِيثٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ ، وَهِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدٍ ، وَقَدْ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا .

২৯৩১. হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ আল-বাসরী (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পাঠ

করতেন : (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ)

একাধিক রাবী এই হাদীছটিকে ছাবিত বুনানী (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শাহর ইবন হাওশাব... আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা.) সূত্রেও হাদীছটি বর্ণিত আছে। আবদ ইবন হুমাযদ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা) হলেন উম্মু সালামা আল-আনসারিয়া (রা.)।

উক্ত হাদীছ দুটো আমার মতে একই। শাহর ইবন হাওশাব (র.) উম্মু সালামা আনসারিয়া (রা.) সূত্রে

একাধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইনিই হলেন আসমা বিনত ইয়াযীদ। আইশা (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

২৯৩২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ وَحَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَا : حَدَّثَنَا هُرُونُ النَّحْوِيُّ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ) .

২৯৩২. ইয়াহইয়া ইবন মুসা (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করেছেন :

(إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ)

بَابُ وَمَنْ سُورَةِ الْكَهْفِ

অনুচ্ছেদ : সূরা কাহফ

২৯৩৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ بَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ خَالِدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارِيَةِ الْعَبْدِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (قَدْ بَلَغْتُ مِنْ لَدُنِّي عَذْرًا) مُثْقَلَةً .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , وَأُمِّيَّةُ بْنُ خَالِدٍ ثِقَةٌ , وَأَبُو الْجَارِيَةِ الْعَبْدِيُّ شَيْخٌ مَجْهُولٌ لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ وَلَا يُعْرَفُ اسْمُهُ .

২৯৩৩. আবু বকর ইবন নাফি বাসরী (র)... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পাঠ করেছেন : (قَدْ بَلَغْتُ مِنْ لَدُنِّي عَذْرًا)

অর্থাৎ-এর ন অক্ষরটি তাশদীদ যুক্ত করে।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। উমায়্যা ইবন খালিদ নির্ভরযোগ্য। আবুল জারিয়া আবদী অজ্ঞাত। তাঁর নাম আমাদের জানা নেই।

২৯৩৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ مُصَدِّعِ أَبِي يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (فِي عَيْنِ حَمِيَّةٍ) .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , وَالصُّحَيْحُ مَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قِرَاءَتُهُ . وَيُرْوَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ اخْتَلَفَا فِي قِرَاءَةِ هَذِهِ الْآيَةِ وَارْتَفَعَا إِلَى كَعْبِ الْأَحْبَارِ فِي ذَلِكَ , فَلَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَاسْتَفْنَى بِرِوَايَتِهِ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى كَعْبٍ .

২৯৩৪. ইয়াহুইয়া ইবন মূসা (র)... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পাঠ করেছেন : (فِي عَيْنِ حَمَّةٍ)

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। ইবন আব্বাস (রা) থেকে তাঁর পাঠ সম্পর্কে যে রিওয়ায়তটি আছে তা সাহীহ। বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতের কিরাআতে ইবন আব্বাস এবং আমার ইবনুল আস (রা)-এর মাঝে মতপার্থক্য হয়। তখন উভয়ই এই বিষয়টি কা'ব আহবার (রা)-এর নিকট উত্থাপন করেন। এই বিষয়ে যদি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট নবী ﷺ থেকে বর্ণিত কোন রিওয়ায়ত থাকত তবে তিনি সেটিকেই যথেষ্ট মনে করতেন। কা'ব (রা)-এর মুখাপেক্ষী হতেন না।

بَابُ وَمَنْ سُورَةِ الرُّومِ

অনুচ্ছেদ : সূরা রুম

২৯৩৫- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ ظَهَرَتْ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ، فَنَزَلَتْ (الْمُ غَلَبَتِ الرُّومُ) إِلَى قَوْلِهِ : (يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ) قَالَ : يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
 وَيَقْرَأُ غَلَبَتْ وَغَلَبَتْ يَقُولُ : كَانَتْ غَلَبَتْ ثُمَّ غَلَبَتْ ، هَكَذَا قَرَأَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ غَلَبَتْ .

২৯৩৫. নাসর ইবন আলী আল-জাহযামী (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বদর যুদ্ধের দিন রোমকরা পারস্যের উপর বিজয় লাভ করে। মু'মিনদের তাতে আনন্দ হয়। এই প্রসঙ্গে (পূর্বে) নাযিল হয়েছিল : (يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ)

আলিফ-লাম-মীম রোমকরা পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী অঞ্চলেও কিন্তু তারা এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে। কয়েক বছরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সব সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। আর সেই দিন মু'মিনগণও হর্ষোৎফুল্ল হবে (সূরা রুম ৩০ : ১-৫)। পারস্যের উপর রোমকদের বিজয়ে মু'মিনরা আনন্দিত হয়। হাদীছটি এই সূত্রে হাসান গারীব। উভয় রূপেই পঠিত আছে। তিনি বলেন : এরা غَلَبَتْ (পরাজিত) ছিল পরে غَلَبَتْ (বিজয়ী) হয়। নাসর ইবন আলী (র)-ও এইরূপ ভাবে غَلَبَتْ পাঠ করেছেন।

২৯৩৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرٍ النَّخَوِيُّ عَنْ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ) فَقَالَ : مِنْ ضَعْفٍ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ .

২৯৩৬. মুহাম্মদ ইবন হুমায়দ আর-রাযী (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর সামনে পাঠ করেছিলেন : (خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ)

নবীজী বললেন : مِنْ ضَعْفٍ

আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ফুযায়ল ইবন মারযুক (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব। ফুযায়ল ইবন মারযুক... আতিয়া... ইবন উমর (রা) নবী ﷺ সনদ ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الْقَمَرِ

অনুচ্ছেদ : সূরা কামার

২৯২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ : (فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ) . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৩৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করতেন : (فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ) হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ

অনুচ্ছেদ : সূরা ওয়াকি‘আ

২৯২৮- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصُّوْفِيُّ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَيْعِيُّ عَنْ هُرُونَ الْأَعْوَرِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ : (فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ) . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هُرُونَ الْأَعْوَرِ .

২৯৩৮. বিশর ইবন হিলাল আস-সাওওয়াফ বাসরী (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পাঠ করতেন : (فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ) .

হাদীছটি হাসান-গারীব। হারুন আল-আওয়ার (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : সূরা লায়ল

২৯৩৯- حَدَّثَنَا هُنَادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : قَدِمْنَا الشَّامَ فَأَتَانَا أَبُو

الدُّرْدَاءُ فَقَالَ : أَفِيكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَأَشَارُوا إِلَيَّ ، فَقُلْتُ : نَعَمْ أَنَا ، قَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ : (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) قَالَ : قُلْتُ سَمِعْتُهُ يَقْرُؤُهَا : (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالذِّكْرِ وَالْأُنْثَى) فَقَالَ أَبُو الدُّرْدَاءِ : وَأَنَا وَاللَّهِ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرُؤُهَا ، وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَنِي أَنْ أَقْرَأَهَا (وَمَا خَلَقَ) فَلَا أَتَابِعُهُمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهَكَذَا قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذِّكْرِ وَالْأُنْثَى) .

২৯৩৯. হান্নাদ (র)... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা শামে গিয়েছিলাম। তখন আবু দারদা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ)-এর কিরাআত অনুসারে পাঠ করতে পারে তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি? লোকে আমার দিকে ইঙ্গিত করল। আমি বললাম : হ্যাঁ।

তিনি বললেন : আবদুল্লাহকে (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالذِّكْرِ وَالْأُنْثَى) আয়াতটি কিভাবে পাঠ করতে শুনেছ?

আমি বললাম : তাঁকে পাঠ করতে শুনেছি যে, (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى)

আবু দারদা (রা) বললেন : আল্লাহর কসম, আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এইভাবেই পাঠ করতে শুনেছি। এরা (এখানকার ক্বারীরা) চায় আমিও পড়ি وَمَا خَلَقَ। কিন্তু আমি এদের অনুসরণ করব না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর পাঠও এই ছিল যে :

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذِّكْرِ وَالْأُنْثَى

بَابُ وَمَنْ سُورَةِ الذَّارِيَاتِ

অনুচ্ছেদ : সূরা যারিয়াত

২৯৪০- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِنِّي أَنَا الرِّزَاقُ نُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৪০. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পড়িয়েছেন : (إِنِّي أَنَا الرِّزَاقُ نُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ وَمَنْ سُورَةِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ : সূরা হাজ্জ

২৯৪১- حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَ الْقُضْلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ عَنْ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ : (وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى) قَالَ أَبُو عِيسَى " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَلَا يَعْرِفُ لِقَتَادَةَ سَمَاعًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ أَنَسٍ وَابْنِ الطُّفَيْلِ وَهُوَ عِنْدِي حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ إِنَّمَا يُرَوَّى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ فَقَرَأَ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ) الْحَدِيثُ بِطَوْلِهِ . وَحَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عِنْدِي مُخْتَصَرٌ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ .

২৯৪১. আবু যুরআ, ফায়ল ইবন আবী তালিব প্রমুখ (র)... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত।

নবী ﷺ পাঠ করেছেন : (وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى)

হাদীছটি হাসান।

আনাস এবং আবুত তুফায়ল (রা) ব্যতীত আর কোন সাহাবী (রা) থেকে কাতাদা সরাসরি হাদীছ শুনেছেন বলে আমরা জানি না।

আমার মতে এই রিওয়ায়তটি সংক্ষিপ্ত। কাতাদা-হাসান-ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি পাঠ করলেন : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ)

এরপর তিনি দীর্ঘ হাদীছটির উল্লেখ করেন। আমার মতে হাকাম ইবন আবদিল মালিক (র)-এর রিওয়ায়তটি (২৯৪১ নং) এই হাদীছটির তুলনায় সংক্ষিপ্ত।

২৯৪২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : أَنبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَوْ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِيَ ، فَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَقَحُّبًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النُّعْمِ مِنْ عَقْلِهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৪২. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কতই না মন্দ তোমাদের জন্য এই কথা বলা : অমুক আয়াতটি আমি ভুলে গিয়ে বরং তোমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কুরআন স্মরণ রাখতে নিয়মিত প্রয়াস চালিয়ে যাও। কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ। পশু যেমন বন্ধন থেকে পালায় মানুষের হৃদয় থেকে কুরআন করীম তদপেক্ষা অধিক হারিয়ে যায়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ

বাংলা হাদিস

بَابُ مَا جَاءَ أَنْزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ

অনুচ্ছেদ : কুরআন নাযিল হয়েছে সাত হরফে

২৯৪৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: يَا جِبْرِيلُ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ: مِنْهُمْ الْعَجُوزُ، وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْفَلَّامُ، وَالْجَارِيَّةُ، وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا قَطُّ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَأَمِّ أَيُّوبَ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي أَيُّوبَ وَسَمُرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي جُهَيْمٍ بِنِ الْحَرِثِ بِنِ الصِّمَّةِ وَعَمْرٍو بِنِ الْعَاصِ وَأَبِي بَكْرَةَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ.

২৯৪৩. আহমদ ইবন মানী (র) উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে জিবরীল (আ)-এর সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁকে বললেন, হে জিবরীল, আমি তো এক উম্মী-উম্মতের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। এদের মধ্যে আছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা এবং এমন অনেক ব্যক্তি যারা কখনও কোন কিতাব পাঠ করেনি। তিনি বললেন : হে মুহাম্মদ, কুরআন সাত হরফে নাযিল হয়েছে।

এই বিষয়ে উমর, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, আবু হুরায়রা, আবু আয্যুব আনসারী (রা)-এর স্ত্রী উম্মু আয্যুব, সামুরা, ইবন আব্বাস, আবু জুহায়ম ইবনিল হারিছ ইবন সিম্মা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে অন্যভাবেও বর্ণিত আছে।

২৯৪৪- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَارِي، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: مَرَرْتُ بِهَيْشَامِ بْنِ حَكِيمٍ بِنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَكِدْتُ أَسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَنَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ لَبِيتُهُ بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرُؤُهَا، فَقَالَ: أَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ وَاللَّهِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَهُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي تَقْرُؤُهَا، فَانْطَلَقْتُ أَقُوْدُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ

لَمْ تُقَرِّئْهَا ، وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَرْسَلَهُ يَا عُمَرُ أَقْرَأُ يَا هِشَامُ ، فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هَكَذَا أَنْزَلْتُ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَقْرَأُ يَا عُمَرُ ، فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ .

২৯৪৪. হাসান ইবন আলী খাল্লাল প্রমুখ (র)... উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় আমি একবার হিশাম ইবন হাকীম ইবন হিয়াম-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তখন (সালাতে) সূরা আল-ফুরকান পড়ছিলেন। আমি তাঁর কিরাআত শুনলাম। কিন্তু তিনি এমন অনেক হরফ তাতে উচ্চারণ করছিলেন যা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়ান নি।

আমি সালাতের মাঝেই তাঁকে প্রায় হামলা করে বসছিলাম। যা হোক, আমি অপেক্ষা করলাম যে পর্যন্ত না তিনি সালাম ফিরালেন। তিনি যখন সালাম ফিরালেন আমি তাঁর ঘাড়ের আমার চাদর পেঁচিয়ে ধরলাম। বললাম : তোমাকে এখন যে সূরা পড়তে শুনলাম তা কে তোমাকে শিখিয়েছে? তিনি বললেন : আমাকে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই পড়িয়েছেন।

আমি বললাম : আল্লাহর কসম, তুমি মিথ্যা বলছ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তো আমাকেও এই সূরা পড়িয়েছেন, যে সূরাটি তুমি পড়েছ। আমি তাকে টানতে টানতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলাম বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমি একে এমন কিছু শব্দে সূরা আল-ফুরকান পড়তে শুনেছি যেভাবে আপনি আমাকে পড়ান নি। আপনিই তো আমাকে সূরা আল-ফুরকান শিখিয়েছেন।

নবী ﷺ বললেন : উমর, একে ছেড়ে দাও। হে হিশাম, তুমি পড়।

তিনি সেভাবেই তা পড়লেন, যেভাবে আমি তাকে পড়তে শুনেছিলাম। নবী ﷺ বললেন : এভাবেই তা নাযিল হয়েছে। এরপর তিনি আমাকে বললেন : উমর, তুমি পড়। আমি সেভাবেই তা পড়লাম যেভাবে নবী ﷺ আমাকে তা শিখিয়েছিলেন। তিনি বললেন : এভাবেই তা নাযিল হয়েছে।

এরপর নবী ﷺ বললেন : এই কুরআন তো সাত হরফে নাযিল হয়েছে। সুতরাং যেভাবে তোমাদের জন্য সহজ হয় সেভাবে তোমরা তা থেকে পাঠ করো।

হাদীছটি সাহীহ

মালিক ইবন আনাস (র) এটিকে যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। তবে তিনি এর সনদে মিসওয়ার ইবন মাখরামা (র)-এর উল্লেখ করেন নি।

২৯৪৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ نَفَسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ يَسِرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِرْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا قَعَدَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يَسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ . وَرَوَى اسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ .

২৯৪৫. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের দুনিয়ার কোন পেরেশানী দূর করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনে তার কোন পেরেশানী দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন দোষ গোপন করবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র জনের কষ্ট লাঘব করবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার কষ্ট লাঘব করবেন। আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ তাঁর বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে। যে ব্যক্তি ইলম-তালাশে পথ চলবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন। যখন কোন সম্প্রদায় মসজিদে বসে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পর পাঠ করে তখন তাদের উপর সাকীনা (প্রশান্তি) নাযিল হয়, রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে দেয় এবং ফিরিশ্তারা তাদের বেষ্টন করে রাখেন। আমল যাকে পিছিয়ে নেয় বংশ (মর্যাদা) তাঁকে এগিয়ে নিতে পারবে না।

একাধিক রাবী আমাশ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। আসবাত ইবন মুহাম্মদ (র.) আ'মাশ (র) থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, আ'মাশ বলেন : আমাকে আবু সালিহ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে...। এরপর তিনি ঐ হাদীছটির কতকাংশ রিওয়ায়ত করেন।

২৯৪৬- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَمْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : أُخْتِمُهُ فِي شَهْرٍ . قُلْتُ : إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : أُخْتِمُهُ فِي عِشْرَيْنَ . قُلْتُ : إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ أُخْتِمُهُ فِي خَمْسَةِ عَشَرَ . قُلْتُ : إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : أُخْتِمُهُ فِي عَشْرِ . قُلْتُ : إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : أُخْتِمُهُ فِي خَمْسٍ . قُلْتُ : إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : فَمَا رَخَّصَ لِي .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، يُسْتَفَرَّبُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ . وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ . قَالَ اسْحُقْ بَنُ إِبْرَاهِيمَ : وَلَا نُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ ، وَلَمْ يَقْرَأِ الْقُرْآنَ لِهَذَا الْحَدِيثِ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنُ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ يُوتَرُّ بِهَا . وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ فِي الْكُعْبَةِ ، وَالتَّرْتِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ أَحَبُّ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ .

২৯৪৬. উবায়দ ইবন আসবাত ইবন মুহাম্মাদ কুরাশী (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কতদিনে আমি কুরআন পাঠ করব? তিনি বললেন : মাসে একবার খতম করবে। আমি বললাম : আমি তো এর চেয়েও বেশি পড়তে সক্ষম।

তিনি বললেন : বিশদিনে একবার খতম করবে।

আমি বললাম : আমি এর চেয়েও বেশি পড়তে সক্ষম।

তিনি বললেন : পনের দিনে একবার খতম করবে।

আমি বললাম : আমি এর চেয়েও বেশি পড়তে সক্ষম।

তিনি বললেন : দশদিনে একবার খতম দিবে।

আমি বললাম : আমি এর চেয়েও বেশি পড়তে সক্ষম।

তিনি বললেন : তবে পাঁচ দিনে একবার খতম দাও।

আমি বললাম : আমি এর চেয়েও বেশি পড়তে সক্ষম।

কিন্তু তিনি আমাকে আর অবকাশ দিলেন না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। আবু বুরদা... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-এর রিওয়ায়ত অনুসারে একে গারীব বলে গণ্য করা হয়। এই হাদীছটি আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এও বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করে, সে বুঝে করে না।

আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন : কুরআন চল্লিশ দিনে এক খতম করবে।

ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) বলেন, এই হাদীছটির কারণে আমরা পছন্দ করি না যে, চল্লিশ দিন অতিবাহিত হবে অথচ সে কুরআন শরীফ এক খতম করবে না।

কোন কোন আলিম নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীছের উপর ভিত্তি করে বলেন যে, তিন দিনের কমে কুরআন খতম করবে না। আর কোন কোন আলিম এর অনুমতি দিয়েছেন। উছমান ইবন আফ্ফান (রা)

থেকে বর্ণিত আছে যে, বিতরের শেষ রাকাতাতে পুরো কুরআন খতম করতেন। সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কা'বা শরীফে এক রাকাতাতে তিনি কুরআন করীমের এক খতম দিয়েছিলেন।

আলিমগণের নিকট তারতীল অর্থাৎ ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে কুরআন পাঠ করা অধিক পছন্দনীয়।

২৯৪৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النُّضَيْرِ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ هُوَ ابْنُ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : أَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ .

২৯৪৭. আবু বকর ইবন আবু নাযর বাগদাদী (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন : চল্লিশ দিনে কুরআন খতম করবে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

কোন কোন রাবী মা'মার-সিমাক ইবন ফাযল... ওয়াহব ইবন মুনাবিহ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-কে চল্লিশ দিনে কুরআন খতম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২৯৪৮- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ الرَّبِيعِ . حَدَّثَنَا صَالِحُ الْمُرِّيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الْحَالُ الْمُتَحَلٍّ . قَالَ : وَمَا الْحَالُ الْمُتَحَلٍّ ؟ قَالَ : الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ كُلَّمَا حَلَّ أُرْتَحَلَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا صَالِحُ الْمُرِّيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ الرَّبِيعِ .

২৯৪৮. নাসর ইবন আলী আল জাহযামী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কি?

তিনি বললেন : কুরআন শুরু থেকে পড়ে খতম করার পর আবার শুরু থেকে পাঠ আরম্ভ করা।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া ইবন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়ত সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... যুরারা ইবন আওফা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই সনদে ইবন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ নেই। নাসর ইবন আলী (র)-হায়ছাম ইবনে রাবী (র) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়তটি থেকে (২৯৪৮) এটি আমার মতে অধিক সাহীহ।

২৯৪৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا النُّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

২৯৪৯. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করে সে তা বুঝবে না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ

মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... শু'বা (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

كِتَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

অধ্যায় : কুরআন তাফসীর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

অধ্যায় : কুরআন তাফসীর

بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ

অনুচ্ছেদ : নিজের মত অনুসারে কুরআন তাফসীর করা

২৯০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَّبِعْهُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯০. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া কুরআন সম্পর্কে কথা বলবে সে যেন জাহান্নামে তার আবাস বানিয়ে নেয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ

২৯১- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ

بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ ، فَمَنْ كَذَبَ

عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعْهُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعْهُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

২৯৫১. সুফইয়ান ইবন ওয়াকী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, তোমরা নিশ্চিত ভাবে যা জান তাছাড়া আমার থেকে হাদীছ বর্ণনা ক্ষেত্রে সাবধান থাকবে। যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন জাহান্নামকে তার আবাস বানিয়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি কুরআনে নিজের মত অনুসারে কথা বলবে সেও যেন জাহান্নামকে তার আবাস বানিয়ে নেয়।

হাদীছটি হাসান।

২৯৫২- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ . حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَزْمٍ أَخُو حَزْمِ الْقِطَمِيِّ . حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَكَذَا رَوَى عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ شَدُّوا فِي هَذَا فِي أَنْ يُفْسَرَ الْقُرْآنُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَأَمَّا الَّذِي رَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ فَسَّرُوا الْقُرْآنَ ، فَلَيْسَ الظَّنُّ بِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْقُرْآنِ أَوْ فَسَّرُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ مِنْ قَبْلِ أَنْفُسِهِمْ .

وَقَدْ رَوَى عَنْهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا مِنْ قَبْلِ أَنْفُسِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي سُهَيْلِ بْنِ أَبِي حَزْمٍ .

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْبَصْرِيُّ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ فِيهَا بِشْيً .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : لَوْ كُنْتُ قَرَأْتُ قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَمْ أَحْتَجْ إِلَيْ أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْقُرْآنِ مِمَّا سَأَلْتُ .

২৯৫২. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... জুন্দুব ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের মত অনুসারে কুরআন সম্পর্কে কথা বলে সে যদি শুদ্ধও বলে, তাহলেও সে অপরাধ করল।

কতক আলিম শ্রেণীর সাহাবা এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম (র) থেকে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তাঁরা ইলম ছাড়া কুরআনের তাফসীর করার বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর মত ব্যক্ত করেছেন। মুজাহিদ, কাতাদা প্রমুখ (র) আলিমগণ কুরআন করীমের তাফসীর করতেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁদের বিষয়ে এই কথার ধারণাও করা যায় না যে, তাঁরা ইলম ছাড়া নিজ মত অনুসারে কুরআন সম্পর্কে কথা বলেছেন বা এর তাফসীর করেছেন। তারা ইলম ছাড়া নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু বলেন নি বলে আমরা যে মন্তব্য করেছি তাঁদের পক্ষ থেকে বর্ণিত বক্তব্যেও এর প্রমাণ বিদ্যমান।

কোন কোন হাদীছ বিশারদ সুহায়ল ইবন আবু হাযম সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন।

হুসায়ন ইবন মাহদী আল-বাসরী (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, কুরআনের এমন কোন আয়াত নেই যে বিষয়ে আমি কোন রিওয়ায়ত শুনি নি।

ইবন আবু উমর (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি যদি ইবন মাসউদের কিরাআত পাঠ করতাম তবে কুরআনের অনেক এমন বিষয়ে যেগুলো সম্পর্কে আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করেছি সেগুলো সম্পর্কে আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজনবোধ করতাম না।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ : সূরা ফাতিহা

২৯৫২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ وَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ . قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْأِمَامِ . قَالَ : يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ فَاقْرَأْهَا فِي نَفْسِكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . يَقْرَأُ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . فَيَقُولُ اللَّهُ حَمْدُنِي عَبْدِي . فَيَقُولُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ . فَيَقُولُ اللَّهُ أَتَنِي عَلَى عَبْدِي . فَيَقُولُ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ . فَيَقُولُ مَجَدَّنِي عَبْدِي وَهَذَا لِي ، وَبَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . يَقُولُ : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ .

وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا .

أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . حَدَّثَنِي أَبِي وَأَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ، وَكَانَا جَلِيسَيْنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ ، وَلَيْسَ فِي

حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا . وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ كِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ ،
وَاحْتَجُّ بِحَدِيثِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَلَاءِ .

أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ ، أَنبَأَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ
عَبَادِ بْنِ حَبِيشٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : الْقَوْمُ :
هَذَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ وَجِئْتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلَا كِتَابٍ ، فَلَمَّا دَفَعْتُ إِلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِي ، وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ إِنِّي
لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ يَدَهُ فِي يَدِي ، قَالَ : فَقَامَ فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ مَعَهَا . فَقَالَا : إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَامَ
مَعَهُمَا حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُمَا ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي حَتَّى أَتَى بِي دَارَهُ ، فَالْقَتْ لَهُ الْوَلِيدَةُ وَسَادَةٌ فَجَلَسَ عَلَيْهَا ،
وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا يُفْرُكُ أَنْ تَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . فَهَلْ تَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ سِوَى
اللَّهِ ؟ قَالَ : قُلْتُ لَا ، قَالَ : ثُمَّ تَكَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا تَفِرُّ أَنْ تَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَتَعْلَمُ أَنْ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ
؟ قَالَ : قُلْتُ لَا ، قَالَ : فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى ضَلَالٌ . قَالَ : قُلْتُ فَإِنِّي جِئْتُ مُسْلِمًا ،
قَالَ " فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ تَبَسُّطَ فَرَحًا ، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِي فَأَنْزِلْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ جَعَلْتُ أَغْشَاهُ أَتَيْهِ طَرَفِي
النَّهَارِ قَالَ : فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ عَشِيَّةً إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ فِي ثِيَابٍ مِنَ الصُّوفِ مِنْ هَذِهِ الْمَازِ قَالَ : فَصَلَّى وَقَامَ
فَحَثَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ : وَلَوْ صَاعٌ وَلَوْ بِنِصْفِ صَاعٍ وَلَوْ بِقَبْضَةٍ وَلَوْ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ يَقَى أَحَدَكُمْ وَجْهَهُ حَرُّ جَهَنَّمَ
أَوْ النَّارِ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنْ أَحَدَكُمْ لَأَقَى اللَّهَ وَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ " أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا ؟
فَيَقُولُ : بَلَى ، فَيَقُولُ : أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا ؟ فَيَقُولُ بَلَى ، فَيَقُولُ آيْنَ مَا قَدُمْتَ لِنَفْسِكَ ؟ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ
وَبَعْدَهُ ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ لَا يَجِدُ شَيْئًا يَقَى بِهِ وَجْهَهُ حَرُّ جَهَنَّمَ ، لِيَقَى أَحَدَكُمْ وَجْهَهُ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ
تَمْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ، فَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الْفَاقَةَ ، فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُكُمْ وَمُعْطِيكُمْ حَتَّى تَسِيرَ
الطُّعَيْنَةُ فِيمَا بَيْنَ يَثْرِبَ وَالْحِيرَةَ أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَى مَطِيَّتِهَا السَّرَقَ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي : فَإِنَّ
لُصُوصَ طَيِّبٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ . وَدَوَّى شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ حَبِيشٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْحَدِيثُ بِطَوْلِهِ .

২৯৫৩. কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার সালাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করবে না তার সালাত হবে ত্রুটিযুক্ত, অসম্পূর্ণ।

রাবী আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি বললাম : হে আবু হুরায়রা (রা), আমি তো অনেক সময় ইমামের পেছনে থাকি।

তিনি বললেন : হে পারস্য সন্তান, তখন মনে মনে তা পাঠ করবে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

আমি সালাত (সূরা ফাতিহা)-কে আমার ও আমার বান্দার মাঝে দুই ভাগে অর্ধাঅর্ধি বিভক্ত করে দিয়েছি। তার অর্ধেক আমার আর অর্ধেক আমার বান্দার। আর আমার বান্দারা যা চাইবে তাই পাবে।

বান্দা সালাতে দাঁড়িয়ে বলে, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।

বান্দা বলে : আর রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ বলেন : বান্দা আমার ছানা সিন্ত করেছে।

বান্দা বলে : মালিকি ইয়াও মিন্দীন।

আল্লাহ বলেন : আমার বান্দা আমার মর্যাদা দিয়েছে।

এতটুকু হল আমার। আমার এবং আমার বান্দার মাঝে হল, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন।

সূরার শেষ অংশ হল আমার বান্দার। বান্দা আমার কাছে যা চাইবে তা পাবে।

বান্দা বলে : ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সীরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম গায়রিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায্যালীন।

হাদীছটি হাসান।

শু'বা ও ইসমাইল ইবন জা'ফর প্রমুখ (র)... আলা ইবন আবদুর রহমান... আবদুর রহমান... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইবন জুরায়জ ও মালিক ইবন আনাস (র)... আলা ইবন আবদুর রহমান... হিশাম ইবন যুহরার মাওলা আবু'স সাইব... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া ও ইয়াকুব ইবন সুফইয়ান ফারসী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি উম্মুল কুরআন পাঠ ছাড়া সালাত আদায় করে তার সালাত হল ত্রুটিযুক্ত, অসম্পূর্ণ। ইসমাইল ইবন উওয়ায়স (র)-এর রিওয়ায়েতে এর অতিরিক্ত কিছু নেই। আবু যুরআ (র)-কে আমি এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন : উভয় হাদীছই সাহীহ। তিনি ইবন আবু উওয়ায়স-তার পিতা আবু উওয়ায়স... আলা (র)-এর রিওয়ায়েতটি দলীল হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। তিনি তখন মসজিদে বসা ছিলেন। লোকেরা বলল, ইনি হলেন আদী ইবন হাতিম। আমি কোনরূপ নিরাপত্তা লাভ বা চুক্তিপত্র সম্পাদন ছাড়াই তাঁর নিকট এসেছিলাম। আমাকে তাঁর সামনে

হাযির করা হলে তিনি আমার হাত ধরলেন। এর আগেই তিনি বলেছিলেন, আমি আশা করছি, আল্লাহ তা'আলা আমার হাতে তাঁর হাত অর্পণ করবেন।

আদী (রা) বলেন : তিনি আমাকে নিয়ে উঠে চললেন। পথে একটি বালকসহ এক মহিলা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে। তারা বলল : আপনার কাছে আমাদের একটু দরকার ছিল। তাদের প্রয়োজন সমাধা না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর তিনি আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে তাঁর ঘরে এলেন। একটি বালিকা একটি গদি বিছিয়ে দিল। তিনি তাতে বসলেন আর আমি তাঁর সামনে বসলাম। তখন তিনি আল্লাহর হামদ ও ছানা পাঠ করলেন। এরপর বললেন : আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এই কথা স্বীকার করা থেকে কেন তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ? আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ আছে বলে তুমি কি জান?

আদী বলেন, আমি বললাম : না।

এরপর তিনি আরো কিছুক্ষণ কথা বলে পরে বললেন : তুমি 'আল্লাহ আকবার' এই কথা বলা থেকে ভাগছ। আল্লাহর চেয়েও বড় কিছু আছে বলে তুমি কি জান?

আমি বললাম : না।

তিনি বললেন : ইয়াহুদীরা তো আল্লাহর অভিশপ্ত জাতি আর নাসারারা হল পথভ্রষ্ট।

আমি বললাম : আমি তো একজন একনিষ্ঠ মুসলিম। আমি দেখলাম তাঁর চেহারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। এরপর তাঁর নির্দেশে আমাকে জনৈক আনসারীর বাড়িতে মেহমান হিসাবে রাখা হয়। দিনের দুই প্রান্তে আমি তাঁর খেদমতে এসে হাযির হতাম। একদিন বিকালে তাঁর কাছে হাযির ছিলাম। এমন সময় সাদা-কাল ডোরাকাটা রেশমী পোষাকে একদল লোক এল। নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন এবং দাঁড়িয়ে এদের সাহায্য করার জন্য লোকদের উৎসাহিত করলেন। বললেন : একসা', অর্ধসা', একমুঠ বা মুঠির অংশ হলেও তা দান করে জাহান্নামের আগুনের তাপ থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা কর; একটা খেজুর বা খেজুরের অংশ দিয়ে হলেও। কেননা আল্লাহর সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাত হবে। আমি তোমাদের যা বলছি তিনি তোমাদের তা বলবেন : আমি কি তোমাকে কান ও চোখ দেই নি? সে বলবে : অবশ্যই।

আল্লাহ বলবেন : তোমাকে কি আমি সম্পদ ও সন্তান দেইনি?

আল্লাহ বলবেন : তোমার নিজের জন্যে অথ্রে কি পাঠিয়ে এসেছে?

সে তার সামনের দিকে তাকাবে। তার পেছনে, ডানে এবং বামে তাকাবে। কিন্তু সে জাহান্নামের ভীষণ উত্তাপ থেকে নিজেকে রক্ষার কিছু পাবে না।

সুতরাং তোমরা একটা খেজুরে অংশও দান করে হলে জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা কর। তা যদি না পাও, তবে ভাল কথার মাধ্যমে হলেও তা কর। কারণ, আমি তোমাদের ব্যাপারে উপবাসের আশংকা করি না। আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন। তিনি তোমাদের প্রচুর দান করবেন। এমনকি উষ্ট্রারোহিণী কোন মহিলা ইয়াছরিব (মদীনা) ও হেরার মাঝে বহু সফর করবে কিন্তু সে তার বাহনের কিছু চুরির কোন আশংকা করবে না।

আদী (রা) বলেন : আমি মনে মনে বললাম, তাহলে কবীলার চোরগুলি তখন যাবে কোথায়?

হাদীছটি হাসান-গারীব। সিমাক ইবন হারব (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

শু'বা (র)-সিমাক ইবন হারব-আব্বাদ ইবন হুয়ায়শ-আদী ইবন হাতিম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে দীর্ঘ হাদীছটি বর্ণনা করেন।

২৯৫৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَبُندَارٌ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عُبَادِ بْنِ حَبِيشٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْيَهُودُ مَفْضُوبٌ عَلَيْهِمْ ، وَالنَّصَارَى ضَلَالٌ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ .

২৯৫৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না ও বুনদার (র)... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদীরা হল মাগযুব আলাইহিম বা ক্রোধে নিপতিত আর নাসারারা হল পথভ্রষ্ট। এরপর তিনি দীর্ঘ হাদীছটি বর্ণনা করেন।

بَابُ وَمَنْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আল-বাকার

২৯৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبْضُهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ ، فَجَاءَ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৫৫. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পৃথিবীর সব জায়গা থেকে এক মুঠ মাটি নিয়ে আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে বানিয়েছেন। যমীনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে আদম সন্তানরা এসেছে। তাদের মধ্যে কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কাল, আর কেউ বা এর মাঝামাঝি। তাদের কেউ কোমল, কেউ কঠোর, কেউ মন্দ, কেউ বা ভাল।

আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯৫৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا) قَالَ دَخَلُوا مُتَزَحِّفِينَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ ، وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ) قَالَ : قَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৫৬. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর বাণী : (أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا) (২ : ৫৮) (বানু ইসরাঈল) তোমরা আনত হয়ে দ্বারে প্রবেশ কর — প্রসঙ্গে বলেছেন : তারা (আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে) নিতম্বের উপর ভর করে দ্বারে প্রবেশ করে।

এই সনদে নবী ﷺ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ)

কিন্তু এই জালিমরা তাদের যা বলা হয়েছিল তৎপরিবর্তে অন্য কথা বলল (২ : ৫৯) সম্পর্কে নবী ﷺ বলেন : তারা বলল, যবের ভেতর শস্য দানা।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯৫৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا أَشْعَثُ السَّمَّانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرِهِ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا عَلَي حِيَالِهِ . فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ (فَإَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ) . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثِ السَّمَّانِ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ ، وَأَشْعَثُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ .

২৯৫৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমির ইবন রাবীআ তার পিতা আমির ইবন রাবীআ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক নিবিড় অন্ধকার রাতে আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। কেবলা কোন্ দিকে আমরা তা জানতে পারলাম না। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিবেচনানুযায়ী কিবলা নির্ধারণ করে সালাত আদায় করে নেয়। সকালে আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করি। তখন নাযিল হল : (যে দিকে তোমরা মুখ ফিরাবে সে দিকেই আল্লাহ আছেন (২ : ১১৫))।

হাদীছটি গারীব। আশআছ সাম্মান আবু রাবী... আসিম ইবন উবায়দুল্লাহ (র)-এর হাদীছ ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আশআছ হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ।

২৯৫৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سَلِيمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ وَهُوَ جَاءَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عُمَرَ هَذِهِ الْآيَةَ : (وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) الْآيَةَ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقِي هَذِهِ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَيُرَوَّى عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : (وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) فَإَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ (قَالَ قَتَادَةُ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا قَوْلُهُ : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أَيْ تِلْقَاءَهُ .

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ . وَيُرْوَى عَنْ مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : (أَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ) قَالَ فَثُمَّ قِبْلَةُ اللَّهِ .

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا .

২৯৫৮. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর বাহনের উপর আরোহী অবস্থায় যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে ফিরে নফল সালাত আদায় করেছেন। তিনি তখন মক্কা থেকে মদীনা আসছিলেন। এরপর ইবন উমর এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন : (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ)

ইবন উমর (রা) বলেন : এই আয়াতটি এই প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) (পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহরই সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও না কেন সে দিকেই আল্লাহ আছেন।) (২ : ১১৫) আয়াতটি সম্পর্কে বলেছেন যে, এটি মানসূখ। এই বিধান (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ) (সসালাতে) মসজিদে হারাম কা'বার দিকেই তোমার চেহারা ফিরাবে) (২ : ১৪৪) আয়াতটির দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। (أَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ) অর্থাৎ কা'বার দিকে।

মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবু শাওয়াবির (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন; আর মুজাহিদ (র) থেকে (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ) (সেদিকে আল্লাহ আছেন) আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত মর্ম হল, সেদিকেই আল্লাহর কিবলা রয়েছে।

আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবন আলা (র)... মুজাহিদ (র) থেকে উক্তরূপ বর্ণিত আছে।

২৯৫৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ

قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ صَلَّيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ فَنَزَلَتْ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৫৯. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব একদিন বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা মাকামে ইবরাহীমের পেছনে যদি সালাত আদায় করতাম (তবে কতই না ভাল হত)। তখন এই আয়াত নাযিল হয় : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান রূপে গ্রহণ কর। (২ : ১২৫)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯৬০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : لَوَاتَّخَذْتُ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ، فَنَزَلَتْ (وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

২৯৬০. আহমদ ইবন মানী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ করতেন (তবে কতই না ভাল হত)। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : **وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى** তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ করবে (২ : ১২৫)।

হাসীছটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে ইবন উমর (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

২৯৬১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ

ﷺ فِي قَوْلِهِ (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) قَالَ عَدَلًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُدْعَى نُوحٌ ، فَيُقَالُ : هَلْ بَلَغْتَ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، فَيُدْعَى قَوْمُهُ ، فَيُقَالُ : هَلْ بَلَغَكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ وَمَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ ، فَيَقُولُ : مَنْ شَهِدَكَ ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ ، قَالَ : فَيُؤْتَى بِكُمْ تَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) وَالْوَسَطُ : الْعَدْلُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ .

২৯৬১. আহমদ ইবন মানী (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত : **(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا)**

তোমাদেরকে 'উম্মাত ওয়াসাত' হিসাবে বানিয়েছি (২ : ১৪৩) সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন : **عَدَلًا**

ন্যায়নিষ্ঠ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (কিয়ামতের দিন) নূহ (আ)-কে ডাকা হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে : আপনি কি (আপনি কি আপনার কওমকে আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছিলেন?

তিনি বলবেন : হ্যাঁ।

এরপর তাঁর কওমকে ডাকা হবে। জিজ্ঞাসা করা হবে : তোমাদের নিকট কি (আমার হুকুম-আহকাম) পৌঁছান হয়েছিল? তারা বলবে : আমাদের কাছে তো কোন সতর্ককারী আসেনি। কেউই তো আমাদের কাছে আসে নেই।

(নূহ আঃ-কে) বলা হবে : তোমার সাক্ষী কে?

তিনি বলবেন : মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন তোমাদেরকে আনা হবে। তোমরা সাক্ষ্য দিবে যে, তিনি (নূহ) অবশ্যই তা পৌঁছিয়েছেন। এই হল আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর তাৎপর্য :

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)

এইভাবে তোমাদের আমি ন্যাযনিষ্ঠ উম্মত হিসাবে বানিয়েছি যেন তোমরা লোকদের জন্য সাক্ষী হও আর রাসূল হবেন তোমাদের সাক্ষী। (২ : ১৪৫)

الن্যাযনিষ্ঠ العدل।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (রা)... আ'মাশ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৯৬২- حَدَّثَنَا هَنَادٌ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةِ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوْجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) فَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ ، وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ ، فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ الْعَصْرَ ، قَالَ : ثُمَّ مَرُّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ، فَقَالَ : هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ — وَأَنَّهُ قَدْ وَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ : فَأَنْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ .

২৯৬২. হান্নাদ (র)... বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন ষোল বা সতর মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার দিকে ফিরে সালাত আদায় করা পছন্দ করতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)

আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানো আমি লক্ষ্য করছি। সুতরাং আপনাকে আপনার পছন্দের কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। অতএব আপনি (সালাতে) মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরাবেন। (২ : ১৪৩) অর্থাৎ কা'বার দিকে মুখ করুন। আর তিনি নিজেও তা ভালবাসতেন। এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে (ঐ দিন) আসরের সালাত আদায় করে আনসারদের একটি সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তখনও বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে আসরের সালাতে রুকুতে ছিলেন। তিনি সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছেন এবং তাঁকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন : তাঁরা রুকু অবস্থাতেই কা'বার দিকে ফিরে গেলেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

সুফইয়ান ছাওরী এটিকে আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২৯৬৩- حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانُوا رُكُوعًا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيِّ وَابْنِ عُمَرَ وَعِمَارَةَ بْنِ أَوْسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৬৩. হান্নাদ (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এঁরা ঐ সময় ফজরের সালাতের রুকুতে ছিলেন।

এই বিষয়ে আমার ইবন আওফ মুযানী, ইবন উমর, উমারা ইবন আওফ, আনাস ইবন মালিক (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯৬৪- حَدَّثَنَا هُنَادٌ وَأَبُو عَمَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا وَجَّهَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَصْلُونَ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ) الْآيَةُ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৬৪. হান্নাদ ও আবু আম্মার (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ-কে যখন (কিবলার বিষয়ে) কা'বার দিকে ফিরানো হল তখন সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের সেই সব ভাইদের কি হবে যারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করেছেন এবং সে যুগে মারা গিয়েছেন?

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ) আল্লাহ এমন নন যে, তাদের ইমান ব্যর্থ করে দিবে। (২ : ১৪৩)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৭৬৫- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمُرْوَةِ شَيْئًا وَمَا أَبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتْ : بئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخُوتِي ، طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ ، وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَهْلِ لِمَنَاءِ الطَّاعِيَةِ الَّتِي بِالْمِثْلَلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمُرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا) وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ هِشَامٍ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ وَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمُرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ : إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوُافِ بِالْبَيْتِ ، وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمُرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (إِنَّ الصُّفَا وَالْمُرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَرَأَاهَا نَزَلَتْ فِي هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৬৫. ইবন আবু উমর (র)... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে বললাম, যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তওয়াফ (সাই) করল না এতে আমি কোন দোষ মনে করি না, এবং এ দুটির মাঝে তাওয়াফ না করাতে আমি কোন পরোয়া করি না।

তিনি বললেন : হে আমার ভাগনে, তুমি অত্যন্ত মন্দ কথা বলেছ। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও তওয়াফ করেছেন এবং মুসলিমরাও তওয়াফ করেছেন। মুশাল্লাল নামক স্থানে অবস্থিত মানাত মূর্তির নামের যে সকল কাফির ইহরাম বাঁধত, তারা সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তওয়াফ করত না।

তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا)

যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ করে বা উমরা করে এতদুভয়ের তওয়াফ করায় কোন দোষ নেই (২ : ১৫৮)। তুমি যা বলছ তা যদি হত তবে তিনি বলতেন : এতদুভয়ের তওয়াফ না করাতে কোন দোষ নেই।

যুহরী (র) বলেন, আমি আবু বকর ইবন আবদুর রহমান ইবন হারিছ ইবন হিশাম (র)-এর কাছে এই কথাটির উল্লেখ করলাম। তিনি এতে খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন। বললেন : এই হল ইল্ম। আমি বহু আলিমকে বলতে শুনেছি যে, যে সব আরব সাফা-মারওয়া-এর তওয়াফ করত না তারা বলত এ দুটো পাথরের মাঝে তওয়াফ করা হল জাহিলী যুগের বিষয়। আনসারদের একদল বলত : আমাদের তো বায়তুল্লাহ তওয়াফের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাফা ও মারওয়ার মাঝে তো তওয়াফের (সাইর) নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয় নি। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : (إِنَّ الصُّفَا وَالْمُرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)। সাফা ও মারওয়া হল তো আল্লাহর বিশেষ নিদর্শনাবলীর অন্যতম (২ : ১৫৮)।

আবু বকর ইবন আবদুর রহমান (র) বলেন, আমার মনে হয় এদের এবং ওদের উভয় দলের ব্যাপারেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯৬৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ : كَانَا مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا) قَالَ هُمَا تَطَوُّعٌ (وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৬৬. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আসিম আহওয়াল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে সাফা ও মারওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন : এ দুটো ছিল জাহিলী আমলের নিদর্শন। ইসলামের আবির্ভাবের পর আমরা এ দুটোর তওয়াফ থেকে বিরত হয়ে গেলাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন :

(إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا)

সাফা ও মারওয়া হল আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম। সুতরাং যে ব্যক্তি হজ্জ করে বা উমরা করে তার জন্য এতদুভয়ের তওয়াফে কোন দোষ নেই (২ : ১৫৮)। আনাস (রা) বলেন : এ হল নফল।

আল্লাহ বলেন : (وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) . কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎ কাজ করলে আল্লাহ তো গুণগ্রাহী এবং সর্বজ্ঞ। (২ : ১৫৮)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯৬৭- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا فَقَرَأَ : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ قَالَ : نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ وَقَرَأَ : (إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৬৭. ইবন আবু উমর (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা এলেন সাতবার বায়তুল্লাহর তওয়াফ করলেন। তখন তাঁকে আমি পাঠ করতে শুনেছি : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) 'তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর (২ : ১২৫)। তারপর তিনি মাকামের পেছনে সালাত আদায় করলেন। এরপর হাজরে আসওয়াদে আসলেন

এবং একে চুম্বন করলেন। এরপর বললেন : আল্লাহ্ যা প্রথমে উল্লেখ করেছেন। আমরা তা থেকে শুরু করব।

এরপর পাঠ করলেন : (إِنَّ الصَّغَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯৬৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَإِنْ قِيسَ بْنِ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكَ طَعَامٌ ؟ قَالَتْ لَا ، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ أَطْلُبُ لَكَ ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَعَلْبَتَهُ عَيْنُهُ وَجَاعَتُهُ امْرَأَتَهُ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ : خَيْبَةٌ لَكَ ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غَشِيَ عَلَيْهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (أَحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) فَفَرَحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا (وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ).

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৬৮. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর সাহাবীদের আমল ছিল, যখন তাদের মধ্যে কেউ সিয়াম পালনের পর ইফতারের সময় এসে পড়লে তিনি যদি ইফতার করার পূর্বেই ঘুমিয়ে পড়তেন তবে এই রাত এবং পরের দিন সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই আহাৰ করতেন না। কায়স ইবন সিরমা আনসারী (রা) একবার সওম পালন করেছিলেন। ইফতারের সময় হওয়ার পর স্ত্রীর কাছে এসে বললেন : কোন খাবার আছে কি? স্ত্রী বলল : নেই তবে আপনার জন্য কিছু তালাশ করে আনতে যাচ্ছি।

সারাদিন তিনি কাজ করে এসেছিলেন। তাই তাঁর দু'চোখে ঘুম ভর করল। তাঁর স্ত্রী এসে তাঁকে দেখে বললেন : হায়, আপনিত বঞ্চিত। পরের দিন দুপুরে তিনি বেঁহশ হয়ে পড়লেন। নবী ﷺ-এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করা হল। তখন এই আয়াত নাযিল হয় : (أَحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) 'সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্বোগ বৈধ করা হয়েছে' (২ : ১৮৭)। সাহাবীগণ এতে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আরো নাযিল হল :

(وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)

'তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না রাত্রির কৃষ্ণ রেখা থেকে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়' (২ : ১৮৭)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯৬৯- حَدَّثَنَا هَنَادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ يَسِيعِ الْكِنْدِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ : (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) قَالَ : الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ . وَقَرَأَ : (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - دَاخِرِينَ)

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ مَنْصُورٌ .

২৯৬৯. হান্নাদ (র)... নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত।

আল্লাহর বাণী (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) 'তোমাদের পরওয়ারদিগার বলছেন : আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকের সাড়া দিব' (৪০ : ৬০)। প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহকে ডাকা হল তার ইবাদত করা। এরপর তিনি পাঠ করলেন :

(وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - دَاخِرِينَ)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯৭০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ . أَخْبَرَنَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّمَا ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ .

২৯৭০. আহমদ ইবন মানী' (র) ... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যখন নাযিল

হয় : (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)

নবী ﷺ আমাকে বললেন : এই আয়াতে খিট সূতা দ্বারা বুঝান হয়েছে দিনের শুভ্রতা ও রাতের অঁধার।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আহমদ মানী' (র)... আদী ইবন হাতিম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৯৭১- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصُّومِ فَقَالَ : (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) قَالَ : فَأَخَذْتُ عِقَالَيْنِ

أَحَدُهُمَا أَبْيَضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمَا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ سَفِيَانُ ، قَالَ : إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৭১. ইবন আবু উমর (র)... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বললেন :

(يَتَبَيَّنُ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) (যতক্ষণ না শুভ্র সূতা কৃষ্ণ সূতা থেকে স্পষ্ট হয়)।

আদী বলেন, আমি দুটো রশি নিলাম। একটি কাল আরেকটি সাদা। আমি এ দুটোকে দেখতে লাগলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কিছু বললেন : কি বলেছিলেন রাবী সুফইয়ান তা স্মরণ রাখতে পারেন নি। তিনি আরো বললেন : এ তো হল রাত ও দিন (এর রেখা)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯৭২- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا الضُّحَّاكُ بْنُ مُخَلَّدٍ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ التَّجِيبِيِّ قَالَ : كُنَّا بِمَدِينَةِ الرُّومِ ، فَأَخْرَجُوا إِلَيْنَا صَفًّا عَظِيمًا مِنَ الرُّومِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرُ ، وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ، وَعَلَى الْجَمَاعَةِ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ ، فَصَاحَ النَّاسُ وَقَالُوا : سُبْحَانَ اللَّهِ : يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَتَاوَلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَا التَّأْوِيلَ وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ لَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ سِرًّا دُونَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : إِنْ أَمْوَالُنَا قَدْ ضَاعَتْ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ ، فَلَوْ أَقْمَنَّا فِي أَمْوَالِنَا ، فَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) فَكَانَتْ التَّهْلُكَةُ الْأَقَامَةُ عَلَى الْأَمْوَالِ وَإِصْلَاحُهَا ، وَتَرْكُنَا الْغَرَوُ ، فَمَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّومِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

২৯৭২. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আসলাম আবু ইমরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রোম সাম্রাজ্যের এক শহরে ছিলাম। তখন রোমকদের এক বিরাট বাহিনী আমাদের দিকে বের হয়ে আসে। মুসলমানদের দিক থেকেও সে ধরনের বা আরো বেশী সংখ্যক তাদের দিকে অগ্রসর হয়। শহরবাসীর শাসক

ছিলেন উকবা ইবন আমির। যার বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ফাযালা ইবন উবায়দ। তখন মুসলমানদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি রোমক বাহিনীর সারির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল। এমনকি তাদের ভিতরে ঢুকে পড়ল। তখন মুসলমানগণ চীৎকার করে উঠলেন এবং বললেন : সুবহানাল্লাহ! ঐ ব্যক্তি নিজ হাতে নিজকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করছে। এ সময় আবু আয়্যুব আনসারী (রা) দাঁড়িয়ে বললেন : হে লোক সকল! তোমরা আয়াতটির এই ব্যাখ্যা করছ? অথচ এই আয়াতটি আমাদের আনসারী সম্প্রদায়ের বিষয়েই নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা যখন ইসলামকে শক্তিশালী করলেন এবং এর সাহায্যকারীর সংখ্যা বেড়ে গেল। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে না শুনিয়ে চুপে চুপে পরস্পর বললাম : আমাদের অর্থ-সম্পদ তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা এখন ইসলামকেও শক্তিশালী করেছেন। এর সাহায্যকারীও হয়েছে অনেক। এখন যদি আমরা আমাদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে অবস্থান করি, তবে আমাদের যা নষ্ট হয়ে গেছে তা আমরা পরিপূরণ করতে সক্ষম হতাম। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর উপর এই আয়াত নাযিল করলেন : **وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ**

তোমরা আল্লাহ পথে ব্যয় করবে আর নিজেদেরকে ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করবে না (২ : ১৯৫)। এর দ্বারা আল্লাহ পাক আমাদের মতামত খণ্ডন করে দিলেন। সুতরাং ধন-সম্পদ তত্ত্বাবধান, তাতে ব্যস্ত থাকা এবং জিহাদ পরিত্যাগ করাই হল ধ্বংস।

এ কারণেই আবু আয়্যুব আনসারী (রা) সব সময়ই বাড়ী ঘর ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে থাকতেন। অবশেষে রোম দেশেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তথায় তাঁকে দাফন করা হয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

২৯৭২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَفِي نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، وَإِيَّايَ عُنِيَ بِهَا (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُونَ ، وَكَانَ لِي وَفَرَةٌ فَجَعَلْتُ الْهَوَامُ تَسَاقُطُ عَلَى وَجْهِ ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : كَأَنَّ هَوَامَ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ ، قَالَ : قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ،

قَالَ مُجَاهِدٌ : الصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَالطَّعَامُ سِتَّةُ مَسَاكِينَ وَالنُّسُكُ شَاةٌ فَصَاعِدًا .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ ذَلِكَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ ذَلِكَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ أَيْضًا .

২৯৭৩. আলী ইবন হুজর (র)... কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার বিষয়েই এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে এবং এতে আমার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ)

তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম বা সাদকা বা কুরবানী দ্বারা এর ফিদয়া দিবে। (২ : ১৯৬)

আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে হুদায়বিয়ায় ছিলাম। ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। মক্কার মুশরিকরা আমাদের (মক্কা প্রবেশ করা থেকে) বাধা দিয়ে রেখেছিল। আমার মাথায় ছিল বাবরী চুল। সে কারণে তা থেকে উকুন আমার মুখে এসে পড়ছিল। আমার পাশ দিয়ে নবী ﷺ যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন : তোমার মাথার কীটগুলো মনে হয় তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম : হ্যাঁ।

তিনি বললেন : মাথা মুগুন করে ফেল।

তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

মুজাহিদ (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে সিয়াম হল তিন দিন রোযা, সাদকা হল ছয়জন মিসকীন খাওয়ান আর কুরবানী হল একটি বকরী বা তদুর্ধ্ব কোন পশু কুরবানী।

আলী ইবন হুজর (র)... ইবন আবু লায়লা সূত্রে কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আলী ইবন হুজর (র)-আবদুল্লাহ ইবন মা'কিল সূত্রেও কা'ব ইবন উজরা (রা) বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবুদর রহমান ইবনুল ইসপাহানী (র)-ও আবদুল্লাহ ইবন মা'কিলের থেকে বর্ণনা করেছেন।

২৯৭৪-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : أَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَوْقِدُ تَحْتَ قِدْرِ وَالْقَمَلُ تَتَنَازَرُ عَلَى جَبْهَتِي أَوْ قَالَ حَاجِبِي ، فَقَالَ : أَتَوَذِّيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ : فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَانْسُكْ نَسِيكَ أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينٍ ، قَالَ أَيُّوبُ : لَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

২৯৭৪. আলী ইবন হুজর (র)... কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলেন। আমি তখন একটি ডেকচীর নীচে আগুন জ্বালাচ্ছিলাম। তখন উকুন আমার কপালে (বা বললেন আমার ক্র দিবে) ঝরে পড়ছিল। তিনি বললেন : তোমার কীটগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে?

আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তোমার মাথা মুড়ন করে ফেল। আর (ফিদইয়া হিসাবে) একটি কুরবানী দাও বা তিন দিন রোযা রাখ বা ছয় জন মিসকীনকে আহাৰ করাও।

রাবী আয্যুব (র) বলেন, কোন্ বিষয়টি প্রথমে বলেছেন তা আমি জানি না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯৭৫- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْحَجُّ عَرَفَاتٌ ، الْحَجُّ عَرَفَاتٌ ، الْحَجُّ عَرَفَاتٌ ، أَيَّامٌ مِنْ ثَلَاثٍ (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) وَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ .

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : قَالَ سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَهَذَا أَجَوَدُ حَدِيثٍ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ ، وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ .

২৯৭৫. ইবন আবু উমর (র)... আবদুর রহমান ইবন ইয়া'মুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হজ্জ হল আরাফাতের (অবস্থানের) নাম। হজ্জ হল আরাফাতের (অবস্থানের) নাম। হজ্জ হল আরাফাতের (অবস্থানের) নাম। মিনা অবস্থানের দিন হল তিন দিন। কেউ যদি দুই দিন থেকে ত্বরান্বিত করে চলে আসে তাতেও কোন গুনাহ নেই। (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) ফজর উদয়ের আগে আগে কেউ যদি আরাফা পেয়ে যায় তবে সে হজ্জ পেয়ে গেল।

ইবন আবু উমর (র) বর্ণনা করেন যে, সুফইয়ান ইবন উয়ায়না বলেছেন : এটি হল ছাওরী বর্ণিত একটি শ্রেষ্ঠ হাদীছ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এটিকে শু'বা (র) বুকাযর ইবন আতা (র) থেকে রিওয়ায়ত করেছেন। বুকাযর ইবন আতা (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

২৯৭৬- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْخَصِيمُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

২৯৭৬. ইবন আবু উমর (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য মানুষ হল : অনবরত ঝগড়াটে লোক।

এই হাদীছটি হাসান।

২৯৭৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنِي سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَتْ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتْ أَمْرًا مِنْهُنَّ لَمْ يُوَاكِلُوها وَلَمْ يُشَارِبُوها وَلَمْ يُجَامِعُوها فِي الْبُيُوتِ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى) فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُوَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَأَنْ يَكُونُوا مَعَهُنَّ فِي الْبُيُوتِ : وَأَنْ يَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا النِّكَاحَ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ : مَا يُرِيدُ أَنْ يَدْعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهَا إِلَّا خَالَفْنَا فِيهِ ، قَالَ : فَجَاءَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ وَأُسَيْدُ بْنُ حُصَيْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ ، وَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهُ قَدْ غَضِبَ عَلَيْهِمَا ، فَقَامَا فَاسْتَقْبَلْتُهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبَنٍ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَثَارِهِمَا فُسَقَاهُمَا ، فَعَلِمَا أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

২৯৭৭. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদীদের কোন মহিলার হায়য হলে তারা তার সঙ্গে একত্রে আহাৰ করত না, পান করত না এমন কি কোন ঘরে পর্যন্ত একত্রিত হত না। নবী ﷺ-কে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নাযিল করেন :

“আপনাকে তারা জিজ্ঞাসা করে হায়য সম্পর্কে। বলে দিন, তা হল অশুচি।” (২ : ২২২)

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সঙ্গে একত্রে পানাহার করতে, ঘরে একত্রে বসবাস করতে এবং সঙ্গত হওয়া ছাড়া আর সব কিছুর অনুমতি দিলেন। ইয়াহুদীরা বলল : সব বিষয়ে আমাদের সাথে বিরোধিতা করা তার উদ্দেশ্য। রাবী বলেন, তখন আব্বাদ ইবন বিশর এবং উসায়দ ইবন হুযায়র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন এবং তারা তাঁকে ইয়াহুদীদের আলোচনা সম্পর্কে জ্ঞাত করলেন। বললেন : ইয়াহুদীরা! আমরা স্ত্রীদের সাথে হায়য অবস্থায় সঙ্গত হওয়া শুরু করলে কেমন হয়?

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। এমনকি আমাদের মনে হচ্ছিল তিনি তাঁদের উভয়ের উপর রাগ করেছেন। তাঁরা উভয়ে চলে গেলেন। তাঁদের দু'জনের সামনে নবী ﷺ-এর কাছে কিছু দুধ

হাদ্ইয়া এল। নবী ﷺ তা তাঁদের পেছনে পেছনে তাঁদের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা দু'জনেই তা পান করলেন। আমরা তখন বুঝতে পারলাম যে, তিনি তাদের দু'জনের উপর রাগ করেন নি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আ'লা (র)... হাম্মাদ ইবন সালামা (রা) সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৯৭৮- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي قُبْلِهَا مِنْ دُبْرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ شِتْمٌ) . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৭৮. ইবন আবু উমর (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা বলত : কেউ যদি পেছনের দিক থেকে যোনীদ্বার দিয়ে স্ত্রী সঙ্গত হয় তবে সন্তান হয় টারা চোখ বিশিষ্ট। তখন নাথিল হয় :

(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ شِتْمٌ)

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্য ক্ষেত্র। সুতরাং তোমাদের শস্য ক্ষেত্র যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পার। (২ : ১২৩)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯৭৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ شِتْمٌ) يَعْنِي صِمَامًا وَاحِدًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَابْنُ خُثَيْمٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ وَابْنُ سَابِطٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابِطٍ الْجُمَحِيُّ الْمَكِّيُّ وَحَفْصَةُ هِيَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ وَيُرْوَى فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ .

২৯৭৯. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... উম্মু সালামা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে,

(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ شِتْمٌ)

আয়াতটি প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন : একই দ্বার (অর্থাৎ যোনীদ্বার) দিয়ে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

ইবন খুছায়ম (র) হলেন, আবদুল্লাহ ইবন উছমান ইবন খুছায়ম। ইবন সাবিত হলেন আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন সাবিত জুমাহী মাক্কী (র)। হাফসা (র), ইনি হলেন বিনত আবদুর রহমান ইবন আবু বকর সিদ্দীক (রা)।

অন্য রিওয়াযতে صِمَام শব্দটি سِمَام রূপেও বর্ণিত আছে।

২৭৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمَغِيرَةِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ : وَمَا أَهْلَكَ ؟ قَالَ : حَوَلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ ، قَالَ : فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا ، قَالَ فَأَوْحَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةُ (نِسَاءُ كُمْ حَرَتْ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتْكُمْ أَنْتُمْ) أَقْبِلْ وَادْبِرْ ، وَاتَّقِ الدَّبْرَ وَالْحَيْضَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ هُوَ يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ .

২৯৮০. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো হালাক হয়ে গেছি।

তিনি বললেন : কিসে তোমাকে হালাক করল?

উমর (রা) বললেন : রাতে আমার বাহনটি উল্টো করে ব্যবহার করে ফেলেছি।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কোন উত্তর দিলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এই আয়াতটি নাযিল হয় : (نِسَاءُ كُمْ حَرَتْ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتْكُمْ أَنْتُمْ) “তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্য ক্ষেত্র। অতএব যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পার।” (২ : ২২৩) সুতরাং সামনের দিক থেকেও পার বা পেছনের দিক থেকে সঙ্গত হতে পার। তবে মলদ্বার এবং হায়য অবস্থা থেকে বেঁচে থাকবে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

ইয়াকুব ইবন আবদুল্লাহ আশআরী (র)-ই হলেন ইয়াকুব কুম্মী।

২৭৮১- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا الْهَاشِمُ بْنُ الْقَاءِ عَنْ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّهُ زَوْجَ أُخْتِهِ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ مَا كَانَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، فَهَوِيَهَا وَهَوَيْتَهُ ، ثُمَّ خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَابِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا لَكُمُ أَكْرَمَتُكُمْ بِهَا وَزَوْجَتُكُمْ فَطَلَّقْتُهَا ، وَاللَّهِ لَا تَرْجِعُ إِلَيْكَ أَبَدًا آخِرَ مَا عَلَيْكَ ، قَالَ : فَعَلِمَ اللَّهُ حَاجَتَهُ إِلَيْهَا ، وَحَاجَتَهَا إِلَيْ بَعْلِهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ - إِلَى قَوْلِهِ - وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) فَلَمَّا سَمِعَهَا مَعْقِلٌ قَالَ: سَمِعَا لِرَبِّي وَطَاعَةً ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ : ازْوَجْكَ وَاکْرِمْكَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ الْحَسَنِ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ لِأَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ كَانَتْ ثَيِّبًا ، فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا دُونَ وَلِيِّهَا لَزَوَّجَتْ

نَفْسَهَا وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَيَّ وَلِيَّهَا مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ وَإِنَّمَا خَاطَبَ اللَّهُ فِي الْآيَةِ الْأُولَى فَقَالَ : (لَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ) فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ إِلَيَّ الْأُولَى فِي التَّزْوِيجِ مَعَ رِضَاهُنَّ .

২৯৮১. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... মা'কিল ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর ভগ্নিকে জনৈক মুসলমান ব্যক্তির কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তার কাছে যতদিন জীবন যাপন করার করলেন। পরে তার স্বামী তাকে এক তালাক দিয়ে দেন। ইদত শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে রাজআত করলেন না। কিন্তু এরপর স্বামীও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন আর তার স্ত্রীও স্বামীর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাই অন্যান্য প্রস্তাব দানকারীদের মধ্যে তিনিও তাকে আবার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তখন ভাই মা'কিল (রা) তাকে বললেন : হে ইতর, এই মহিলার মাধ্যমে তোমাকে আমি সম্মান দিয়েছিলাম। তাকে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম। কিন্তু তুমি তাকে তালাক দিয়ে দিলে। আল্লাহর কসম! তুমি আর কখনও তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। এ-ই তোমার সাথে সম্পর্ক শেষ।

রাবী বলেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানতেন এই স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীর টানের কথা এবং এই স্বামীর প্রতি ঐ মহিলার টানের কথা। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন :

(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ - إِلَيَّ قَوْلُهُ - وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)

“তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদতকাল পূর্ণ করে। তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয় তবে এই স্ত্রীরা নিজেদের (পূর্ব) স্বামীদের বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদের বাধা দিবে না। এ দ্বারা তাদের উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে। এই তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্র বিষয়। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।” (২ : ২৩২)

মা'কিল (রা) এই আয়াত শোনার পর বললেন : আমার পরওয়ারদিগারের আদেশ আমি শুনছি এবং তা শিরোধার্য করে নিচ্ছি। এরপর তিনি উক্ত ভগ্নিপতিকে ডেকে আনলেন এবং বললেন : তোমার কাছে আমি (আমার বোনকে পুনরায়) বিয়ে দিচ্ছি আর আমি তোমার সম্মান রক্ষা করছি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। হাসান (র) থেকে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

হাদীছটি এই কথার প্রমাণ করে যে, ওলী ছাড়া নিকাহ জায়েয নয়। কেননা, মা'কিল ইবন ইয়াসার (রা)-এর ভগ্নি বিবাহিতা ছিলেন। বিবাহের বিষয়টি যদি ওলী ছাড়া তাঁর ক্ষমতাধীন থাকত, তবে তিনি নিজেই বিয়ে বসতে পারতেন। তাঁর ওলী মা'কিল ইবন ইয়াসার (রা)-এর তিনি মুখাপেক্ষী হতেন না। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে ওলীদেরকেই সম্বোধন করে বলেছেন :

(لَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) তোমরা বাধা দিবে না তাদেরকে নিজেদের স্বামীদের বিয়ে করতে।

এতে বোঝা যায় বিবাহ প্রদান বিষয়টি মেয়েদের সম্মতির শর্তে ওলীদের হাতেই মূলত ন্যাস্ত।

২৯৮২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ قَالَ : أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مَصْحَفًا فَقَالَتْ : إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَأَذِنِّي (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) فَلَمَّا بَلَغْتُهَا أَذِنْتُهَا

فَأَمَلْتُ عَلَى (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) وَقَالَتْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
 وَفِي الْبَابِ عَنْ حَفْصَةَ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৮২. কুতায়বা আল আনসারী (র)... আইশা (রা)-এর আযাদকৃত দাস (মাওলা) আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আইশা (রা) তাঁর জন্য কুরআনের একটি কপি লিখতে আমাকে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন : যখন এই আয়াতটি পৌঁছবে আমাকে জানাবে। আয়াতটি হল :

(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) “তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের।” (২ : ২৩৮) আমি যখন এই আয়াতটিতে পৌঁছি তখন তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি আমাকে লিখালেন :

(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) “তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং সালাতুল আসরের আর আল্লাহর জন্য দাঁড়াবে বিনীতভাবে।”

তিনি বললেন : আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে শুনেছি।

এই বিষয়ে হাফসা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯৮৩- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ : صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৮৩. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র)... সামুরা ইবন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : সালাতুল বসতা হল আসরের সালাত।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯৮৪- حَدَّثَنَا هَنَادٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْآحْزَابِ : اَللّٰهُمَّ اَمْلَأْ قُبُورَهُمْ وَيُوتَتْهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَأَبُو حَسَّانٍ الْأَعْرَجِ اسْمُهُ مُسْلِمٌ

২৯৮৪. হাম্মাদ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন : হে আল্লাহ! আপনি এদের (কাফিরদের) কবরগুলো এবং ঘরগুলোকে আগুন দিয়ে ভর্তি করে দিন, যেমন এরা আমাদেরকে সালাতুল বুসতা থেকে বিরত করে রাখল, এমনকি সূর্য ডুবে গেল।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আলী (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। আবু হাসসান আ'রাজ (র)-এর নাম হল মুসলিম।

২৯৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرَفٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ
مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هَاشِمٍ عَنْ عُتْبَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৮৫. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সালাতুল বুসতা হল আসরের সালাত।

এই বিষয়ে যায়দ ইবন ছাবিত, আবু হাশিম ইবন উতবা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯৮৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هُرُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي
خَالِدٍ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ شَبِيلٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فِي الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ نَحْوَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : وَنَهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ إِيَّاسٍ .

২৯৮৬. আহমদ ইবন মানী' (র)... যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে আমরা সালাতের মধ্যেও কথাবার্তা বলতাম। অনন্তর নাযিল হল (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) — তোমরা আল্লাহর জন্য বিনীত চুপ করে দাঁড়াবে (২ : ২৩৮)।

এতদ্বারা আমাদের চুপ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হল।

আহমদ ইবন মানী' (র)... ইসমাইল ইবন আবু খালিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে অতিরিক্ত আছে : আর আমাদের (সালাতে) কথাবার্তা থেকে নিষেধ করে দেওয়া হল।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবু আমর শায়বানী (র)-এর নাম হল সা'দ ইবন ইয়াস।

২৯৮৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ اسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنِ الْبَرَاءِ (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) قَالَ : نَزَلَتْ فِيْنَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، كُنَّا أَصْحَابَ نَخْلٍ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي مِنْ نَخْلِهِ عَلَى قَدَرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ وَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْقِنَوِ وَالْقِنَوَيْنِ فَيُعَلِّقُهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ أَتَى الْقِنَوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَيَسْقُطُ مِنَ الْبُسْرِ وَالثَّمَرِ فَيَأْكُلُ ، وَكَانَ نَاسٌ مِمَّنْ لَا يَرْغَبُ فِي الْخَيْرِ يَأْتِي الرَّجُلُ بِالْقِنَوِ فِيهِ الشَّبَبُ وَالْحَشَفُ وَبِالْقِنَوِ قَدْ انْكَسَرَ فَيُعَلِّقُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) قَالُوا : لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَهْدَى إِلَيْهِ مِثْلَ مَا أَعْطَاهُ لَمْ يَأْخُذْهُ إِلَّا عَلَى إِغْمَاضٍ وَحَيَاءٍ قَالَ : فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي أَحَدُنَا بِصَالِحٍ مَا عِنْدَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ، وَأَبُو مَالِكٍ هُوَ الْغِفَارِيُّ وَيُقَالُ اسْمُهُ غَزْوَانُ ، وَقَدْ رَوَى سَفْيَانُ عَنِ السُّدِّيِّ شَيْئًا مِنْ هَذَا .

২৯৮৭. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

(وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) তোমরা নিকৃষ্ট বস্তু দান করার ইচ্ছা করবে না। (২ : ২৬৭)

আয়াতটি আমাদের আনসারী সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা ছিলাম খেজুর বাগানের মালিক। লোকেরা তাদের খেজুরের বাগান থেকে বেশি বা কম পরিমাণ হিসাবে নিয়ে আসত। কোন ব্যক্তি এক ছড়া বা দুই ছড়া নিয়ে আসত এবং তা মসজিদে ঝুলিয়ে রাখতো। সুফ্যাবাসী সাহাবীদের খাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাদের কারো যখন ক্ষুধা লাগত, তখন তারা খেজুর ছড়ার কাছে এসে তার লাঠি দিয়ে তাতে আঘাত করত। এতে তা থেকে কাঁচা-পাকা খেজুর ঝরে পড়ত। আর তা খেয়ে নিত। কিন্তু যে সব লোকের ভাল কাজের প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না তাদের কেউ এমনও খেজুরের ছড়া নিয়ে আসত যার মধ্যে রদী ও পঁচা খেজুর রয়েছে এবং ভেঙ্গে পড়া ছড়িও নিয়ে আসত এবং তা ঝুলিয়ে দিত। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ)

“হে মু'মিনগণ, তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার ইচ্ছা করো না অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না চক্ষু এড়িয়ে রাখ (২ : ২৬৭)।” তিনি বলেন, অর্থাৎ তোমারা যা দান কর এই জাতীয় তিরমিযী শরীফ (৫ম খণ্ড)---৪১

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ الْأَشْجَعِيُّ
اسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الْأَشْجَعِيَّةِ .

২৯৮৯. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে লোক সকল! আল্লাহ পবিত্র আর পবিত্র জিনিস ছাড়া তিনি কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলগণকে যে বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন মু'মিনদেরও সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন :

(يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ).

“হে রাসূলগণ, আপনারা পবিত্র বস্তু থেকে আহার করুন এবং সৎকর্ম করুন। আপনারা যা করেন সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত (মু'মিনুন ২৩ : ৫১)।

হে মু'মিনগণ, তোমাদেরকে আমি যে সব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে আহার কর ... (২ : ১৭২)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, দীর্ঘ সফরে তার অবস্থা উষ্ণুষ্ণু, ধূলি মলিন, আসমানের দিকে হাত লম্বা করে বলে, হে পরওয়ারদিগার, হে পরওয়ারদিগার, কিন্তু খাদ্য তার হারাম, পানীয় তার হারাম, পোষাক-পরিচ্ছদ তার হারাম। তার লালন-পালন হয়েছে হারাম মাল দিয়ে সুতরাং কেমন করে তার দু'আ কবুল করা হবে?

হাদীছটি হাসান-গারীব। ফুযায়ল ইবন মারযুক (র)-এর সূত্র ব্যতীত একটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আবু হাযিম হলেন আশজাজি। তাঁর নাম হল সালমান (র)। ইনি হলেন আয্যা আশজাইয়া-এর মাওলা বা আযাদ কৃত দাস।

২৯৯০- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (إِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ) الْآيَةُ أَحْزَنْتُنَا قَالَ : قُلْنَا يُحَدِّثُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ فَيَحَاسِبُ بِهِ لَا نَدْرِي مَا يَغْفِرُ مِنْهُ وَلَا مَا لَا يَغْفِرُ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بَعْدَهَا فَتَسَخَّتْهَا (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) .

২৯৯০. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

(إِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ).

তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ আল্লাহ এর হিসাব তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে খুশি শাস্তি দিবেন..... (১ : ২৮৪)।

এই আয়াত নাযিল হলে আমাদের তা খুবই চিন্তিত করে তোলে। আমরা বললাম, আমাদের কেউ মনে মনেও যে কথা বলবে তারও হিসাব হবে। এরপর জানি না কি ক্ষমা করা হবে কি ক্ষমা করা হবে না। এরপর এর পরবর্তী আয়াত নাযিল হয় এবং এই আয়াতের বক্তব্য রহিত করে দেওয়া হয় ইরশাদ হচ্ছে :

(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ)

আল্লাহ্ কারো উপর তার সাধ্যাতীত বস্তুর দায়িত্ব অর্পণ করেন না। সে ভাল যা উপার্জন করে তা তারই আর মন্দ যা উপার্জন করে তাও তারই ... (২ : ২৮৬)।

২৯৯১- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّيَّةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (إِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ) وَعَنْ قَوْلِهِ (مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ) فَقَالَتْ : مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ : هَذِهِ مُعَاتِبَةُ اللَّهِ الْعَبْدَ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْحُمَى وَالنُّكْبَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةُ يَضَعُهَا فِي كُمٍ قَمِيصِهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَفْزَعُ لَهَا حَتَّى إِنْ الْعَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ ذَنْبِهِ كَمَا يَخْرُجُ التَّيْرُ الْأَحْمَرُ مِنَ الْكَبِيرِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ .

২৯৯১. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... উমায়্যা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়শা (রা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : (إِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ)।

তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন কর আল্লাহ্ তোমাদের থেকে এর হিসাব নিবেন (مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ)। (২ : ২৮৪) এবং যে কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে (৪ : ১২৩)।

আইশা (রা) বললেন : এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করার পর আজ পর্যন্ত আর কেউ আমাকে এই প্রশ্ন করে নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : আল্লাহ্ তা'আলা জ্বর-জারি, আপদ-বিপদের মাধ্যমে বান্দাকে যে শাস্তি দেন এ হল তা। এমনকি যে সামান্য জিনিস-পত্র সে জামার হাতার মধ্যে রাখে তা হারিয়ে গেলে যে পেরেশানী তার হয় তাও। (তাতেও তার গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়)। অবশেষে লাল সোনা যেমন হাঁপর থেকে (আগুনে পুড়ে) নির্মল হয়ে বেরিয়ে আসে তেমনি বান্দাও তার গুনাহ্ সমূহ থেকে (নির্মল হয়ে) বেরিয়ে আসে।

আইশা (রা)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব। হাম্মাদ ইবন সালামা (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

২৯৯২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ (إِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ) قَالَ : دَخَلَ قُلُوبُهُمْ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ مِنْ شَيْءٍ ، فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ) آيَةَ (لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ

অনুচ্ছেদ : সূরা আল-ই-ইমরান

২৯৯৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَهُوَ الْحَذَاءُ ، وَيَزِيدُ بْنُ ابِرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ . قَالَ يَزِيدُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو عَامِرٍ الْقَاسِمَ ، قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ : (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ) قَالَ : فَإِذَا رَأَيْتَهُمْ فَاعْرِفِهِمْ . وَقَالَ يَزِيدُ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَاعْرِفُوهُمْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৯৩. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

(فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ)

যাদের অন্তরে আছে বক্রতা শুধু তারাই ফেতনা-ফাসাদ ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে (৩ : ৭) আয়াতটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন : এদের যখন দেখবে তখন এদের চিনে রাখবে।

ইয়াযীদ (র)-এর বর্ণনায় আছে যে নবী ﷺ এই কথা তিনবার বলেছিলেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯৯৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ ابِرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَاهُمُ اللَّهُ فَأَحْذَرُوهُمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَى عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ يَزِيدُ بْنُ ابِرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ أَيْضًا .

২৯৯৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ)

তিনিই আপনার কাছে এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কতক তো মুহকামাত-দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট এইগুলোই কিতাবের মূল। আর কতক হল মুতাশাবিহাত-রূপক (৩ : ৭)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা যখন ঐ সব লোকদের দেখবে যারা মুতাশাবিহাত আয়াতসমূহের অনুসরণ করেছে তখন জানবে এরাই তারা যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে (৩ : ৭ আয়াত দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাদের থেকে তোমরা বেঁচে যাবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আয্যুব... ইব্ন আবু মুলায়কা সূত্রেও এই হাদীছটি আইশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

ইব্ন আবু মুলায়কা... আইশা (রা.) সূত্রে একাধিক রাবী এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তাদের সনদে কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ (র)-এর উল্লেখ নেই। এই হাদীছে ইয়াযীদ ইব্ন ইবরাহীম (র)-ই কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ (র)-এর উল্লেখ করেছেন। ইব্ন আবু মুলায়কা (র) হলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবু মুলায়কা। তিনি আইশা (রা.) থেকেও সরাসরি হাদীছ শুনেছেন।

২৯৯৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَلَاةٌ مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِنْ وَلِيَّ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي ثُمَّ قَرَأَ : (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ) .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ . حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ ، وَأَبُو الضُّحَى اسْمُهُ مُسْلِمُ بْنُ صَبِيحٍ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي نَعِيمٍ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ .

২৯৯৫. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নবীর জন্যই নবীদের থেকে একজন অভিভাবক থাকেন। আমার অভিভাবক হলেন আমার পিতা এবং পরওয়ারদিগারের খালীল ইবরাহীম। এরপর তিনি পাঠ করলেন :

(إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ) .

মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম হল তারা যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও যারা ঈমান এনেছে। আর আল্লাহই মুমিনদের অভিভাবক (৩ : ৬৮)।

মাহমুদ (র)... আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে মাসরুক (র)-এর উল্লেখ নেই।

আবু যুহা... মাসরুক সূত্রে বর্ণিত রিওয়াযত অপেক্ষা এটি অধিক সাহীহ। আবু যুহা (র)-এর নাম হল মুসলিম ইবন সুবায়হ।

আবু কুরায়ব (র)... আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবু নুআয়ম (র)-এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে মাসরুকের উল্লেখ নেই।

২৯৭৬- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ أُمْرِيءٍ ، مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِي وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدُمْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلَا بَيِّنَةٌ ؟ فَقُلْتُ لَا ، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ أَحْلَفْ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى .

২৯৯৬. হান্নাদ (র)... আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলিমের সম্পদ আত্মসাতের উদ্দেশ্যে কেউ যদি মিথ্যা কসম করে তবে আল্লাহর সঙ্গে এমনভাবে সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।

আশআছ (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমার বিষয়েই এটি নাযিল হয়েছিল। আমার ও এক ইয়াহুদীর মাঝে একটা যমীন ছিল। কিন্তু সে ব্যক্তি আমার হিস্যা অস্বীকার করে। তখন আমি বিষয়টি নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন : তোমার কোন সাক্ষী আছে কি? আমি বললাম : না।

তিনি ইয়াহুদীটিকে বললেন : তুমি কসম করে বল।

আমি বললাম : তা হলে তো সে কসম করে ফেলবে। আর মাল নিয়ে যাবে।

তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا)

যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে এরা তারা পরকালে যাদের কোন অংশ নেই। (৩ : ৭৭)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে ইবন আবু আওফা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

২৯৯৭- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ - أَوْ - مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا) قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : وَكَانَ لَهُ حَائِطٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ حَائِطِي لِلَّهِ ، وَلَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسِرَّهُ لَمْ أَعْلِنُهُ فَقَالَ : أَجْعَلُهُ فِي قَرَابَتِكَ أَوْ أَقْرَبِيكَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

২৯৯৭. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহার একটি বাগান ছিল : (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ - أَوْ - مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا) “তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না” (৩ : ৯২) অথবা ‘কে সে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? (২ : ২৪৫) আয়াতটি নাযিল হলে আবু তালহা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এই বাগানটি আল্লাহর জন্য দান করলাম। গোপনে এটি আল্লাহর পথে দিতে পারলে সে কথা প্রকাশ করতাম না।

তিনি বললেন : তোমার নিকট-আত্মীয়দের দিয়ে দাও। অথবা বললেন, অধিক নিকট-আত্মীয়দের দিয়ে দাও।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মালিক ইব্ন আনাস (র) এটিকে ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবু তালহা-আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

২৯৯৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ الْخَزَوَمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ الْحَاجُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : السَّعْيُ الثَّقَلُ فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ : أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ : الْحَجُّ وَالْتَّجُّ . فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ : مَا السَّبِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ .

قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخزرمي المكي ، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه .

২৯৯৮. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর দিকে দাঁড়িয়ে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রকৃত হাজ্জী কে?

তিনি বললেন : যে ধুলি ধূসর আলু থালু কেশধারী ও অপরিচ্ছন্ন লোক।

আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! হজ্জের কোন্ হজ্জটি উত্তম?

তিনি বললেন : তালবিয়ার উচ্চৈশ্বর এবং কুরবানীর রক্ত প্রবাহ।

অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ্!, সাবীল — রাস্তা (এর সামর্থ্য) কি?

তিনি বললেন : (মক্কা পর্যন্ত আসা-যাওয়ার মত) পাথেয় এবং বাহন।

ইবরাহীম ইব্ন ইয়াযীদ খওযী মক্কী (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।
কোন কোন হাদীছবিদ স্বরণ শক্তির দিক দিয়ে ইবরাহীম ইব্ন ইয়াযীদের সমালোচনা করেছেন।

২১৭৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ هُوَ مَدَنِيٌّ ثِقَّةٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ : (نَدُّعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي .
قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

২১৯৯. কুতায়বা (র)... আমির ইব্ন সা'দ তার পিতা সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে,

(نَدُّعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ)

‘আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদের (৩ : ৬১)’ আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসায়নকে ডাকলেন এবং বললেন : ইয়া আল্লাহ্! এরা আমার পরিজন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ গারীব।

৩০০০- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ : رَأَى أَبُو أُمَامَةَ رُعُوسًا مَنْصُوبَةً عَلَى دَرَجٍ مَسْجِدِ دِمَشْقَ ، فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ : كِلَابُ النَّارِ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ ، خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ ، ثُمَّ قَرَأَ : (يَوْمَ تَبْيِضُ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌُ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا حَتَّى عَدُّ سَبْعًا مَا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَأَبُو غَالِبٍ يُقَالُ اسْمُهُ حَزْرُورٌ وَأَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ اسْمُهُ صُدْيُ بْنُ عَجَلَانَ وَهُوَ سَيِّدٌ بَاهِلَةٌ .

৩০০০. আবু কুরায়ব (র)... আবু গালিব (র) থেকে বর্ণিত যে, আবু উমামা (রা) দামেশকের সিঁড়িতে (খারিজীদের কর্তৃত্ব) কিছু মাথা রক্ষিত দেখতে পেলেন। তিনি বললেন : এরা হল জাহান্নামের কুকুর। এরা আসমানের নীচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি। আর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি হল যাদের এরা হত্যা করেছে। এরপর তিনি পাঠ করলেন : (يَوْمَ تَبْيِضُ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌُ)

সেদিন (কিয়ামতের দিন) কতক মুখ হবে উজ্জ্বল আর কতক মুখ হবে কাল (৩ : ১০৬) আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

আমি আবু উমামা (রা)-কে বললাম : আপনি কি নিজে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি যদি তা একবার, দু'বার, তিনবার, চারবার এরূপ সাতবার গণনা করলেন — রাসূলুল্লাহ থেকে না শুনতাম তবে তোমাদের কাছে তা বর্ণনা করতাম না।

হাদীছটি হাসান। আবু গালিব (র.)-এর নাম হল হাযাওয়ার। আবু উমামা বাহিলী (রা.)-এর নাম হল সুদায়া ইবন আজলান। তিনি ছিলেন বাহিলা গোত্রের সরদার।

৩০০১- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) قَالَ إِنَّكُمْ تَتَمَوَّنَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَآكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ ،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ [وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ نَحْوَ هَذَا وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)] .

৩০০১. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... বাহয ইবন হাকীম তার পিতা তার পিতামহ থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর বাণী : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)

তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত মানুষের কল্যাণে তোমাদের আবির্ভাব (৩ : ১১০)' প্রসঙ্গে তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : তোমরা হলে সত্তর উম্মত পূর্ণকারী। তোমরা হলে এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাবান।

হাদীছটি হাসান।

একাধিক রাবী বাহয ইবন হাকীম (র)-এর সূত্রে এই হাদীছটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তারা এতে (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) আয়াতটির উল্লেখ করেন নি।

৩০০২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُسِرَتْ رِبَاعِيَّتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ وَجْهُهُ شَجَّةً فِي جَبْهَتِهِ حَتَّى سَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَ : كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيِّهِمْ وَهُمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ ؟ فَنَزَلَتْ : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ) إِلَى آخِرِهَا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০০২. আহমদ ইবন মানী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উহুদ যুদ্ধে নবী ﷺ -এর সামনের চারটি দাঁত শহীদ হয়ে যায় এবং তাঁর চেহারার কপালে আঘাত লাগে। এমনকি তাঁর চেহারায় রক্ত প্রবাহিত হয়। তখন তিনি বললেন : এই সম্প্রদায় কিভাবে সফলতা লাভ করবে, যারা তাদের নবীর সঙ্গে এই আচরণ করে! অথচ নবী তাদের আল্লাহর দিকে আহবান জানাচ্ছেন।

এ প্রসঙ্গে এই আয়াত নাযিল হয় : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ)

“এ ব্যাপারে আপনাকে কোন কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তাদের তওবার সুযোগ দিবেন বা তাদের শাস্তি দিবেন আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ : ১২৮)।”

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩০০৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَجَّ فِي وَجْهِهِ وَكَسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ وَرَمَى رَمِيَهُ عَلَى كَتِفِهِ ، فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ وَهُوَ يَمْسَحُهُ وَيَقُولُ : كَيْفَ تَفْلِحُ أُمَّةٌ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ)

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০০৩. আহমদ ইবন মানী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা (উভ্দের দিন) যখমী হয়ে যায়, তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং তাঁর কাঁধে তীরের আঘাত লাগে। এতে তাঁর চেহারায় রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি তা মুছতে ছিলেন এবং বলছিলেন : কিভাবে এই সম্প্রদায় সফল হবে যারা তাদের নবীর সঙ্গে এই আচরণ করল! অথচ তিনি তাদের আল্লাহর দিকে ডাকছেন।

আল্লাহ তা'আলা তখন এই আয়াত নাযিল করেন :

(لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ)

“এ ব্যাপারে আপনাকে কোন কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তাঁদের তওবার সুযোগ দিবেন কিংবা তাদের শাস্তি দিবেন, কেননা তারা জালিম।” (৩ : ১২৮)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩০০৪- حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلَمُ بْنُ جُنَادَةَ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ : اللَّهُمَّ الْعَنَ أَبَا سَفْيَانَ . اللَّهُمَّ الْعَنَ الْحَرِثَ بْنَ هِشَامٍ . اللَّهُمَّ الْعَنَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ، قَالَ فَنَزَلَتْ : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ) فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَسْلَمُوا فَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ يُسْتَفَرَّبُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ .

৩০০৪. আবু সাইব সালম ইবন জুনাদা ইবন সালম কুফী (র)... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ যুদ্ধের দিন বলেছিলেন : আয় আল্লাহ! আবু সুফইয়ানকে লানত কর, হারিছ ইবন হিশামকে লানত কর, সাফওয়ান ইবন উমাইয়াকে লানত কর।

তখন এই আয়াত (৩ : ১২৮) নাযিল হয় : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ)

পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবার তাওফীক দেন এবং তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের ইসলামী জীবন ছিল চমৎকার।

হাদীছটি হাসান-গারীব। উমর ইবন হামযা-সালিম সূত্রের হাদীছটিকে গারীব গণ্য করা হয়। যুহরী (র)-ও সালিম — তাঁর পিতা ইবন উমর (রা) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেছেন।

৩০০৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو عَلَى أَرْبَعَةِ نَفَرٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ) فَهَذَا هُمْ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ يُسْتَفَرَّبُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَدَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ .

৩০০৫. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী বাসরী (র)... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চারজনের জন্য বদ দু'আ করেছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন :

(لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ)

(৩ : ১২৮)। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে হিদায়াত দান করেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। নাফি'... ইবন উমর সনদে বর্ণিত রিওয়ায়ত হিসাবে এটিকে গারীব গণ্য করা হয়। ইয়াহুইয়া ইবন আয়্যুব (র) এটি ইবন আজলান (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৩০০৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي ، وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْفَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صِدْقَتُهُ ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ، ثُمَّ يُصَلِّي ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ

إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَرَفَعُوهُ وَرَوَاهُ مِسْعَرُ وَسُقْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَلَمْ يَرْفَعَاهُ ، وَلَا نَعْرِفُ لِأَسْمَاءِ بْنِ الْحَكَمِ حَدِيثًا إِلَّا هَذَا .

৩০০৬. কুতায়বা (র)... আসমা ইব্ন হাকাম ফায়ারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি এমন ব্যক্তি ছিলাম যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোন হাদীছ শুনতাম, তখন এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে উপকার পৌঁছাতে ইচ্ছা করতেন, সে উপকার আমি লাভ করতাম। আর যদি তাঁর সাহাবীদের কেউ আমার কাছে হাদীছ বর্ণনা করত তবে আমি তার কাছ থেকে হলফ নিতাম। সে হলফ করলে আমি তাকে বিশ্বাস করতাম। আর আবু বকর (রা) আমার কাছে একটি হাদীছ বর্ণনা করেন এবং আবু বকর (রা) তো ছিলেন সত্যবাদী। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি যদি গুনাহ করে ফেলে, এরপর সে উঠে তাহারাত হাসিল করে এর পরে সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেন।

এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন : (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ)

‘এবং যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজের প্রতি জুলম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে’ আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ : ১৩৫)।

শু'বা প্রমুখ (র) এই হাদীছটি উছমান ইব্নুল মুগীরা সূত্রে মারফু' রূপে রিওয়ায়ত করেছেন। মিসআর এবং সুফইয়ান (র) এটি উছমান ইব্ন মুগীরা সূত্রে রিওয়ায়ত করেছেন। কিন্তু তাঁরা মারফু' রূপে বর্ণনা করেননি। এই হাদীছটি ছাড়া আসমা (র)-এর আর কোন হাদীছ আমাদের জানা নেই।

৩০০৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ : رَفَعْتُ رَأْسِي يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ ، وَمَا مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا يَمِيدُ تَحْتَ حَجَفَتِهِ مِنَ النَّعَاسِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : (ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنٌ نُعَاسًا) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০০৭. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উহুদের দিন আমি মাথা তুলে তাকাতে লাগলাম। ঐ দিন এমন কেউ ছিল না, যে তার ঢালের আড়ালে তন্দ্রায় ঝিমুচ্ছিল না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার বাণী : (ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنٌ نُعَاسًا) .

আর দুশ্চিন্তার পর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর নাযিল করলেন প্রশান্তি তন্দ্রারূপে..... (৩ : ১৫৪)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... যুবায়র (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩০০৮- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ : غُشِينَا وَنَحْنُ فِي مَصَافِنَا يَوْمَ أُحُدٍ ، حَدَّثَ أَنَّهُ كَانَ فِيْمَنْ غَشِيَهُ النَّعَاسُ يَوْمَئِذٍ قَالَ : فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَأَخَذَهُ وَيَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَأَخَذَهُ ، وَالطَّائِفَةُ الْآخَرَى الْمُتَنَافِقُونَ لَيْسَ لَهُمْ هُمْ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ، أَجِبْنُ قَوْمَ وَارِعَبَهُ وَأَخَذَهُ لِلْحَقِّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০০৮. ইউসুফ ইব্ন হাম্মাদ (র)... আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা উহদের দিন যুদ্ধের ময়দানেই তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। তিনি আরো বলেন : ঐ দিন তন্দ্রা যাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তিনি তাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন, আমার তরবারী হাত থেকে পড়ে যায়। আমি তা তুলে নেই। আবার হাত থেকে পড়ে যায় আবার তা তুলে নেই। আরেক দল ছিল মুনাফিকদের। তাদের নিজেদের ছাড়া আর কোন চিন্তা ছিল না। এরা ছিল সবচেয়ে ভীরা। সবচেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ পরিত্যাগকারী সম্প্রদায়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩০০৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ خُصَيْفٍ حَدَّثَنَا مِقْسَمٌ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ) فِي قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ أُفْتُقِذَتْ يَوْمَ بَدْرٍ . فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ نَحْوَ هَذَا ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

৩০০৯. কুতায়বা (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এই আয়াতটি নাযিল হয় :

“(مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ)” “গোপনে খেয়ানত করা নবীর দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না (৩ : ১৬১)।”

একটি লাল চাদরের বিষয়ে। বদরের দিন এই চাদরটি হারিয়ে যায়। কিছু লোকে বলতে লাগল যে, হয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ এটি নিয়েছেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন : (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ) আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

আবদুস সালাম ইব্ন হারব (র) খুসায়ফ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কোন কোন রাবী এই হাদীছটিকে খুসায়ফ... মিকসাম (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এতে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ করেন নি।

৩০১০- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ لِي : يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُسْتَشْهِدُ أَبِي قَتَلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَتَرَكَ عِيَالًا وَدِينًا ، قَالَ : أَفَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، وَأَحْيَا أَبَاكَ فِكَلِمَةٍ كِفَاحًا . فَقَالَ : يَا عَبْدِي تَمَنُّ عَلَى أَعْطِكَ . قَالَ يَا رَبِّ تَحْيِيْنِي فَاقْتُلْ فِيكَ ثَانِيَةً . قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي (أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ) قَالَ : وَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا) الْآيَةُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ شَيْئًا مِنْ هَذَا ، وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ أَبِرَاهِيمَ ، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، هَكَذَا عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِرَاهِيمَ .

৩০১০. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সামনে পড়লেন। তিনি বললেন : হে জাবির! কি ব্যাপার, আমি তোমাকে মন-ভাঙ্গা দেখছি?

আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা শহীদ হয়ে গেছেন। তিনি এক পরিবার ও ঋণ রেখে গেছেন। তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা তোমার পিতার সঙ্গে কী ব্যবহার করেছেন সে সুসংবাদ তোমাকে দিব কি? আমি বললাম : অবশ্যই, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা হিজাবের অন্তরাল ছাড়া কারো সঙ্গে কখনও কথা বলেন নি। কিন্তু তিনি তোমার পিতাকে যিন্দা করেন এবং সামনা-সামনি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি তাকে বললেন : হে আমার বান্দা! তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কর আমি তোমাকে দান করব।

তিনি বললেন : হে আমার রব! আপনি আমাকে যিন্দা করে দেন, যাতে আমি দ্বিতীয়বারে আপনার নামে শহীদ হই।

রাব্বুল আলামীন বলেছেন : আমার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, এদের কেউ আর ফিরে যাবে না। তিনি বলেন, আর এই আয়াত নাযিল হয় : (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا)

যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে তাদের কখনও মৃত ভেবো না শেষ পর্যন্ত (৩ : ১৬৯)।

এই সূত্রে হাদীছটি হাসান-গারীব। মুসা ইব্ন ইবরাহীম-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আলী ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মাদীনী প্রমুখ বড় বড় হাদীছবিদগণ মুসা ইব্ন ইবরাহীম (র) সূত্রে এরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আকীল (র) ও জাবির (রা) সূত্রে এই হাদীছটি আংশিক বর্ণনা করেছেন।

৩০১১- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ بَنِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَوْلِهِ (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) فَقَالَ : أَمَّا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرْنَا أَنَّ أَرْوَاحَهُمْ فِي طَيْرٍ خَضِرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاعَتْ ، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ فَاطْلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ أَطْلَاعَةً ، فَقَالَ : هَلْ تَسْتَزِيدُونَ شَيْئًا فَازِيدُكُمْ ؟ قَالُوا رَبَّنَا : مَا نَسْتَزِيدُ وَنَحْنُ فِي الْجَنَّةِ نَسْرَحُ حَيْثُ شِئْنَا ؟ ثُمَّ أَطْلَعَ إِلَيْهِمُ الثَّانِيَةَ . فَقَالَ : هَلْ تَسْتَزِيدُونَ شَيْئًا فَازِيدُكُمْ ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَمْ يَتْرَكُوا ، قَالُوا : تُعِيدُ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، فَتُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : وَتُقَرَّى نَبِيَّنَا السَّلَامَ وَنُخْبِرُهُ عَنَّا أَنَّا قَدْ رَضِينَا وَرَضِيَ عَنَّا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩০১১. ইবন আবু উমর (র)... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত ।

(১৬৯ : ৩) (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)

আয়াতটি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : শোন, আমরাও এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম । আমাদের অবহিত করা হয়েছে যে, তাঁদের (শহীদদের) রুহগুলি সবুজ পাখির ভিতর থাকে । সে পাখি জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা উড়ে বেড়ায় এবং তারা আরশের সঙ্গে লটকানো ঝাড়ে থাকে । তোমার রব একবার তাদের সম্মুখে আবির্ভূত হবেন । বলবেন : আরো কোন জিনিস তোমরা চাও কি? তা হলে আমি তা তোমাদের জন্য বাড়িয়ে দিব ।

তারা বলবে : হে আমাদের রব! আর কি অতিরিক্ত চাইব? আমরা জান্নাতে অবস্থান করছি । যেখানে ইচ্ছা উড়ে বেড়াই । তারপর আবার তিনি আবির্ভূত হয়ে বলবেন : তোমরা আরো কিছু অতিরিক্ত চাও কি? তোমাদের জন্য তা বাড়িয়ে দিব ।

এরা যখন দেখবে যে, তাদের কিছু না দিয়ে ছাড়া হচ্ছে না, তখন তারা বলবে : আপনি আমাদের শরীরে আমাদের রুহ ফিরিয়ে দিন, যাতে আমরা দুনিয়ায় ফিরে যাই এবং আবার আপনার পথে শহীদ হই ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ ।

ইবন আবু উমর (র)... ইবন মাসউদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে । তবে এতে আরো আছে : আমাদের নবী ﷺ -কে আমাদের সালাম পৌঁছে দিবেন এবং তাঁকে এই সংবাদ দিবেন যে, আমরা সন্তুষ্ট এবং আমাদের উপর (আমাদের রব) সন্তুষ্ট ।

হাদীছটি হাসান ।

৩০১২- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي رَاشِدٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ شِجَاعًا ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) الْآيَةَ . وَقَالَ مَرَّةً : قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ : (سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَمَنْ افْتَتَحَ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَمِينٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ الْآيَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০১২. ইবন আবু উমর (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে মারফু' রূপে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত দেয় না আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার গলায় একটা আয়দাহা পেঁচিয়ে দিবেন। এরপর তিনি এই দিকে ইঙ্গিত বহ কুরআনের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন :

(لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)

আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদের দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক বলে মনে করবে না। (৩ : ১৮০)

কখনও কখনও তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এতদ্বিষয়ে ইঙ্গিতবহ এই আয়াতটি পাঠ করতেন :

(سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

যে বিষয়ে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলার বেড়ী হবে (৩ : ১৮০)।

কেউ যদি (মিথ্যা) কসম করে তার মুসলিম ভাইয়ের সম্পদ আত্মসাৎ করে তবে আল্লাহর সঙ্গে তার এমন অবস্থায় সাক্ষাত হবে যে, তিনি তাদের উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ইঙ্গিতবহ এই আয়াত পাঠ করলেন : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ) (৩ : ৭৭)।

হাদীছটি সাহীহ।

আয়দাহা সাপ

৩০১৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ مَوْضِعَ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَقْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ : (فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ) . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০১৩. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : জান্নাতের একটি বেত রাখার মত জায়গা, দুনিয়া ও এর মধ্যে যা আছে সবকিছু থেকে উত্তম। ইচ্ছা করলে তোমরা পাঠ করতে পার :

(فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ)

যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সেই তো সফলকাম। আর দুনিয়ার জীবন তো ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। (৩ : ১৮৫)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩০১৪- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ . حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ : أَذْهَبُ يَا رَافِعُ لِبَوَائِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ لَئِنْ كَانَ كُلُّ أَمْرٍ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ ، وَاحَبُّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذِّبًا لِنُعَذِّبُ أَجْمَعُونَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ الْآيَةُ إِنَّمَا أَنْزَلَتْ هَذِهِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ : (وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ) وَتَلَا (لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتُوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سَأَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ فَكْتُمُوهُ ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ فَخَرَجُوا ، وَقَدْ أَرَوْهُ أَنْ قَدْ أَخْبَرُوهُ بِمَا قَدْ سَأَلَهُمْ عَنْهُ ، فَاسْتَحْمَدُوا بِذَلِكَ إِلَيْهِ ، وَفَرَحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ وَمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩০১৪. হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ যা'আফরানী (র)... মারওয়ান ইব্নুল হাকাম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর দারওয়ান রাফি'কে বললেন : হে রাফি'! ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে যাও এবং তাঁকে বল, নিজেদের কার্যকলাপের প্রতি যারা খুশী এবং যা করেনি সে কাজের জন্য যারা প্রশংসিত হতে ভালবাসে (৩ : ১৮৮ নং আয়াত অনুসারে) এমন প্রত্যেকেই যদি আযাবে-নিপতিত হয়, তবে আমাদের সবাইকেই তো আযাবে নিপতিত হতে হবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন : তোমাদের সাথে এই আয়াতের কি সম্পর্ক? এই আয়াত তো কিতাবীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। এরপর ইব্ন আব্বাস (রা) তিলাওয়াত করলেন :

(وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ)

স্মরণ কর, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন “তোমরা (আল্লাহর বিধান) মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ : ১৮৭)। তিনি আরও তিলাওয়াত করলেন :

(لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا)

যারা নিজেদের কার্যকলাপের উপর আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা করেনি সে বিষয়ে প্রশংসিত হতে ভালবাসে আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ : ১৮৮)।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : নবী ﷺ এদেরকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিন্তু তারা তা গোপন করে এবং এর বিপরীত তথ্য দেয়। পরে তারা বের হয়ে গেল এবং তাঁর প্রতি এমন ভাব দেখাল যে, যে বিষয়ে তিনি তাদের প্রশ্ন করেছিলেন, সে বিষয়ে যথার্থ তথ্য তারা তাঁকে অবহিত করেছে এবং এর জন্য তারা প্রশংসার দাবীদার হয়েছে। মোটকথা, এরা ছিল যারা তাদের কিতাবে যা পেয়েছে এবং তাদের তিনি যে প্রশ্ন করেছিলেন তাতে আনন্দ প্রকাশ করেছিল।

হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ النَّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আন-নিসা

৩০.১৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ . حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَرَضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَى فَلَمَّا أَفَقْتُ قُلْتُ :

كَيْفَ أَقْضَى فِي مَالِي ، فَسَكَتَ عَنِّي حَتَّى نَزَلَتْ : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ)

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ .

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَفِي

حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ الصَّبَّاحِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا .

৩০.১৫. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি অসুস্থ ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে এলেন। আমি তখন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম। হুঁশ এলে বললাম : আমি আমার সম্পদে কি ফায়সালা করব?

তিনি চুপ করে রইলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয় :

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ)

আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন। এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান।

(৪ : ১১)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

একাধিক রাবী এটি মুহাম্মাদ ইব্নুল মুনকাদির (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ফায়ল ইব্ন সাব্বাহ বাগদাদী (র)... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। ফায়ল ইব্ন সাব্বাহ (র)-এর রিওয়ায়েতে আরো বেশী বক্তব্য রয়েছে।

৩০১৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ . حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُوطَاسٍ أَصَبْنَا نِسَاءً لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي الْمُشْرِكِينَ ، فَكَرِهَهُنَّ رِجَالٌ مِنَّا فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩০১৬. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, আওতাস যুদ্ধের সময় আমাদের হাতে অনেক নারীবন্দী আসে। তাদের মুশরিক স্বামী ছিল। সাহাবীদের অনেকেই তাদের অপছন্দ করেন। আল্লাহ তা'আলা তখন এই আয়াত নাযিল করেন :

(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) .

নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। (৪ : ২৪)।

হাদীছটি হাসান।

৩০১৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : أَصَبْنَا سَبَابًا يَوْمَ أُوطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلَتْ : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَهَكَذَا رَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ ، وَأَبُو الْخَلِيلِ اسْمُهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ

৩০১৭. আহমদ ইব্ন মানী (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আওতাস যুদ্ধে আমাদের হাতে নারী বন্দী হয়ে আসে। নিজেদের কওমে তাদের স্বামীও ছিল। সাহাবীগণ এদের বিষয়টি নবী ﷺ-এর কাছে উত্থাপন করলে এই আয়াত নাযিল হল :

হাদীছটি হাসান।

ছাওরী (র) এই হাদীছটিকে উছমান আল-বাতি... আবুল খালীল... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই সনদে আবু আলকামা (র.)-এর উল্লেখ নেই।

আবুল খালীল (র)-এর নাম হল সালিহ ইব্ন আবু মারইয়াম।

৩০১৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ عَنْ شُعْبَةَ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ

بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : فِي الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَقَوْلُ الزُّوْرِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ ، وَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَلَا يَصِحُّ .

৩০১৮. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা সানআনী (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে রিওয়ায়ত আছে। তিনি বলেছেন : তা হল, আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা, প্রাণ সংহার করা, মিথ্যা বলা।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। রাওহ ইব্ন উবাদা এটিকে শু'বা (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি সনদে (উবায়দুল্লাহ-এর স্থলে) আবদুল্লাহ ইব্ন আবু বকর বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা সাহীহ নয়।

৩০১৯- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ بَصْرِيٌّ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ . حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ وَجَلَسَ وَكَانَ مَتَكِّئًا قَالَ : وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ أَوْ قَالَ قَوْلُ الزُّوْرِ ، قَالَ : فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

৩০১৯. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র)... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদের সবচেয়ে গুরুতর কবীরা গুনাহসমূহের কথা বলব?

সাহাবীগণ আরয় করলেন : অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!

তিনি বললেন : আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, পিতা-মাতার সঙ্গে নাফরমানী করা।

আবু বাকরা (রা) বলেন : তিনি কাত হয়ে ছিলেন। সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন : মিথ্যা সাক্ষী দেয়া বা মিথ্যা কথা বলা। আবু বাকরা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কথাটি বারবার এমনভাবে বলতে লাগলেন যে, আমরা মনে মনে বলতে লাগলাম, তিনি যদি চুপ করতেন (তবে ভাল হতো)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩০২০- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفَذٍ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ ، وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ

بِاللَّهِ يَمِينٌ صَبْرٌ ، فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّا جَعَلَتْ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَأَبُو أَمَامَةَ الْأَنْصَارِيُّ هُوَ ابْنُ ثَعْلَبَةَ وَلَا نَعْرِفُ اسْمَهُ ، وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩০২০. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বড় বড় কবীরা গুনাহসমূহ হল, আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, মিথ্যা কসম করা, কেউ যদি অপরিবর্তনীয় এবং অবশ্যাস্তাবী ভাবে যা প্রয়োগ হয় এমন হলফ করে আর তাতে মশার পাখার মত সামান্য মাত্র মিথ্যা ঢুকিয়ে দেয় তবুও তা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তার মনে দাগ হয়ে থাকবে।

হাদীছটি হাসান-গারীব। আবু উমামা আনসারী (র) হলেন ইব্ন ছা'লাবা। তাঁর নাম আমাদের জানা নেই। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

৩০২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْكَبَائِرُ الْأَشْرَافُ بِاللَّهِ ، وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، أَوْ قَالَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ، شَكُّ شُعْبَةٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০২১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কবীরা গুনাহসমূহ হল, আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা, অথবা তিনি বলেছেন : মিথ্যা কসম করা। এখানে শু'বা (র)-এর সন্দেহ হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতা-মাতার প্রতি নাফরমানী না মিথ্যা কসমের কথা বলেছিলেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩০২২- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : يَغْزُو الرِّجَالُ وَلَا يَغْزُو النِّسَاءُ ، وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ) . قَالَ : مُجَاهِدٌ فَأَنْزَلَ فِيهَا (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ) وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوَّلَ ظَعِينَةٍ قَدِمَتْ الْمَدِينَةَ مُهَاجِرَةً .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلٌ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَذًا وَكَذَا .

৩০২২. ইব্ন আবু উমর (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পুরুষরা জিহাদ করে অথচ মহিলারা জিহাদ করতে পারে না। আর আমাদের জন্য (পুরুষের তুলনায়) মীরাছের অর্ধেক হিস্যা মাত্র।

তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ)

যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লোভ করবে না। (৪ : ৩২)।

মুজাহিদ (র.) বলেন : এই বিষয়ে নাযিল হয়েছিল :

(إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ) (সূরা আহযাব ৩৩ : ৩৫)।

উম্মু সালামা (রা) ছিলেন : মদীনায় হিজরতকারী প্রথম মহিলা, হাদীছটি মুরসাল। কেউ কেউ এটিকে ইব্ন আবু নাজীহ... মুজাহিদ (র) সূত্রে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মু সালামা (রা) অমুক অমুক কথা বলেছিলেন।

৩.২৩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَسْمَعُ اللَّهَ ذَكَرَ النِّسَاءِ فِي الْهَجْرَةِ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) .

৩০২৩. ইব্ন আবু উমর (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলাকে হিজরতের বিষয়ে মেয়েদের নিয়ে কিছু বলতে শুনলাম না।

আল্লাহ তা'আলা তখন নাযিল করেন :

(إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) .

আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মনিষ্ঠ পুরুষ অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা একে অপরের অংশ। আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (সূরা আল-ই-ইমরান ৩ : ১৯৫)।

৩.২৪- حَدَّثَنَا هَنَادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ . فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) غَمَزَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ ، فَتَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَكَذَا رَوَى أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ .

৩০২৪. হান্নাদ (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর সামনে কুরআন তিলাওয়াত করতে নির্দেশ দিলেন, তিনি তখন মিস্বরে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি সূরা নিসা থেকে তিলাওয়াত করলাম। যখন এই আয়াতে পৌঁছলাম : (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا)

সে দিন কী অবস্থা হবে যে দিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে উপস্থিত করব তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসাবে (৪ : ৪১)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তাঁর হাত দিয়ে চাপ দেন। আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু পড়ছিল।

আবুল আহওয়াস (র) এটি আ'মাশ... ইবরাহীম-আলকামা... আবদুল্লাহ্ (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আসলে তা হবে ইবরাহীম... উবায়দা-আবদুল্লাহ্ (রা)।

৩০২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَقْرَأُ عَلَى ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ ؟ قَالَ : إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي . فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ (وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) قَالَ " فَرَأَيْتُ عَيْنِي النَّبِيَّ ﷺ تَهْمِلَانِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ .

৩০২৫. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একদিন বললেন : তুমি আমার সামনে তিলাওয়াত কর।

আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আপনার কাছে তিলাওয়াত করব? অথচ আপনারই উপর নাযিল হয়েছে তা! তিনি বললেন : অন্যের কাছ থেকে শুনতেও আমি ভালবাসি।

আমি সূরা নিসা থেকে তিলাওয়াত করতে লাগলাম। অবশেষে যখন (وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) (৪:৪১) আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম তিনি বলেন : তখন দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দু'চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।

এই রিওয়ায়তটি আবুল আহওয়াস-এর রিওয়ায়ত (৩০২৪ নং) অপেক্ষা অধিক সাহীহ।

সওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র)... আ'মাশ (র) থেকে মুআবিয়া ইব্ন হিশাম (র)-এর রিওয়ায়তের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩০২৬- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ نَحْوَ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنٍ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ ، فَآخَذَتِ الْخَمْرُ مِنَّا ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَدَّمُونِي فَقَرَأْتُ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩০২৬. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুর রহমান ইব্ন আওফ একবার আমাদের জন্য আহ্বারের আয়োজন করেন এবং আমাদের দাওয়াত করলেন। সেখানে আমাদের মদ পান করান (তখনও মদ হারাম হয়নি)। আমাদেরকে মদের নেশায় ধরে। ইতোমধ্যে সালাতের ওয়াক্ত এসে পড়ে। এমতাবস্থায় লোকেরা আমাকেই ইমামত করতে এগিয়ে দেন। আমি (সালাতে) কিরআত করলাম : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ .

وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ-এর স্থলে পড়ে বসলাম : এবং أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ-আমরাও তাদের ইবাদত করি। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন :

(سُورَةُ الْكَافِرُونَ ١٠٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ .

হে মুমিনগণ! মদ্যপানোমত্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হ'বে না যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার। (৪ : ৪৩)

হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

٢٧. ٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصِمَ الزُّبَيْرِ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النُّخْلَ . فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمْرُ ، فَإِنِّي عَلَيْهِ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ : أُسْقِ يَا زُبَيْرُ وَأَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ . فغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَن كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ . فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ : يَا زُبَيْرُ أُسْقِ وَأَحْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ) الْآيَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: قَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَيُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَرَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ الزُّبَيْرِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ .

৩০২৭. কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক আনসারী হাররা অঞ্চলের একটি নালা নিয়ে যুবায়র (রা)-এর সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হন। এই নালার মাধ্যমেই তাঁরা তাদের খেজুর বাগানগুলোতে পানি-সেচ করতেন। আনসারী বললেন : আপনি পানি আনতে নালা পথটি ছেড়ে দিন। যুবায়র (রা) তা করতে অস্বীকার করলেন। উভয়েই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবায়র (রা)-কে বললেন : হে যুবায়র! তোমার বাগানে পানি সেচ করে তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দিও।

আনসারী ব্যক্তিটি এতে রাগান্বিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! (যুবায়র) আপনার ফুফাত ভাই বলেই (এই ফায়সালা দিলেন)।

এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি বললেন : হে যুবায়র! তুমি তোমার বাগানে পানি সেচ কর। এরপর আলগুলো পর্যন্ত পানি ভরাট না হওয়া পর্যন্ত তা ফিরিয়ে রাখবে।

যুবায়র (রা) বলেন : আমার মনে হয় উক্ত বিষয়েই এই আয়াত নাযিল হয় :

(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ)

কিন্তু না, তোমার রবের কসম, তারা ততক্ষণ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৪ : ৬৫)।

মুহাম্মাদ (র) বলেন : ইবন ওয়াহব (র)-আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

গুআয়ব ইবন আবু হামযা (র) এটি যুহরী... উরওয়া ইবনু যুবায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রা)-এর উল্লেখ নেই।

৩০২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ) قَالَ : رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ . فَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ : فَرِيقٌ يَقُولُ أَقْتُلْهُمْ ، وَفَرِيقٌ يَقُولُ لَا . فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ) وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةٌ . وَقَالَ إِنَّهَا تَنْفِي الْخَبِيثَ كَمَا تَنْفِي النَّارَ خَبَثَ الْحَدِيدِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ الْخَطْمِيُّ وَلَهُ صُحْبَةٌ .

৩০২৮. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ) কি হল তোমাদের যে মুনাফিকদের ব্যাপারে দুই দল হয়ে গেলে? আয়াতটি সম্পর্কে বলেছেন : উহুদ যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীর একদল লোক (মুনাফিক) যুদ্ধ

ছেড়ে ফিরে এসেছিল। তাদের ব্যাপারে সাহাবীগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল বলছিলেন : এদের হত্যা করা হোক। আরেকদল বলছিলেন : না, হত্যার দরকার নেই। তখন এই আয়াত নাযিল হয় :

(فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ) (৪ : ৮৮)

নবী ﷺ বলেছেন : মদীনা হল তায়বা-পবিত্র নগরী। আগুন যেমন লোহার ময়লা-মরিচা বিদূরিত করে দেয় মদীনাও তেমনি মন্দ বিদূরিত করে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

রাবী আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ হলেন আনসারী খাতমী। তিনি সাহাবী ছিলেন।

৩০২৯- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ . حَدَّثَنَا شَبَابَةُ . حَدَّثَنَا رِقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيئَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمًا

يَقُولُ : يَا رَبُّ هَذَا قَتَلَنِي حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ قَالَ : فَذَكِّرُوا لِابْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : (وَمَنْ يَقْتُلْ

مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا) قَالَ : وَمَا نَسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا بَدَّلَتْ وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

৩০২৯. হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ যাআফরানী (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে কপালের চুল ও মাথায় ধরে নিয়ে আসবে। তার গলার কাটা রগসমূহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। সে বলবে, হে আমার রব! এ আমাকে হত্যা করেছে। এমনকি সে তাকে আল্লাহর আশের কাছে নিয়ে যাবে।

রাবী বলেন : ইব্ন আব্বাসের নিকট হত্যাকারীর তওবা প্রসঙ্গে আলোচনা করলে তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا)

কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম (৪ : ৯৩)।

এই আয়াতটি মানসুখও হয়নি বা তার বিধানও পরিবর্তিত হয়নি। সুতরাং তার আর তাওবা কোথায়?১

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। কেউ কেউ এই হাদীছটি আমার ইব্ন দীনার... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা এটি মারফু' করেন নি।

৩০৩০- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ غَنَمٌ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، قَالُوا

: مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ ، فَقَامُوا فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غَنَمَهُ فَأَتَوْا بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا).

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ .

৩০৩০. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বানু সুলায়ম গোত্রের এক ব্যক্তি একদল সাহাবী (রা)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার সঙ্গে তার বকরীর পালও ছিল। সে সাহাবীদের সালাম করল। সাহাবীরা (পরস্পর) বললেন : এ তোমাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যই সালাম করেছে। তখন তারা উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকে হত্যা করলেন ও তার বকরীর পাল নিয়ে নিলেন। এই সব নিয়ে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا).

হে মু'মিনগণ তোমরা যখন আল্লাহর পথে যাত্রা করবে তখন সব বিষয় পরিষ্কার পরীক্ষা করে নিবে। যে তোমাদের সালাম করবে তাকে বলবে না যে তুমি মু'মিন নও (৪ : ৯৪)।

হাদীছটি হাসান।

এই বিষয়ে উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৩০৩১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) جَاءَ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : وَكَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنِي ؟ إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ : (غَيْرِ أُولَى الضَّرَرِ) الْآيَةَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَتُتَوْنِي بِالْكَتِفِ وَاللِّوَاةِ ، أَوِ اللُّوْحِ وَاللِّوَاةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَيُقَالُ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَيُقَالُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَائِدَةَ ، وَأُمُّ مَكْتُومٍ أُمُّهُ .

৩০৩১. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে,

(لَا يَسْتَوِي الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) মু'মিনদের মধ্যে যারা গৃহে উপবিষ্ট তারা সমান নয়,

(৪:৯৫) এই আয়াত নাযিল হলে আমার ইব্ন উম্ম মাকতূম নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো অন্ধ। আমাকে আপনি কি নির্দেশ দেন?

আল্লাহ তা'আলা তখন নাযিল করলেন :

(غَيْرِ أُولَى الضَّرَرِ) তবে যারা অক্ষম তাদের কথা ভিন্ন (৪ : ৯৪)।

নবী ﷺ বললেন : দোয়াত ও কাঁধের মসৃণ হাড়ি নিয়ে এস (বা বললেন :) তখতী ও দোয়াত নিয়ে এস (এবং তা লিখে নাও)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ ।

আমর ইব্ন উম্ম মাকতূম (রা)-এর নাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্ম মাকতূম বলেও কথিত আছে। ইনি হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাইদা। উম্ম মাকতূম হল তাঁর মা-এর নাম।

٣٠٣٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ . حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ سَمِعَ مِقْسَمًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرِثِ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ) عَنْ بَدْرِ وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرِ لَمَّا نَزَلَتْ غَزْوَةُ بَدْرِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ : إِنَّا أَعْمِيَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَهَلْ لَنَا رُحْصَةٌ ؟ فَنَزَلَتْ (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ - وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً) فَهَؤُلَاءِ الْقَاعِدُونَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ (وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا) دَرَجَاتٍ مِنْهُ عَلَى الْقَاعِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِقْسَمٌ يُقَالُ هُوَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرِثِ ، وَيُقَالُ هُوَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو الْقَاسِمِ .

৩০৩২. হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ যাআফরানী (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) (৪ : ৯৫) আয়াতটি প্রসঙ্গে বলেন : অক্ষম না হয়েও যারা বদরে শরীক না হয়ে ঘরে বসে রয়েছে তারা এবং যারা বদরে বের হয়েছে তারা এক সমান নয়।

বদরের সময় আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ (শুদ্ধ হল আবদ আবু আহমদ ইব্ন জাহাশ) এবং ইব্ন উম্ম মাকতূম (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা দু'জন তো অন্ধ। আমাদের জন্য এক্ষেত্রে কোন অবকাশ আছে কি?

তখন নাযিল হয় :

(لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ - وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ

درجۃ) | (۸ : ۵۵)

এখানে যারা অক্ষম না হয়েও ঘরে বসে থাকে তাদের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর পথে যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অক্ষম না হয়েও যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর বিরাট প্রতিদান ও বহু দরজা ফযীলত দিয়েছেন।

এই হাদীছটি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে এই সূত্রে হাসান-গারীব। কথিত আছে, মিকসাম হলেন আবদুল্লাহ ইব্ন হারিছ-এর মাওলা বা আযাদকৃত দাস। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মাওলা। মিকসাম-এর কুনিয়ত হল আবুল কাসিম।

۳۰۳- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ

শেহাব . حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَلَى عَلَيْهِ : (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) قَالَ : فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يَمْلِيهَا عَلَيَّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ لَوْ اسْتَطِيعَ الْجِهَادُ لَجَاهَدْتُ ، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفَخِذَهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلْتُ حَتَّى عَمْتُ تَرَضُ فَخِذِي ثُمَّ سَرَى عَنْهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ : (غَيْرُ أُولَى الضُّرِّ) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ نَحْوَ هَذَا . وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَبِيصَةَ بِنْتِ نُؤَيْبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ رِوَايَةُ رَجُلٍ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ مِنَ التَّابِعِينَ . رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ . وَمَرْوَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ .

৩০৩৩. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মারওয়ান ইব্নুল হাকামকে মসজিদে উপবিষ্ট দেখতে পেয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পার্শ্বে বসলাম। তিনি আমার কাছে বর্ণনা করলেন যে, যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বর্ণনা করেছেন : নবী ﷺ তাঁকে লিখাছিলেন : (غَيْرُ أُولَى الضُّرِّ)

এমন সময় ইব্ন উম্ম মাকতূম এলেন। নবী ﷺ তখনও আমাকে লিখাছিলেন। ইব্ন উম্ম মাকতূম (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহর কসম আমি যদি জিহাদে শরীক হতে পারতাম তবে অবশ্যই জিহাদ করতাম। ইব্ন উম্ম মাকতূম ছিলেন অন্ধ।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর ওহী নাযিল শুরু করলেন। তাঁর উরু ছিল আমার উরুর উপর। তা এত ভারী মনে হচ্ছিল যে, এর ওজনে আমার উরুর হাড়ি যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। এরপর নবী ﷺ -এর এই অবস্থা অপসৃত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন : (غَيْرُ أُولَى الضُّرِّ) .

যারা অক্ষম তারা ছাড়া (৪ : ৯৫)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই হাদীছটি এক সাহাবীর রিওয়ায়ত, একজন তাবিঈ থেকে বর্ণিত। সাহল ইব্ন সা'দ আনসারী (রা) রিওয়ায়ত করছেন মারওয়ান ইব্ন হাকাম থেকে। মারওয়ান সরাসরি নবী ﷺ থেকে কিছু শুনেন নি। ইনি একজন তাবিঈ।

৩০৩৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةٍ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ : (أَنَّ

تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ) وَقَدْ آمَنَ النَّاسُ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ : صَدَقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০৩৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... ইয়া'লা ইব্ন উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উমর (রা)-কে বললাম। আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন : যখন তোমরা (শত্রুর) আশংকা কর তখন সালাতে কসর করবে (৪ : ১০১)। এখন তো মানুষ নিরাপদ হয়ে গেছে। (ইসলামও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে)।

উমর (রা) বললেন : তুমি যাতে বিষয়বোধ করছ আমিও তাতে বিষয়বোধ করেছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন : এতো আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অনুগ্রহ যা তিনি তোমাদের দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহর এই দান তোমরা গ্রহণ কর।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩০৩৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْهَنَائِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّ لِهَؤُلَاءِ صَلَاةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ وَهِيَ الْعَصْرُ ، فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ فَمِيلُوا عَلَيْهِمْ مِيلَةً وَاحِدَةً ، وَإِنْ جِبْرِيلُ أَتَى النَّبِيَّ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ ، وَتَقُومَ طَائِفَةٌ أُخْرَى وَرَأَاهُمْ ، وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ، ثُمَّ يَأْتِيَ الْآخَرُونَ وَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ، فَتَكُونُ لَهُمْ رَكْعَةً وَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَانِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
 وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي عِيَّاشٍ الزُّرْقِيُّ وَابْنِ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَأَبِي بَكْرَةَ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَنْظَلَةَ وَأَبُو عِيَّاشٍ الزُّرْقِيُّ اسْمُهُ زَيْدُ بْنُ صَامِتٍ .

৩০৩৫. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যাজনান ও উসফানের মাঝে এক স্থানে যাত্রাবিরতি করেছিলেন। মুশরিকরা বলল : এদের একটি সালাত আছে যা তাদের কাছে তাদের পিতা-পিতামহ ও সন্তান-সন্ততি থেকে অধিক প্রিয়। তা হল সালাতুল আসর। তাই তোমরা (তোমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে) দৃঢ় সংকল্প হয়ে থাক। আর তখন এক হামলা চালিয়ে (তাদের শেষ করে) দিবে।

জিব্রীল (আ)-নবী ﷺ -এর কাছে এলেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে দুই ভাগে ভাগ করে তাদের নিয়ে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিলেন। অপর দল অস্ত্রশস্ত্র এবং সতর্কতা রক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের পেছনে

থাকবে। এরপর অপর দলটি আসবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এক রাকআত সালাত আদায় করবে। প্রথম দলটি তাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং সতর্কতা রক্ষা করবে। ফলে এদের জন্য হবে এক এক রাকআত করে আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য হবে দুই রাকআত।

আবদুল্লাহ ইবন শাকীক... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, যায়দ ইবন ছাবিত, ইবন আব্বাস, জাবির, আবু আয়্যাশ আয-যুরাকী, ইবন উমর, হুযায়ফা, আবু বাকরা, সাহল ইবন হাছমা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবু আয়্যাশ আয যুরাকী (রা)-এর নাম হল যায়দ ইবন সামিত।

৩০৩৬- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ أَبُو مُسْلِمٍ الْحَرَانِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَانِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ : كَانَ أَهْلُ بَيْتِ مَنْ قَالَ لَهُمْ بَنُو أَبِي رِقٍ بِشْرٍ وَبَشِيرٌ وَمُبَشِّرٌ ، وَكَانَ بِشِيرٌ رَجُلًا مُنَافِقًا يَقُولُ الشَّعْرَ يَهْجُو بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَنْحَلُّهُ بَعْضُ الْعَرَبِ ثُمَّ يَقُولُ قَالَ فَلَانٌ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَلَانٌ كَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا سَمِعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ الشَّعْرَ قَالُوا : وَاللَّهِ مَا يَقُولُ هَذَا الشَّعْرَ إِلَّا هَذَا الْخَبِيثُ أَوْ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ ، وَقَالُوا ابْنُ الْأَبْيَرِ قَالَهَا ، قَالَ : وَكَانَ أَهْلُ بَيْتِ حَاجَةٍ وَفَاقَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ ، وَكَانَ النَّاسُ إِنَّمَا طَعَمَهُمْ بِالْمَدِينَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّامِ مِنَ الدَّرْمَكِ ابْتِغَاءَ الرَّجُلِ مِنْهَا فَخَصَّ بِهَا نَفْسَهُ ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِنَّمَا طَعَمَهُمُ التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ ، فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّامِ فَابْتِغَاءَ عَمِّي رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ حِمْلًا مِنَ الدَّرْمَكِ فَجَعَلَهُ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ وَفِي الْمَشْرَبَةِ سِلَاحٌ وَدِرْعٌ وَسَيْفٌ فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْبَيْتِ فَتَنَقَّبَتِ الْمَشْرَبَةُ ، وَآخَذَ الطَّعَامُ وَالسِّلَاحُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَانِي عَمِّي رِفَاعَةُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي إِنَّهُ قَدْ عُدِيَ عَلَيْنَا فِي لَيْلَتِنَا هَذِهِ ، فَتَنَقَّبَتِ مَشْرَبَتُنَا فَذَهَبَ بِطَعَامِنَا وَسِلَاحِنَا . قَالَ فَتَحَسُّسْنَا فِي الدَّارِ وَسَأَلْنَا ، فَقِيلَ لَنَا : قَدْ رَأَيْنَا بَنِي أَبِي رِقٍ اسْتَوْقَدُوا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَلَا تُرَى فِيمَا تُرَى إِلَّا عَلَى بَعْضِ طَعَامِكُمْ قَالَ : وَكَانَ بَنُو أَبِي رِقٍ قَالُوا وَنَحْنُ نَسْأَلُ فِي الدَّارِ ، وَاللَّهِ مَا تُرَى صَاحِبِكُمْ إِلَّا لَيْدَ بْنَ سَهْلٍ رَجُلٌ مِنْهُ لَهُ صِلَاحٌ وَإِسْلَامٌ فَلَمَّا سَمِعَ لَيْدٌ أَخْطَرَطَ سَيْفَهُ وَقَالَ : أَنَا أَشْرِقُ ؟ فَوَاللَّهِ لِيُخَالِطَنَّكُمْ هَذَا السَّيْفُ أَوْ لَتُبَيِّنَنَّ هَذِهِ السَّرِيقَةَ ، قَالُوا : إِلَيْكَ عَنْهَا أَيُّهَا الرَّجُلُ فَمَا أَنْتَ بِصَاحِبِهَا ، فَسَأَلْنَا فِي الدَّارِ حَتَّى لَمْ نَشْكُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهَا ، فَقَالَ لِي عَمِّي : يَا ابْنَ أَخِي لَوْ أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ قَتَادَةُ : فَأَتَيْتُ رَسُولَ

اللَّهُ ﷺ فَقُلْتُ : إِنَّ أَهْلَ بَيْتِ مِنَّا أَهْلُ جَفَاءٍ عَمَدُوا إِلَى عَمَى رِفَاعَةَ بْنِ زَيْدٍ فَتَقَبُّوا مَشْرِبَةً لَهُ وَأَخْنُوا سِلَاحَهُ وَطَعَامَهُ فَلْيُرْتُوا عَلَيْنَا سِلَاحُنَا ، فَأَمَّا الطَّعَامُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَامِرُ فِي ذَلِكَ ، فَلَمَّا سَمِعَ بَنُو أُبَيْرِقٍ أَتَوْا رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أَسِيرُ بْنُ عُرْوَةَ فَكَلَّمُوهُ فِي ذَلِكَ ، فَاجْتَمَعَ فِي ذَلِكَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانَ وَعَمَّهُ عَمَدُوا إِلَى أَهْلِ بَيْتِ مِنَّا أَهْلِ إِسْلَامٍ وَصَلَحَ يَرْمُونَهُمْ بِالسَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا ثَبَتٍ ، قَالَ قَتَادَةُ : فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمْتُهُ ، فَقَالَ عَمَدَتِ إِلَى أَهْلِ بَيْتِ ذَكَرَ مِنْهُمْ إِسْلَامٌ وَصَلَحَ تَرْمِيهِمْ بِالسَّرِقَةِ عَلَى غَيْرِ ثَبَتٍ وَلَا بَيِّنَةٍ ، قَالَ فَرَجَعْتُ ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ بَعْضِ مَالِي وَلَمْ أَكَلِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ ، فَاتَانِي عَمَى رِفَاعَةَ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي مَا صَنَعْتَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَلَ الْقُرْآنُ (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا) بَنَى أُبَيْرِقُ (وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ) أَيْ مِمَّا قُلْتَ لِقَتَادَةَ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ - إِلَى قَوْلِهِ - غَفُورًا رَحِيمًا) أَيْ : لَوْ اسْتَغْفَرُوا اللَّهَ لَغَفَرَ لَهُمْ ، (وَمَنْ يَكْسِبْ أَثِمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ - إِلَى قَوْلِهِ - إِنَّمَا مُبِينًا) قَوْلُهُ لِلْيَيْدِ : (وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ - إِلَى قَوْلِهِ فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالسِّلَاحِ فَرَدَّهُ إِلَى رِفَاعَةَ ، فَقَالَ قَتَادَةُ : لَمَّا أَتَيْتُ عَمَى بِالسِّلَاحِ ، وَكَانَ شَيْخًا قَدْ عَسَى أَوْ عَشَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكُنْتُ أَرَى إِسْلَامَهُ مَدْخُولًا ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ بِالسِّلَاحِ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ صَحِيحًا ، فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ لَحِقَ بِشِيرٍ بِالْمُشْرِكِينَ ، فَنَزَلَ عَلَى سُلَافَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ سُمَيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا) فَلَمَّا نَزَلَ عَلَى سُلَافَةَ رَمَاهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ بِأَبْيَاتٍ مِنْ شِعْرِهِ ، فَأَخَذَتْ رَحْلَهُ فَوَضَعَتْهُ عَلَى رَأْسِهَا ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِهِ فَرَمَتْ بِهِ فِي الْأَبْطَحِ ، ثُمَّ قَالَتْ " اهْدَيْتَ لِي شِعْرَ حَسَّانَ ؟ مَا كُنْتُ تَأْتِيَنِي بِخَيْرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيِّ .

وَرَوَى يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ مُرْسَلٌ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، وَقَتَادَةُ هُوَ أَخُو أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَأُمِّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ سَعْدُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ .

৩০৩৬. হাসান ইব্ন আহমদ ইব্ন আবু শুআয়ব আবু মুসলিম হাররানী (র)... কাতাদা ইব্ন নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমাদের এক পরিবার ছিল এদেরকে বানু উবায়রিক বলা হত। এদের নাম ছিল বিশর, বুশায়র এবং মুবাশশির। বুশায়র ছিল মুনাফিক। সে সাহাবীদের নিন্দা করে কবিতা রচনা করত পরে তা অন্য কোন আরবের প্রতি আরোপ করে বলত : অমুকে অমুক কথা বলেছে। সাহাবীরা যখন এই কবিতা শুনতেন তারা বলতেন : আল্লাহর কসম, এই খবীছ ছাড়া এই কবিতা অন্য কেউ রচনা করেনি। ইব্নুল উবায়রিকই তা রচনা করেছে।

কাতাদা বলেন : জাহেলী ও ইসলামী যুগেও এই পরিবারটি ছিল অভাবগ্রস্ত এবং উপবাস তাড়িত। মদীনার লোকদের খাদ্য ছিল খেজুর ও যব। কেউ যদি স্বচ্ছল হত তবে শাম থেকে কোন খাদ্য ব্যবসায়ী ময়দা নিয়ে আসলে তা সে কিনে নিত এবং নিজের ব্যবহারের জন্য তা বিশেষ করে রেখে দিত। আর ঐ খেজুর ও যবই হত পরিবারের অন্যদের খাদ্য।

একবার শাম থেকে খাদ্য ব্যবসায়ী এল। আমার চাচা রিফাআ ইব্ন যায়দ তার নিকট থেকে এক বোঝা ময়দা কিনেন এবং তা ভাঁড়ার ঘরে রেখে দেন। ঐ কুঠুরীতে অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম, তরবারি ইত্যাদিও ছিল। কিন্তু কুঠুরিটির নীচ দিয়ে একদিন চুরি হয়ে গেল। ভাঁড়ারের নীচে দিয়ে সিঁদ কেটে খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র লোপাট হয়ে যায়। সকালে আমার চাচা রিফাআ আমার কাছে এলেন। বললেন : হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আজ রাতে তো আমাদের উপর জুলম হয়ে গেছে। আমাদের ভাঁড়ারের সিঁদ কেটে খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র সব লোপাট করে ফেলেছে। মহল্লায় বিষয়টির খোঁজ-খবর নিয়েছি এবং (বিভিন্নজনকে) জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, আজ রাতে বানু উবায়রিকদের ঘরে বাতি জ্বালাতে দেখেছি। যতটুকু দেখেছি তাতে তোমাদের খাদ্যের সামনেই এদের দেখেছি।

বানু উবায়রিক বলেছে, আল্লাহর কসম, লাবীদ ইব্ন সাহলই তোমাদের ঐ চোর বলে আমাদের মনে হয়। অথচ আমরা মহল্লাবাসীদের এই বিষয়ে আগেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। আর লাবীদ হচ্ছেন আমাদের মাঝে অত্যন্ত নেক এবং আন্তরিকভাবে ইসলামের অধিকারী ব্যক্তি। লাবীদ এই কথা শুনে তলওয়ার কোষ মুক্ত করে এলেন, বললেন : আমি চুরি করেছি? আল্লাহর কসম হয়ত এই তরবারির সঙ্গে তোমাদের মিলন ঘটবে নয়ত তোমরা এই চুরির সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করবে। লোকজনরা বলল : ওহে ব্যাটা, সরে দাঁড়াও। তুমি আমাদের ঐ চোর নও। যা হোক, আমরা মহল্লায় আরো জিজ্ঞাসাবাদ করে নিঃসন্দেহ হলাম যে, এ বানু উবায়রিকেরই কাণ্ড। শেষে আমার চাচা আমাকে বললেন : হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গিয়ে বিষয়টা নিয়ে যদি আলোচনা করতে!

কাতাদা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেলাম। বললাম : আমাদের মহল্লায় একটা জালিম পরিবার আছে। আমার চাচা রিফাআ ইব্ন যায়দ-এর ক্ষতি সাধনের ইচ্ছায় তার ভাঁড়ারে সিঁদ কেটে

তার অস্ত্রশস্ত্র এবং খাদ্য সবই নিয়ে গেছে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো ফেরত নিয়ে দিন। আমাদের খাদ্যের দরকার নেই।

নবী ﷺ বললেন : বিষয়টি নিয়ে আমি শিগগীরই পরামর্শ করব।

বানু উবায়রিক যখন এই কথা শুনল তখন তারা উসায়র ইব্ন উরওয়া নামক তাদের এক ব্যক্তির কাছে এল এবং এই বিষয়ে তার সাথে আলোচনা করল এই বাড়ির কিছু লোক একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কাতাদা ইব্ন নু'মান ও তার চাচা আমাদের একটি সৎ ও মুসলিম পরিবারের ক্ষতি-সাধনের ইচ্ছায় কোনরূপ সাক্ষী-প্রমাণ ছাড়াই তাদের উপর চুরির অপবাদ দিচ্ছে।

কাতাদা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম এবং বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। তিনি বললেন : এমন একটি পরিবার যাদের ইসলাম ও সততা সম্পর্কে খ্যাতি আছে তাদের তুমি ক্ষতি সাধনের ইচ্ছায় কোন সাক্ষী-প্রমাণ ছাড়াই চুরির অপবাদ দিচ্ছ!

আমি ফিরে চলে এলাম। আমি তখন পছন্দ করছিলাম যে, আমার কিছু সম্পদ যদি চলেও যেত তবু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এই নিয়ে যদি আলাপ না করতাম!

আমার চাচা রিফাআ আমার কাছে এলেন এবং বললেন : হে ভাতিজা! (আমার বিষয়টির) কি করলে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে যা বলেছিলেন তা আমি তাকে জানালাম। তিনি বললেন : আল্লাহই একমাত্র সাহায্য-প্রার্থনাস্থল।

এরপর আর বেশীক্ষণ না যেতেই কুরআনের এই আয়াত নাযিল হল :

(اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِثِينَ خَصِيْمًا)

সত্যসহ আপনার কাছে কিতাব নাযিল করেছি যাতে আল্লাহ আপনাকে যা জ্ঞাত করিয়েছেন তদনুসারে আপনি লোকদের মাঝে ফয়সালা প্রদান করেন। খিয়ানতকারীদের (যেমন, বানু উবায়রিকের পক্ষে) তর্ক করবেন না।

কাতাদাকে যা বলেছেন তজ্জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ অবশ্যই অতিশয় ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু।

যারা নিজেদের প্রতারণিত করে তাদের পক্ষে তর্কবিতর্ক করবেন না। আল্লাহ তা'আলা খিয়ানতকারী পাপীকে পছন্দ করেন না।

তারা লোকদের থেকে গোপন করতে চায় কিন্তু আল্লাহ থেকে গোপন করে না। অথচ রাত্রে যখন তারা তাঁর নিকট অপছন্দনীয় কথা নিয়ে আলোচনা করে তখনও তো তিনি তাদের সঙ্গেই আছেন। আল্লাহর বাণী — ‘পরম দয়ালু’ পর্যন্ত।

অর্থাৎ এরা যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তবে তিনি তাদের ক্ষমা করে দিবেন।

কেউ পাপ কাজ করলে সে নিজের ক্ষতির জন্যই তা করে। সুস্পষ্ট পাপ পর্যন্ত।

কেউ কোন দোষ বা পাপ করে তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর আরোপ করে — যেমন লাবীদ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য — সে তো মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

আপনার প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তাদের একদল তো আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে সংকল্প আঁটত। কিন্তু তারা নিজেদের ব্যতীত আর কাউকে পথভ্রষ্ট করে না; আপনার কোনই ক্ষতি তারা

করতে পারবে না। আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আপনার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ।

তাদের অনেক গোপন সলা-পরামর্শই কোন কল্যাণ নেই। তবে যে দান-খয়রাত, সৎকার্য ও মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় তার পরামর্শে কল্যাণ আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি তালাশে তা করে তাকে দিব মহা পুরস্কার (৪ : ১০৫-১১৪)।

কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অস্ত্র ফেরত নিয়ে আসা হয় এবং তিনি তা রিফাআকে দিয়ে দেন।

কাতাদা (রা) বলেন : আমার চাচা ছিলেন একজন বৃদ্ধ লোক। জাহিলী যুগ তিনি অতিবাহিত করেছেন কিংবা তিনি বলেছেন : জাহিলী যুগেই তিনি অতিকায় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। আমার ধারণা ছিল যে, তিনি ইসলামে প্রবিষ্ট ছিলেন। তাঁর কাছে যখন অস্ত্র ফেরত নিয়ে আসলাম তখন তিনি বললেন : হে ভ্রাতুষ্পুত্র! এটি আল্লাহ্র রাস্তায় দিয়ে দিলাম। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি সঠিক ভাবেই ইসলামে দাখিল হয়েছেন।

কুরআনের এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর বুশায়র মুশরিকদের সাথে গিয়ে মিশে যায় এবং সুলাফা বিনত সা'দ ইব্ন সুমাইয়ার কাছে উঠে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন :

(إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَافًا أَثِيمًا
يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ - إِلَى قَوْلِهِ - غَفُورًا رَحِيمًا)

কারো নিকট সৎপথ সুস্পষ্ট হওয়ার পরও সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ ধরে তবে যে দিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দণ্ড করব। আর তা কতই না মন্দ আবাস!

আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে শরীক করা ক্ষমা করেন না। তাছাড়া যার জন্য ইচ্ছা তিনি তার অন্য সব পাপ ক্ষমা করেন। যে আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে সে ভীষণ ভাবে পথভ্রষ্ট হয়। (৪ : ১১৫-১১৬)।

বুশায়র সুলাফার এখানে আশ্রয় নিলে হাস্‌সান ইব্ন ছাবিত (রা) কিছু কবিতা-চরণের মাধ্যমে তাকে আক্রমণ করেন। তখন ঐ মহিলা বুশায়রের মাল-সামান মাথায় তুলে আবতাহে নিয়ে ফেলে দিল। পরে বললঃ হাস্‌সানের কবিতা আমার জন্য হাদিয়া নিয়ে এলে, আমার জন্য ভাল কিছু নিয়ে আসতে পারলে না?

হাদীছটি গারীব। মুহাম্মাদ ইব্ন সালাম হাররানী ছাড়া আর কেউ এটি মুসনাদ রূপে রিওয়ায়ত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

ইউনুস ইব্ন বুকায়র প্রমুখ (র) এই হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক-আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদা (র) সূত্রে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। এতে তার পিতা উমর এবং তার পিতামহ কাতাদা-এর উল্লেখ নেই।

কাতাদা ইব্ন নু'মান (রা) হলেন আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর মা শরীক ভাই। আবু সাঈদ (রা)-এর নাম হল সা'দ ইব্ন মালিক ইব্ন সিনান।

৩০৩৭- حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ. حَدَّثَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ ثَوِيرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَأَبُو فَاخِتَةَ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ عِلَاقَةَ ، وَثَوِيرٌ يَكْنَى أَبَا جَهْمٍ ، وَهُوَ كُوفِيٌّ رَجُلٌ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ كَانَ يَغْمِرُهُ قَلِيلًا .

৩০৩৭. খাল্লাদ ইব্ন আসলাম বাগদাদী (র)... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কুরআন করীমে আমার কাছে এই আয়াতটি অপেক্ষা প্রিয় আয়াত আর কোনটি নেই :

(۱۱۶ : ۸) (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)

হাদীছটি হাসান-গারীব।

আবু ফাখিত (র)-এর নাম সাঈদ ইব্ন ইলাকা। ছুওয়ার (র)-এর কুনিয়াত হল আবু জাহম। তিনি হলেন, কুফী। তিনি ইব্ন উমর ও ইব্ন যুযায়র (রা.) থেকে সরাসরি হাদীছ শুনেছেন। ইব্ন মাহদী (র.) তাঁকে কিছু দোষারোপ করতেন।

৩০৩৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا : حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُحَيْصِنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ : (مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِئِهِ) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : قَارِبُوا وَسَدِّتُوا ، وَفِي كُلِّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ كَفَّارَةٌ حَتَّى الشُّوْكَةُ يُشَاكُّهَا أَوْ النُّكْبَةُ يُنْكِبُهَا ابْنُ مُحَيْصِنٍ : هُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩০৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুয়া ইব্ন আবু উমর এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আবু যিনাদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِئِهِ)

যে মন্দ করবে তাকে এর শাস্তি প্রদান করা হবে (৪ : ১২৩) এই আয়াত নাযিল হলে তা মুসলিমদের জন্য খুব মনোকষ্টের কারণ হয়। তাই তারা নবী ﷺ এর কাছে অভিযোগ করেন।

তিনি বললেন : সত্যের নিকটবর্তী থাক এবং সরল-সোজা পথ অবলম্বন কর। মু'মিনের যে ক্রেশই হোক না কেন এমনকি তার গায়ে যদি কোন কাঁটা বিঁধে বা কোন বিপদ-আপদ যদি তার উপর আপতিত হয় — সব কিছুই তার গুনাহর কাফফারা হয়।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

ইব্ন মুহায়সিন (র)-এর নাম উমর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মুহায়সিন।

৩.৩৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ . أَخْبَرَنِي مَوْلَى بْنِ سَبَّاعٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ : (مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا أَقْرَبُكَ آيَةٌ أَنْزَلْتُ عَلَى ؟ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ فَأَقْرَأْنِيهَا فَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنِّي قَدْ كُنْتُ وَجَدْتُ انْقِصَامًا فِي ظَهْرِي ، فَتَمَطَّأْتُ لَهَا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، وَأَيْنَا لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا ، وَإِنَّا لَمُجْزَوْنَ بِمَا عَمَلْنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ فَتُجْزَوْنَ بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا حَتَّى تَلْقَوْا اللَّهَ وَلَيْسَ لَكُمْ ذُنُوبٌ وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَيُجْمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُجْزَوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، وفي إسناده مقال . موسى بن عبيدة يضعف في الحديث ، ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل ، ومولى ابن سبّاع مجهول . وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له إسناده صحيح أيضا .

وفي الباب عن عائشة .

৩০৩৯. ইয়াহইয়া ইব্ন মুসা ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবু বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন এই আয়াত নাযিল হয় :

(مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا)

যে কেউ মন্দ কাজ করবে তার প্রতিফল সে পাবেই এবং আল্লাহ ছাড়া সে কোন অভিভাবক ও কোন সহায়ক পাবে না। (৪ : ১২৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আবু বকর! আমি কি তোমার কাছে একটি আয়াত পড়ব না, যা আমার উপর নাযিল হয়েছে?

আমি বললাম : অবশ্যই ইয়া রাসূলুল্লাহ!

তিনি আমাকে তা পড়ে শোনালেন। আমি আর কিছুই জানি না তবে আমার পিঠে যেন একটা আঘাত অনুভব করলাম। এর জন্য আমি পিঠ টান করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আবু বকর! তোমার কী হল?

আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, মন্দ কাজ করে না? আমরা যা করি সবকিছুরই কি প্রতিফল ভোগ করতে হবে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আবু বকর তুমি এবং মু'মিনদের তো দুনিয়াতেই এর বদলা হয়ে যাবে। শেষে আল্লাহর সঙ্গে এমন অবস্থায় তাদের সাক্ষাত হবে যে, তাদের কোন গুনাহ থাকবে না। কিন্তু অন্যদের

ক্ষেত্রে মন্দ সব কিছু জমা করা হবে। অবশেষে কিয়ামতের দিন তাদের সে সবার প্রতিফল প্রদান করা হবে।

হাদীছটি গারীব। এর সনদের সমালোচনা রয়েছে। মুসা ইব্ন উবায়দা হাদীছ রিওয়ায়তের ক্ষেত্রে যঈফ। ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ এবং আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) তাকে যঈফ বলেছেন। ইব্ন সাব্বা'-এর মাওলাও অজ্ঞাত।

আবু বকর (রা) থেকে এই হাদীছটি অন্যভাবেও বর্ণিত আছে। এর সনদও সাহীহ নয়।

এই বিষয়ে আইশা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৩০৪০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَشِيتُ سَوْدَةَ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ : لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي ، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ كَأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩০৪০. মুহাম্মাদ ইব্নুল মুছান্না (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সাওদা (রা)-এর আশংকা হয় যে, নবী ﷺ তাঁকে তালাক দিয়ে দিবেন। তাই তিনি তাঁকে বললেন : আমাকে আপনি তালাক দিবেন না। আমাকে আপনার বিবাহে স্থিত রাখুন। আমার জন্য নির্ধারিত দিনটি আইশা (রা)-এর জন্য নির্ধারণ করে দিন। তিনি তাই করলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয় :

(فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)

তারা (স্বামী-স্ত্রী) যদি পরস্পর আপস-নিষ্পত্তি করে নেয় তবে তাতে তাদের কোন দোষ নেই; বরং আপস-নিষ্পত্তিই শ্রেয় ----- (৪ : ১২৮) যে বিষয়ের উপর তারা আপস করবে তা জায়েয। এটা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩০৪১- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِي السُّفَرِ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ : أَخِرُّ آيَةَ أَنْزَلَتْ ، أَوْ أَخِرُّ شَيْءٍ نَزَلَ : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَأَبُو السُّفَرِ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ أَحْمَدَ الثَّوْرِيُّ ، وَيُقَالُ ابْنُ مُحَمَّدٍ .

৩০৪১. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কুরআন শরীফের (মীরাহের বিষয়ে) শেষ যে আয়াত নাযিল হয় তা হল : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) .

লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, পিতামাতা নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ জানাচ্ছেন। (৪ : ১৭৬)

কুরআন তাফসীর

৩৬১

হাদীছটি হাসান।

আবুস সাফার (র)-এর নাম সাঈদ ইবন আহমদ। ইবন ইউহমিদ ছাওরী বলেও কথিত আছে।

৩০৬২- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ :
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) ، فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ ﷺ : يَجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ .

৩০৪২. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করা হয়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের 'কালারা' সম্পর্কে ফতওয়া দিচ্ছেন যে : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) (৪:১৭৬) এ-কি?

নবী ﷺ তাকে বললেন : গ্রীষ্মকালীন আয়াতটি (অর্থাৎ ৪ : ১৭৬ নং আয়াত)-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আল-মাইদা

৩০৬২- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ ، وَغَيْرُهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ :
قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ عَلَيْنَا أَنْزَلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعَمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) لَا اتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنِّي
أَعْلَمُ أَيَّ يَوْمٍ أَنْزَلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ ، أَنْزَلْتَ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০৪৩. ইবন আবু উমর (র)... তারিক ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহুদী উমর ইবন খাত্তাব (রা)-কে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন!

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعَمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)

আজ পরিপূর্ণ করে দিলাম আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন, পরিসমাপ্তি করে দিলাম তোমাদের উপর আমার নেয়ামত আর দীন হিসাবে তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করলাম। (৫ : ৩) ----- আয়াতটি যদি আমাদের উপর নাযিল হত তা হলে সেই দিনটিকে আমরা উৎসবের দিন হিসাবে নির্ধারণ করতাম।

উমর (রা) বললেন : আমি অবশ্যই জানি এই আয়াতটি কোন্ দিন নাযিল হয়েছিল, এটি আরাফার দিন, জুমাবারে নাযিল হয়েছিল।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩০৪৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ ، أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَارِ بْنِ أَبِي عَمَارٍ قَالَ :
 قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ :
 (لَوْ أَنْزَلْتَ هَذِهِ عَلَيْنَا لَأَتَّخَذْنَا يَوْمَهَا عِيدًا) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ وَيَوْمٍ
 عَرَفَةٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ صَحِيحٌ .

৩০৪৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আম্মার ইব্ন আবু আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন :

(৩ : ৫) (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)

তার কাছে এক ইয়াহুদী উপস্থিত ছিল। সে বলল : আমাদের উপর যদি এমন একটি আয়াত নাযিল হত তবে সেই দিনটিকে আমরা উৎসবের দিন হিসাবে নির্ধারণ করতাম।

ইব্ন আব্বাস (রা.) বললেন : এটি তো আমাদের দুই ঈদের দিন নাযিল হয়েছে : জুমআর দিন এবং আরাফার দিন।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব।

৩০৪৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَمِينُ الرَّحْمَنِ مَلَأَى سَحَاءً لَا يُفِيضُهَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ قَالَ :
 أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْذُ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَفِضْ مَا فِي يَمِينِهِ (وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) وَبِيَدِهِ الْآخِرَى
 الْمِيزَانَ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَتَفْسِيرُ هَذِهِ الْآيَةِ : (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ) وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَتْهُ الْأَنْمَةُ نُؤْمِنُ بِهِ كَمَا جَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسَرَ أَوْ يُتَوَهَّمُ هَكَذَا . قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ
 الْأَنْمَةِ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ الْمُبَارَكِ إِنَّهُ تَرَوَى هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَيُؤْمِنُ بِهَا فَلَا يُقَالُ كَيْفَ .

৩০৪৫. আহমদ ইব্ন মানী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দয়াময়ের ডান হাত তো পূর্ণ সব সময় তা অনুগ্রহ ঢালছে। রাত-দিনের বর্ষণ তাতে কোন হ্রাস ঘটাতে পারে না।

তিনি আরো বলেন : তোমরা লক্ষ্য করেছ কি? যেদিন থেকে তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে তিনি ব্যয় করে আসছেন কিন্তু তাঁর দক্ষিণ হস্তেও যা আছে তাতেও কিছু কম হয়নি।

তাঁর আরশ পানির উপর। তাঁর অন্য হাতে হল মীযান। তিনি তা নিচু করেন এবং উত্তোলন করেন। হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই হাদীছটি হল : (وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত রুদ্ধ। এরাই আসলে রুদ্ধহস্ত। (৫ : ৬৪) আয়াতটির তাফসীর স্বরূপ। ইমামগণ বলেন : কোনরূপ ব্যাখ্যা ও সন্দেহ পোষণ না করে যেভাবে হাদীছে উল্লেখ হয়েছে এই সব হাদীছের ক্ষেত্রে সেভাবেই বিষয়টি বিশ্বাস করতে হবে। সুফইয়ান ছাওরী, মালিক ইবন আনাস, ইবন উয়ায়না, ইবন মুবারক প্রমুখ (র) ইমামগণ এইরূপ অভিমত বক্তে করেছেন যে, এই ধরনের বিষয় বর্ণনা করা যাবে। এগুলোর উপর ঈমান রাখতে হবে কিন্তু তা কেমন এই কথা বলা যাবে না।

২০৬৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا الْحَرِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرَسُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الْقُبَّةِ ، فَقَالَ لَهُمْ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْصَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي اللَّهُ . حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحْرَسُ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ .

৩০৪৬. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ-কে পাহারা দেওয়া হত।

(وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন (৫ : ৬৭) আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হুজরা থেকে মাথা বের করে পাহারাদারদের বললেন : হে লোক সকল! তোমরা চলে যাও। আল্লাহ আমাকে হেফাজত করেছেন।

হাদীছটি গারীব।

কেউ কেউ এই হাদীছটিকে জুরায়রী... আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে তারা আইশা (রা)-এর উল্লেখ করেন নি।

২০৬৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْمَعَاصِي نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا ، فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ (وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ)

عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (قَالَ : فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ : لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تَأْطِرُوهُمْ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ يَزِيدُ : وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ لَا يَقُولُ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْوَضَّاحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ .

৩০৪৭. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বানু ইসরাঈলীরা যখন আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয় তখন তাদের আলিমগণ তাদের নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তারা নিষেধ শোনে নি। এতদসত্ত্বেও তাঁরা তাদের সাথে তাদের মজলিসে উঠা বসা করেছে, তাদের সাথে (একত্রে) পানাহার করেছে। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাদের কতকের অন্তর আর কতকের (পাপীদের) সাথে একাকার করে দিলেন এবং দাউদ ও ইসা ইব্ন মারয়াম (আ)-এর ভাষায় তারা লানতগ্রস্ত হল। কেননা, তারা নাফরমানী এবং সীমালংঘন করত।

রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলান দিয়ে বসে ছিলেন, তিনি তখন সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন : কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা রক্ষা পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের কঠোরভাবে বাধা না দিয়েছ।

আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) বলেন : ইয়াযীদ বলেছেন যে, সুফইয়ান ছাওরী (র) সনদে আবদুল্লাহ (রা)-এর উল্লেখ করেন নি।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

এই হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন আবুল ওয়ায্যাহ... আলী ইব্ন বাযীমা-আবু উবায়দা-আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। কোন কোন রাবী এটিকে আবু উবায়দা... নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

৩০৪৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا وَقَعَ فِيهِمُ النُّقْصُ كَانَ الرَّجُلُ يَرَى أَخَاهُ عَلَى الْأُتْبِ فَيَنْهَاهُ عَنْهُ ، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ لَمْ يَمْنَعَهُ مَا رَأَى مِنْهُ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَخَلِيطَهُ ، فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ، وَنَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ فَقَالَ : (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ (وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) قَالَ : وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ ، فَقَالَ : لَا ، حَتَّى تَأْخُذُوا عَلَى يَدَيَّ

الظَّالِمِ فَتَطْرُوهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا .

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَأَمْلَاهُ عَلِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنُ أَبِي الْوَضَّاحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩০৪৮. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... আবু উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বানু ইসরাঈলের মাঝে যখন ক্রটি দেখা দিল তখন তাদের একজন তার আর এক ভাইকে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত দেখতে পেলে তাকে নিষেধ করত কিন্তু তাকে যা করতে সে দেখেছে তার এই দেখা ঐ নাফরমানের সঙ্গে পানাহারে এবং মজলিসে-বৈঠকে এক সঙ্গে শরীক হওয়া থেকে তাকে বাধা দিত না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের কতকের অন্তর অন্য কতকের অন্তরের সাথে একাকার করে দিলেন। তাদের বিষয়েই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন এরপর তিনি পাঠ করলেন :

(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ)

বানু ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা অভিশপ্ত হয়েছিল দাউদ ও ঈসা ইবন মারয়াম কর্তৃক। কারণ তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যে সব গর্হিত কাজ করত তা থেকে পরস্পরকে বারণ করত না তারা যা করত তা কতই না মন্দ! তাদের অনেককে তুমি কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম — যে কারণে আল্লাহ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা স্থায়ীভাবে আযাবে থাকবে। তারা আল্লাহ, নবী ও তাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাসী হলে এদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের অনেকেই ফাসিক। (৫ : ৭৮-৮১)।

তখন নবী ﷺ কাত হয়েছিলেন, তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন : তোমরা রক্ষা পাবে না, যতক্ষণ না জালিমের হাত ধরে তাকে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছ।

বুন্দার (র)... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩. ৬৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ . أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ
عُمَرَ بْنِ شُرْحُبِيلَ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانٌ شِفَاءٌ ، فَنَزَلَتْ
الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) الْآيَةُ ، فَدَعَى عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي
الْخَمْرِ بَيَانٌ شِفَاءٌ ، فَنَزَلَتْ الَّتِي فِي النِّسَاءِ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) فَدَعَى
عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانٌ شِفَاءٌ ، فَنَزَلَتْ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ : (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ - إِلَى قَوْلِهِ - فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) فَدَعَى عُمَرُ فَقُرِئَتْ
عَلَيْهِ فَقَالَ : انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى عَنْ إِسْرَائِيلَ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرِو بْنِ شَرْحَبِيلٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ .

৩০৪৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বললেন : হে আল্লাহ! মদের বিষয়ে আমাদের পরিপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট বিবরণ দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার আয়াতটি নাযিল করলেন :

(يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ শেষ পর্যন্ত (২ : ২১৯)।

উমর (রা)-কে ডেকে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে শোনান হল। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আমাদেরকে মদের বিষয়ে আরো সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ বিবরণ দিন।

তখন সূরা নিসার এই আয়াতটি নাযিল হল :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) হে মু'মিনগণ! তোমরা মদ্য পানোন্মত্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হবে না। (৪ : ৪৩)

উমর (রা)-কে ডেকে আনা হল এবং তাঁকে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে শোনান হল। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! মদের বিষয়ে আরো পরিষ্কার নির্দেশ দিন। তখন সূরা মাইদার এই আয়াতটি নাযিল হয় :

(إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ - إِلَى قَوْلِهِ - فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)

শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না? (৫ : ৯১)

উমর (রা)-কে ডেকে তাঁকে এটি তিলাওয়াত করে শোনান হল। তিনি বললেন : চূড়ান্ত হয়েছে, চূড়ান্ত হয়েছে।

ইসরাঈল (র) সূত্রে এটি মুরসাল রূপেও বর্ণিত আছে।

মুহাম্মদ ইব্নুল আলা (র)... আবু মায়সারা (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) বলেছিলেন : হে আল্লাহ! মদের বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ বিবরণ দিয়ে দিন। এরপর তিনি উক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

এটি মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ (র)-এর রিওয়ায়ত (৩০৪৯ নং) থেকে অধিক সাহীহ।

৩০৫০- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : مَاتَ

رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ . فَلَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ . قَالَ رِجَالٌ : كَيْفَ بِأَصْحَابِنَا وَقَدْ

مَاتُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ ، فَنَزَلَتْ : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا

وَأَمَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ .

৩০৫০. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মদ হারাম হওয়ার পূর্বেই সাহাবীদের বহুজনের ইনতিকাল হয়। মদ হারাম হওয়ার পর লোকেরা বলল : আমাদের সঙ্গীদের কি হবে? তাঁরা যখন ইনতিকাল করেছে তখন তো তাঁরা মদ্যপান করতেন।

তখন এই আয়াত নাযিল হয় :

(لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) .

যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তজ্জন্য তাদের কোন পাপ নেই। যদি তারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও নেক আমল করে শেষ পর্যন্ত (৫ : ৯৩)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

শু'বা এটি আবু ইসহাক (র)... বারা (রা.) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

৩০৫১- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ بِهَذَا قَالَ : قَالَ الْبَرَاءُ مَاتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ يَشْرِبُونَ الْخَمْرَ ، فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُهَا قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَكَيْفَ بِأَصْحَابِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرِبُونَهَا ؟ فَنَزَلَتْ : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) الْآيَةُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০৫১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের বেশ কিছু লোক এমন যুগে মারা যান যে যুগে তাঁরা মদ্যপান করতেন। পরে যখন তা হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয়, তখন সাহাবীদের কতক লোক বললেন : আমাদের ঐ সাথীদের কি হবে যারা মদ্যপান করা কালে ইনতিকাল করেছেন?

তখন এই আয়াত নাযিল হয় : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)

যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তজ্জন্য তাদের কোন পাপ নেই। (৫ : ৯৩)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩০৫২- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرِبُونَ الْخَمْرَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، فَنَزَلَتْ : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০৫২. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! মদ হারাম হওয়ার আগে যারা মারা গেছেন অথচ তারা মদ পান করতেন তাদের সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

তখন এই আয়াত নাযিল হয় :

(لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا -

الصَّالِحَاتِ) ১. (৫ : ৯৩)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩০৫৩- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مِسْهَرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنْتَ مِنْهُمْ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০৫৩. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী‘ (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে,

(لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)

(৫ : ৯৩) আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমিও এদের মধ্যে গণ্য?

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩০৫৪- حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْقَلَّاسُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ . حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي إِذَا أَصَبْتُ اللَّحْمَ انْتَشَرْتُ لِلنِّسَاءِ ، وَأَخَذَتْنِي شَهَوَتِي ، فَحَرَمْتُ عَلَى اللَّحْمِ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا) قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ مُرْسَلًا ، لَيْسَ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرَوَاهُ خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا .

৩০৫৪. আবু হাফস আমর ইব্ন আলী (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি গোশত খাই তবে স্ত্রী সম্বোগের জন্য অস্থির হয়ে পড়ি এবং যৌন স্পৃহা আমাকে উত্তেজিত করে। তাই আমি নিজের জন্য গোশত হারাম করে দেই।

আল্লাহ তা‘আলা তখন নাযিল করেন :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا)

হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যে সব বস্তু হালাল করেছেন সে সব বস্তুকে তোমরা হারাম করবে না এবং সীমালংঘন করবে না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাদের যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে তোমরা আহার কর (৫ : ৮৭-৮৮)।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

উছমান ইব্ন সা'দ (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া কেউ কেউ এটিকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। এতে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ নেই। খালিদ হাযযা এটি ইকরিমা (র) সূত্রে মুরসাল রূপে রিওয়ায়ত করেছেন।

৩০৫৫- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ " (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كُلِّ عَامٍ ؟ قَالَ لَا ، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

৩০৫৫. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) লোকদের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে আল্লাহর উদ্দেশে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। (৩ : ৯৭) আয়াত নাযিল হলে সাহাবীরা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতিবছরেই কি তা করতে হবে? তিনি চুপ করে রইলেন। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতি বছরেই কি তা করতে হবে?

তিনি বললেন : না, যদি হ্যাঁ বলতাম তবে তো তা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যেত।

আল্লাহ তা'আলা তখন এই আয়াত নাযিল করেন :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ) .

হে মু'মিনগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করবে না, যা প্রকাশ হলে তোমাদের খারাপ লাগবে

(৫ : ১০১)।

আলী (রা)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা ও ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৩০৫৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي ؟ قَالَ أَبُوكَ فَلَانٌ . فَنَزَلَتْ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلَكُمْ تَسْؤُكُمْ) .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

৩০৫৬. মুহাম্মাদ ইব্ন মা'মার আবু আবদুল্লাহ আল-বাসরী (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার এক ব্যক্তি বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা কে? তিনি বললেন : তোমার পিতা অমুক। তখন এই আয়াত নাযিল হয় :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلَكُمْ تَسْؤُكُمْ) . (৫ : ১০১)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩০৫৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنْ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا ظَالِمًا فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ مَرْفُوعًا . وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَوْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ .

৩০৫৭. আহমদ ইব্ন মানী (র)... আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হে লোক সকল! তোমরা এই আয়াত পাঠ করে থাক যে,

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)

হে মুমিনগণ, তোমাদের নিজেদের সংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি হিদায়তের উপর থাক, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না (৫ : ১০৫)। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : মানুষ যখন কোন জালিমকে দেখে আর তার হাত ধরে যদি তাকে নিবৃত্ত না করে তবে আশংকা যে, অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ব্যাপক আযাবে নিপতিত করবেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

একাধিক রাবী এটি ইসমাঈল ইব্ন আবু খালিদ (র) সূত্রে মারফু' হিসাবে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। কোন কোন রাবী ইসমাঈল... কায়স (র) সূত্রে আবু বকর (রা)-এর বক্তব্য রূপে এটি রিওয়ায়ত করেছেন। তাঁরা এটি মারফু' করেন নি।

৩০৫৮- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالِقَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا عُثْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ اللَّخْمِيُّ عَنْ أَبِي أُمِيَّةَ الشُّعْبَانِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيَّ فَقُلْتُ لَهُ : كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذَا الْآيَةِ ؟ قَالَ : آيَةُ آيَةٍ ؟ قُلْتُ : قَوْلُهُ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا خَبِيرًا ، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَلِ انْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شَحًّا مُطَاعًا ، وَهَوًى مُتَّبَعًا ، وَدُنْيَا مُؤَثَّرَةً ، وَاعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعِ الْعَوَامَّ فَإِنَّ مِنْ ورائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَزَادَنِي غَيْرُ عُثْبَةَ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : بَلِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩০৫৮. সাঈদ ইবন ইয়াকুব তালাকানী (র)... আবু উমায়্যা শা'বানী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি আবু ছা'লাবা খুশানী (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে বললাম : এই আয়াতটির বিষয়ে আপনার কি করণীয় নির্ধারণ করেছেন?

তিনি বললেন : কোন্ আয়াতটির বিষয়ে বলছেন?

আমি বললাম : আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ :

(১০৫ : ৫) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)

তিনি বললেন : আল্লাহর কসম, তুমি সুবিজ্ঞ লোকের কাছেই প্রশ্ন করেছ। আমি এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছেন : বরং তোমরা সৎকাজের আদেশ করতে থাক আর অন্যায় কর্ম থেকে নিবৃত্ত করতে থাক। শেষে যখন দেখতে পাবে কৃপণতার আনুগত্য করা হচ্ছে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হচ্ছে, দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, প্রত্যেকেই নিজের মতকে সর্বোত্তম মনে করছে তখন তুমি বিশেষ করে তোমাকে নিয়েই থেকো, সাধারণের চিন্তা ছেড়ে দিও। তোমাদের পরবর্তীতে এমন যুগ আসছে যে যুগে (দীনের উপর) ধৈর্য ধরে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মত যন্ত্রণাকর হবে। ঐ যুগে যে দীনের উপর আমল করবে তার প্রতিদান হবে তোমাদের মত আমলকারী পঞ্চাশ লোকের অনুরূপ।

আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) বলেন, উৎবা ভিন্ন অন্যরা তাদের রিওয়ায়েতে আরো উল্লেখ করেছেন যে, বলা হল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের পঞ্চাশ জনের, না তাদের পঞ্চাশ জনের ছওয়াব হবে?

তিনি বললেন : না, তোমাদের পঞ্চাশ জনের সমান তার ছওয়াব হবে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

৩০৫৯- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

إِسْحَقُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بَازَانَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيٍّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ) قَالَ بَرِيٌّ مِنْهَا النَّاسُ غَيْرِي وَغَيْرَ عَدِيِّ بْنِ بَدَاءَ ، وَكَانَا نَصْرَانِيَيْنِ يَخْتَلِفَانِ إِلَى الشَّامِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، فَأَتَيَا الشَّامَ لِتِجَارَتِهِمَا وَقَدِمَ عَلَيْهِمَا مَوْلَى ابْنِي سَهْمٍ ، يُقَالُ لَهُ بُدَيْلُ بْنُ أَبِي مَرِيَمٍ بِتِجَارَةٍ ، وَمَعَهُ جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ يُرِيدُ بِهِ الْمَلِكَ وَهُوَ عَظِيمُ تِجَارَتِهِ ، فَمَرَضَ فَأَوْصَى إِلَيْهِمَا ، وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُبْلِغَا مَا تَرَكَ أَهْلُهُ ، قَالَ تَمِيمٌ : فَلَمَّا مَاتَ أَخَذْنَا ذَلِكَ الْجَامَ فَبِعْنَاهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ اقْتَسَمْنَاهُ أَنَا وَعَدِيُّ بْنُ بَدَاءَ . فَلَمَّا قَدِمْنَا إِلَى أَهْلِهِ دَفَعْنَا إِلَيْهِمْ مَا كَانَ مَعَنَا وَفَقَدُوا الْجَامَ ، فَسَأَلُونَا عَنْهُ ، فَقُلْنَا مَا تَرَكَ غَيْرَ هَذَا ، وَمَا دَفَعَ إِلَيْنَا غَيْرُهُ ، قَالَ تَمِيمٌ : فَلَمَّا أَسْلَمْتُ بَعْدَ قُدُومِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ تَأَمَّنْتُ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ ، وَأَدَيْتُ إِلَيْهِمْ خَمْسَمِائَةَ دِرْهَمٍ ، وَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ عِنْدَ صَاحِبِي مِثْلَهَا ، فَأَتَوْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَسَأَلَهُمُ الْبَيْتَةَ فَلَمْ يَجِبُوا ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَحْلِفُوهُ بِمَا يَقْطَعُ بِهِ عَلَى أَهْلِ دِينِهِ فَحَلَفَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ - إِلَى قَوْلِهِ - أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ) . فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، وَرَجُلٌ آخَرُ فَحَلَفَا ، فَتُرِعَتِ الْخَمْسَمِائَةُ دِرْهَمٍ مِنْ عَدِيِّ بْنِ بَدَاءَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ ، وَأَبُو النَّضْرِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ هَذَا الْحَدِيثَ هُوَ عِنْدِي مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ ، يُكْنَى أَبَا النَّضْرِ ، وَقَدْ تَرَكَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَهُوَ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ : مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ يُكْنَى أَبَا النَّضْرِ ، وَلَا نَعْرِفُ لِسَالِمِ أَبِي النَّضْرِ الْمَدَنِيِّ رِوَايَةً عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِيٍّ وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ مِنْ هَذَا عَلَى الْإِخْتِصَارِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ .

৩০৫৯. হাসান ইবন আহমদ ইবন আবু শু'আয়ব হাররানী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ)

হে মুমিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসীয়াত করার সময় তোমাদের মধ্যে সাক্ষী রাখবে ন্যায়নিষ্ঠ দুই জন (৫ : ১০৬) আয়াত প্রসঙ্গে তামীমে দারী (রা.) বলেন : এ ক্ষেত্রে আমি এবং আদী ইবন বাদদা ছাড়া অন্য কারো উপর এ আয়াত প্রযোজ্য নয়।

এরা (তামীম ও আদী) উভয়েই ছিলেন খৃষ্টান। ইসলামের পূর্বে তারা সিরিয়ায় ব্যবসার জন্য যাতায়াত করতেন। একবার তারা ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া গেলেন। বুদায়ল ইব্ন আবু মারইয়াম নামক বানু সাহমের এক জন আযাদকৃত দাস তাদের কাছে তেজারতির উদ্দেশ্যে এলেন। তাঁর সাথে রূপার একটি পান পাত্র ছিল। তিনি এটি বাদশাহর (নিকট বিক্রির) উদ্দেশ্যে এনেছিলেন। এটিই ছিল তাঁর তেজারতির সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু। তিনি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি তখন তাদের কাছে ওসীয়ত করেন এবং (তাঁর মৃত্যু হলে) তাঁর রেখে যাওয়া মালপত্র তার পরিবার-পরিজনের কাছে পৌঁছে দিতে উভয়কে অনুরোধ জানান। তামীম (রা) বলেন : তিনি মারা গেলে আমরা পানপাত্রটি নিয়ে গিয়ে এক হাজার দিরহামে বিক্রি করে আমি ও আদী ইব্ন বাদ্দা দুই জনে তা ভাগ করে নিলাম। পরে আমরা যখন তাঁর পরিজনের কাছে ফিরে এলাম, তখন আমাদের নিকট রক্ষিত জিনিসপত্র তাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম। কিন্তু তারা ঐ পানপাত্রটি না পেয়ে এই বিষয়ে আমাদের কাছে জানতে চাইল। আমরা বললাম : যা দিয়েছি তা ছাড়া তিনি আর কিছু রেখে যান নি এবং তা ছাড়া আমাদের কাছেও তিনি অন্য কিছু রেখে যান নি।

তামীম (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মদীনা আগমনের পর যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করি তখন ঐ অপরাধ থেকে মুক্তির চিন্তা করে তাঁর পরিবারের লোকদের কাছে আসি এবং মূল ব্যাপারটি তাদের জানাই। তাদেরকে পাঁচশত দিরহাম ফেরত দেই আর বলি যে, আমার সঙ্গীর কাছেও এ পরিমাণ রয়েছে, তারা তখন বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এল। তিনি তাদের কাছে প্রমাণ তলব করলেন। তারা কোন সাক্ষী পেল না। তিনি তখন তাদের ধর্মের যে বিষয়ের কসম খেলে গুরুত্ব হয় সে বিষয়ের মাধ্যমে আদীকে কসম দিতে ঐ পরিবারের লোকদের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর আদী (নিজেকে নিরপরাধ বলে) কসম খায়। এতদপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ - إِلَى قَوْلِهِ - أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدُّ أَيْمَانُ بَعْضِ أَيْمَانِهِمْ) (৫ঃ১০৬-১০৮)

এরপর আমার ইব্ন আস (রা) এবং অন্য একজন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে উঠলেন। শেষে আদী ইব্ন বাদ্দা থেকে পাঁচশ দিরহাম উসুল করা হল।

হাদীছটি গারীব। এর সনদ বিশুদ্ধ নয়।

যে আবুন নাযর-এর সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আমার মতে তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইব্নুস সাইব কালবী। তাঁর কুনিয়াত হল আবুন নাযর। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর তাফসীরের একটি গ্রন্থও আছে। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি : মুহাম্মাদ ইব্ন সাইব কালবীর কুনিয়াত হল আবুন নাযর। উম্মু হানী (রা)-এর মাওলা আবু সালিহ (র) সূত্রে সালিম আবুন নাযর মাদীনীর কোন রিওয়ায়ত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে সংক্ষিপ্তভাবে এই বিষয়ে অন্য সূত্রেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৩০. ৬- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ الدَّارِيِّ وَعَدِيٍّ بْنِ بَدَاءٍ ، فَمَاتَ السُّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ . فَلَمَّا قَدِمْنَا بِتَرْكِتِهِ فَقَتَلُوا جَامًا مِنْ فِصَّةٍ مُخَصَّمًا بِالذَّهَبِ فَأَخْلَفَهُمَا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ وَجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ ، فَقِيلَ اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ عَدِيٍّ وَتَمِيمٍ ، فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ أَوْلِيَاءِ السُّهُمِيِّ فَحَلَفَا بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَأَنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ قَالَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ) هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ .

৩০৬০. সুফইয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বানু সাহমের এক ব্যক্তি তামীম দারী এবং আদী ইবন বাদার সঙ্গে সফরে বের হয়। এমন এক স্থানে সাহমী ব্যক্তিটি মারা যায় যেখানে কোন মুসলিম ছিল না। যা হোক উক্ত দুইজন সাহমী-ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল-আসবাব নিয়ে তার পরিবারের কাছে আসলে তারা এতে স্বর্ণের কারুকাজ করা রূপার একটি পানপাত্র পেলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দু'জনকে এই বিষয়ে হলফ করান। পরে এই পানপাত্রটি সাহমীর পরিবারের লোকেরা মক্কায় পান। তাদের বলা হল। এটি তামীম ও আদীর নিকট থেকে কিনে আনা হয়েছে। সাহমী ব্যক্তিটির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দুই ব্যক্তি দাবী নিয়ে উঠেন এবং আল্লাহর কসম করে বললেন : আমাদের সাক্ষ্য এদের দু'জনের সাক্ষ্য অপেক্ষা বেশী সত্য এবং গ্রহণযোগ্য। এই পেয়ালাটি আমাদের লোকের।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : এদের বিষয়েই নাযিল হয় : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ)

(৫ : ১০৬-১০৮)

হাদীছটি হাসান-গারীব। এটি হল ইবন আবু যাইদার রিওয়ায়ত।

৩০৬১- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُرْزَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرِو عَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنْزَلَتِ الْمَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْرًا وَلَحْمًا ، وَأَمَرُوا أَنْ لَا يَخُونُوا وَلَا يَدْخُرُوا لِفَدٍ ، فَخَانُوا وَادْخَرُوا وَرَفَعُوا لِفَدٍ فَمُسِخُوا قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسِ عَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ مَوْقُوفًا ، وَلَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ قُرْزَةَ .

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ قُرْزَةَ ، وَلَا نَعْلَمُ لِلْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ أَصْلًا .

৩০৬১. হাসান ইবন কাযাআ বাসরী (র)... আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : [দীসা (আ)-এর দু'আয় আল্লাহ তা'আলা] আকাশ থেকে রুটি ও গোশত ভর্তি খাঞ্চা প্রেরণ করেন। হাওয়ারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যেন এর খেয়ানত না করে এবং তা থেকে যেন আগামীকালের জন্য সঞ্চয় না করে। কিন্তু তারা এতে খেয়ানত করল তা থেকে সঞ্চয় করল এবং আগামীকালের জন্য তা তুলে রাখল। ফলে তাদের (শাস্তি হিসাবে) বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়।

এই হাদীছটি গারীব।

আবু আসিম (র) প্রমুখ এটি সাঈদ ইবন আবু আরুবা-কাতাদা-খিলাস... আম্মার (রা) সূত্রে মাওকুফ রূপে রিওয়ায়ত করেছেন।

হাসান ইবন কাযাআ-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি মারফু রূপে বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

হুমায়দ ইবন মাসআদা (র)... সাঈদ ইবন আবু আরুবা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এটি মারফু নয়। এটি হাসান ইবন কাযাআ-র রিওয়ায়ত থেকে অধিক সাহীহ। মারফু রূপে বর্ণনাটির কোন ভিত্তি আছে বলে আমাদের জানা নেই।

৩.৬২- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : تَلَقَّى عِيسَى حُجَّتَهُ وَلَقَاهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ : (وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي الْهَيْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَقَاهُ اللَّهُ : (سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ) الْآيَةَ كُلَّهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০৬২. ইবন আবু উমর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ঈসা (আ)-কে হুজ্জত শিখিয়ে দেওয়া হল। আল্লাহুই তাঁর বক্তব্য বিষয়ে ঈসাকে তা শিখিয়ে দিলেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

(وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي الْهَيْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ)

আল্লাহ যখন বললেন, হে মরয়ম তনয় ঈসা, তুমিই কি লোকদের বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে এবং আমার জননীকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর? (৫ : ১১৬)।

আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : তখন ঈসা (আ)-কে আল্লাহুই উত্তর শিখিয়ে দিবেন।

তিনি বলবেন : (سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ)

তুমি তো মহিমান্বিত। যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা তো আমার জন্য শোভন নয় (৫ : ১১৬)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩.৬৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : أَخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ الْمَائِدَةُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : أَخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) .

৩০৬৩. কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সর্বশেষ সূরা নাযিল হয় সূরা আল-মায়িদা।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন : সর্বশেষ সূরা নাযিল হয়, ইয়া জাআ নাসরুল্লাহ ওয়াল ফাতহ।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الْأَنْعَامِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আল আন'আম

৩.৬৪- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّا لَا نَكْذِبُكَ ، وَلَكِنْ نَكْذِبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (فَانَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنْ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ) .

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ نَاجِيَةَ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَهَذَا أَصَحُّ .

৩০৬৪. আবু কুরায়ব (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার আবু জাহল নবী ﷺ-কে বলল : আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলি না, তবে তুমি যে বিষয় নিয়ে এসেছ তা আমরা মিথ্যা বলে মনে করি। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : (فَانَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنْ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ) .

ইসহাক ইবন মানসূর (র)... নাজিয়া (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু জাহল নবী ﷺ-কে বলল। এরপর তিনি উক্তরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

এতে আলী (রা)-এর উল্লেখ নেই। এটিই অধিক সাহীহ।

৩.৬৫- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ : (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هَاتَانِ آهُونُ أَوْ هَاتَانِ أَيْسَرُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০৬৫. ইবন আবু উমর (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন এই আয়াতটি নাযিল হল : (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) তখন নবী ﷺ বললেন : (হে আল্লাহ!) আপনার মুখমণ্ডলের ওসীলায় আশ্রয় চাই।

আরো নাযিল হল : (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ)

নবী ﷺ বললেন : এ দুটোই সহজতর।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩০৬৬- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيِّ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَّا إِنَّهَا كَانَتْ وَلَمْ يَأْتِ تَوِيلُهَا بَعْدُ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩০৬৬. হাসান ইব্ন আরাফা (র)... সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে,

(قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ)

আয়াতটি প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেন : এ আযাব ঘটবে। এর পরিণাম এখনো স্বরূপ ধারণ করে নি।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

৩০৬৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ . أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ . قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ : (يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০৬৭. আলী ইব্ন খাশরাম (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে,

(الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ)

আয়াতটি নাযিল হলে মুসলিমদের তা খুবই কঠিন বলে মনে হয়। তারা বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের এমন কে আছে যে স্বীয় নাফসের উপর জুলম করেনি?

তিনি বললেন : বিষয়টি আসলে তা নয়। এখানে জুলম হল শিরক। লুকমান তাঁর পুত্রকে কি বলেছেন, তা কি তোমরা শোন নি?

(يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)

হে প্রিয় বৎস, আল্লাহর সঙ্গে শরীক করবে না। শিরক হল মহা জুলম।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২০৬৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : كُنْتُ مُتَكِنًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ : [يَا أَبَا] عَائِشَةَ ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ ، مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ ، وَاللَّهُ يَقُولُ : (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ - وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) وَكُنْتُ مُتَكِنًا فَجَلَسْتُ ، فَقُلْتُ : يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرِيْنِي وَلَا تُعْجِلِيْنِي أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ : (وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى - وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ) قَالَتْ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَنْ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ ، مَا رَأَيْتُهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي خُلِقَ فِيهَا غَيْرُ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ ، يَقُولُ اللَّهُ : (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ ، وَاللَّهُ يَقُولُ : (قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، ومسروق بن الأجدع يكنى أبا عائشة ، وهو مسروق بن عبد الرحمن ، وكذا كان اسمه في الديوان .

৩০৬৮. আহমদ ইব্ন মানী (র)... মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আইশা (রা)-এর এখানে কাত হয়ে বসা ছিলাম। তিনি বললেন : হে আবু আইশা তিনটি বিষয় এমন, যে এর কোন একটি বলল : সে আল্লাহ সম্পর্কে ভীষণ অপবাদ দিল। যে এই কথা বলে যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর পরওয়ারদিগারকে দেখেছেন সে আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ দেয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলছেন :

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

তিনি (আল্লাহ) দৃষ্টির অধিগম্য নন, তবে দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক পরিজ্ঞাত (৬ : ১০৩)। তিনি আরো ইরশাদ করেন :

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে (৪২ : ৫১)।

আমি তো ঠেস দেওয়া অবস্থায় ছিলাম। এবার সোজা হয়ে বসলাম। বললাম : হে উম্মুল মু'মিনীন, থামুন, আমাকে সময় দিন, ত্বরা করবেন না। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কি ইরশাদ করেন নি :

(وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى - وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ)

তিনি তো (রাসূলুল্লাহ) তাঁকে (আল্লাহকে) স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন (২৩ : ৮১)। অন্যত্র “নিশ্চয় তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন” (১৩ : ৫৩)।

আইশা (রা) বললেন : আল্লাহর কসম, আমিই প্রথম সে জন যে জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। তিনি বলেছেন : তিনি তো ছিলেন জিব্রীল (আ) কেবলমাত্র এই দু'বারই আমি তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছি। আমি তাঁকে আসমান থেকে অবতরণ করতে দেখেছি। তাঁর বিরাট দেহ ঢেকে ফেলেছিল আসমান-জমিনের মাঝের সবটুকু স্থান।

তিনি আরো বলেন : আর ঐ ব্যক্তিও আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ দেয়, যে এমন কথা বলে যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন তার কোন কথা গোপন করেছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : (يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)

হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন (৫ : ৬৭)।

কেউ যদি বলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আগামীতে কি হবে তা জানেন তবে সেও আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ দেয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন : (قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ)

আসমান ও যমীনে আল্লাহ ব্যতীত গায়েব সম্পর্কে কেউ জানে না। (২৭ : ৬৫)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মাসরুক ইবনুল আজদা' (র.)-এর কুনিয়াত হল আবু আইশা।

৩.৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ الْحَرَشِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَتَى أَنَسُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَتَأْكُلُ مَا نَقَتُلُ وَلَا نَأْكُلُ مَا يَقْتُلُ اللَّهُ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ - إِلَى قَوْلِهِ - وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا .

৩০৬৯. মুহাম্মদ ইবন মূসা বাসরী হারাশী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু লোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা নিজেরা যা বধ করি তা তো আহার করি আর আল্লাহ তা'আলা যা হত্যা করেন (মৃত্যু দেন) তা আহার করি না।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন :

(فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ - إِلَى قَوْلِهِ - وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ)

হাদীছটি হাসান-গারীব।

এই হাদীছটি ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে অন্যভাবেও বর্ণিত আছে। কোন কোন রাবী এটিকে আতা ইবনুস সাইব... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

৩০৭০- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الصُّحُفَةِ الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُ مُحَمَّدٍ ﷺ فَلْيَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَاتِ : (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ : (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩০৭০. ফাযল ইবনুস সাব্বাহ বাগদাদী (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে সাহীফা (ক্ষুদ্র পুস্তিকা)-এর উপর মুহাম্মাদ ﷺ-এর মোহরাক্ষিত হয়েছে, সেই সাহীফা দর্শন যাকে আনন্দ দেয় সে যেন এই আয়াতগুলো পাঠ করে : (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ : (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

হাদীছটি হাসান-গারীব।

৩০৭১- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ) قَالَ : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ ،

৩০৭১. সুফইয়ান ইবন ওয়াকী' (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, (أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ) আয়াত প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন : এ নিদর্শন হল পশ্চিম থেকে সূর্যোদয়।

এই হাদীছটি গারীব। কোন কোন রাবী এটিকে মারফু হিসাবে রিওয়ায়ত করেন নি।

৩০৭২- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَا (لَمْ يَنْفَعْ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمْنَتْ مِنْ قَبْلِ) الْآيَةِ الدُّجَالُ وَالْذَّابَّةُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ أَوْ مِنْ مَغْرِبِهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০৭২. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তিনটি বিষয় যখন প্রকাশিত হবে, ইতিপূর্বে যে ঈমান আনে নি (বা ঈমান অনুযায়ী নেক আমল করে নি) সে সময় ঈমান আনায় তার কোন উপকার হবে না : (لَمْ يَنْفَعْ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمْنَتْ مِنْ قَبْلِ)

দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩০৭৩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سَقْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ : إِذَا هُمْ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَإِذَا هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا ، فَإِنْ تَرَكَهَا وَرَبُّمَا قَالَ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ثُمَّ قَرَأَ : (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০৭৩. ইব্ন আবী উমর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন — আর তাঁর কথা হক — আমার বান্দা যখন কোন নেক কাজের ইচ্ছা করে তখনই তার একটা নেকী লিখবে। আর যখন সেই নেক সে সম্পাদন করবে তখন একটার জন্য দশগুণ করে নেকী লিখবে। আর যখন কোন বদকাজ করার ইচ্ছা করে তখন সে যদি তা সম্পাদন করে তবে এর সমপরিমাণ বদী লিখবে আর যদি তা না করে তবে তার জন্য একটা নেকী লিখবে। এরপর নবীজী ﷺ পাঠ করলেন : (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) . হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الْأَعْرَافِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আল-আ'রাফ

৩০৭৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا) قَالَ حَمَادٌ : هَكَذَا وَامْسَكَ سُلَيْمَانُ بِطَرْفِ ابْتِهَامِهِ عَلَى أَنْمَلَةٍ اصْبَعِهِ الْيُمْنَى قَالَ : فَسَاخَ الْجَبَلُ (وَحَرَّ مُوسَى صَعِقًا) . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ . لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩০৭৪. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন এই আয়াতটি পাঠ করলেন : (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا)

রাবী হাম্মাদ (র) তাজাল্লীর রূপ দেখাতে যেয়ে বলেছেন : এইরূপে। আর সুলায়মান (র)-এর ব্যাখ্যায় তার বৃদ্ধাঙ্গুলির কিনারা দিয়ে ডান হাতের অঙ্গুলিগুলোর মাথা স্পর্শ করলেন।

নবী ﷺ বলেন : অনন্তর এই তাজাল্লীতে পাহাড়টি ধসে যায় আর মূসা (আ) বেহুঁশ হয়ে পড়েন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ গারীব। হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আবদুল ওয়াহ্‌হাব ওয়াররক বাগদাদী (র)... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান।

৩০৭৫- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنُ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : (وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟) قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ) قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ اللَّهُ خَلَقَ آدَمَ ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ ، فَأَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً ، فَقَالَ : خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ : خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَيَعْمَلُ أَهْلُ النَّارِ يَعْمَلُونَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ اللَّهُ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ . وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ ، فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ النَّارَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ . وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بَيْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَبَيْنَ عُمَرَ رَجُلًا مَجْهُولًا .

৩০৭৫. আনসারী (র)... মুসলিম ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-কে এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল :

(وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟) قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ)

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেও এই বিষয়ে প্রশ্ন হতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : আল্লাহ তাআলা আদমকে সৃষ্টি করে তাঁর ডান হাত তার ডান দিক থেকে পিঠে বুলালেন, ফলে তা থেকে তার একদল সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি হল। আল্লাহ বললেন : আমি এদের জান্নাতের জন্য এবং জান্নাতবাসীদের আমলে আমল করার জন্য বানিয়েছি।

এরপর তিনি আদমের পিঠে হাত বুলালেন : এতে তার একদল সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি হল। আল্লাহ তাআলা বললেন : এদের জাহান্নামের জন্য এবং জাহান্নামবাসীদের আমলে আমল করার জন্য বানিয়েছি।

এক ব্যক্তি বলল : তাহলে আর আমরা কিসের জন্য আমল করব, ইয়া রাসূলুল্লাহ?

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাতের জন্য তার কোন বান্দাকে সৃষ্টি করেন তাকে দিয়ে তিনি জান্নাতবাসীদের আমল করান। মৃত্যু পর্যন্ত সে জান্নাতবাসী হওয়ার কোন না কোন আমলে আমল করে যায়। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে দাখিল করে দেন। আর যদি কোন বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন তবে তাকে দিয়ে তিনি জাহান্নামবাসীদের আমল করান। মৃত্যু পর্যন্ত সে জাহান্নামীদের কোন না কোন আমল করে যায়। পরিণামে তিনি তাকে জাহান্নামে দাখিল করেন।

হাদীছটি হাসান।

রাবী মুসলিম ইব্ন ইয়াসার সরাসরি উমর (রা) থেকে হাদীছ শুনে নি। কেউ কেউ এই সনদে মুসলিম ইব্ন ইয়াসার এবং উমর (রা)-এর মাঝে আর একজনের উল্লেখ করেছেন।

৩০৭৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ ، فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيَّ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبَيْضًا مِنْ نُورٍ ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ ، فَقَالَ أَيُّ رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ : هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ ، فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ وَبَيْضٌ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَقَالَ : أَيُّ رَبِّ مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : هَذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الْأَمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ فَقَالَ : رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمُرَهُ ؟ قَالَ سِتِّينَ سَنَةً ، قَالَ : أَيُّ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَلَمَّا قُضِيَ عُمُرُ آدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، فَقَالَ : أَوْلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قَالَ : أَوْلَمْ تُعْطِهَا أَبْنَكَ دَاوُدَ ؟ قَالَ فَجَدَّ آدَمُ : فَجَدَّتْ ذُرِّيَّتُهُ ، وَنَسِيَ آدَمُ فَتُسَيِّتُ ذُرِّيَّتُهُ ، وَخَطِيءُ آدَمَ فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ .

৩০৭৬. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন আদম সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর পিঠে হাত বুলালেন। এতে তাঁর যে সব সন্তান-সন্ততি কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করবেন সব প্রাণই তাঁর পিঠ থেকে বের হয়ে এল। প্রত্যেকটি মানুষের দু'চোখের মাঝে জ্যোতির উজ্জ্বল প্রকাশ করলেন। এরপর তাদের আদম (আ)-এর সামনে পেশ করলেন। তিনি বললেন : হে পরওয়ারদিগার এরা কারা?

আল্লাহ বললেন : এরা তোমার বংশধর।

আদম (আ) এদের আরো একজনকে দেখলেন। তার দু'চোখের মাঝের উজ্জ্বলতায় তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন : হে আমার রব! এইটি কে?

আল্লাহ বললেন : এ হলো তোমার সন্তানদের শেষের দিকের উম্মতদের একজন। তার নাম দাউদ। আদম (আ) বললেন : হে আমার রব! তার বয়স কত নির্ধারণ করেছেন?

আল্লাহ্ বললেন : ষাট বছর ।

আদম (আ) বললেন : হে আমার রব! আমার বয়স থেকে চল্লিশ বছর একে দিয়ে দিন ।

পরে আদমের বয়স শেষ হলে মৃত্যুর ফিরিশতা তাঁর জান কবয় করতে এলেন । আদম (আ) বললেন : আমার বয়স থেকে তো এখনও চল্লিশ বছর বাকী ।

মৃত্যুর ফিরিশতা বললেন : আপনি তো তা আপনার বংশধর দাউদকে দিয়েছিলেন ।

আদম (আ) অস্বীকার করলেন ফলে তাঁর বংশধররাও অস্বীকার করে; আদম ভুলে যান তাঁর সন্তানরাও ভুলে যায়; আদম ভুল করেন তাঁর সন্তানরাও ভুল করে ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ ।

আবু হুরায়রা... নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে ।

৩০৭৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَمَّا حَمَلَتْ حَوَاءُ طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ وَكَانَ لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ . فَقَالَ سَمِيَهُ عَبْدَ الْحَرِثِ ، فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ الْحَرِثِ ، فَعَاشَ ذَلِكَ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ . وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَلَمْ يَرْفَعَهُ .

৩০৭৭. মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (রা)... সামুরা ইবন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : হাওয়া (আ.) গর্ভবতী হলে ইবলীস তাঁর কাছে এল, হাওয়া (আ.)-এর সন্তান বাঁচত না । ইবলীস তাঁকে বলেন : এবার এর নাম রাখবেন আবদুল হারিছ ।

যা হোক, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তিনি এর নাম আবদুল হারিছ রাখলেন । অনন্তর এটি জীবিত থাকে । এ ছিল শয়তানের প্ররোচনা ও মন্ত্রণা ।

হাদীছটি হাসান-গারীব । উমার ইবন ইবরাহীম (র)... কাতাদা (র) সূত্রে রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই । কেউ কেউ এটিকে আবদুস সামাদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন । কিন্তু সেটি মারফু' করেন নি ।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الْأَنْفَالِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আল-আনফাল

৩০৭৮- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ جِئْتُ بِسَيْفٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَفَى صَدْرِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ نَحْوِ هَذَا ، هَبْ لِي هَذَا السَّيْفَ . فَقَالَ : هَذَا لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ ، فَقُلْتُ : عَسَى أَنْ يُعْطَى هَذَا مَنْ لَا يُبْلَى بِلَائِي ، فَجَاءَنِي الرَّسُولُ فَقَالَ : إِنَّكَ سَأَلْتَنِي وَلَيْسَتْ لِي ، وَقَدْ صَارَتْ لِي وَهُوَ لَكَ قَالَ فَنَزَلَتْ : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَيَّةِ .

কুরআন তাফসীর

৩৮৫

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبٍ أَيْضًا .
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ .

৩০৭৮. আবু কুরায়ব (র)... মুসআব ইব্ন সা'দ তার পিতা সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বদর যুদ্ধের দিন আমি একটি তলোয়ার নিয়ে এলাম। বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা মুশরিকের ব্যাপারে (তাদের পরাজিত করে) আমার হৃদয়কে শান্তি দান করেছেন। অথবা এরূপ কিছু বললেন। আপনি আমাকে এই তলোয়ারটি দিয়ে দিন।

তিনি বললেন : এটা তো আমারও নয় তোমারও নয়।^১

আমি বললাম : আমার আশংকা হয় এটি এমন কাউকে দেওয়া হবে, যে আমার মত পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারবে না।

পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এসে বললেন : তুমি এটি আমার কাছে চেয়েছিলে। তখন তো এটি আমার অধিকার ভুক্ত ছিল না। এখন এটি আমার হয়ে গেছে। সুতরাং এটি তোমাকে দিলাম।

তখন এই আয়াত নাযিল হয় : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ)

হাদীছ হাসান-সাহীহ।

সিমাক (র) ও এটি মুসআব ইব্ন সা'দ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এই বিষয়ে উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৩০৭৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَدْرٍ قِيلَ لَهُ عَلَيْكَ الْغَيْرُ لَيْسَ نُونَهَا شَيْءٌ، قَالَ : فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُوَ فِي وَثَاقِهِ : لَا يَصْلُحُ ، وَقَالَ : لِأَنَّ اللَّهَ وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ ، قَالَ صَدَقْتَ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০৭৯. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বদর যুদ্ধ থেকে অবসর হলেন তখন তাঁকে বলা হল, কাফেলাটির উপর আপনি আক্রমণ করুন। কারণ, তাদের রক্ষাকারী কেউ নেই। তখন আব্বাস — যিনি তখন যুদ্ধবন্দী ছিলেন — তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, কাফেলার উপর আক্রমণ করা ঠিক হবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তো আপনার সঙ্গে দু'টো দলের একটির ওয়াদা করেছিলেন। আর তিনি যা ওয়াদা করেছিলেন, তিনি তা আপনাকে প্রদান করেছেন।

নবী ﷺ বললেন : আপনি সত্যি বলেছেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩০৮০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ . حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ .
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : نَظَرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ

১. গণীমত সম্পদ (বন্টনের পূর্বে) কারো ব্যক্তিগত সম্পদ নয়।

وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ يَهْتَفُ بِرَبِّهِ :
 اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي . اللَّهُمَّ أَتَيْتِي مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تَعْبُدُ فِي
 الْأَرْضِ . فَمَا زَالَ يَهْتَفُ بِرَبِّهِ ، مَا دَامَ يَدَيْهِ ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ مِنْ مَنكَبَيْهِ . فَلَاتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ
 رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنكَبَيْهِ ، ثُمَّ التَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ ، فَقَالَ : يَا نَبِيُّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشِدَتُكَ رَبِّكَ ، إِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا
 وَعَدَكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ) .
 قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَارٍ عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ ،
 وَأَبُو زُمَيْلٍ أَسْمُهُ سِمَاكُ الْحَنْفِيُّ ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا يَوْمَ بَدْرٍ .

৩০৮০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (বদরের দিন) আল্লাহর নবী ﷺ মুশরিকদের দিকে তাকালেন। এরা ছিল এক হাজার। আর তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন তিনশ দশের কিছু অধিক। এরপর নবী ﷺ কিবলার দিকে ফিরে হাত তুলে তাঁর রবকে ডাকতে লাগলেন : হে আল্লাহ! তুমি যে ওয়াদা আমার সঙ্গে করেছ তা পূরণ কর। হে আল্লাহ! এই মুসলিমদের এই ক্ষুদ্র দলটিকে যদি আজ তুমি ধ্বংস করে দাও তবে তো পৃথিবীতে আর তোমার ইবাদত করা হবে না।

কিবলার দিকে ফিরে হাত তুলে তিনি তাঁর রবকে ডাকতেই থাকলেন এমনকি তাঁর গায়ের চাদর কাঁধ থেকে গড়িয়ে পড়ে। তখন আবু বকর (রা) তাঁর কাছে এসে চাদরটি তাঁর কাঁধে তুলে দিলেন এবং পেছন দিক থেকে তাঁকে চেপে ধরে বললেন : হে আল্লাহর নবী! আপনার রবের কাছে আপনার এই আহবান যথেষ্ট হয়েছে। তিনি অবশ্যই আপনার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার আজ পূর্ণ করবেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন :
 إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ .

যখন তুমি তোমার প্রভুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি তা কবুল করলেন। অতএব আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের ফিরিশতা পাঠিয়ে সাহায্য করলেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

ইকরিমা ইব্ন আশ্মার-আবু যুমায়ল (র)-এর সূত্র ছাড়া উমর (রা)-এর এ হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবু যুমায়ল (র)-এর নাম সিমাক হানাফী।

রাবী বলেন : হাদীছোক্ত ঘটনাটি ছিল বদর যুদ্ধের।

৩০৮১- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ . حَدَّثَنَا بَنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ
 أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى أَمَانِينَ لِأُمَّتِي (وَمَا كَانَ اللَّهُ
 لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ) - وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ إِذَا مَضَتْ تَرَكْتُ فِيهِمْ الْإِسْتِغْفَارَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 ، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُهَاجِرٍ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ

৩০৮১. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র)... আবু বুরদা ইব্ন আবু মূসা তার পিতা আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের দু'টো নিরাপত্তার উপায় নাযিল করেছেন : (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ - وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)

আল্লাহ এমন নন যে, আপনি তাঁদের মধ্যে থাকবেন অথচ তিনি তাদের শাস্তি দিবেন; এবং আল্লাহ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদের শাস্তি দিবেন। (আনফাল ৮ : ৩৩)

আমি যখন চলে যাব তখন কিয়ামত পর্যন্ত তাদের জন্য 'ইস্তিগফার'-এর উপায়টি রেখে যাব।

হাদীছটি গারীব। ইসমাইল ইব্ন ইবরাহীমকে হাদীছ রিওয়ায়তের ক্ষেত্রে দুর্বল বলা হয়।

৩০৮২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ : (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) قَالَ : أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ سَيَفْتَحُ لَكُمْ الْأَرْضَ ، وَتَسْكُنُونَ الْمُنَّةَ ، فَلَا يَعْجِزُنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَحَدِيثُ وَكِيعٍ أَصَحُّ ، وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ لَمْ يُدْرِكْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، وَقَدْ أَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ .

৩০৮২. আহমদ ইব্ন মানী' (র)... উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিস্বরে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন : (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ)

পরে তিনবার বললেন : জেনে রাখ, শক্তি হল, তীর নিক্ষেপ। জেনে রাখ, অচিরেই তোমাদের হাতে পৃথিবী বিজীত হবে এবং তোমাদের নিজে ব্যয়-ভারের চিন্তা থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। সুতরাং তীরান্দাজীর অনুশীলনী থেকে কেউ যেন কখনো তোমাদের বিরত না রাখে।

কোন কোন রাবী এই হাদীছটিকে উসামা ইব্ন যায়দ-সালিহ ইব্ন কায়সান-উকবা ইব্ন আমির সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী'-এর রিওয়ায়তটি অধিক সাহীহ। সালিহ ইব্ন কায়সান উকবা ইব্ন আমির (রা)-এর সাক্ষাত পান নি। তবে তিনি ইব্ন উমর (রা)-এর সাক্ষাত পেয়েছেন।

৩০৮৩- حَدَّثَنَا هُنَادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيَءٌ بِالْأَسَارَى قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَنْفِلَتُنَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِفِدَاءٍ أَوْ ضَرْبِ عُنُقٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا سَهِيلَ بْنَ بَيْضَاءَ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الْإِسْلَامَ قَالَ :

فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : فَمَا رَأَيْتُنِي فِي يَوْمٍ أَخُوفَ أَنْ تَقَعَ عَلَى حِجَارَةٍ مِنَ السَّمَاءِ مِنِّي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِلَّا سُهَيْلَ بْنِ بَيْضَاءٍ قَالَ : وَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِقَوْلِ عُمَرَ : (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُتَخَنَ فِي الْأَرْضِ) إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ .

৩০৮৩. হান্নাদ (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, বদরের সময় যখন বন্দীদের নিয়ে আসা হয় তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই বন্দীদের সম্বন্ধে তোমাদের মতামত কি? এরপর রাবী এ হাদীছে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন :

(مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُتَخَنَ فِي الْأَرْضِ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মুক্তিপণ প্রদান বা শিরোচ্ছেদ ব্যতিরেকে এরা কেউ ছুটে পারবে না।
 আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! তবে সুহায়ল ইব্ন বায়যা ছাড়া।
 কেননা, আমি তাঁকে ইসলামের আলোচনা করতে শুনেছি।
 রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কথা শুনে নীরব রইলেন। আমার মাথার উপর আসমান থেকে পাথর ভেঙ্গে পড়বে এই আশংকার চেয়েও আজকের দিন আমি বেশী শঙ্কিত ছিলাম।
 অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সুহায়ল ইব্ন বায়যা ছাড়া।
 ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : এই সময় উমর (রা)-এর বক্তব্যের সমর্থনে কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয় :
 (لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسْكُكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .
 কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় শত্রুকে ব্যাপকভাবে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা। আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

হাদীছটি হাসান।

আবু উবায়দা ইব্ন আবদুল্লাহ সরাসরি তাঁর পিতা আবদুল্লাহ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন নি।

৩০৮৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو عَنْ زَائِدَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَمْ تَحِلِّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ سِوَدِ الرَّعُوسِ مِنْ قَبْلِكُمْ ، كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا ، قَالَ سَلِيمَانُ الْأَعْمَشُ . فَمَنْ يَقُولُ هَذَا إِلَّا أَبُو هُرَيْرَةَ الْآنَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ بَدَرٍ وَقَعُوا فِي الْغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسْكُكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩০৮৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী বনি আদমের কারো জন্য গনীমত লব্ধ মাল হালাল ছিল না। আকাশ থেকে আগুন নেমে আসত এবং তা গ্রাস করে ফেলত।

সুলায়মান আল-আ'মাশ বললেন : আবু হুরায়রা (রা.) ছাড়া আজকের দিনে এ হাদীছ আর কে বলতে পারে?

বদরের সময় সাহাবীরা হালাল বলে ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই গনীমত ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পড়েন। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন : (لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسْكُكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

আল্লাহর পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হতো।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ গারীব।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ

অনুচ্ছেদ : সূরা তাওবা

৩০৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَسَهْلُ بْنُ يُونُسَ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جُمَيْلَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَارِسِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمِدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الثَّانِي وَالْيَ بَرَاءَةٍ وَهِيَ مِنَ الْمُنِينَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا لَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطَرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطُّوْلِ ، مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ تَنْزِيلُ عَلَيْهِ السُّورُ نَوَاتُ الْعَدَدِ فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ : ضَعُوا هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا ، وَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَيَقُولُ : ضَعُوا هَذِهِ الْآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا . وَكَانَتْ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوَائِلِ مَا أُنْزِلَتْ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةً مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا فَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطَرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوْلِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيَزِيدُ الْفَارِسِيُّ قَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ حَدِيثٍ ، وَيُقَالُ هُوَ يَزِيدُ بْنُ هُرْمُزٍ وَيَزِيدُ الرَّقَّاشِيُّ هُوَ يَزِيدُ بْنُ

أَبَانَ الرُّقَاشِيُّ وَلَمْ يُدْرِكِ ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّمَا رَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَيَزِيدُ الْفَارِسِيُّ
أَقْدَمُ مِنْ يَزِيدَ الرُّقَاشِيُّ .

৩০৮৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি উছমান ইব্ন আফফান (রা)-কে বললাম আপনারা মাছানীর (যে সূরার আয়াত সংখ্যা একশ'র কম) অন্তর্ভুক্ত সূরা আনফাল আর মিদন এর (একশ' বা ততোধিক আয়াত বিশিষ্ট সূরা) অন্তর্ভুক্ত বারাতাতকে মিলিত করেছেন আর ও দুটোর মাঝে বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম লাইনটি লিখেন নি সাথে সাথে সূরা আনফালকে সাবা'য়ে তুওয়াল (সাতটি দীর্ঘ সূরা)-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন — এরূপ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল?

উছমান (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর এমন এক যামানাত এসেছে যখন তাঁর উপর বহুসংখ্যক সূরা এক সঙ্গে নাযিল হয়েছে। ঐ যুগে তাঁর উপর কোন বিষয় নাযিল হলে ওয়াহী লেখকগণের কাউকে ডেকে তিনি বলতেন এ আয়াতগুলো যে সূরায় অমুক অমুক বিষয়ের উল্লেখ আছে, সে সূরায় অন্তর্ভুক্ত কর। কোন আয়াত নাযিল হলে বলতেন, এই আয়াতটি যে সূরায় অমুক অমুক বিষয়ের উল্লেখ আছে সে সূরায় অন্তর্ভুক্ত কর।

মদীনায় প্রথম দিকে যে সব সূরা নাযিল হয় সূরা আনফাল ছিল সেগুলোর অন্যতম আর বারাতাত ছিল কুরআনের শেষের দিকে নাযিলকৃত সূরাসমূহের অন্যতম। কিন্তু এর বিষয়বস্তু হল সূরা আনফালের বিষয় বস্তুর অনুরূপ। ফলে এটি আনফালের অন্তর্গত বলে আমি মনে করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইনতিকাল হয়ে যায় কিন্তু তিনি এ কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করে যান নি যে, এটি আনফালের অংশ। এ কারণে আমি দু'টোকে মিলিত করেছি কিন্তু এতদুভয়ের মাঝে বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিনি। আর এটিকে সাতটি দীর্ঘ সূরার অন্তর্ভুক্ত করেছি।

হাদীছটি হাসান। আওফ-ইয়াযীদ ফারসী... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

ইয়াযীদ ফারসী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে একাধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাকে ইয়াযীদ ইব্ন হুরমুযও বলা হয়। ইয়াযীদ রাকাসী (র) হলেন ইয়াযীদ ইব্ন আবান রাকাসী। তিনি ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর সাক্ষাৎ পাননি। আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। উভয়ই বসরাবাসী। ইয়াযীদ ফারসী (র.) ইয়াযীদ রাকাসী (র) থেকে বয়সে বড়।

৩০৮৬--حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعِظَ ثُمَّ قَالَ : أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمَ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمَ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمَ ؟ قَالَ : فَقَالَ النَّاسُ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بِلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ . وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ ، وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ ، أَلَا إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو

الْمُسْلِمِ ، فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ ، أَلَا وَإِنْ كُلُّ رَبٍّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ غَيْرَ رَبِّ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ، أَلَا وَإِنْ كُلُّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ دَمٍ وَضِعَ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ دَمُ الْحَرْثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هَذِيلٌ ، أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَأَهْجَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ، وَأَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ ، فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ؛ أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا ، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ ، فَلَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلَا يَأْذَنُ فِي بُيُوتِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، أَلَا وَإِنْ حَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ .

৩০৮৬. হাসান ইবন আলী খাল্লাল (র)... সুলায়মান ইবন আমর ইবনুল আহওয়াস (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমার পিতা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হাযির ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে আল্লাহর হামদ ও ছানা বর্ণনা করলেন এরপর ওয়ায নসীহত করলেন এবং বললেন : কোন দিনটি সর্বাধিক সম্মানিত? কোন্ দিনটি সর্বাধিক সম্মানিত? কোন্ দিনটি সর্বাধিক সম্মানিত?

লোকেরা বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! হাজ্জে আকবারের এ দিনটি। তিনি বললেন : তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের উপর হারাম যেমন হারাম তোমাদের আজকের দিনটি তোমাদের এই নগরে, তোমাদের এই মাসে। শোন, অপরাধী কেবল নিজের উপরেই অপরাধ করে থাকে। পিতার অপরাধ তার পুত্রের উপর এবং পুত্রের অপরাধ তার পিতার উপর বর্তাবে না। শোন, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। কোন মুসলিমের জন্য তার মুসলিম ভাইয়ের কিছু হালাল হবে না যা সে নিজে তার জন্য হালাল করে দেয় তা ছাড়া। শোন, জাহিলী যুগের সব সুদ বিলুপ্ত করা হল। তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন থাকবে। তোমরা নিজেরাও জুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও কোন জুলুম করা হবে না। তবে আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সুদের বিষয়টি ভিন্ন। এর সবকিছুই বিলুপ্ত করে দেওয়া হল। শোন, জাহিলী যুগের সব রক্তের দাবী আজ বিলুপ্ত করা হল। জাহিলী যুগের রক্তের যে দাবী প্রথম আমি বিলুপ্ত করছি তা হল হারিছ ইবন আবদুল মুত্তালিবের রক্তের দাবী। সে বান্ লাযছ গোত্রে দুশ্শ পোষ্য ছিল। হুযায়ল গোত্র তাকে হত্যা করল। শোন, তোমরা নারীদের ব্যাপারে সদ্যবহারের ওসীয়াত গ্রহণ কর। তারা তোমাদের কাছে আবদ্ধ। এ ছাড়া তোমরা তাদের মালিক নও। কিন্তু তারা যদি সুস্পষ্ট অন্যায় কর্মে লিপ্ত হয়। তবে তাদের বিছানা পৃথক করে দিবে এবং হালকা ভাবে প্রহার করবে। এতে যদি তারা তোমাদের বাধ্য হয়ে যায় তবে আর তাদের বিরুদ্ধে পথ তালাশ করবে না। শোন, তোমাদের স্ত্রীদের উপরও তোমাদের হক রয়েছে। আর তোমাদের স্ত্রীদেরও তোমাদের উপর হক রয়েছে। স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক হল যাদের তোমরা অপছন্দ কর তাদের তোমার বিছানায় বসাবে না। যাদের তোমরা অপছন্দ কর তাদের তোমার ঘরে প্রবেশের অনুমতি

দিবে না। শোন, তোমাদের উপর তাদের হক হল, তাদের খোরপোষের বিষয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবুল আহওয়াস (র) এটি শাবীব ইব্ন গারকাদা থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩০৮৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحَرِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ يَوْمُ النَّحْرِ .

৩০৮৭. আবদুল ওয়ারিছ ইব্ন আবদুস সামাদ ইব্ন আবদুল ওয়ারিছ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাজ্জ আকবরের দিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন : তা হল ইয়ামুন নাহর — কুরবানীর দিন।

৩০৮৮- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحَرِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ لِأَنَّهُ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحَرِثِ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مَا رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنِ الْحَرِثِ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا .

৩০৮৮. ইব্ন আবু উমর (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : হাজ্জ আকবরের দিন হল ইয়ামুন নাহর — কুরবানীর দিন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র)-এর রিওয়ায়ত (৩০৮৭) অপেক্ষা এটি অধিক সাহীহ। কেননা, এ হাদীছটি আবু ইসহাক-হারিছ... আলী (রা) থেকে একাধিক সূত্রে মাওকুফ রূপে বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র)-এর বর্ণনা ছাড়া অন্য কেউ মারফু' রূপে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

৩০৮৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَا : بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَأْعَةٍ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُبَلِّغَ هَذَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي ، فَدَعَا عَلِيًّا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

৩০৮৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বারাতের ঘোষণার জন্য আবু বকর (রা)-কে (মক্কায়) প্রেরণ করেছিলেন। পরে তাঁকে ডেকে বললেন : পরিবারের কারো পক্ষ থেকেই এ ঘোষণা হওয়া উচিত। এরপর তিনি আলী (রা)-কে ডেকে তাঁকে এ দায়িত্ব দিলেন।

হাদীছটি আনাস (রা)-এর রিওয়ায়ত হাসান-গারীব।

৩০৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيَّةٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ عَلِيًّا ، فَبَيَّنَا أَبُو بَكْرٍ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ إِذْ سَمِعَ رُغَاءَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقُصْوَاءِ ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَرِعَا فظَنَّ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَإِذَا هُوَ عَلَى ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُنَادِيَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَانْطَلَقَا فَحَجًّا ، فَقَامَ عَلَى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَنَادَى : ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِرِيئَةٍ مِنْ كُلِّ مُشْرِكٍ ، فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَلَا يَحْجُنْ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَكَانَ عَلَى يُنَادِي ، فَإِذَا عَيَّى قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى بِهَا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

৩০৯০. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী ﷺ আবু বকর (রা)-কে (মক্কায়) প্রেরণ করেন এবং এ কথাগুলোর (বারাআতের) ঘোষণা প্রদানের জন্য তাঁকে নির্দেশ দেন। পরে তাঁর পেছনে পেছনে আলী (রা)-কে পাঠান। আবু বকর (রা) তাঁর পথেই ছিলেন হঠাৎ একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটনী কাসওয়া-এর আওয়াজ শুনে পেলেন। তিনি খুব বিচলিত হয়ে বেরিয়ে আসলেন। তিনি মনে করলেন হয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছেন। পরে দেখতে পেলেন যে, তিনি আলী (রা)। তিনি তার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রটি হস্তান্তর করলেন এবং তিনি আলী (রা)-কে এ বাণীগুলো প্রচার করার নির্দেশ দিলেন। পরে উভয়েই রওয়ানা হলেন এবং হজ্জ করলেন। আইয়ামে তাশরীকের সময় আলী (রা) উটে দাঁড়ালেন এবং ঘোষণা দিলেন : মুশরিকদের থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দায়িত্ব মুক্ত। সুতরাং তোমরা এ ভূমিতে চার মাস চলাফেরা করতে পার। এই বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। বায়তুল্লাহর তওয়াফ উলঙ্গ হয়ে আর করা যাবে না। জান্নাতে মু'মিন ছাড়া কেউ প্রবেশ করবে না।

আলী (রা)-ই ঘোষণা দিতেন, তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লে আবু বকর (রা) দাঁড়িয়ে এর ঘোষণা দিতেন।

ইবন আব্বাস (র)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে এ সূত্রে হাদীছটি গারীব।

৩০৯১- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْمٍ قَالَ : سَأَلْنَا عَلِيًّا بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثَتْ فِي الْحَجَّةِ ؟ قَالَ : بُعِثْتُ بِأَرْبَعٍ : أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ فَهُوَ إِلَى مُدَّتِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَاجْلُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ ، وَلَا يَجْتَمِعُ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُسْلِمُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي

إِسْحَاقُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيٍّ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يَثِيعٍ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ .

৩০৯১. ইবন আবু উমর (র)... যায়দ ইবন ইউছায়্যা' (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমরা আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনি কি বিষয় নিয়ে হজ্জে (৯ম হিজরী সনে) প্রেরিত হয়েছিলেন? তিনি বললেন : আমাকে চারটি বিষয়সহ প্রেরণ করা হয়েছিল। উলঙ্গ হয়ে কেউ তাওয়াফ করবে না; নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এবং যাদের মধ্যে কোন চুক্তি আছে তাদের মুদত পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে; আর যাদের সাথে কোন চুক্তি নেই তাদের জন্য অবকাশ হল চার মাসের; মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এই বছরের পর আর কোন সময় মু'মিন ও মুশরিকরা এখানে একত্র হবে না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এটি হল আবু ইসহাক থেকে ইবন উয়ায়না (র)-এর রিওয়ায়ত। সুফইয়ান ছাওরী (র) এটি আবু ইসহাক — তাঁর কোন সঙ্গী... আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

নাসর ইবন আলী প্রমুখ (র)... আলী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩০৯২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يَثِيعٍ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ كُلَّتا الرِّوَايَتَيْنِ ، يُقَالُ عَنْهُ عَنْ ابْنِ يَثِيعٍ ، وَعَنْ ابْنِ يَثِيعٍ ، وَالصَّحِيحُ هُوَ زَيْدُ بْنُ يَثِيعٍ .

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ فَوَهِمَ فِيهِ .

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَثِيلٍ وَلَا يَتَابِعُ عَلَيْهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৩০৯২. আলী ইবন খাশরাম (র)... আলী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই উভয় রিওয়ায়তই ইবন উয়ায়না (র) থেকে ইবন উছায়' এবং ইবন ইউছায়্যা' (র)-এর বরাতে বর্ণিত আছে। সাহীহ হল যায়দ ইবন ইউছায়্যা' (র)। শু'বা (র)-ও আবু ইসহাক (র) সূত্রে অন্য হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি এই নামের ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়েছেন। তিনি এই নামটি যায়দ ইবন উছায়ল রূপে উল্লেখ করেছেন। এই ক্ষেত্রে তার সমর্থনে কোন রিওয়ায়ত নেই।

৩০৭৩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا رِشْدَيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو الْهَيْثَمِ اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَتَوَارِيِّ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حَجَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ .

৩০৭৩. আবু কুরায়ব (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কাউকে যদি দেখ যে, সে মসজিদে আসা যাওয়ার অভ্যাস রাখে তবে তোমরা তার ঈমানের সাক্ষ্য দিবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) .

তারাই তো আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও পরকালে (৯ঃ১৮)।

ইবন আবু উমর (র)... আবু সাঈদ (রা) সূত্রে নবী থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে يَتَعَادُ -এর স্থলে يَتَعَاهَدُ শব্দ আছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

রাবী আবুল হায়ছাম (র)-এর নাম হল সুলায়মান ইবন আমর ইবন আবদ উতওয়ারী। তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর তত্ত্বাবধানে লালিত ইয়াতীম ছিলেন।

৩০৭৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ (الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَصْفَارِهِ ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : أُنْزِلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا أُنْزِلَ . لَوْ عَلِمْنَا أَيْ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذُهُ ؟ فَقَالَ : أَفْضَلُهُ لِسَانُ ذَاكِرٍ ، وَقَلْبُ شَاكِرٍ ، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تَعِينُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ فَقُلْتُ لَهُ : سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ سَمِعَ مِنْ ثَوْبَانَ ؟ فَقَالَ لَا . فَقُلْتُ لَهُ : مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَ سَمِعَ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَذَكَرَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩০৯৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন :

(الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে (৯ : ৩৪)।

আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর এক দিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। কতক সাহাবী তাঁকে বললেন : সোনা-রূপার বিষয়ে এ (কঠোর) বাণী নাযিল হয়েছে। আমরা যদি জানতাম কোন্ সম্পদটি উত্তম তা হলে আমরা সে সম্পদ সঞ্চয় করতাম।

তিনি বললেন : সর্বোত্তম সম্পদ হল জিকিররত জিহ্বা, কৃতজ্ঞ অন্তর এবং মুমিনা স্ত্রী, যে স্বামীর ঈমানে সহযোগিতা করে।

হাদীছটি হাসান।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র)-কে জিজ্ঞাসা করে বলেছিলাম : সালিম ইব্ন আবুল জা'দ (র) কি সরাসরি ছাওবান (রা) থেকে হাদীছ শুনেছেন?

তিনি বললেন : না। আমি বললাম : সাহাবীদের মধ্যে কার নিকট থেকে তিনি সরাসরি হাদীছ শুনেছেন? তিনি বললেন : জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ, আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে তিনি সরাসরি হাদীছ শুনেছেন এবং আরো কয়েকজন সাহাবীর কথা তিনি উল্লেখ করলেন।

৩০৯৫- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ غُطَيْفِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ يَا عَدِيُّ أَطْرَحَ عَنْكَ هَذَا الْوَثْنَ ، وَسَمِعْتَهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةِ : (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) قَالَ : أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحْلَوْا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحْلَوْهُ ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ ، وَغُطَيْفُ بْنُ أَعْيَنَ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ فِي الْحَدِيثِ .

৩০৯৫. হুসায়ন ইব্ন ইয়াযীদ কূফী (র)... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী ﷺ এর কাছে আমি হাজির হলাম। আমার গলায় তখন একটি স্বর্ণের ক্রুশ ঝুলছিল। তিনি বললেন : হে আদী! এই মূর্তিটি ফেলে দাও।

আমি তাঁকে সূরা বারাত পাঠ করতে শুনেছি : (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ)

তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতদের ও সংসার বিরাগীদের আহবার রূপে গ্রহণ করেছে ...। (৯:৩১)

তিনি বললেন : এ কথা নয় যে তারা এদের ইবাদত করত। বস্তুত এরা যদি তাদের জন্য কিছু হালাল করে দিত তখন তারা তা হালাল বলে গ্রহণ করত; এরা যখন কোন কিছু হারাম বলে স্থির করত তখন তারাও তা হারাম বলে গ্রহণ করত।

হাদীছটি হাসান গারীব। আবদুস সালাম ইব্ন হারব-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। রাবী ওতায়ফ ইব্ন আ'যুন (র) হাদীছ বিষয়ে পরিচিত নন।

৩.৯৬- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ . حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ قَالَ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ : لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَدَمَيْهِ لَبَصُرْنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ تَالِهُمَا ؟

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا يَعْرِفُ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ تَفَرَّدَ بِهِ .

وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هَمَّامٍ نَحْوَ هَذَا .

৩০৯৬. যিয়াদ ইব্ন আয়্যুব বাগদাদী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু বকর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : (হিজরতের সময়) ছাওর গুহায় আমি নবী ﷺ-কে বললাম : এদের (মুশরিকদের) কেউ যদি তার পায়ের দিকে তাকায় তবে তো তার পায়ের নীচ দিয়ে আমাদের দেখে ফেলবে।

তিনি বললেন : হে আবু বকর! তোমার কি ধারণা সে দু'জন সম্পর্কে যাদের তৃতীয় জন হলেন আল্লাহ।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। হাম্মাম (র) সূত্রে এটি বর্ণিত। হাব্বান ইব্ন হিলাল প্রমুখ (র) এ হাদীছটি হাম্মাম (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩.৯৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : لَمَّا تُوْفِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دُعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ تَحَوَّلْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي صَدْرِهِ . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى عَنَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْقَائِلِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ؟ يَمُدُّ أَيَّامَهُ . قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَتَبَسَّمُ حَتَّى إِذَا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ : أَخِرَ عَنِّي يَا عُمَرُ إِنِّي خَيْرْتُ فَأَخْتَرْتُ ، قَدْ قِيلَ لِي : (أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) لَوْ أَعْلَمْتُ أَنِّي لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفْرَةً لَزِدْتُ ، قَالَ : ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَشَى مَعَهُ ، فَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فُرِغَ مِنْهُ ، قَالَ : فَعُجِبَ لِي وَجُرَّ أَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَوَاللَّهِ مَا كَانَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ : (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَ : فَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَهُ عَلَى مُنَافِقٍ وَلَا قَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩০৯৭. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই-এর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তার সালাতে জানাযা আদায়ের জন্য আহ্বান করা হল। তিনি সেখানে গেলেন। যখন তিনি সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন তখন আমি ঘুরে গিয়ে তার সীনার বরাবর দাঁড়ালাম এবং বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর দুশমন এই আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই, যে অমুক দিন তা, অমুক দিন তা, অমুক দিন তা বলেছিল, আপনি কি তার সালাতে জানাযা আদায় করবেন? রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসছিলেন। শেষে আমি যখন অনেক বেশী বলে ফেললাম তিনি বললেন : উমর, সরে দাঁড়াও। আমাকে তো এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। তাই আমি এর সালাতুল জানাযা আদায় করাকেই এখতিয়ার করেছি। আমাকে তো বলা হয়েছে : আপনি এদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন, যদি সত্তর বারও এদের পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবুও আল্লাহ কখনও এদের ক্ষমা করবেন না। (সূরা তওবা ৯ : ৮০)। আমি যদি জানতাম যে, সত্তর বারের বেশী এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন তবে আমি তাই করতাম। উমর (রা) বলেন : এরপর তিনি এর জানাযার সালাত আদায় করলেন, তিনি তার জানাযার সঙ্গে গেলেন এবং যতক্ষণ না দাফন শেষ হয়েছে তার কবরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি আমার দুঃসাহসিকতার জন্য আমি বিস্মিত। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আল্লাহর কসম, অল্পক্ষণ পরেই এ দু'টি আয়াত নাযিল হয় :

(أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ)

(وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ)

ওদের মধ্যে কারোর মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জন্য জানাযার সালাত পড়বে না এবং তার কবর পার্শ্বে দাঁড়াবে না। (৯ : ৮৪)

উমর (রা) বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত আর কখনও কোন মুনাফিকের সালাতুল জানাযা পড়েন নি, তার কবর পার্শ্বেও দাঁড়ান নি।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

৩০৯৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي النَّبِيِّ ﷺ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ فَقَالَ : أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكْفِنُهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُ ، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَقَالَ : إِذَا فَرَعْتُمْ فَاذْنُوبِي ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ جَذَبَهُ عُمَرُ وَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ نَهَى اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ؟ فَقَالَ : أَنَا بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ (أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ) فَصَلَّى عَلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র)... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন

উবাই-এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পিতার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলেন : আপনার জামাটি দিন তা দিয়ে আমি তার কাফন দিব, আপনি তার সালাতুল জানাযা পড়ুন এবং তার জন্য ইস্তিগফার করুন। তখন তিনি তাকে তাঁর জামা দিলেন এবং বললেন : তোমরা (আনুষঙ্গিক) কাজ শেষ করে আমাকে সংবাদ দিও।

শেষে তিনি যখন তার জানাযার সালাত আদায় করতে ইচ্ছা করলেন তখন উমর (রা) তাঁকে টেনে ধরে বললেন : মুনাফিকদের জানাযার সালাত আদায় করতে কি আল্লাহ আপনাকে নিষেধ করেন নি?

তিনি বললেন : আমাকে তো আল্লাহ তা'আলা দুটো বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার দিয়েছেন : এদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন শেষে তিনি তার সালাতুল জানাযা আদায় করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন :

(وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ)

ওদের মধ্যে কারোর মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জন্য জানাযার সালাত পড়বে না এবং তার কবর পার্শ্বে দাঁড়াবে না। (৯ : ৮৪)

এরপর তিনি মুনাফিকদের সালাতুল জানাযা পড়া ছেড়ে দেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩০৯৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : تَمَارَى رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : هُوَ مَسْجِدُ قَبَاءَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هُوَ مَسْجِدِي هَذَا . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ . وَقَدْ رَوَى هَذَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ، وَرَوَاهُ أَنِيسُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

৩০৯৯. কুতায়বা (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “প্রথম দিন থেকেই যে মসজিদটির ভিত্তি তাকওয়ার উপর” — সে মসজিদটির বিষয়ে দুই ব্যক্তি বিতর্ক করে। একজন বলল : এটি হল কুবা মসজিদ। অপরজন বলল : এটি হল মসজিদে নববী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ হল আমার এই মসজিদ।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবু সাঈদ (রা) থেকে এটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে। উনায়স ইব্ন আবু ইয়াহুয়া (র) তৎপিতা ইয়াহুয়া... আবু সাঈদ (রা) সূত্রে এটি রিওয়ায়ত করেছেন।

৩১০০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الْحَرِثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ " نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ

قُبَاءٍ (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ) قَالَ : كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمْ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ .

৩১০০. আবু কুরায়ব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : এ আয়াতটি কুবাবাসীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ)

সেখানে এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন। (৯ : ১০৮)

আবু হুরায়রা (রা) বলেন : এঁরা পানির সাহায্যে শৌচক্রিয়া করতেন বলে তাঁদের বিষয়ে এ আয়াতটি নাযিল হয়, এ হাদীছটি এ সূত্রে গারীব।

এ বিষয়ে আবু আযুব, আনাস ইবন মালিক ও মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৩১০১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ كُوفِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِأَبِيهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ ، فَقُلْتُ لَهُ : اسْتَغْفِرْ لِأَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ ، فَقَالَ : أَوْ لَيْسَ اسْتَغْفِرَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ : (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ).

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ .

৩১০১. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শুনতে পেলাম যে এক ব্যক্তি তার মুশরিক পিতা-মাতার জন্য ইস্তিগফার করছে। আমি তাকে বললাম : তুমি তোমার পিতা-মাতার জন্য ইস্তিগফার করছ অথচ তারা উভয়েই মুশরিক?

লোকটি বলল : ইবরাহীম (আ) কি তাঁর পিতার জন্য ইস্তিগফার করেন নি। অথচ সেও তো মুশরিক ছিল।

আমি বিষয়টি নবী ﷺ-এর সামনে পেশ করলাম। তখন এই আয়াত নাযিল হয় :

(مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ).

মুশরিকদের ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মুমিনদের জন্য সংগত নয়। (৯ : ১১৩)

এ হাদীছটি হাসান।

এ বিষয়ে সাঈদ ইব্ন মুসায়াব তার পিতা মুসায়াব (রা) সূত্রেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

২১০২- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا حَتَّى كَانَتْ غَزَاةُ تَبُوكَ إِلَّا بَدْرًا وَلَمْ يُعَاقِبِ النَّبِيُّ ﷺ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرِ إِنَّمَا خَرَجَ يُرِيدُ الْعِيرَ فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ مُغَوِّثِينَ لِعَيْرِهِمْ فَاتَّقُوا عَنْ غَيْرِ مَوْعِدٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَعَمْرِي إِنْ أَشْرَفَ مَشَاهِدِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ لَبَدْرٌ، وَمَا أَحِبُّ أَنِّي كُنْتُ شَهِدْتُهَا مَكَانَ بَيْعَتِي لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حَيْثُ تَوَاقَعْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ لَمْ أَتَخَلَّفْ بَعْدُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى كَانَتْ غَزَاةُ تَبُوكَ ، وَهِيَ آخِرُ غَزَاةٍ غَزَاهَا وَأَذَنَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ بِالرُّحِيلِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ يَسْتَنْتِرُ كَأَسْتَنْتَرَ (ة) الْقَمَرِ ، وَكَانَ إِذَا سُرُّ بِالْأَمْرِ اسْتَنْتَرَ ، فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : أَبَشِّرْ يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ بِخَيْرِ يَوْمٍ أَتَى عَلَيْكَ مِنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَمِنْ عِنْدَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِكَ؟ قَالَ : بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، ثُمَّ تَلَا هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ (لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ - حَتَّى بَلَغَ - إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) قَالَ : وَفِينَا أَنْزِلْتُ أَيْضًا : (اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) قَالَ : قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أَحَدِثُ إِلَّا صِدْقًا وَأَنْ أَتَخَلَّعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ، فَقُلْتُ : فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرٍ ، قَالَ : فَمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى نِعْمَةٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ صَدَقْتُهُ أَنَا وَصَاحِبَايَ لَا نَكُونُ كَذِبْنَا فَهَلَكْنَا كَمَا هَلَكُوا ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ اللَّهُ أَبْلَى أَحَدًا فِي الصِّدْقِ مِثْلَ الَّذِي أَبْلَانِي مَا تَعَمَّدْتُ لِكَذِبَةٍ بَعْدُ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيَ ،

قَالَ : وَقَدْ رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثُ بِخِلَافِ هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَدْ قِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ كَعْبٍ ، وَقَدْ قِيلَ غَيْرُ هَذَا ، وَرَوَى يُونُسُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنْ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ .

৩১০২. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তাবুক যুদ্ধ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ যত যুদ্ধ করেছেন কোনটি থেকেই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পেছনে পড়ে থাকিনি, বদর যুদ্ধ ব্যতীত। আর বদর যুদ্ধে যারা পেছনে পড়ে থেকেছে তাদের কাউকেই নবী ﷺ ভৎসনা করেননি। সে যুদ্ধে তো তিনি মূলত (কুরায়শদের তেজারতী) কাফেলা ধরার উদ্দেশ্যে অভিযাত্রা করেছিলেন। আর কুরায়শরা তাদের কাফেলার সাহায্যে বের হয়েছিল। তারপর পূর্ব নির্ধারিত সময় ছাড়া তারা (বদরে) পরস্পর সম্মুখীন হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। আমার জীবনের কসম, মানুষের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সর্বাধিক মর্যাদাবান যুদ্ধ হল গায়ওয়ায়ে বদর। এতদসত্ত্বেও আমরা আকাবা রাত্রিতে (আনসারীরা) ইসলামের উপর যে অঙ্গীকার করেছিলাম আমার সে বায়আতের স্থলে বদরে শরীক থাকাটা আমার কাছে প্রিয়তর নয়। এই বদরের পর তাবুক পর্যন্ত আর কোন গায়ওয়া থেকেই আমি পেছনে থাকি নি। তাবুক যুদ্ধ ছিল নবী ﷺ -এর শেষ যুদ্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ যুদ্ধে যাত্রার জন্য ঘোষণা দিয়ে দিলেন। এরপর কা'ব দীর্ঘ হাদীছটির বিবরণ দেন।

তিনি বলেন : নবী ﷺ -এর কাছে (আমার তওবা কবুলের আয়াত নাযিল হওয়ার পর) আমি গেলাম। তিনি তখন মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। মুসলিমরা ছিলেন তাঁর চতুর্পার্শ্বে। তাঁদের মত জ্বলজ্বল করছিলেন তিনি। কোন বিষয়ে তিনি যদি আনন্দিত হতেন তবে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় হয়ে যেতেন তিনি। আমি এসে তাঁর সামনে বসলাম। তিনি বললেন : হে কা'ব ইব্ন মালিক! তোমার মা তোমাকে প্রসব করার পর থেকে সর্বোত্তম দিনটির জন্য তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর।

আমি বললাম : ইয়া নবীয়াল্লাহ! এ সুসংবাদ কি আল্লাহর পক্ষ থেকে না আপনার পক্ষ থেকে?

তিনি বললেন : না, এতো আল্লাহর পক্ষ থেকে। এরপর তিনি এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন :

(لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ - حَتَّى بَلَغَ - إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)

আল্লাহ অনুগ্রহ প্রায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যারা তার অনুগমন করেছিল সংকটকালে, এমনকি যখন তাদের এক দলে চিত্তবৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করলেন, তিনি তাদের প্রতি দয়াদ্র পরম দয়ালু। (৯ : ১১৭) তিনি আরো বলেন : আমাদের বিষয়েই নাযিল হয় : (اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। (৯ : ১১৯)

আমি বললাম : হে আল্লাহর নবী! আমার তওবার গুরুত্ব হল আমি জীবনে অসত্য বলব না এবং আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে সাদাকাস্বরূপ দিয়ে দিলাম।

নবী ﷺ বললেন : কিছু অর্থ-সম্পদ তোমার জন্য রেখে দাও। এ-ই তোমার জন্য উত্তম।

আমি বললাম : খায়বার থেকে আমি যে হিস্যা পেয়েছি তা আমার জন্য রেখে দিলাম।

কা'ব (রা) আরো বলেন : আমি এবং আমার দুই সঙ্গী (তাবুক যুদ্ধে শরীক না হওয়ার বিষয়ে) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে যে সত্য কথা বলেছিলাম আমার ধারণায় ইসলাম গ্রহণের পর সে সত্য বলার চাইতে বড় কোন নেয়ামত আল্লাহ তা'আলা আর আমাকে দান করেন নি। আমরা মিথ্যা বলিনি যদি মিথ্যা বলতাম তবে অন্যদের মত আমরাও ধ্বংস হয়ে যেতাম। আমি আশা করি, সত্য কথা বলার জন্য আল্লাহ

তা'আলা আর কাউকে এত পরীক্ষায় ফেলেন নি, যে পরীক্ষায় তিনি আমাকে ফেলেছিলেন। পরেও আর কখনও আমি মিথ্যার ইচ্ছাও করিনি। আশা করি অবশিষ্ট জীবনেও তিনি আমাকে হেফাজত করবেন।

এ সনদের বিপরীত আরেক সনদে যুহরী (র) সূত্রে এ হাদীছটির রিওয়ায়ত আছে। এতে বলা হয়েছে আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন কা'ব ইবন মালিক তার পিতা আবদুল্লাহ ইবন কা'ব... কা'ব (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে। আবার অন্য কথাও বলা হয়েছে। ইউনুস ইবন ইয়াযীদ এ হাদীছটি যুহরী... আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন মালিক তার পিতা আবদুল্লাহ... কা'ব ইবন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৩১০৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ قَالَ: بَعَثَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَقْتَلُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحْرَ بِقِرَاءِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَإِنِّي لَأَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقِرَاءِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَذْهَبُ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ صَدْرَ عُمَرَ وَرَأَيْتُ فِيهِ الَّذِي رَأَى، قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْوَحْيَ فَتَتَّبِعُ الْقُرْآنَ، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ صَدْرَهُمَا صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَتَتَّبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعَهُ مِنَ الرُّقَاعِ وَالْعُسْبِ وَالنُّجَافِ (وَيُرَوَّى النُّجَافُ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَالنُّجَافُ: مَا أَرْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ) وَصُدُّوا الرِّجَالُ فَوَجَدْتُ أُخْرَ سُورَةٍ بَرَاءَةٍ مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ).

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩১০৩. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... যায়দ ইবন ছাবিত (রা) বলেছেন : ইয়ামামা যুদ্ধে (বহু হাফিজ সাহাবীর) শাহাদাতের ঘটনার পর আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে উমর (রা)ও ছিলেন। তিনি বললেন : উমর আমার কাছে এসে বলেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিজ শহীদ হয়েছেন। আমার আশংকা হয় যে, আরো অনেক স্থানে বহু হাফিজে কুরআন শহীদ হতে পারেন। এতে কুরআনের বহু অংশ বিলীন হয়ে যেতে পারে। সুতরাং কুরআন একত্রকরণের নির্দেশ দান করা আমি ভাল

মনে করি। আবু বকর (রা) ‘উমর (রা.)-কে বললেন, আমি কি রূপে সে কাজ করি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি। উমর (রা) বললেন : আল্লাহর কসম, এ মঙ্গলজনক হবে। আবু বকর (রা) বলেন : তিনি আমাকে বারবার এমনভাবে বলতে লাগলেন যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা এ বিষয়টি সম্পর্কে আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিলেন। যে বিষয়ে তিনি উমরের বক্ষ প্রশস্ত করেছিলেন। বিষয়টি সম্পর্কে উমর যেমন ভাবছেন এখন আমিও তা ভাবছি।

যায়দ (রা.) বলেন, আবু বকর (রা) আমাকে বললেন : তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক, তোমাকে আমরা কোন বিষয়ে সন্দেহ করি না। তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ওহী লিখতে। সুতরাং তুমি কুরআন শরীফ তালাশ করে সংগ্রহ করার কাজে লেগে যাও।

যায়দ (রা.) বলেন : আল্লাহর কসম, তাঁরা যদি কোন পাহাড় স্থানান্তরিত করার দায়িত্ব আমাকে দিতেন তবে তা আমার কাছে এর চেয়ে বেশী ভারী মনে হত না। আমি বললাম : আপনারা কি রূপে এ কাজ করবেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি?

আবু বকর (রা) বললেন : আল্লাহর কসম, এটি ভাল কাজ। আবু বকর এবং উমর (রা) উভয়েই আমাকে বারবার বিষয়টি বুঝাতে লাগলেন, আল্লাহ তা‘আলা এ বিষয়ে আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিলেন, যে বিষয়ের জন্য আবু বকর ও উমর (রা) উভয়ের বক্ষ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। তারপর আমি কুরআন তালাশ করে সংগ্রহ করতে শুরু করলাম। আমি কাগজের টুকরা, খেজুর গাছের ডাল, মসৃণ পাথর এবং মানুষের সীনায় যা রক্ষিত ছিল তা একত্রিত করতে থাকলাম। সূরা বারআতের শেষের এ আয়াতটি খুযায়মা ইবন ছাবিত (রা)-এর কাছে পেলাম :

(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ . فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ).

তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে। তোমাদের যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্ট দায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী। মুমিনদের প্রতি সে দয়ালু ও পরম দয়ালু। এরপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলবে আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তারই উপর নির্ভর করি আর তিনি মহা আরশের অধিপতি। (৯ : ১২৮)

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১০৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَكَانَ يُغَارِزِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَّةَ وَأَذْرَبِيَّجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَرَأَى حُذَيْفَةَ اخْتَلَفَهُمْ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرَكَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ كَمَا اخْتَلَفَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أُرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكَ، فَأَرْسَلَتْ حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ بِالصُّحُفِ فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعِيدِ بْنِ

الْعَاصِرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَنْسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ
لِلرُّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ : مَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ حَتَّى
نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ بَعَثَ عُثْمَانُ إِلَى كُلِّ أَفْقٍ بِمُصْحَفٍ مِنْ تِلْكَ الْمَصَاحِفِ الَّتِي نَسَخُوا .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَحَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ
أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرؤها (مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ)
فَالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ فَالْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَاخْتَلَفُوا يَوْمَئِذٍ فِي التَّابُوتِ وَالتَّابُوهِ ، فَقَالَ الْقُرَشِيُّونَ التَّابُوتُ ، وَقَالَ زَيْدٌ : التَّابُوهُ فَرُفِعَ
اخْتِلَافُهُمْ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ اكْتُبُوهُ التَّابُوتُ فَإِنَّهُ نَزَلَ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَسْخَ الْمَصَاحِفِ وَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَعَزُّ عَنْ
نَسْخِ كِتَابَةِ الْمَصْحَفِ وَيَتَوَلَّاهَا رَجُلٌ وَاللَّهِ لَقَدْ أَسْلَمْتُ وَإِنَّهُ لَفِي صُلْبِ رَجُلٍ كَافِرٍ يُرِيدُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَلِذَاكَ قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ اكْتُبُوا الْمَصَاحِفَ الَّتِي عِنْدَكُمْ وَغَلُّوها فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ
بِمَا غُلِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فَالْقُوا اللَّهَ بِالْمَصَاحِفِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ كَرِهَهُ مِنْ مَقَالَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ رِجَالٌ
مِنْ أَفَاضِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ .

৩১০৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। হুযায়ফা (রা) উছমান ইব্ন আফফান (রা)-এর কাছে এলেন। উছমান (রা) তখন আরমেনিয়া ও আযারবায়জান বিজয়ে ইরাকবাসীদের সঙ্গে শামবাসীদেরও যুদ্ধ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত করছিলেন। হুযায়ফা (রা) কুরআনের (পাঠের) ক্ষেত্রে এদের পরস্পর মতানৈক্য দেখেছিলেন। তিনি উছমান (রা)-কে বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! ইয়াহূদ নাসারারা যেরূপ মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছিল, আল্লাহর কিতাবে সেরূপ মতানৈক্যে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে এ উম্মতকে আপনি রক্ষা করুন।

তখন উছমান (রা) এই বলে হাফসা (রা)-এর কাছে লোক পাঠালেন যে, আপনার কাছে রক্ষিত কুরআনের লিপিবদ্ধ কপিগুলো আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, আমরা এটির বিভিন্ন কপি করে পুনরায় আপনার কাছে ফেরত পাঠাব।

হাফসা (রা) কুরআনের লিপিবদ্ধ কপিগুলো উছমান ইব্ন আফফান (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উছমান (রা) যায়দ ইব্ন ছাবিত, সাঈদ ইব্ন আস, আবদুর রহমান ইব্ন হারিছ ইব্ন হিশাম ও আবদুল্লাহ

ইবন যুবার (রা)-এর কাছে কপিগুলো পাঠিয়ে বললেন যে, তোমরা এই কপিগুলো মুসহাফে লিপিবদ্ধ কর। এই তিনজন কুরায়শী গ্রুপকে বললেন : তোমাদের এবং যায়দ ইবন ছাবিতের মাঝে মতানৈক্য দেখা গেলে কুরায়শী ভাষা অনুসারে তা লিপিবদ্ধ করবে। কেননা কুরআন কুরায়শদের ভাষা অনুসারেই নাথিল হয়েছে।

যা হোক, তারা কুরআনের লিপিবদ্ধ কপিগুলো বিভিন্ন মুসহাফে লিপিবদ্ধ করেন। উছমান (রা) বিভিন্ন দিকে তাদের কপি করা মুসহাফগুলো পাঠালেন।

যুহরী (র) বলেন : খারিজা ইবন যায়দ আমাকে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইবন ছাবিত (রা) বলেছেন : সূরা আহযাবের একটি আয়াত আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তা পাঠ করতে আমি শুনেছি।

সেটি হল : (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ)

মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। এদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। (৩৩ : ২৩)

পরে তালাশ করে খুযায়মা ইবন ছাবিত কিংবা আবু খুযায়মার কাছে সেটি পেলাম এবং উক্ত সূরায় তা যুক্ত করে দিলাম।

যুহরী (র) বলেন : একদিন তারা التابوت এবং التابوه নিয়ে মতানৈক্য করেন। কুরায়শীরা বললেন : التابوت যায়দ (রা) বললেন التابوه। তাঁদের এ মতানৈক্যের বিষয়টি উছমান (রা)-এর কাছে পেশ করা হলে তিনি বললেন : তোমরা التابوت লিখ। কেননা কুরআন কুরায়শের ভাষায় নাথিল হয়েছে।

যুহরী বলেন : উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবা বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) যায়দ ইবন ছাবিতের এ তৈরী কপি পছন্দ করেন নি। তিনি বলেছেন : হে মুসলিম সম্প্রদায়! কুরআনের মুসহাফ লিপিবদ্ধ করার কাজে আমাকে দূরে রাখা হয়েছে আর এর দায়িত্ব বহন করেছে এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহর কসম আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন সে ছিল এক কাফিরের ঔরসে। (এই কথা বলে তিনি যায়দ ইবন ছাবিতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন)।

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেছেন : হে ইরাকবাসী! তোমাদের কাছে যে মুসহাফগুলো রয়েছে সেগুলো লুকিয়ে রাখ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

এবং কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে আসবে। (৩ : ১৬১) সুতরাং তোমরা তোমাদের মুসহাফসহ আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারবে। যুহরী বলেন : বিশিষ্ট সাহাবীগণের অনেকেই ইবন মাসউদ (রা)-এর এ বক্তব্য অপছন্দ করেছেন বলে আমি সংবাদ পেয়েছি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এটি হল যুহরী (র)-এর রিওয়ায়ত। তাঁর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ يُنُسْ

অনুচ্ছেদ : সূরা ইউনুস

৩১০০- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

سَلَمَةُ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
(الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً) قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادَى مُنَادٍ : إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ
أَنْ يَنْجِزَكُمْوهُ ، قَالُوا : أَلَمْ تَبَيِّضْ وَجُوهَنَا وَتَنْجِئَنَا مِنَ النَّارِ وَتَدْخِلَنَا الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ قَالَ :
فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا . وَرَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ
الْمُعِيرَةِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩১০৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার এ বাণী :

(الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً)

যারা মঙ্গলকর কাজ করে তাদের জন্য আছে মঙ্গল এবং আরো অধিক..... (১০ : ২৬) প্রসঙ্গে
নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতীরা যখন জান্নাতে দাখিল হবে তখন এক আহবানকারী ঘোষণা দিবে আল্লাহর
কাছে তোমাদের জন্য একটি ওয়াদাকৃত বস্তু রয়ে গেছে। তিনি তা তোমাদের জন্য পূরণ করে দিতে চান।

তারা বলবে : তিনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করে দেন নি? আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন
নি এবং জান্নাতে দাখিল করেন নি?

নবী ﷺ বলেন : এরপর আল্লাহর হিজাব উন্মোচিত করে দেওয়া হবে। আল্লাহর কসম, তাদের কাছে
তাঁর দীদারের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় আর কোন জিনিস আল্লাহ তা'আলা তাদের দেন নি।

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র)-এর এ রিওয়ায়তটি তাঁর বরাতে একাধিক রাবী এরূপ মারফু' রূপে রিওয়ায়ত
করেছেন। সুলায়মান ইব্ন মুগীরা এ হাদীছটি ছাবিত (র) সূত্রে আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা-এর উক্তি
হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি সুহায়ব (রা)... নবী ﷺ থেকে উল্লেখ করেন নি।

৩১০৬- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ
: سَأَلْتُ أَبَا الدُّرْدَاءِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ (لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) قَالَ : مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ : مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْذُ أَنْزَلْتُ ، فَهِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ
تُرَى لَهُ .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ . حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ عَنْ

النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ .

৩১০৬. ইবন আবু উমর (র)... জনৈক মিসরবাসী ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

(لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) তাদের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে (১০ : ৬৪)। আয়াতটি সম্পর্কে আমি আবুদ দারদা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন : এ বিষয়ে যে দিন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত আর কেউ আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেনি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছিলেন : এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় থেকে তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেনি। এ হল নেক স্বপ্ন যা মুসলিম দেখে বা তার পক্ষে অন্য একজনকে দেখানো হয়।

ইবন আবু উমর (র)... আবুদ দারদা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আহমদ ইবন আবদা যাববী (র)... আবুদ দারদা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এই সনদে আতা ইবন ইয়াসার (র)-এর উল্লেখ নেই।

এ বিষয়ে উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৩১০৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَمَّا أَغْرَقَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ قَالَ : أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي أَمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : يَا مُحَمَّدُ فَلَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَخْذُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ فَأَدُسُّهُ فِي فِيهِ مَخَافَةٌ أَنْ تُدْرِكَهُ الرَّحْمَةُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩১০৭. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন ফিরআওনকে ডুবিয়ে দেন তখন সে বলল, আমি ঈমান আনলাম যে, কোন ইলাহ নেই, বানু ইসরাঈল যে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে সে ইলাহ ব্যতীত।

জিব্রীল (আ.) বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি আমার সে অবস্থা দেখতেন, যখন আমি সমুদ্রের কাল কাদা নিয়ে তার মুখে ঠেসে দিয়েছিলাম এ আশংকায় যে, তার প্রতিও আল্লাহর রহমত হয়ে যেতে পারে।

হাদীছটি হাসান।

৩১০৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصُّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ

ثَابِتٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَ أَحَدُهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ جِبْرِيلَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَدُسُّ فِي فِي فِرْعَوْنَ الطِّينَ خَشْيَةً أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ أَوْ خَشْيَةً أَنْ يَرْحَمَهُ اللَّهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩১০৮. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা সানআনী (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : জিবরীল (আ) ফিরআওনের মুখে মাটি ঠেসে ধরছিলেন এই আশংকায় যে, সে হয়ত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে ফেলবে আর (এমতাবস্থায়) আল্লাহ তা'আলা তার উপর রহম করে ফেলবেন।

হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ هُودٍ

অনুচ্ছেদ : সূরা হুদ

৩১০৯- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعٍ بْنِ حَدَّاسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ ؟ قَالَ : كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ ، وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : قَالَ يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ : الْعَمَاءُ أَيْ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَكَذَا رَوَى حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ وَكِيعُ بْنُ حَدَّاسٍ ، وَيَقُولُ شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَهَشِيمٌ وَكِيعُ بْنُ عَدَسٍ : وَهُوَ أَصَحُّ ، وَأَبُو رَزِينٍ اسْمُهُ لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ . قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩১০৯. আহমদ ইব্ন মানী (র)... আবু রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের রব তাঁর মাখলুক সৃষ্টি করার আগে কোথায় ছিলেন?

তিনি বললেন : তিনি ছিলেন তার নূরের মধ্যে তার উপরেও বায়ু ছিল না এর নীচেও বায়ু ছিল না। তিনি তাঁর আরশ পানির উপর সৃষ্টি করেছেন।

আহমদ (র) বলেন : ইয়াযীদ ইবনে হারুন (র) বলেছেন العماء অর্থ হল তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুই ছিল না।

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) সনদে উল্লেখিত রাবীর নাম ওয়াকী' ইব্ন হাদাস রূপে উল্লেখ করেছেন। শু'বা, আবু আওয়ানা এবং হুশায়ম বলেছেন : ওয়াকী' ইব্ন উদাস।

আবু রাযীন (রা.)-এর নাম হল লাকীত ইব্ন আমির। এ হাদীছটি হাসান।

৩১১০- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ بَرِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُمْلِي ، وَرَبُّمَا قَالَ يُمْهِلُ لِلظَّالِمِ ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَقْلِبْهُ ، ثُمَّ قَرَأَ (وَكَذَلِكَ

اِخْذْ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ الْآيَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : يُمْلَى .
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ
أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : يُمْلَى وَلَمْ يَشْكُ فِيهِ ..

৩১১০. আবু কুরায়ব (র)... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা জালিমকে রাবী কখনো বলেছেন يُمْلَى আর অনেক সময় বলেছেন يُمْلَى অর্থাৎ অবকাশ দেন। কিন্তু যখন পাকড়াও করেন তখন তাকে ছাড়েন না। এরপর তিনি পাঠ করলেন : (وَكَذَلِكَ اخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ)

এরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি! তিনি শাস্তি দেন জনপদসমূহ যখন ওরা জুলুম করে (১১ঃ১০২)।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

আবু উসামা (র) বুয়ায়দ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এবং يُمْلَى এর স্থলে يُمْلَى বলেছেন।

ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ জাওহারী (র)... আবু মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।
আর তিনি يُمْلَى সন্দেহ ছাড়া উল্লেখ করেছেন।

৩১১১- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ) سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ : يَا
نَبِيَّ اللَّهِ فَعَلَى مَا نَعْمَلُ ؟ عَلَى شَيْءٍ قَدْ فَرِغَ مِنْهُ ، أَوْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَفْرِغْ مِنْهُ ؟ قَالَ : بَلْ عَلَى شَيْءٍ قَدْ فَرِغَ مِنْهُ
وَجَرَتْ بِهِ الْأَقْلَامُ يَا عُمَرُ ، وَلَكِنْ كُلُّ مَيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ ،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .

৩১১১. বুনদার (র)... উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ)

আয়াতটি নাখিল হওয়ার পর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, বললাম : ইয়া নবীয়াল্লাহ! আমরা কিসের উপর আমল করব? এমন বিষয়ের উপর যা চূড়ান্ত করা হয়েছে কিংবা এমন বিষয়ের উপর যা চূড়ান্ত করা হয়নি। তিনি বললেন : হে উমর! না। বরং এমন বিষয়ের উপর যা চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং যা কলম লিপিবদ্ধ করেছে। তবে যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে প্রত্যেকের জন্য তাই সহজ করে দেওয়া হয়।

এ সূত্রে হাদীছটি হাসান-গারীব। আবদুল মালিক ইব্ন আমর (র)-এর বর্ণনা ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩১১২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِيَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي مَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا نُونُ

أَنْ أَمْسَهَا وَأَنَا هَذَا فَأَقْضِ فِي مَا شِئْتَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا ، فَاَنْطَلَقَ الرَّجُلُ فَاتَّبَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا ، فَدَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ (أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : هَذَا لَهُ خَاصَّةٌ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةٌ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهَكَذَا رَوَى إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سِمَاكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ، وَرِوَايَةٌ هُؤُلَاءِ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ .

وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النِّسَابُورِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَسِمَاكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْأَعْمَشُ . وَقَدْ رَوَى سَلِيمَانُ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩১১২. কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, মদীনার শেষ প্রান্তে আমি এক মহিলার সাথে রঙ্গ-রসে লিপ্ত হই এবং সঙ্গম ব্যতীত আমি সব কিছু তার সাথে করেছি। আমি এখন হাযির। আপনার যা ইচ্ছা আমার ব্যাপারে ফয়সালা দিন।

উমর (রা) বললেন : আল্লাহ্ তোমার বিষয়টি গোপন করেছিলেন। তুমিও যদি বিষয়টি গোপন করতে! কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে কোন উত্তর দিলেন না। লোকটি চলে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার পেছনে একজন লোক পাঠালেন। সে তাকে ডেকে আনল। তখন তিনি তার কাছে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন :

(أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ)

সালাত কায়েম করবে দিনের দু'প্রান্ত ভাগে ও রাতের প্রথমার্শে, সৎকাজ অবশ্যই অসৎ কাজ মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এ তাদের জন্য এক উপদেশ (১১ : ১২৪)।

উপস্থিত এক লোক বলল : এ বিষয়টি কি এর জন্যই খাছ?

তিনি বললেন : না, বরং এ সকলের জন্য।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

ইসরাঈল এটিকে সিমাক-ইবরাহীম-আলকামা ও আসওয়াদ আবদুল্লাহ... নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সুফইয়ান ছাওরী (র) সিমাক-ইবরাহীম-আসওয়াদ... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ছাওরী (র)-এর এই রিওয়ায়াত থেকে ওঁদের রিওয়ায়ত অধিক সাহীহ।

শু'বা (র) এটি সিমাক-ইবরাহীম-আসওয়াদ... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া নায়সাবুরী (র)... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে আ'মাশ (রা)-এর উল্লেখ নেই।

সুলায়মান তায়মী (র) এ হাদীছটি আবু উছমান নাহদী... ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩১১২- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا لَقِيَ امْرَأَةً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَعْرِفَةٌ فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى امْرَأَتِهِ إِلَّا قَدْ أَتَى هُوَ إِلَيْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ (أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزَلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ) فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ : قَالَ مُعَاذٌ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَهُ خَاصَّةٌ أَمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةٌ ؟ قَالَ بَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ . عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مَاتَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى غُلَامٌ صَغِيرٌ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ ، وَقَدْ رَوَى عَنْ عُمَرَ .

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ .

৩১১৩. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এক ব্যক্তি অপরিচিতা মহিলার সাথে সাক্ষাত করল, আর মানুষ তার স্ত্রীর সঙ্গে যা কিছু করে সে সবই করল, শুধুমাত্র তার সাথে সঙ্গম করেনি। এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন?

তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন :

(أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ)

সালাত কায়েম কর দিনের দু'প্রান্ত ভাগে ও রাতের প্রথমার্শে, সৎকাজ অবশ্যই অসৎ কাজ মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এ তাদের জন্য এক উপদেশ (১১ : ১১৪)।

লোকটিকে তিনি উযু করে নামায পড়তে নির্দেশ দিলেন।

মুআয (রা) বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি কেবল এ ব্যক্তির জন্যই না অন্যান্য মুমিনদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য?

তিনি বললেন : না বরং সব মুমিনের জন্যই।

এ হাদীছটির সনদ মুত্তাসিল নয়। আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা (র) সরাসরি মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে হাদীছ শুনে নি। মুআয ইব্ন জাবাল (রা) ইনতিকাল করেন উমর (রা)-এর খিলাফত কালে। আর উমর (রা) যখন নিহত হন তখন আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা ছিলেন ছয় বছর বয়সের বালক মাত্র। তিনি উমর (রা) থেকে রিওয়ায়ত করেছেন এবং তাকে দেখেছেন। শু'বা (রা) এ হাদীছটি আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র-আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা... নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে রিওয়ায়ত করেছেন।

৩১১৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً حَرَامَ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ كَفَّارِهَا فَنَزَلَتْ (أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) فَقَالَ الرَّجُلُ إِلَى هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ لَكَ وَلِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩১১৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র)... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে অবৈধ চুম্বন করে। সে নবী ﷺ-এর কাছে এসে এর কাফফারা সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তখন এ

আয়াত নাযিল হয় : (أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ)

সালাত কায়েম করবে দিনের দু'প্রান্ত ভাগে ও রাতের প্রথমার্শে (১১ : ১১৪)

লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একি কেবল আমার জন্যই?

তিনি বললেন : তোমার জন্য এবং আমার উম্মতের যে কেউ এ কাজ করে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১১৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْيُسْرِ قَالَ : اتَّعْنِي امْرَأَةٌ تَبْتَاعُ ثَمَرًا فَقُلْتُ إِنَّ فِي الْبَيْتِ ثَمَرًا أَطِيبَ مِنْهُ فَدَخَلْتُ مَعِيَ فِي الْبَيْتِ فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهَا فَقَبَّلْتُهَا فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ : اشْتَرِ عَلَى نَفْسِكَ

وَتُبَّ وَلَا تُخْبِرُ أَحَدًا، فَلَمْ أَصْبِرْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ أَخْلَفْتَ غَايِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي أَهْلِهِ بِمِثْلِ هَذَا حَتَّى تَمْنَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ إِلَّا تِلْكَ السَّاعَةَ حَتَّى ظَنُّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: وَأَطْرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَوِيلًا حَتَّى أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ (أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ) إِلَى قَوْلِهِ (ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ). قَالَ أَبُو الْيُسْرِ فَأَتَيْتُهُ فَقَرَأَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْهَذَا خَاصَّةٌ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةٌ؟ قَالَ: بَلَى لِلنَّاسِ عَامَّةٌ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ضَعْفُهُ وَكَيْعٌ وَغَيْرُهُ، وَأَبُو الْيُسْرِ هُوَ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو.

قَالَ: وَرَوَى شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا الْحَدِيثَ مِثْلَ رِوَايَةِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ.

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَوَاتِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ.

৩১১৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... আবুল ইউসর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক মহিলা একবার আমার কাছে খেজুর কিনতে আসল। আমি বললাম : ঘরে আরো ভাল খেজুর আছে, সে তখন আমার সাথে ঘরে প্রবেশ করল। আমি তার দিকে ঝুঁকে তাকে চুমু দেই। পরে আবু বকর (রা)-এর কাছে এসে তার বিষয়টি বললাম। তিনি বললেন : নিজের মধ্যে তা গোপন রাখ, আর তওবা কর। এ বিষয়ে কাউকে জানাবে না। কিন্তু (অনুশোচনায়) আমি স্থির থাকতে পারলাম না। উমর (রা)-এর কাছে এসে বিষয়টি বললাম, তিনিও বললেন : নিজের মধ্যেই তা গোপন রাখ, আর তওবা কর কাউকে বিষয়টি জানাবে না।

কিন্তু (অনুশোচনায়) আমি স্থির থাকতে পারলাম না।

নবী ﷺ-এর কাছে এসে বিষয়টি বললাম। তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জেহাদরত একজন যোদ্ধার অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রীর বিষয়ে তুমি কি এ ধরনের আচরণ করলে?

ফলে সে কামনা করতে লাগল সে যদি পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করে এ মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করত এবং ধারণা করতে লাগল যে, সে জাহান্নামী হয়ে গেছে।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে রইলেন অবশেষে তাঁর কাছে ওহী এল :

(أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ)

সালাত কায়েম কর দিনের দু'প্রান্ত ভাগে ও রাতের প্রথমার্শে। সৎকাজ অবশ্যই অসৎ কাজ মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এ তাদের জন্য এক উপদেশ (১১ : ১১৪)।

আবুল ইউসর (রা) বলেন : আমি তাঁর কাছে হাযির হলাম।

রাসূলুল্লাহ আমাকে এই আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন। সাহাবীগণ বললেন : এটি কি বিশেষ করে এরই জন্য না সব মানুষের জন্য।

তিনি বললেন : না বরং এ সব মানুষের জন্যই।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

রাবী কায়স ইব্ন রবী' কে ওয়াকী' (র) প্রমুখ হাদীছবিদগণ যঈফ বলেছেন। শরীক (র)-ও এটি উছমান ইব্ন আবদুল্লাহ সূত্রে কায়স ইব্ন রবী' (র)-এর রিওয়ায়তের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে আবু উসামা, ওয়াহিলা ইব্ন আসকা' ও আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবুল ইউসর (রা)-এর নাম হল কা'ব ইব্ন আমর।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ يُوسُفَ

অনুচ্ছেদ : সূরা ইউসুফ

২১১৬- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخَزَاعِيُّ الْمُرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الْكَرِيمَ بْنَ الْكَرِيمِ بْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثْتُ ثُمَّ جَاءَنِي الرَّسُولُ أَجَبْتُ ثُمَّ قَرَأَ (فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ) قَالَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَتَوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ، إِذْ قَالَ (لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ) فَمَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ نَبِيًّا إِلَّا فِي ذُرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : مَا بَعَثَ اللَّهُ بَعْدَهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي ثُرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو : الثُّرْوَةُ : الْكَثْرَةُ وَالْمَنْعَةُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩১১৬. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ খুযাঈ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : করীম (সম্মানিত) ইব্ন করীম ইব্ন করীম ইব্ন করীম হলেন — ইউসুফ ইব্ন ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (আ)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইউসুফ (আ) যতদিন বন্দীখানায় ছিলেন ততদিন যদি আমি থাকতাম আর আমার কাছে (মুক্তির ফরমান নিয়ে) দূত আসত তবে (প্রশ্ন না তুলে) সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতাম। এরপর তিনি পাঠ করলেন :

(فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ)

যখন দূত তার কাছে উপস্থিত হল তখন সে বলল তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর, যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি? (১২ : ৫০)।

তিনি আরো বলেন : লূত (আ)-এর উপর আল্লাহ্ রহম করুন। তিনি মজবুত খুঁটির (গোত্রের) আশ্রয় আশা করেছিলেন। তাঁরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কওমের সর্বোচ্চ বংশ থেকেই সকল নবী পাঠিয়েছেন।

আবু কুরায়ব (র)... মুহাম্মাদ ইবন আমর (র) সূত্রে ফাযল ইবন মূসা (র)-এর রিওয়ায়াত (৩১১৬ নং)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেন তবে এতে نَزْوَةٌ-এর স্থলে ثَرْوَةٌ শব্দ আছে।

মুহাম্মাদ ইবন আমর (র) বলেন : الثروة অর্থ ধনে জনে বলীয়ান।

এটি ফাযল ইবন মূসা (র)-এর রিওয়ায়াত থেকে অধিক সাহীহ।

এ হাদীছটি হাসান।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الرَّعْدِ

অনুচ্ছেদ : সূরা রা'দ

৩১১৭- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو نَعِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ وَكَانَ يَكُونُ فِي بَنِي عَجَلٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَقْبَلْتُ يَهُودُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَخْبِرْنَا عَنِ الرَّعْدِ مَا هُوَ؟ قَالَ : مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ مَعَهُ مَخَارِيقٌ مِنْ نَارٍ يَسُوقُ بِهَا السَّحَابَ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالُوا فَمَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي نَسْمَعُ؟ قَالَ : زَجْرُهُ بِالسَّحَابِ إِذَا زَجَرَهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى حَيْثُ أُمِرَ ، قَالُوا صَدَقْتَ. فَأَخْبَرْنَا عَمَّا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ . قَالَ : أَشْتَكِي عِرْقَ النِّسَاءِ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُلَاقِمُهُ إِلَّا لُحُومَ الْإِبِلِ وَالْبَاقِيَا فَلِذَلِكَ حَرَّمَهَا ، قَالُوا صَدَقْتَ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

৩১১৭. আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুর রহমান (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার কতিপয় ইয়াহুদী নবী -এর কাছে এগিয়ে এসে বলল : হে আবুল কাসিম! আপনি আমাদের বলুন, রা'দ (বজ্র) কি?

তিনি বললেন : মেঘ-বিষয়ে দায়িত্বশীল এক ফেরেশতা। যার সঙ্গে আগুনের একটি বেত রয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ্ যেখানে চান সেখানেই এই ফেরেশতা মেঘ হাঁকিয়ে নিয়ে যান।

এরা বলল : আমরা যে শব্দ শুনতে পাই তা কি?

তিনি বললেন : এ হল মেঘ তাড়ানো হাঁক যখন তিনি মেঘ তাড়িয়ে নিয়ে যান পরিশেষে তা নির্দেশিত স্থানে গিয়ে পৌঁছে।

এরা বলল : ঠিক বলেছেন।

এরপর তারা বলল : ইসরাঈল (ইয়াকুব আ.) তাঁর নিজের জন্য কি বস্তু হারাম করেছিলেন সে সম্পর্কে আমাদের বলুন।

তিনি বললেন : ইসরাঈল ইরকুন নাসা (সাইটিকা জাতীয়) রোগে আক্রান্ত হন। উটের গোশত ও দুধ

ব্যতীত অন্য কোন জিনিস এর জন্য উপযুক্ত পান নি। তাই সে দুটো জিনিস নিজের জন্য হারাম করে ফেলেছিলেন।

এরা বলল : আপনি ঠিক বলেছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

২১১৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خِدَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثُّورِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ (وَنُفِضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ قَالَ الدَّقْلُ وَالْفَارِسِيُّ وَالْحَلْوُ وَالْحَامِضُ).

قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَقَدْ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَ هَذَا ، وَسَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ أَخُو عَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَعَمَّارٌ أَثْبَتَ مِنْهُ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ سَفْيَانَ الثُّورِيِّ .

৩১১৮. মাহমুদ ইবন খিদাশ বাগদাদী (র)... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আব্দুল্লাহর বাণী

(وَنُفِضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ)

এবং ফল হিসাবে ওদের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি (১৩ : ৪)।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত তিনি বলেন, এ হল রাদ্দী, ফারসী (এক প্রকার খেজুর), মিষ্টি আর টক।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। যায়দ ইবন আবু উনায়সা (র) এটি আ'মাশ (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সায়ফ ইবন মুহাম্মাদ (র) হলেন আ'ম্মার ইবন মুহাম্মাদের ভাই। আ'ম্মার (র) তার চাইতে অধিক নির্ভরযোগ্য। ইনি হলেন সুফইয়ান ছাওরীর ভাগিনেয়।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

অনুচ্ছেদ : সূরা ইবরাহীম

২১১৯- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَنَاعٍ عَلَيْهِ رُطْبٌ فَقَالَ (مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلُّ حِينٍ يَأْذَنُ رَبُّهَا) قَالَ : هِيَ النُّخْلَةُ (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ أُجْتُتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ) قَالَ هِيَ الْحَنْظَلُ ، قَالَ : فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ أَبَا الْعَالِيَةِ ، فَقَالَ : صَدَقَ وَأَحْسَنَ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ الْحَبَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ ، وَلَمْ يَرْفَعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ .

وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِثْلَ هَذَا مَوْقُوفًا وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَرَوَاهُ مَعْمَرُ وَحَمَادُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ . حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ نَحْوَهُ حَدِيثُ قُتَيْبَةَ وَلَمْ يَرْفَعَهُ .

৩১১৯. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর কাছে একটি খাঞ্চা আনা হল। এতে ছিল কিছু তাজা খেজুর। তিনি তখন পাঠ করলেন :

(مِثْلُ كَلِمَةِ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا)

যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা প্রশাখা উর্দ্ধে বিস্তৃত যা প্রত্যেক মাওসুমে তার ফল দান করে। তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে (১৪ : ২৪)। তিনি বললেন : এ হল খেজুর গাছ।

(وَمِثْلُ كَلِمَةِ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ أُجْتِثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالِهَا مِنْ قَرَارٍ)

কুবাক্যের তুলনা এক মন্দ গাছ, যার মূল ভূপৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন। যার কোন স্থায়িত্ব নেই (১৪:২৬)। তিনি বললেন : এ হল মাকাল গাছ।

রাবী শুআয়ব ইব্ন হাবহাব (র) বলেন, আমি আবুল আলিয়া (র)-কে এটি সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বললেন : সত্য ও সুন্দর বলেছেন।

কুতায়বা (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি এটি 'মারফু' করেননি এবং আবুল আলিয়ার বক্তব্যটিও উল্লেখ করেননি।

এটি হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র)-এর রিওয়ায়ত থেকে অধিক সাহীহ। একাধিক রাবী এটি মাওকুফরূপে রিওয়ায়ত করেছেন। হাম্মাদ ইব্ন সালামা ছাড়া আর কেউ এটি মারফু করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। মা'মার, হাম্মাদ ইব্ন যায়দ প্রমুখ (র) এটি রিওয়ায়ত করেছেন। কিন্তু তারা এটি মারফু করেন নি।

আহমদ ইব্ন আবদা যাববী (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে কুতায়বা-এর রিওয়ায়তের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এটি মারফু' রূপে বর্ণনা করেন নি।

৩১২০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ

بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِ اللَّهِ (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ) قَالَ : فِي الْقَبْرِ إِذَا قِيلَ لَهُ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩১২০. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... বারা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আল্লাহর এ বাণী :

(يُكَبِّرُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ)

যারা শাস্ত্রত বাণীতে বিশ্বাসী ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন ... (১৪ঃ২৭)।

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত তিনি বলেন, কবরে যখন জিজ্ঞাসা করা হবে তোমার রব কে, তোমার দীন কি, তোমার নবী কে?

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১২১- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : تَلَّتْ عَائِشَةُ

هَذِهِ الْآيَةَ (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ) قَالَتْ " يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ ؟ قَالَ عَلَى الصِّرَاطِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

رَوَى مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عَائِشَةَ .

৩১২১. ইবন আবু উমর (র)... মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত যে, আইশা (রা) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন : (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ) যে দিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে (১৪ : ৪৮)।

তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকেরা তখন কোথায় অবস্থান করবে?

তিনি বললেন : সিরাতের উপর।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আইশা (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الْحَجَرِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আল-হিজর

৩১২২ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ الْجُدَامِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي

الْجَوْزَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتْ امْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَسَنَاءٍ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَكَانَ

بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِئَلَّا يَرَاهَا وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْآخِرِ،

فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطِيئِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ).

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرَوَى جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ نُوحٍ .

৩১২২. কুতায়বা (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মানুষের মাঝে সবচেয়ে সুন্দরী এক মহিলা নবী ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করত। মুসল্লীদের কেউ সামনে অগ্রসর হয়ে প্রথম কাতারে থাকত যাতে এই মহিলার প্রতি দৃষ্টি না পড়ে আর কেউ কেউ পেছনে (পুরুষদের) শেষ কাতারে থাকত যখন রুকু করত তখন বগলের ফাঁক দিয়ে ঐ মহিলাকে দেখত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন :

(وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ)

তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে আমি তাদের জানি এবং পরে যারা আসবে তাদেরও জানি (১৫ঃ২৪)।

জা'ফর ইব্ন সুলায়মান (র)-এ হাদীছটি 'আমর ইব্ন মালিক-আবুল জাওয়া (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ নেই। এটি নূহ (র)-এর রিওয়ায়ত (৩১২২ নং) অপেক্ষা অধিক সাহীহ হওয়ার মত।

৩১২৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَ السَّيْفَ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ قَالَ : عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ .

৩১২৩. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : জাহান্নামের দরজা হল সাতটি। একটি দরজা যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিরুদ্ধে তলোয়ার উন্মুক্ত করে। এ হাদীছটি গারীব। মালিক ইব্ন মিজওয়াল (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩১২৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْحَمْدُ لِلَّهِ أَمُّ الْقُرْآنِ وَأَمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩১২৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল হামদুলিল্লাহ হল, উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব ও সাবউল মাছানী (বারংবার পঠিত সাতটি আয়াত বিশিষ্ট)।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১২৫- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلَ أَمِّ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَى أَبِي وَهُوَ يُصَلِّي فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَطْوَلَ وَأَتَمُّ ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

৩১২৫. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র)... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তাওরাত ও ইনজীলে উম্মুল কুরআন-এর মত যা হল সাবউল মাছানী কিছু নাযিল করেন নি। এটি আমার এবং আমার বান্দার মাঝে ভাগাভাগী। আমার বান্দা যা চাইবে তা-ই তার।

কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ উবাই (রা)-এর উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন তিনি সালাতরত ছিলেন। এরপর রাবী এ মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মাদ (র)-এর রিওয়ায়তটি পরিপূর্ণ এবং দীর্ঘতর। আবদুল হামীদ ইব্ন জা'ফর (র)-এর হাদীছের তুলনায় এটি অধিক সাহীহ। একাধিক রাবী আলা ইব্ন আবদুর রহমান থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২১২৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ بَشْرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ (لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) قَالَ : عَنْ قَوْلٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ .

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ بَشْرِ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ .

৩১২৬. আহমদ ইব্ন আবদা যাববী (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে,

(لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই, সে বিষয়ে যা তারা করে (১৫ : ৯২)।

সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই — এ বিশ্বাস প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হবে।

এ হাদীছটি গারীব। লায়ছ ইব্ন আবু সুলায়ম (র) সূত্রেই কেবল এটি সম্পর্কে আমরা জানি। আবদুল্লাহ ইব্ন ইদরীস (র) এটি লায়ছ ইব্ন আবু সুলায়ম... বিশর-আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এটি মারফু' রূপে বর্ণনা করেন নি।

২১২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الطَّيِّبِ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ

عَنْ عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، ثُمَّ قَرَأَ (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ رَوَى عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَتَفْسِيرُ هَذِهِ الْآيَةِ : (إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ) قَالَ : لِّلْمُتَقَرِّسِينَ .

৩১২৭. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। কেননা সে আল্লাহর নূরে দেখে। এরপর তিনি পাঠ করলেন :

(إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ) .

অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য (১৫ : ৭৫)।

এ হাদীছটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

কোন কোন আলিম থেকে এ আয়াতটির তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে যে :

(إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ) অর্থ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ النَّحْلِ

অনুচ্ছেদ : সূরা নাহল

৩১২৮- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ يَحْيَى الْبُكَاءِ . حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَرْبَعُ قَبْلِ الظُّهْرِ بَعْدَ الزُّوَالِ تَحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِي صَلَاةِ السُّحْرِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَيُسَبِّحُ اللَّهُ تِلْكَ السَّاعَةَ ، ثُمَّ قَرَأَ (تَتَفَيَّ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجْدًا لِلَّهِ) الْآيَةَ كُلَّهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ .

৩১২৮. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পর এবং যুহরের পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় সাহরীর সময় সে পরিমাণ সালাত আদায়ের সমতুল্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন : এমন কোন জিনিস নেই যা এ সময় আল্লাহর তাসবীহ করে না।

এরপর তিনি পাঠ করেন : (يَتَفَيَّ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجْدًا لِلَّهِ)

যার ছায়া দক্ষিণে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় (১৬ : ৪৮)।

এ হাদীছটি গারীব আলী ইবন আসিম (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।

৩১২৯- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عِيسَى ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الرُّبَيْعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحَدٍ أُصِيبَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ رَجُلًا وَمِنْ الْمُهَاجِرِينَ

سِتَّةَ فِيهِمْ حَمْرَةٌ فَمَثَلُوا بِهِمْ ، فَقَالَاتِ الْأَنْصَارُ : لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِثْلَ هَذَا لَنُرَبِّينَ عَلَيْهِمْ قَالَ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) .
فَقَالَ رَجُلٌ : لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَفُّوا عَنِ الْقَوْمِ إِلَّا أَرْبَعَةً .
قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ .

৩১২৯. আবু আশ্মার হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র)... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উহুদ যুদ্ধে আনসারীদের চৌষটি জন এবং মুহাজিরদের ছয় জন শহীদ হন। এই ছয় জনের মধ্যে হামযা অন্যতম। কাফিররা তাঁর লাশ বিকৃত করে। আনসারীরা বললেন : আমরাও যদি এই দিনের মত একটা দিন পাই তবে তাদের চাইতে বহুগুণ বেশী তাদের লাশ বিকৃত করব।

পরে মক্কা জিজের সময় আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন :

(وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) .

যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তোমরা ধৈর্যধারণ করলে তাই তো উত্তম ধৈর্যশীলদের জন্য (১৬ : ১২৬)।

এক ব্যক্তি বলল : আজকের দিনের পর আর কুরায়শ কেউ থাকবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : চার জন ছাড়া কুরায়শদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে।

উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ

অনুচ্ছেদ : সূরা বনী ইসরাঈল

৩১৩- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى ، قَالَ : فَنَعْتَهُ فَإِذَا رَجُلٌ حَسْبَتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجُلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَةَ قَالَ : وَلَقِيتُ عِيسَى قَالَ : فَنَعْتَهُ ، قَالَ : رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ يَعْنِي الْحَمَامَ . وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ . قَالَ : وَأَتَيْتُ بَانَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَحَدَهُمَا لَبَنٌ وَالْآخَرُ خَمْرٌ ، فَقَالَ لِي : خُذْ أَيُّهُمَا شِئْتَ ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ ، فَقِيلَ : هَذِهِ الْفِطْرَةُ ، أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ ، أَمَا إِنَّكَ لَوَأَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩১৩০. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বললেন : আমাকে যখন রাতে সফর করানো হয় তখন মুসা (আ)-এর সঙ্গেও আমার সাক্ষাত হয়। এরপর তিনি তাঁর আকৃতির

বিবরণ দিয়ে বললেন : তিনি ছিলেন হালকা পাতলা। যার মাথার চুল কুঁকড়ানো ও সোজার মাঝামাঝি। তিনি যেন শানুআ গোত্রের পুরুষের মত। ইসা (আ)-এর সঙ্গেও সাক্ষাত হয়। এরপর তিনি তাঁর গঠন প্রকৃতির বিবরণ দিয়ে বললেন : তিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির লাল বর্ণের। তিনি যেন গোসলখানা থেকে বের হলেন। ইবরাহীম (আ)-কে দেখেছি। তাঁর বংশধরদের মাঝে আমিই তাঁর অধিক সদৃশ।

আমার কাছে দু'টো পাত্র আনা হয় একটিতে দুধ আরেকটিতে ছিল মদ। আমাকে বলা হল, দু'টো থেকে যে কোনটি আপনার ইচ্ছা গ্রহণ করুন। আমি দুধ গ্রহণ করলাম এবং তা পান করলাম। আমাকে বলা হল আপনাকে ফিতরাতের দিকে হিদায়াত করা হয়েছে, কিংবা বলেছেন, আপনি ফিতরাতে পৌঁছেছেন। যদি আপনি মদ গ্রহণ করতেন তবে আপনার উম্মাত গুমরাহ হয়ে যেত।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১৩১- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرَى بِهِ مُلْجَمًا مُسْرَجًا فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : أَيْمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا ؟ فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ ، قَالَ : فَارْفُضْ عَرَقًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .

৩১৩১. ইসহাক ইবন মানসুর (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। মিরাজের রাতে নবী ﷺ-এর কাছে জিন পরিয়ে লাগাম লাগিয়ে বুরাক আনা হল কিন্তু সে হঠকারিতা করল।

তখন জিবরীল (আ) বললেন : মুহাম্মদ ﷺ-এর ব্যাপারেও তুমি এরূপ করছ? আল্লাহর কাছে তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কেউ তোমার উপর কখনও আরোহণ করেনি। লজ্জায় বুরাকটি ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। আবদুর রাজ্জাক (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩১৩২- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو ثَمِيلَةَ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ جَنَادَةَ عَنْ ابْنِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَمَّا أَنْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ جِبْرِيلُ بِأَصْبَعِهِ ، فَخَرَقَ بِهَا الْحَجَرَ وَشَدَّ بِهِ الْبُرَاقَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩১৩২. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমরা যখন বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছলাম জিবরীল তাঁর আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে একটি পাথর ছিদ্র করলেন এবং তাতে বুরাকটি বাঁধলেন।

এ হাদীছটি গারীব।

৩১৩৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَمَّا كَذَبْتَنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحَجَرِ فَجَلَا اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدَّسِ ، فَطَفِقْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظَرُ إِلَيْهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ . وَأَبِي ذَرٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ .

৩১৩৩. কুতায়বা (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুরায়শরা যখন (মি'রাজের বিষয়ে) আমাকে মিথ্যাবাদী বলল তখন আমি হাতীমের মধ্যে দাঁড়ালাম তখন আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ভাসিত করে দিলেন। আমি এর প্রতি তাকিয়ে তাকিয়ে তাদেরকে এর আলামতগুলো সম্পর্কে বিবরণ দিতে লাগলাম।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে মালিক ইবন সা'সা'আ, আবু সাঈদ, ইবন আব্বাস, আবু যর এবং ইবন মাসউদ (রা) থেকেও হাদীছটি বর্ণিত আছে।

৩১৩৪- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ وَبْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ) قَالَ : هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أَرَاهَا النَّبِيُّ ﷺ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ . قَالَ (وَ الشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ) هِيَ شَجَرَةُ الزُّقُومِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩১৩৪. ইবন আবু উমর (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে,

(وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ)

আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও, কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য (১৭ : ৬০)। আয়াতটি সম্পর্কে বলেছেন যে, এ হল চাক্ষুষ দর্শন, যা নবী ﷺ-কে যে রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করানো হয় সে রাতে দেখানো হয়েছিল।

কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ। সম্পর্কে তিনি বলেছেন : এটি হল (জাহান্নামের) যাক্কুম বৃক্ষ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১৩৫- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطٍ بْنُ مُحَمَّدٍ قُرَشِيٌّ كُوفِيٌّ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) قَالَ : تَشْهَدُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَدَوَّى عَلَى بَنِّ مِسْهَرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلَى بْنُ حُجْرٍ . جَدُّنَا عَلَى بْنُ مِسْهَرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৩১৩৫. উবায়দ ইবন আসবাত ইবন মুহাম্মদ কুরাশী কুফী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)

এবং কয়েম করবে ফজরের সালাত, ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে (১৭ঃ৭৮)।
প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন : রাতের ফিরিশতা এবং দিনের ফিরিশতা এ সময়ে উপস্থিত হন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আলী ইবন মুসহির (র) এটি আ'মাশ-আবু সালিহ... আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়ত করেছেন।

আলী ইবন হুজর (র) আলী ইবন মুসহির... আ'মাশ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩১৩৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِ اللَّهِ (يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَسٍ بِإِمَامِهِمْ) قَالَ : يُدْعَى أَحَدُهُمْ فَيُعْطَى كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ ، وَيَمْدُلُهُ فِي جِسْمِهِ سِتُونِ ذِرَاعًا ، وَيَبْيِضُ وَجْهُهُ ، وَيَجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ لَوْلُؤٍ يَتَلَا ، فَيَنْطَلِقُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَيَرُونَهُ مِنْ بَعِيدٍ فَيَقُولُونَ : اللَّهُمَّ أَتَيْنَا بِهَذَا وَبَارِكْ لَنَا فِي هَذَا ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ فَيَقُولُ أَبْشِرُوا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلُ هَذَا . قَالَ : وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَسْوَدُ وَجْهُهُ وَيَمْدُلُهُ فِي جِسْمِهِ سِتُونِ ذِرَاعًا عَلَى صُورَةِ آدَمَ ، فَيُلْبِسُ تَاجًا ، فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا ، اللَّهُمَّ لَا تَأْتِنَا بِهَذَا ، قَالَ : فَيَأْتِيَهُمْ فَيَقُولُونَ : اللَّهُمَّ أَخْزِهِ فَيَقُولُ أَبْعِدْكُمْ اللَّهُ فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلَ هَذَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَالسُّدِّيُّ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

৩১৩৬. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

(يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَسٍ بِإِمَامِهِمْ)

স্মরণ কর, সে দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতা সহ আহবান করব (১৭ঃ৭৯)।

প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন : এদের একজনকে ডাকা হবে এবং তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে। তার দেহ ষাট হাত প্রশস্ত করা হবে। উজ্জ্বল করা হবে তার চেহারা আর তার মাথায় মোতির তাজ পরানো হবে। জ্বলজ্বল করতে থাকবে এর মোতিগুলো। অনন্তর সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে চলবে। দূর

হতে তারা তাকে দেখতে পাবে। তারা বলবে, ইয়া আল্লাহ্! আমাদেরও তা দান করুন এবং আমাদের জন্য তা বরকতময় করুন। শেষে ঐ লোকটি তাদের কাছে আসবে এবং তাদেরকে বলবে : তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য অনুরূপ পুরস্কার রয়েছে।

পক্ষান্তরে কাফিরের চেহারা কালো করে দেওয়া হবে। আদম (আ)-এর সূরাতে তার শরীর ষাট হাত দীর্ঘ করে দেওয়া হবে। তাকে (অবমাননার) তাজ পরানো হবে। তার সঙ্গীরা তাকে দেখে বলবে : এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র কাছেই আমরা পানাহ চাই। ইয়া আল্লাহ্! একে আমাদের কাছে আসতে দিবেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ঐ লোকটি তাদের কাছে আসবে। তখন তারা বলবে, ইয়া আল্লাহ্! তুমি একে সরিয়ে দাও। সে বলবে : আল্লাহ্ তোমাদের দূরে রাখুন। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য অনুরূপ বস্তু রয়েছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

সুদী (র)-এর নাম হল ইসমাইল ইবন আবদুর রহমান।

৩১৩৭- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الزُّغَابِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ (عَسَى أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا) سئل عنها قال : هِيَ الشُّفَاعَةُ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَدَاوُدُ الزُّغَابِرِيُّ هُوَ دَاوُدُ الْأَوْدِيِّ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ عَمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اِذْرِيسَ .

৩১৩৭. আবু কুরায়ব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ্র বাণী : (عَسَى أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا)

“আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে (১৭ঃ৭৯)। এর ব্যাখ্যায় অথবা এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এ হল শাফাআত।

এ হাদীছটি হাসান। দাউদ যাগাফিরী (র) হলেন দাউদ আওদী। ইনি হলেন আবদুল্লাহ ইবন ইদরীসের চাচা।

৩১৩৮- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نَصْبًا . فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَطْعَتَهَا بِمِخْضَرَةٍ فِي يَدِهِ وَرُبَّمَا قَالَ بِعُودٍ ، وَيَقُولُ (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) - جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ) .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ : وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

৩১৩৮. ইবন আবু উমর (র)... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন কাবা শরীফের আশেপাশে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে এক একটিকে খোঁচা দিতে লাগলেন আর বলতে থাকলেন :

(جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا - جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعْبِدُ).

‘সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে : মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই (১৭ : ৮১)। সত্য এসেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে, না পারে পুনরাবৃত্তি করতে (৩৪ : ৪৯)।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ বিষয়ে ইবন উমর (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৩১৩৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْهَجْرَةِ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ (وَقَالَ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا).

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩১৩৯. আহমদ ইবন মানী‘ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ছিলেন মক্কায় তারপর তাঁকে হিজরতের হুকুম দেওয়া হয় তাঁর উপর তখন এ আয়াত নাযিল হয় :

(وَقَالَ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا).

আর বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সাথে এবং আমাকে নিষ্কান্ত করাও কল্যাণের সাথে এবং তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর সাহায্যকারী শক্তি। (১৭ : ৮০)।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১৪০- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هَنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَتْ قُرَيْشٌ لِيَهُودَ : أَعْطُونَا شَيْئًا نَسْأَلُ هَذَا الرَّجُلَ، فَقَالَ : سَلُّوهُ عَنِ الرُّوحِ ، قَالَ : فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) قَالُوا : أَوْتَيْنَا عِلْمًا كَثِيرًا التَّوْرَةَ ، وَمَنْ أُوتِيَ التَّوْرَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ، فَأَنْزَلَتْ (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

৩১৪০. কুতায়বা (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শরা ইয়াহুদীদের বলল, আমাদের কিছু দাও যাতে আমরা এ ব্যক্তিটিকে প্রশ্ন করতে পারি।

ইয়াহুদীটি বলল : তোমরা তাকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। তারপর তারা তাঁকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করেন :

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)

তোমাকে এরা রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। রুহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। আর তোমাদের দেওয়া হয়েছে সামান্য জ্ঞানই (১৭ : ৮৫)।

ইয়াহুদীরা বলল : আমাদের বিপুল ইল্ম দান করা হয়েছে। আমাদের দেওয়া হয়েছে তাওরাত। আর যাকে তওরাত দান করা হয়েছে তাকে প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়েছে। তখন এ আয়াত নাযিল হয় :

(قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ)

বল, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সাগর যদি কালি হয়, তবে সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে (১৮ : ১০৯)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ সূত্রে গারীব।

৩১৪১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ . أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ فَمَرُّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ سَأَلْتُمُوهُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تَسْأَلُوهُ فَإِنَّهُ يُسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ ، فَقَالُوا لَهُ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ حَدِّثْنَا عَنْ الرُّوحِ ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً وَرَفَعَ رَأْسَهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوحِي إِلَيْهِ حَتَّى صَعِدَ الْوَحْيُ ، ثُمَّ قَالَ : (الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩১৪১. আলী ইবন খাশরাম (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মদীনার শস্যভূমি দিয়ে হাঁটছিলাম। তিনি একটি খজুর ডালে ভর দিয়ে চলছিলেন। এমন সময় ইয়াহুদীদের একটি দলের পাশ দিয়ে তিনি পথ অতিক্রম করছিলেন। এদের একজন (তার সঙ্গীদের) বলল : ঐকে যদি তোমরা একটা প্রশ্ন করতে : অন্য একজন বলল : তাকে কোন প্রশ্ন করতে যেয়ো না। তা হলে তিনি তোমাদের এমন কথা শুনিye দিতে পারেন যা তোমাদের পছন্দের নয়।

যা হোক, তারা বলল : হে আবুল কাসিম, রুহ সম্পর্কে আমাদের কিছু বিবরণ দিন।

নবী ﷺ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন এবং তাঁর মাথা আকাশের দিকে তুললেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। ওহী গ্রহণ শেষ হলে তিনি বললেন :

(الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) .

রুহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত, আর তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১৪২- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى وَ سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا جَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ : صِنْفًا مُشَاءً ، وَصِنْفًا رُكْبَانًا ، وَصِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى

وَجُوهِهِمْ؟ قَالَ : إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَمْشِيَهُمْ عَلَى وَجُوهِهِمْ ، أَمَا إِنَّهُمْ يَتَّقُونَ
بِوَجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْكٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَى وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ شَيْئًا مِنْ هَذَا .

৩১৪২. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন লোকদের তিন ভাগে হাশর করা হবে। একদল পায়ে হেঁটে, আরেক দল আরোহী হয়ে, আরেক দল তাদের চেহারার উপর উল্টো হয়ে হাশরে উঠবে।

জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! চেহারার উপর তারা হাঁটবে কি করে?

তিনি বললেন : যিনি তাদের পায়ে উপর হাঁটাতে পারেন তিনি চেহারার উপর তাদের হাঁটাতে ক্ষমতা রাখেন। শোন এরা (কাফিররা) তাদের চেহারা দিয়েই উঁচু টিলা ও কাঁটাবন থেকে নিজেদের বাঁচাতে চেষ্টা করবে।

এ হাদীছটি হাসান। উহায়ব (র) ইবন তাউস তার পিতা তাউস... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ কিছু বর্ণনা করেছেন।

৩১৪৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ . أَخْبَرَنَا بِهِ زُبَيْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا وَيُجْرُونَ عَلَى وَجُوهِهِمْ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩১৪৩. আহমদ ইবন মানী (র)... বাহয ইবন হাকীম তার পিতা তার পিতামহ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের হাশর করা হবে পদাতিক ও আরোহী রূপে এবং তোমাদের চেহারার উপর টেনে-হেঁচড়ে নেওয়া হবে (কতককে)।

এ হাদীছটি হাসান।

৩১৪৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَ يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ وَأَبُو الْوَلِيدِ ، وَاللَّفْظُ لَفْظُ يَزِيدَ وَالْمَعْنَى
وَاحِدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّ يَهُودِيَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا
لِصَاحِبِهِ إِذْ هَبَ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ نَسْأَلُهُ فَقَالَ : لَا تَقُلْ نَبِيٌّ فَإِنَّهُ إِنْ سَمِعَهَا تَقُولُ نَبِيٌّ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعَةٌ أَعْيُنٌ ،
فَاتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَاهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ : لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا
تَسْحَرُوا ، وَلَا تَمْشُوا بِرِئْئِ إِلَى سُلْطَانٍ فَيَقْتُلَهُ ، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا ، وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً ، وَلَا تَفْرُوا مِنَ الرُّحْفِ ،

شَكَ شُعْبَةَ وَعَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ خَاصَّةً لَا تَعْنُوا فِي السَّبْتِ فَقَبْلًا يَدِيهِ وَرَجْلِيهِ وَقَالَ : نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَسْلِمُوا ؟ قَالَا : إِنَّ دَاوُدَ دَعَا اللَّهَ ، أَنْ لَا يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ أَسْلَمْنَا أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩১৪৪. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... সাফওয়ান ইবন আস্সাল মুরাদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার দুই ইয়াহুদীর একজন আরেকজনকে বলল : এই নবীর কাছে আমাদের নিয়ে চল আমরা তাঁকে কিছু প্রশ্ন করি। অপরজন বলল : তাকে নবী বলবে না। কারণ, যদি শুনতে পায় যে তাকে তুমি নবী বলছ তাহলে আনন্দে আটখানা হয়ে যাবে। এরা উভয়েই নবী ﷺ-এর কাছে আসল এবং তারা আল্লাহর বাণী :

(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ)

আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম (১৭ : ১০১) সম্পর্কে প্রশ্ন করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর সঙ্গে কিছুর শরীক করবে না, যিনা করবে না, আল্লাহ যে প্রাণ বধ হারাম করেছেন শরীয়ত সম্মত অধিকার ছাড়া তাকে হত্যা করবে না, চুরি করবে না, যাদু-টোনা করবে না, কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষ চাপিয়ে ক্ষমতাবিকারীর কাছে নিয়ে তাকে হত্যা করবে না, সুদ খাবে না, সাধ্বী মহিলাকে অপবাদ দিবে না, যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে না। বিশেষ করে হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য কথা হল তোমরা শনিবারের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করবে না।

তারপর এরা উভয়েই তাঁর হাতে ও পায়ে চুমু খেয়ে বলল : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নবী।

তারা বলল, দাউদ (আ) আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন যে, তাঁর বংশেই যেন সব সময় নবীর আগমন হয় আমাদের আশংকা হয় আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি তবে ইয়াহুদীরা আমাদের মেরে ফেলবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১৪৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ) قَالَ نَزَلَتْ بِمَكَّةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ سَبَّهَ الْمُشْرِكُونَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ) فَيَسْبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ (وَلَا تُخَافِتُ بِهَا) عَنْ أَصْحَابِكَ بِأَنْ تَسْمِعَهُمْ حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩১৪৫. আবদ ইবন হুমায়দ (র) সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। অন্য সনদে আবদ ইবন হুমায়দ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত : (وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ)

সালাতে স্বর উচ্চ করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না (১৭ : ১১০)। তিনি আয়াতটি প্রসঙ্গে

বলেন, এটি মক্কায় নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি উচ্চঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন তবে মুশরিকরা স্বয়ং কুরআন এবং কুরআন যিনি নাযিল করেছেন আর যিনি নিয়ে এসেছেন সকলকে গালি-গালাজ করত।

তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন : “সালাতে স্বর উচ্চ করবে না।” তা করলে এরা কুরআন এবং তা যিনি নাযিল করেছেন এবং যিনি নিয়ে এসেছেন সকলকে গালি দিবে। এদিকে “আপনার সঙ্গীদের থেকে আওয়াজ অতিশয় ক্ষীণও করবেন না।” বরং তাদেরকে আপনি শুনাবেন যেন তারা আপনার নিকট থেকে কুরআন গ্রহণ করতে পারে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১৪৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ (وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا) قَالَ : نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ ، فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوهُ شَتَمُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ ، فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ (وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ) أَيِ بِقِرَاعَتِكَ ، فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ ، فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ (وَلَا تُخَافِتُ بِهَا) عَنْ أَصْحَابِكَ (وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا) .
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩১৪৬. আহমদ ইবন মানী (র)... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত যে,

(وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا)

সালাতে স্বর উচ্চ করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না বরং এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করবে (১৭ : ১১০)। আয়াতটি প্রসঙ্গে ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন : এ আয়াতটি যখন নাযিল হয় সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় লুক্কায়িত ছিলেন। তিনি সাহাবীদের নিয়ে যখন সালাত আদায় করতেন তখন উচ্চঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। মুশরিকরা তা শুনে পেলে কুরআন এবং যিনি তা নাযিল করেছেন ও যিনি তা নিয়ে এসেছেন সকলকে গালমন্দ করত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বললেন : আপনার সালাত অর্থাৎ ক্বিরাআত উচ্চ স্বরে করবে না। তা করলে মুশরিকরা শুনে পাবে এবং কুরআনকে গাল-মন্দ করবে। আর তা আপনার সঙ্গীদের থেকে অতিশয় ক্ষীণও করবেন না এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করবেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১৪৭- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَسْعَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : قُلْتُ لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ ، بَلَى ، قَالَ : أَنْتَ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَصْلَحُ : بِمَا تَقُولُ ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : بِالْقُرْآنِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ الْقُرْآنُ . فَقَالَ حُذَيْفَةُ : مَنْ احْتَجَّ بِالْقُرْآنِ فَقَدْ قَالَ

سُفْيَانُ يَقُولُ فَقَدْ احْتَجَّ ، وَدُبْمَا قَالَ أَفْلَحَ فَقَالَ : (سُبْحَانَ الَّذِي اسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) قَالَ : أَفْتَرَاهُ صَلَّى فِيهِ ؟ قُلْتُ لَا ، قَالَ : لَوْ صَلَّى فِيهِ لَكُتِبَ عَلَيْكُمْ فِيهِ الصَّلَاةُ كَمَا كُتِبَتْ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ حُذَيْفَةُ : أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدَابَةِ طَوِيلِ الظُّهْرِ مَمْنُودٍ هَكَذَا خَطْوُهُ مَدُّ بَصَرِهِ ، فَمَا زَايَلَا ظَهَرَ الْبُرَاقِ حَتَّى رَأَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَوَعَدَ الْآخِرَةَ أَجْمَعَ ثُمَّ رَجَعَا عَوْدَهُمَا عَلَى بَدَنِهِمَا قَالَ : وَيَتَحَدَّثُونَ أَنَّهُ رَبَطَهُ لِمَ أَيْفَرُّ مِنْهُ وَإِنَّمَا سَخَّرَهُ لَهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩১৪৭. ইবন আবু উমর (র)... যিরর ইবন হুয়ায়শ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুয়ায়ফা ইবন ইয়ামান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায় করেছেন?

তিনি বললেন : না।

আমি বললাম : অবশ্যই তা আদায় করেছেন।

তিনি বললেন : হে টেকো, তুমি এ কথা বলছ? এবং তুমি কেন তা বলছ?

আমি বললাম : কুরআন থেকে বলছি। আমার ও আপনার মাঝে কুরআন ফায়সালা করবে।

হুয়ায়ফা (রা) বললেন : কুরআন থেকে যে ব্যক্তি দলীল পেশ করে সে সফলকাম।

সুফইয়ান (র) বলেন, তিনি বলেছেন, সে সঠিক দলীল পেশ করেছে। আর অনেক সময় তিনি বলেছেন, সে সফলকাম হয়েছে।

যিরর ইবন হুয়ায়শ (র) বললেন :

(سُبْحَانَ الَّذِي اسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى)

পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তার বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় (১৭ : ১)।

হুয়ায়ফা (রা) বললেন : তোমার কি মনে হয়, যে তিনি সেখানে সালাত আদায় করেছেন?

আমি বললাম : না।

তিনি বললেন : যদি সেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন তবে তোমাদের জন্য সেখানে সালাত আদায় করা জরুরী হয়ে যেত যেমন মসজিদুল হারাম কা'বায় সালাত আদায় করা জরুরী।

হুয়ায়ফা (রা) আরো বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এরূপ (হাত দিয়ে ইশারা করে দেখালেন) সুপ্রশস্ত দীর্ঘ পিঠ বিশিষ্ট একটা জন্তু আনা হল। চোখের দৃষ্টি দূরত্ব পরিমাণ ছিল তার এক একটি পদক্ষেপ। তারা বুরাকের পিঠে আরোহণ করে জান্নাত, জাহান্নাম এবং আখিরাতে ওয়াদাকৃত সবকিছু পরিদর্শন করলেন, পরে তারা উভয়েই ফিরে আসলেন। যাত্রা শুরু মাত্রই ছিল তাদের এই প্রত্যাবর্তন। (অর্থাৎ বেশী সময় এতে লাগেনি যেন শুরু হতেই তা শেষ হয়ে গিয়েছিল)।

তিনি আরো বলেন, লোকেরা বর্ণনা করে যে, তিনি এটি বেঁধে রেখেছিলেন। কেন বাঁধবেন! পালিয়ে যাবে বলে কি? গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে যিনি জানেন সেই মহাসত্যই এটিকে তাঁর জন্য বাধ্যগত করে দিয়েছিলেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১৪৮- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ بْنِ جَدْعَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ ، وَيَبْدَى لَوَاءِ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لَوَائِي ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ ، قَالَ : فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلَاثَ فَرَغَاتٍ ، فَيَأْتُونَ آدَمَ ، فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُونَا آدَمُ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، فَيَقُولُ : إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا أَهْبَطْتُ مِنْهُ إِلَى الْأَرْضِ وَلَكِنْ أَتُّوا نُوحًا ، فَيَأْتُونَ نُوحًا ، فَيَقُولُ : إِنِّي دَعَوْتُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ دَعْوَةً فَأَهْلَكُوا وَلَكِنْ أَذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ إِنِّي كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْهَا كَذِبَةٌ إِلَّا مَا حَلَّ بِهَا عَنْ دِينِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَتُّوا مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى ، فَيَقُولُ : إِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا ، وَلَكِنْ أَتُّوا عِيسَى ، فَيَأْتُونَ عِيسَى ، فَيَقُولُ إِنِّي عُبِدْتُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَتُّوا مُحَمَّدًا قَالَ : فَيَأْتُونَنِي فَأَنْطَلِقُ مَعَهُمْ قَالَ ابْنُ جَدْعَانَ : قَالَ أَنَسٌ : فَكَأَنِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : فَأَخْذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَأَقْعَقِعُهَا . فَيَقَالُ : مَنْ هَذَا؟ فَيَقَالُ مُحَمَّدٌ فَيَفْتَحُونَ لِي ، وَيَرَحُّونَ فَيَقُولُونَ مَرْحَبًا فَأَخْرَجُ سَاجِدًا ، فَيُلْهِمُنِي اللَّهُ مِنَ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ فَيَقَالُ لِي : أَرْفَعْ رَأْسَكَ سَلِّ تَعْطُ ، وَاشْفَعْ تَشْفَعُ ، وَقُلْ يَسْمَعْ لِقَوْلِكَ ، وَهُوَ الْمَقَامُ الْحَمْدُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ (عَسَى أَنْ يُبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا) قَالَ سُفْيَانُ لَيْسَ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا هَذِهِ الْكَلِمَةُ فَأَخْذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَأَقْعَقِعُهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْحَدِيثِ بِطَوِيلِهِ .

৩১৪৮. ইবন আবু উমর (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আমিই হব বনী আদমের সরদার। এতে কোন অহংকার নেই; আমার হাতেই থাকবে হামদের পতাকা, এতে কোন অহংকার নেই; আদম এবং অন্যান্য সকল নবীই ঐ দিন আমার পতাকার নিচে থাকবেন। আমিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মাটি বিদীর্ণ করে উঠব, এতে কোন অহংকার নেই।

ঐ দিন মানুষ তিনবার ভীষণ ভীতিকর অবস্থায় পড়বে। তারা আদম (আ)-এর কাছে আসবে আর বলবে: আপনি আমাদের আদি পিতা আদম, আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন : আমি তো একটা ভুল করেছিলাম, যদরুন আমাকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া

হয়েছিল। বরং তোমরা নূহ (আ)-এর কাছে যাও। তারা নূহ (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন : আমি তো পৃথিবীতে একটি দু'আ করেছিলাম। এতে তারা ধ্বংস হয়েছে। তোমরা বরং ইবরাহীম (আ)-এর কাছে যাও। তারা ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন : আমি তো তিনটি অসত্য কথা বলেছিলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মূলত এর একটিও মিথ্যা ছিল না। আসলে আল্লাহর দীনের পক্ষে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবেই তিনি তা করেছিলেন।

যা হোক, তিনি বলবেন : তোমরা বরং মূসা (আ)-এর কাছে যাও। তারা মূসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন : আমি তো একজনকে হত্যা করে ফেলেছিলাম। তোমরা বরং ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তারা ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে তিনি বলবেন : আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে উপাসনা করা হয়েছে। তোমরা বরং মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে যাও। এরপর তারা আমার কাছে আসবে। আমি তাদের সঙ্গে চলব।

ইবন জুদআন (র) বলেন, আনাস (রা) বলেছেন : আমি যেন এখনও নবী ﷺ -কে দেখছি। তিনি বলেন, এরপর আমি জান্নাতের দরওয়াজার আংটা ধরে তা খটখটাব। বলা হবে কে?

উত্তরে বলা হবে : মুহাম্মদ।

আমার জন্য জান্নাতের দ্বার তারা (ফিরিশ্তারা) খুলে দিবেন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে বলবেন : মারহাবা, এরপর আমি (রাব্বুল আলামীনের হুযুরে) সিজাদয় লুটিয়ে পড়ব। আল্লাহ তা'আলাই আমাকে হামদ ও ছানার ইলহাম করবেন। আমাকে বলা হবে : আপনার মাথা তুলুন। যাঞ্জা করুন আপনাকে তা দেওয়া হবে। সুপারিশ করুন আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। আপনি বলুন আপনার কথা শোনা হবে।

এই হল মাকামে মাহমুদ যার কথা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, (عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا)

আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে (১৭ : ৭৯)।

সুফইয়ান (র) বলেন, আনাস (রা) থেকেই কেবল এই বাক্যটি “আমি জান্নাতের দরওয়াজার আংটা ধরে তা খটখটাব” বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান। কোন কোন রাবী এ হাদীছটি আবু নাযরা... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে দীর্ঘ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ وَمَنْ سُورَةُ الْكَهْفِ

অনুচ্ছেদ : সূরা কাহফ

৩১৪৯- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنْ نَوَفَّا الْبَكَّالِي يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ بِمُوسَى صَاحِبِ الْخَضِرِ ، قَالَ : كَذَبَ عَلَوُ اللَّهِ ، سَمِعْتُ أَبِي بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : قَامَ مُوسَى خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ : أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُ ، فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، قَالَ : أَيُّ رَبِّ فَكَيْفَ لِي بِهِ فَقَالَ لَهُ أَحْمِلْ حَوْتَا فِي مِكْتَلٍ فَحَيْثُ تَفْقَدُ الْحَوْتَ فَهُوَ ثَمٌّ ، فَأَنْطَلَقَ وَأَنْطَلَقَ مَعَهُ قَتَاهُ وَهُوَ يُوْشِعُ بَنَ ثَوْنٍ وَيَقَالُ يُوْسَعُ ،

فَجَعَلَ مُوسَى حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى آتَيَا الصُّخْرَةَ. فَرَقَدَ مُوسَى وَفَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ فِي الْبَحْرِ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ، قَالَ : وَامْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جَرِيَّةَ الْمَاءِ، حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ وَكَانَ لِلْحُوتِ سَرِيًّا، وَكَانَ لِمُوسَى وَلِفَتَاهُ عَجْبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا وَنُسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى (قَالَ لِفَتَاهُ أَتَيْنَا غَدَاةً لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا) قَالَ : وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ (قَالَ : أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصُّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ) مُوسَى (ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا) قَالَ : فَكَانَ يَقْصَانِ آثَارَهُمَا قَالَ سَفِيَانُ يَزْعُمُ نَاسٌ أَنْ تِلْكَ الصُّخْرَةُ عِنْدَهَا عَيْنُ الْحَيَاةِ وَلَا يُصِيبُ مَاوَهَا مَيْتًا إِلَّا عَاشَ قَالَ : وَكَانَ الْحُوتُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ ، فَلَمَّا قَطَرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ عَاشَ، قَالَ : فَقَصَا آثَارَهُمَا حَتَّى آتَيَا الصُّخْرَةَ، فَرَأَى رَجُلًا مُسْجِيًّا عَلَيْهِ بِثُوبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى ، فَقَالَ : إِنِّي بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ : أَنَا مُوسَى، قَالَ : مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : يَا مُوسَى إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمَكَ لَا أَعْلَمُهُ وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمَنِي لَا تَعْلَمُهُ ، فَقَالَ مُوسَى (هَلِ اتَّبَعَكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا. قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ) لَهُ الْخِضْرُ : (فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثُ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا) قَالَ نَعَمْ ، فَانْطَلَقَ الْخِضْرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمَاهُ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعَرَفُوا الْخِضْرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَعَمَدَ الْخِضْرُ إِلَى لَوْحٍ مِنَ الْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى : قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدَتْ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقَتْهَا (لِتَغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا . قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا) ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ وَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَمَانِ فَآخَذَ الْخِضْرُ بِرَأْسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلَهُ ، قَالَ لَهُ مُوسَى : (أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا) قَالَ وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنْ الْأُولَى (قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا آتَا أَهْلَ

قَرِيَّةٍ اُسْتَطَعَمَا اَهْلَهَا فَابَوَا اَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ اَنْ يَنْقَضَ (يَقُولُ مَاثِلٌ] فَقَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ هَكَذَا (فَأَقَامَهُ) ف (قَالَ) لَهُ مُوسَى : قَوْمٌ اَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا (لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اجْرًا. قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِيعَ عَلَيْهِ صَبْرًا) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا اَنَّهُ كَانَ صَبْرًا حَتَّى يَقْصُ عَلَيْنَا مِنْ اَخْبَارِهِمَا، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْاَوَّلَى كَانَ مِنْ مُوسَى نَسِيَانٌ قَالَ : وَجَاءَ عَصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ : مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ اِلَّا مِثْلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعَصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : وَكَانَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ : وَكَانَ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَضَبًا وَكَانَ يَقْرَأُ : وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا. قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو اسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : سَمِعْتُ اَبَا مَزَاحِمَ السَّمُرْقَنْدِيُّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ : حَجَجْتُ حَجَّةً وَلَيْسَ لِي هِمَّةٌ اِلَّا اَنْ اَسْمَعَ مِنْ سَفِيَانٍ يَذْكُرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْخَبْرَ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ سَفِيَانٍ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْخَبْرَ .

৩১৪৯. ইবন আবু উমর (র)... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বললাম : নাওফ বিকালী বলেন যে, বানু ইসরাঈলী নবী মূসা খাযিরের সঙ্গে সাক্ষাতকারী মূসা এক নন। ইবন আব্বাস (রা) বললেন : আল্লাহর দূশমন মিথ্যা বলেছে। আমি উবাই ইবন কা'ব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : একদিন মূসা বানু ইসরাঈলের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল : কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী?

তিনি বললেন : আমি।

আল্লাহ তা'আলার দিকে বিষয়টি সোপর্দ না করায় তিনি তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হন। তিনি তাঁর কাছে ওহী পাঠালেন, দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে আমার এক বান্দা আছে সে তোমার চেয়ে বড় জ্ঞানী।

মূসা (আ) বললেন, হে পরওয়ারদিগার, আমি কি উপায়ে তাঁর সাক্ষাত পেতে পারি?

তিনি বললেন : একটি থলের মধ্যে একটি মাছ নাও। যেখানে গিয়ে মাছটি হারিয়ে যাবে সে স্থানেই সে আছে। তারপর তিনি রওয়ানা হলেন। সঙ্গে তাঁর খাদিম ইউশা' ইবন নুনও চললেন। মূসা (আ) মাছটি একটি থলেতে রাখলেন। তিনি ও তাঁর খাদিম চলতে চলতে একটি চটানের কাছে এসে পৌঁছে মূসা ও তার খাদিম ঘুমিয়ে পড়েন। তখন থলের ভিতর মাছটি নড়ে চড়ে থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে পড়ে যায়। আল্লাহ

তা'আলা চলার পথে পানির ধারা বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেটি একটি তাকের মত হয়ে যায়। মাছটির জন্য এটি একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে পড়ে আর মূসা ও তাঁর খাদিমের জন্য এক বিস্ময়কর বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

এরপর তাঁরা বাকী দিন ও রাত্রির চলতে থাকেন। মূসার সাথী তাঁকে মাছের বিষয়টি বলতে ভুলে যান। সকাল হলে মূসা (আ) তাঁর খাদিমকে বললেন : আমাদের সকালের খাবার নিয়ে এস। এই সফরে আমরা বেশ ক্লান্তি অনুভব করছি।

নবী **ﷺ** বললেন : নির্দেশিত স্থানটি অতিক্রম করা পর্যন্ত তাঁরা কোন ক্লান্তি বোধ করেননি।

খাদিম বললেন : হায়, আপনি কি জানেন আমরা যখন চটানে আশ্রয় নিয়েছিলাম মাছের তখনকার ব্যাপারটি তো আমি ভুলে গিয়েছি। সে কথা বলতে শয়তান ছাড়া আর কেউ আমাকে ভুলিয়ে দেয়নি। এটি তো সাগরে এক আশ্চর্যজনক ভাবে পথ ধরে চলে গেছে।

মূসা (আ) বললেন : সেটাই তো ছিল আমাদের উদ্দীষ্ট স্থান। অনন্তর উভয়েই তাঁরা পদচিহ্ন ধরে পেছনে ফিরে আসলেন।

সুফইয়ান (র) বলেন, লোকদের ধারণা সেই চটানের পাশে ছিল সঞ্জীবনী ঝর্ণা। কোন মৃতের গায়ে এর পানি লাগলেই তা জীবিত হয়ে উঠে। ঐ মাছটির কিছু অংশ খাওয়া হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও এর উপর উক্ত পানির ফোঁটা পড়লেই সেটি জীবিত হয়ে উঠে।

নবী **ﷺ** বলেন, তাঁরা পদচিহ্ন অনুসরণ করে পাথরটির কাছে ফিরে এলেন। সেখানে এসে কাপড় ঘোমটা দিয়ে আবৃত এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। মূসা (আ) তাঁকে সালাম করলেন। লোকটি বললেন : এই যমীনে সালাম কোথা হতে!

মূসা (আ) বললেন : আমি মূসা। লোকটি বললেন : বানু ইসরাঈলের মূসা? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

লোকটি বললেন : হে মূসা, আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন ধরনের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ তা'আলা যা আপনাকে শিখিয়েছেন। আমি তা জানি না। আর আমিও আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন এক জ্ঞান লাভ করেছি যা তিনি আমাকে শিখিয়েছেন, তা আপনি জানেন না।

মূসা (আ) বললেন : সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আপনি আমাকে শিক্ষা দিবেন — এই শর্তে আমি আপনার সঙ্গে চলতে পারি কি?

লোকটি বললেন : আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। আর যে বিষয়ে আপনার জ্ঞানাত্মক নয় সে বিষয়ে আপনি কেমন করে ধৈর্যধারণ করবেন?

তিনি বললেন : ইনশাআল্লাহ! আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার আদেশ অমান্য করব না।

খাযির বললেন : আপনি যদি আমার সঙ্গে চলতে চান তবে কোন বিষয়ে আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি নিজে সে সম্বন্ধে আপনাকে বলি (১৮ : ৬২-৭০)। মূসা বললেন, আচ্ছা।

খাযির এবং মূসা সাগরের তীর দিয়ে হেঁটে চললেন। তাঁদের পাশ দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা তাতে তুলে নেওয়ার জন্য নৌকার লোকদের সঙ্গে আলাপ করলেন। তারা খাযির (আ)-কে চিনতে পেরে পারিশ্রমিক ছাড়াই তাদের উভয়কে তুলে নিল। এরপর খাযির (গোপনে) নৌকার একটি তক্তার দিকে লক্ষ্য করে তা সরিয়ে ফেললেন।

মূসা (আ) তাঁকে বললেন : বিনা পারিশ্রমিকে এরা আমাদের বহন করল আর আপনি আরোহীদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্য আপনি এটি বিদীর্ণ করে দিলেন! আপনি এক গুরুতর কাজ করলেন।

খাযির বললেন : আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না?

মূসা (আ) বললেন : মেহেরবানী করে আমার ভুলের জন্য আমাকে ধরবেন না এবং আমার বিষয়ে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।

এরপর তাঁরা নৌকা থেকে নামলেন। তাঁরা তীর দিয়ে হেঁটে চলছিলেন। এমন সময় দেখেন কতকগুলো বালকের সাথে একটি বালক খেলছে। খাযির (আ) সেই বালকটির মাথা ধরে তার ঘাড় মটকে তাকে হত্যা করে ফেললেন। মূসা (আ) তাকে বললেন : আপনি কি একটি নিষ্পাপ বালককে কোন প্রাণ হত্যার বিনিময় ব্যতীতই হত্যা করে ফেললেন! আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।

খাযির (আ) বললেন : আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই আপত্তি প্রথমটির তুলনায় কঠোরতর।

মূসা (আ) বললেন : এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। আমার পক্ষ থেকে ওয়র গ্রহণে আপনি চরমে পৌঁছে গিয়েছেন।

এরপর তাঁরা উভয়েই চলতে চলতে এক জনপদবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের নিকট খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। এরপর মূসা ও খাযির তাদের একটা পতনোন্মুখ দেওয়াল ঝুঁকে পড়েছে দেখতে পেলেন। খাযির সেটিকে তাঁর হাত দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

মূসা (আ) বললেন : এমন এক সম্প্রদায়! এদের কাছে আমরা এলাম কিন্তু তারা আমাদের কোনরূপ মেহমানদারী করল না এবং আমাদের খাওয়ালো না। আপনি ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।

খাযির (আ) বললেন : এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হল। যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি আমি সেগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর উপর রহম করুন। আমাদের মনোবাঞ্ছা ছিল, তিনি যদি ধৈর্যধারণ করতেন তাহলে তাঁদের আরো বহু বিষয় আমাদের কাছে বিবৃত করা হতো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মূসা (আ)-এর প্রথমবারে আপত্তি ছিল ভুল বশত।

তিনি বলেছেন : একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকাটির কিনারে বসে সাগরে এক ঠোঁকর মারল। তখন খাযির (আ) মূসা (আ)-কে বললেন : সাগর থেকে এই চড়ুইটি যতটুকু পানি আহরণ করতে পেরেছে আপনার এবং আমার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় সে পরিমাণ ছাড়া আহরণ করতে পারেনি।

সাদ্দ ইবন জুবায়র (র) বলেন, ইবন আব্বাস (রা) পাঠ করতেন :

(قَالَ : أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصُّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ)

আরো পাঠ করতেন : (ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَأَرْتَدُّ عَلَى أَثَارِهِمَا قَصَصًا)

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবু ইসহাক হামদানী এটি সাদ্দ ইবন জুবায়র-ইবন আব্বাস-উবাই ইবন কা'ব (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহরী এটি উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবা (র)-ইবন আব্বাস (রা)... উবাই ইবন কা'ব (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবু মুযাহিম ফাযারকান্দী (র) বলেন, আলী ইবন মাদীনী (র) বলেছেন : যদিও আমার দৃঢ় সংকল্প ছিল না তবুও এই হাদীছ সম্বন্ধে সুফইয়ান (র) থেকে পূর্ণ খবর শোনার জন্য হজ্জ করলাম। শেষে তাকে (ফান) **اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحَدِثُ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا**) রূপে রিওয়ায়ত করতে শুনলাম। এর আগেও হাদীছটি সুফইয়ানকে রিওয়ায়ত করতে শুনেছি কিন্তু তিনি পূর্ণ খবর বর্ণনা করেন নি।

৩১৫০- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ سَلَمُ بْنُ قَتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَبَّاسِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : **الْغُلَامُ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طَبِعَ يَوْمَ طَبِعَ كَافِرًا** .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩১৫০. আবু হাফস আমর ইবন আলী (র)... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : খাযির (আ) যে বালকটিকে হত্যা করেছিলেন সে স্বভাবগতভাবে সৃষ্টির দিন থেকেই ছিল কাফির।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩১৫১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : **إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرُ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءٍ فَأَهْتَزَّتْ تَحْتَهُ خَضِرَاءٌ** .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩১৫১. ইয়াহুইয়া ইবন মুসা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : খাযিরকে খাযির (সবুজ সতেজ শস্য) বলে নামকরণের কারণ হল তিনি একবার বিশুদ্ধ বৃক্ষলতাহীন এক সাদা যমীনে বসা ছিলেন, তখন তাঁর নিচ থেকে সবুজ ঘাস প্রকাশ পায়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১৫২- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ فَضِيلِ الْجَزَرِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَوْسُفَ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ : **(وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا)** قَالَ : **ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ** .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَوْسُفَ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩১৫২. জা'ফর ইবন মুহাম্মদ ইবন ফুযায়ল জাযারী প্রমুখ (র)... আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত।

আল্লাহর বাণী : (وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا)

প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন : তা হল সোনা এবং রূপা।

হাসান ইবন আলী (র)-মাকহুল (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩১৫৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ بَشَّارٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي السُّدِّ قَالَ : يَحْصِرُونَهُ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى إِذَا كَانُوا يَخْرِقُونَهُ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ أَرْجِعُوا فَسْتَخْرِقُونَهُ غَدًا ، فَيُعِيدُهُ اللَّهُ كَأَشَدِّ مَا كَانَ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَدَّتِهِمْ وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَيْعَنَّهُمْ عَلَى النَّاسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ : أَرْجِعُوا فَسْتَخْرِقُونَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَاسْتَشْنَى قَالَ : فَيَرْجِعُونَ فَيَجِدُونَهُ كَهَيْئَتِهِ حِينَ تَرَكَوهُ فَيَخْرِقُونَهُ ، فَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ ، فَيَسْتَقُونَ الْمِيَاهَ ، وَيَغْرِئُ النَّاسُ مِنْهُمْ ، فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ فِي السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ مُخْضَبَةً بِالدِّمَاءِ ، فَيَقُولُونَ قَهْرَنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا مَنْ فِي السَّمَاءِ قَسْرًا وَعُلُوًّا ، فَيَيْعُثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَغْفًا فِي أَقْفَاعِهِمْ فَيَهْلِكُونَ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ نَوَابِ الْأَرْضِ تَسْمَنُ وَتَبْطَرُ وَتَشْكُرُ شُكْرًا مِنْ لُحُومِهِمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِثْلَ هَذَا .

৩১৫৩. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার প্রমুখ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (যুল কারনায়ন নির্মিত) প্রাচীর সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন : এটিকে এরা (ইয়াজুজ মাজুজেরা) প্রতি দিনেই খোঁড়ে। শেষে যখন বিদীর্ণ করে ফেলার উপক্রম হয় তখন তাদের উপর দায়িত্বশীল ব্যক্তিটি বলে : তোমরা ফিরে চল। আগামীকাল এসে আমরা এটা বিদীর্ণ করব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এর মধ্যে এই প্রাচীরটিকে আল্লাহ তা'আলা আগে যা ছিল তার চেয়েও উত্তমরূপে পুনর্নির্মিত করে দেন। অবশেষে যখন নির্ধারিত দিন এসে পৌছবে এবং আল্লাহ তা'আলা এদের মানুষের বিরুদ্ধে পাঠানোর ইচ্ছা করবেন সে সময় তাদের দায়িত্বে নিযুক্ত নেতাটি বলবে, তোমরা ফিরে চল তোমরা আগামীকাল ইনশাআল্লাহ এটি বিদীর্ণ করবে। সেই ইনশাআল্লাহর সঙ্গে তার কথা বলবে। পরে তারা যখন ফিরে আসবে তখন গতদিন যেভাবে ছেড়ে রেখে গিয়েছিল সেই অবস্থায়ই তারা এটি পাবে। তখন তারা এটি বিদীর্ণ করে ফেলবে এবং মানুষের বিরুদ্ধে বেরিয়ে পড়বে। তারা সব পানি পান করে ফেলবে। আর লোকজন তাদের থেকে পালিয়ে যাবে। এরপর তারা তাদের তীরগুলো আসমানের দিকে ছুঁড়বে। এগুলো রক্ত রঞ্জিত হয়ে ফিরে আসবে। তারা নিজেরা বর্বরতা ও অহংকারে মদমত্ত হয়ে বলবে, পৃথিবীতে যা আছে তাদের পরাজিত করলাম এবং আকাশবাসীদের উপরও জয়লাভ করলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের পিঠে একদল কীট প্রেরণ করবেন। এতে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

কসম সেই সত্তার যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, এদের গোশত ভক্ষণ করে পৃথিবীর জীবজন্তুগুলো মোটা সতেজ ও চর্বিময় হয়ে উঠবে।

হাদীছটি হাসান-গারীব। এ সূত্রেই আমরা অনুরূপ হাদীছ জানি।

৩১৫৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ مِثْنَاءٍ عَنْ أَبِي سَعْدٍ بْنِ أَبِي فُضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا جَمَعَ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ أَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ.
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ.

৩১৫৪. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার প্রমুখ (র)... আবু সাঈদ ইবন আবু ফাযালা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন একজন সাহাবী, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন যেদিন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই, যখন আল্লাহ তা'আলা সব মানুষ একত্রিত করবেন তখন জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবেন, যে আমল সে আল্লাহর জন্য করেছে তাতে কেউ যদি কাউকে শরীক করে থাকে তবে সে তার ঐ আমলের প্রতিদান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে তালাশ করুক। কারণ, আল্লাহ তা'আলা শিরক থেকে সবার চেয়ে বেশি মুক্ত।

হাদীছটি গারীব। মুহাম্মদ ইবন বকর (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ مَرِيَمَ

অনুচ্ছেদ : সূরা মারয়াম

৩১৫৫- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى نَجْرَانَ فَقَالُوا لِي : أَلَسْتُمْ تَقْرَءُونَ يَا أُخْتَ هَارُونَ ؟ وَقَدْ كَانَ بَيْنَ عِيسَى وَمُوسَى مَا كَانَ، فَلَمْ أَدْرِ مَا أَجِيبُهُمْ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : أَلَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ .

৩১৫৫. আবু সাঈদ আশাজ্জ এবং আবু মুসা মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র)... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নাজরানের দিকে পাঠান। তারা আমাকে বলল, তোমরা কি কুরআনে এ বাক্য পড় না? يَا أُخْتَ هَارُونَ

কুরআন তাফসীর

অথচ মুসা ও ইসার মাঝে কত কালের ব্যবধান? আমি তাদের এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব জানতাম না। তাই নবী ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে এ কথা জানালাম।

তিনি বললেন : তাদের তুমি এ কথা বলতে পারলে না যে, তারা পূর্ববর্তী নবী ও নেককার লোকদের নামে তাদের নাম রাখত।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। ইবন ইদরীস (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩১৫৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا النُّصْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ) قَالَ : يُؤْتِي بِالْمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبِشٌ أَمْلَحُ حَتَّى يُوقَفَ عَلَى السُّورِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيُشْرَبُونَ ، وَيُقَالُ : يَا أَهْلَ النَّارِ فَيُشْرَبُونَ ، فَيُقَالُ : هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ ، هَذَا الْمَوْتُ فَيُضْجَعُ فَيَذْبَحُ ، فَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ قَضَى لِأَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَاءَ ، لَمَاتُوا فَرَحًا ، وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ قَضَى لِأَهْلِ النَّارِ الْحَيَاةَ فِيهَا ، وَالْبَقَاءَ لَمَاتُوا تَرَحًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩১৫৬. আহমদ ইবন মানী (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করলেন : (وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ)

এরপর বললেন : সাদা-কাল মিশ্রিত রক্তের এক মেঘরূপে মৃত্যুকে আনা হবে এবং তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝের প্রাচীরের উপর দাঁড় করান হবে। এরপর ডাকা হবে : হে জান্নাতবাসীগণ! তারা মাথা তুলে তাকাবে। আরো ডাকা হবে, হে জাহান্নামবাসীগণ! তারাও মাথা তুলে তাকাবে। বলা হবে, তোমরা কি চিন এটি কি?

তারা বলবে : হ্যাঁ, এটি হল মৃত্যু।

অনন্তর এটিকে শুইয়ে যবেহ করা হবে। জান্নাতীদের জন্য যদি জীবন ও স্থায়িত্বের ফায়সালা আল্লাহর পক্ষ থেকে না থাকত তবে তারা আনন্দে মারা যেত। এমনি ভাবে জাহান্নামীদের জন্য যদি জীবনের ও তথায় স্থায়িত্বের পূর্ব ফায়সালা আল্লাহর পক্ষ থেকে না থাকত তবে তারা দুঃখে মারা যেত।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১৫৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا

عَلِيًّا) قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَمَّا عُرِجَ بِي رَأَيْتُ إِدْرِيسَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهَمَامٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، حَدِيثُ الْمِعْرَاجِ بِطَوْلِهِ ، وَهَذَا عِنْدَنَا مُخْتَصَرٌ مِنْ ذَلِكَ .

৩১৫৭. আহমদ ইবন মানী (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত ।

তিনি আল্লাহর বাণী : (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا) প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমাকে যখন মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয় তখন চতুর্থ আকাশে ইদরীস (আ)-কে আমি দেখেছি ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ ।

এ বিষয়ে আবু সাঈদ (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে ।

সাঈদ ইবন আবু আরুবা, হাম্মাম প্রমুখ (র) কাতাদা-আনাস ইবন মালিক-মালিক ইবন সা'সাআ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মি'রাজের সুদীর্ঘ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন । এটি আমার কাছে ঐটির সংক্ষিপ্ত অংশ ।

৩১৫৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَجِبْرِيلَ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟ قَالَ : وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَمَا نَنْتَزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩১৫৮. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরীলকে বললেন : আপনি আমাদের কাছে যেভাবে সাক্ষাত করেন, তার চেয়ে বেশী সাক্ষাত করতে আপনাকে কিসে বাধা দিচ্ছে ?

রাবী বলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয় : (وَمَا نَنْتَزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ)

হাদীছটি হাসান-গারীব ।

৩১৫৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِّيِّ . قَالَ : سَأَلْتُ مَرَّةً الْهَمْدَانِيَّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصْدُرُونَ مِنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ ، فَنُؤْلَهُمْ كَلَمَحَ الْبَرْقِ ، ثُمَّ كَالرِّيحِ ، ثُمَّ كَحَضَرِ الْفَرَسِ ، ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِي رَجْلِهِ ، ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ ، ثُمَّ كَمَشِيهِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ السُّدِّيِّ ، فَلَمْ يَرْفَعَهُ .

৩১৫৯. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... সুদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুররা হামদানী (র)-কে আল্লাহর বাণী : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) করলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) তাঁদের এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : সকল লোকই জাহান্নামের কাছে উপস্থিত হবে। তাঁদের প্রথম দল বিদ্যুৎ চমকানোর ন্যায় পরের দল বাতাসের ন্যায়, পরের দল ঘোড়ার গতিতে, পরের দল উষ্ট্রারোহীর ন্যায় এর পরের দল মানুষের দৌড়ের ন্যায়, এর পরের দল পায়ে হাঁটার মত প্রস্থান করবে।

হাদীছটি হাসান। শু'বা (র) এটি সুদী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটি মারফু রূপে বর্ণনা করেননি।

৩১৬০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) قَالَ : يَرِدُونَهَا ثُمَّ يَصْدُرُونَ بِأَعْمَالِهِمْ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ السُّدِّيِّ بِمِثْلِهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قُلْتُ لِشُعْبَةَ إِنَّ إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنِي عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ شُعْبَةُ : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ السُّدِّيِّ مَرْفُوعًا وَلَكِنِّي عَمْدًا أَدْعُهُ .

৩১৬০. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র).... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (র) : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا)

আয়াতটি প্রসঙ্গে বলেন, তারা তাতে উপস্থিত হবে এরপর তাদের আমল হিসাবে তারা প্রস্থান করবে।

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... সুদী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি শু'বা (র)-কে বললাম যে, ইসরাঈল (র) বলেন, আমি শু'বা (র)-কে বললাম যে, ইসরাঈল (র) আমাকে সুদী-মুররা-আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। শু'বা (র) বললেন : আমি তো সুদী থেকে এটি মারফু রূপে শুনেছি। তবে ইচ্ছা করেই তা সেরূপ বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছি।

৩১৬১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، قَالَ : فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ ، ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْمَحَبَّةُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا) وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ : إِنِّي أَبْغَضْتُ فُلَانًا فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْبُغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا .

৩১৬১. কুতায়রা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ভালবাসি। সুতরাং তুমিও তাকে ভালবাসবে। তারপর আসমানে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর পৃথিবীবাসীদের মধ্যে তাঁর প্রতি মুহাব্বত নাযিল করা হয় এ বিষয়ই হল আল্লাহর বাণী : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا)

আর তিনি যখন কোন বান্দাকে অপছন্দ করেন তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ঘৃণা করি। তারপর আসমানে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর পৃথিবীতে তার প্রতি ঘৃণার ফায়সালা নাযিল করে দেওয়া হয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন দীনার — তার পিতা আবদুল্লাহ ইবন দীনার-আবু সালিহ-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২১৬২- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : سَمِعْتُ خُبَّابَ بْنَ الْأَرْتِ يَقُولُ : جِئْتُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السُّهْمِيِّ اتَّقَاضَاهُ حَقًّا لِي عِنْدَهُ، فَقَالَ : لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ لَا، حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ، قَالَ : إِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ ! فَقُلْتُ : نَعَمْ، فَقَالَ : إِنْ لِي هُنَاكَ مَالًا وَوَلَدًا، فَأَقْضِيكَ فَنَزَلَتْ : (أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا) الْآيَةُ.

حَدَّثَنَا هُنَادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ.

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩১৬২. ইবন আবু উমর (র)... খাব্বাব ইবন আরাতি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি পাওনার ব্যাপারে গাঙ্গাদা করার জন্য আস ইবন ওয়াইল সাহমীর কাছে এলাম।

সে বলল : মুহাম্মদকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত তোমাকে আমি তোমার পাওনা দিব না।

আমি বললাম : তুমি মরে গিয়ে আবার ওঠ, তবু আমি তা করব না।

সে বলল : আচ্ছা, তবে কি আমি মারা যাব এবং আবার যিন্দা হব?

আমি বললাম : হ্যাঁ।

সে বলল : অবশ্য সেখানেও আমার ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি থাকবে তখন তোমাকে তোমার পাওনা পরিশোধ করব।

তখন নাযিল হয় : (أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا)

হান্নাদ (র)... আমাশ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ طه

অনুচ্ছেদ : সূরা তাহা

৩১৬৩- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ أَسْرَى لَيْلَةً حَتَّى أَدْرَكَهُ الْكَرَى أَنَاخَ فَعَرُسَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا بِلَالُ أَكَلْنَا اللَّيْلَةَ ، قَالَ : فَصَلَّى بِلَالٌ ، ثُمَّ تَسَانَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْفَجْرِ ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، وَكَانَ أَوَّلُهُمْ اسْتِيقَاطُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : أَيُّ بِلَالٌ ، فَقَالَ بِلَالٌ : يَا أَبِى أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اقْتَادُوا ، ثُمَّ أَنَاخَ فَتَوَضَّأَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ . ثُمَّ صَلَّى مِثْلَ صَلَاتِهِ لِلْوَقْتِ فِي تَمَكُّثٍ ثُمَّ قَالَ : (اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَيْرٌ مَحْفُوظٌ ، رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَاطِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَصَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ ، ضَعْفُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ .

৩১৬৩. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার থেকে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার রাতে সফর করছিলেন। শেষে তাঁর ঘুম পেয়ে বসল। তিনি উট থামিয়ে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করলেন। এরপর বললেন : হে বিলাল, আজকের রাতে তুমি আমাদের পাহারাদারী করবে।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, বিলাল (রা) (নফল) সালাত আদায় করে পূর্ব আকাশমুখী হয়ে তার হাওদায় হেলান দিয়ে বসে রইলেন। এ সময় তাঁর দু'চোখে ঘুম প্রবল হয়ে আসে, এতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। তাদের কেউ আর জাগলেন না। সর্বপ্রথম নবী ﷺ জাগলেন। এবং তিনি বললেন : হে বিলাল! বিলাল (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা আপনার উপর কুরবান। আপনাকে যা পেয়েছিল আমাকেও তা পেয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা উটগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে চল। এরপর তিনি উট থামিয়ে নেমে উঠ করলেন এবং সালাতের ইকামত দিতে বললেন। পরে ধীর স্থিরভাবে ওয়াক্তের ভেতর যেমন সালাত আদায় করেন তেমনভাবে সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন : (اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) .

তুমি সালাত কায়েম করবে আমার স্মরণে।

হাদীছটি মাহফুজ নয় একাধিক হাফিযুল হাদীছ রাবী এটি যুহরী-সাইদ ইবন মুসায়্যাব (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এতে আবু হুরায়রা (রা)-এর উল্লেখ করেননি।

সালিহ ইবন আবুল আখয়ারকে হাদীছ বর্ণনায় যঈফ বলা হয়, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ কান্তান প্রমুখ হাদীছবিদ স্বরণ শক্তির দিক থেকে তাকে যঈফ বলেছেন।

৩১৬৪- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى بَغْدَادِيُّ وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجِيُّ بَغْدَادِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ أَبُو نُوحٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي مَمْلُوكَيْنِ يَكْذِبُونَنِي وَيَخُونُونَنِي وَيَعْصُونَنِي وَأَشْتُمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ؟ قَالَ : يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ. فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا، لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ أَقْتَصُ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ، قَالَ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَهْتِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ) الْآيَةِ. فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَهَؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ، أَشْهَدُكُمْ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ. قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَزْوَانَ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَزْوَانَ هَذَا الْحَدِيثَ .

৩১৬৪. মুজাহিদ ইবন মুসা বাগদাদী এবং ফায়ল ইবন সাহল আ'রাজ প্রমুখ (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এসে বসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার গোলাম আছে। তারা আমার সাথে মিথ্যা বলে, আমার সাথে খেয়ানত করে। আমার নাফরমানী করে। আমি এদের গাল-মন্দ করি মারধর করি। সুতরাং তাদের বিষয়ে আমি কেমন?

তিনি বললেন : তোমার সঙ্গে তারা যে খেয়ানত করেছে, নাফরমানী করেছে ও মিথ্যা বলেছে আর তুমি এ সবার জন্য তাদের যে শাস্তি দিয়েছ তা হিসাব করা হবে। তোমার শাস্তি প্রদান যদি তাদের অপরাধের সম পরিমাণ হয়ে থাকে তবে তা বরাবর হয়ে গেল, তুমিও কিছু পাবে না এবং তোমার কিছু ক্ষতিও হবে না। আর তোমার শাস্তি যদি এদের অপরাধের চেয়ে কম পরিমাণের হয় তবে অতিরিক্ত তোমার পাওনা থাকবে। আর তোমার শাস্তি যদি তাদের অপরাধের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে তবে যা অতিরিক্ত হয়েছে, তোমার নিকট থেকে তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

রাবীগণ বলেন, লোকটি একপাশে সরে গিয়ে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি আল্লাহর কিতাব পাঠ কর না

(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ)

এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব মানদণ্ড, সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার হবে না

(২১ : ৪৭)।

লোকটি বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম, এদের পৃথক করে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আমার ও তাদের জন্য অন্য কিছু পাচ্ছি না। আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি। এরা সব আযাদ।

হাদীছটি গারীব।

আবদুর রহমান ইবন গায়ওয়ান (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আহমদ ইবন হাম্বল (র) এ হাদীছটি আবদুর রহমান ইবন গায়ওয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

অনুচ্ছেদ : সূরা আল-আম্বিয়া

৩১৬৫- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْوَيْلُ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَهْوِي فِيهِ الْكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهْيَعَةَ.

৩১৬৫. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : ‘ওয়ায়ল’ হল জাহান্নামের একটি উপত্যকা। এর তলদেশে পৌছার আগ পর্যন্ত কাফির চল্লিশ বছর নীচের দিকে যেতে থাকবে।

হাদীছটি গারীব।

ইবন লাহীআ (র)-এর সূত্র ছাড়া মারফুরূপে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩১৬৬- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأَمَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا فِي ثَلَاثِ قَوْلَةٍ : (إِنِّي سَقِيمٌ) وَلَمْ يَكُنْ سَقِيمًا، وَقَوْلُهُ : لِسَارَةِ أُخْتِي، وَقَوْلُهُ : (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ يُسْتَعْرَبُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩১৬৬. সাঈদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ উমাবী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তিনটি বিষয় ব্যতীত কোন সময়ই অসত্য বলেন নি। একটি কথা হল (إِنِّي سَقِيمٌ) আমি অসুস্থ। অথচ তিনি সেদিন অসুস্থ ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী সারাকে ভগ্নি বলে পরিচয় প্রদান এবং (তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের প্রশ্নের জওয়াবে) এ উক্তি (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) এ কাণ্ড এদের বড়টিই করেছে।

তিরমিযী শরীফ (৫ম খণ্ড) — ৫৭

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১৬৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَأَبُو دَاوُدَ قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَوْعِظَةِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ عُرَاءَ غُرَلَا ، ثُمَّ قرَأَ (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدْنَا عَلَيْنَا) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَ أَوَّلُ مَنْ يَكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ ، وَإِنَّهُ سَيُؤْتَى بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ رَبِّ أَصْحَابِي ، فَيُقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بِعَدِّكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ . إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَيُقَالُ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مِنْذُ فَارَقْتَهُمْ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ نَحْوَهُ.
قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَاهُ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : كَأَنَّهُ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَهْلِ الرُّدَّةِ.

৩১৬৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ নসীহত করতে দাঁড়িয়ে বললেন : হে লোক সকল, তোমরা উলঙ্গ ও খাতনাহীন অবস্থায় আল্লাহর কাছে সমবেত হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন : (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدْنَا عَلَيْنَا)

শেষ পর্যন্ত আমি প্রথমে যেভাবে সৃষ্টি করেছি, সেরূপ তাকে প্রত্যাবর্তন করাব।

এরপর তিনি বলেন, ইবরাহীম (আ)-কে সর্বপ্রথম কাপড় পরানো হবে। আমার উম্মতের কিছু লোককে উপস্থিত করা হবে। তাদেরকে বাম দিকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, আয় রব, এঁরা আমার সাথী। বলা হবে : আপনি জানেন না আপনার পরে এরা কি উদ্ভাবন করেছে। তখন আমি বলব, যে কথা আল্লাহর নেক বান্দা (ঈসা) বলেছিলেন :

(وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ . إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ)

আর যতদিন আমি তাঁদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের (কার্যকলাপের) সাক্ষী। কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমি সকল বিষয়ের সাক্ষী। তুমি যদি তাঁদের শাস্তি দাও, তবে তারাতো তোমারই বান্দা। আর যদি তাদের ক্ষমা কর (তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়)। অর্থাৎ বলা হবে : আপনি এদের ছেড়ে আসার পর থেকেই তারা ছিল তাঁদের পশ্চাতের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)... মুগীরা ইবন নু'মান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

সুফইয়ান ছাওরী (র) ও মুগীরা ইবন নু'মান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ وَمَنْ سُورَةُ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ : সূরা হাজ্জ

৩১৬৮- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جَدْعَانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا نَزَلَتْ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) إِلَى قَوْلِهِ (وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ)، قَالَ : أَنْزَلْتُ عَلَيْهِ هَذِهِ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ : أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : ذَلِكَ يَوْمَ يَقُولُ اللَّهُ لِأَدَمَ ابْعَثْ النَّارَ، فَقَالَ : يَا رَبِّ وَمَا بَعَثَ النَّارَ؟ قَالَ : تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعُونَ إِلَى النَّارِ وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ : فَأَنْشَأَ الْمُسْلِمُونَ يَبْكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَارِبُوا وَسَدِّتُوا فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نَبُوءَةً قَطُّ إِلَّا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا جَاهِلِيَّةٌ، قَالَ : فَيُؤْخَذُ الْعَدَدُ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنْ تَمَّتْ إِلَّا كَمَلَتْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَمَا مَثَلُكُمْ وَالْأَمَمُ إِلَّا كَمَثَلِ الرُّفْعَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ أَوْ كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبِّرُوا ثُمَّ قَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبِّرُوا ثُمَّ قَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبِّرُوا قَالَ : لَا أَدْرِي قَالَ : الثَّلَاثِينَ أَمْ لَا؟ قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩১৬৮. ইবন আবু উমর (র)... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সফর

অবস্থায় যখন এ আয়াত নাযিল হয় : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ)

তিনি বললেন : তোমরা কি জান এ দিন কোন্টি?

সাহাবীরা (রা) বললেন : আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন : এটি হবে সে দিন যে দিন আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে বলবেন, জাহান্নামের দলটি পাঠাও। তিনি বলবেন : হে আমার রব, জাহান্নামের দলের সংখ্যা কি?

আল্লাহ্ বলবেন : (প্রতি হাজারে) নয়শত নিরানব্বই জন হল জাহান্নামের আর একজন হল জান্নাতের।

তখন মুসলমানরা কাঁদতে শুরু করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা নিকটবর্তী হয়ে চলতে থাক এবং সঠিক পথে চল। প্রত্যেক নবুওয়াত-এর পূর্বেই এক একটি জাহিলী যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। জাহান্নামীদের এ সংখ্যা জাহেলীয়াতের যুগ থেকে নেওয়া হবে।

যদি তাদের থেকে এ সংখ্যা পূরণ না হয় তবে তা মুনাফিকদের থেকে নিয়ে পূরণ করা হবে। তোমরা এবং অন্যান্য উম্মাতের দৃষ্টান্ত হল, কোন পশুর হাঁটুর দাগের মত বা উটের পার্শ্বের তিলের মত।

এরপর তিনি বললেন : আমি আশা করি তোমরা হবে জান্নাতীদের চার ভাগের এক ভাগ।

সাহাবীরা (খুশীতে) বললেন : আল্লাহ্ আকবার! এরপর নবী ﷺ বললেন : আমি আশা করি তোমরা হবে জান্নাতীদের তিন ভাগের একভাগ।

তখন সাহাবীরা ‘আল্লাহ্ আকবার’ ধ্বনি দিলেন। এরপর তিনি বললেন : আমি আশা করি তোমরা হবে জান্নাতীদের অর্ধেক।

সাহাবীরা আল্লাহ্ আকবার ধ্বনি দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, জানি না তিনি দুই-তৃতীয়াংশের কথা বলেছিলেন কি না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে এ হাদীছটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

৩১৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَتَفَاوَتْ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي السَّيْرِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَهُ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) إِلَى قَوْلِهِ (عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ حَتُّوا الْمَطْيُ وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُولُهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ ذَلِكَ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ يُنَادِي اللَّهُ فِيهِ أَدَمَ فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ فَيَقُولُ : يَا أَدَمُ أَبَعَثَ بَعَثَ النَّارِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَمَا بَعَثَ النَّارِ، فَيَقُولُ : مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ فَيَنْشُرُ الْقَوْمَ حَتَّى مَا أَبْدُوا بِضَاحِكَةٍ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الَّذِي بِأَصْحَابِهِ ، قَالَ : ائْمَلُوا وَابْشُرُوا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلَّا كَثُرَتْهُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَبَنِي إِبْلِيسَ قَالَ : فَسَرَى عَنِ الْقَوْمِ بَعْضُ الَّذِي يَجِدُونَ فَقَالَ ائْمَلُوا وَابْشُرُوا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ أَوْ كَالرُّقْعَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩১৬৯. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। চলতে চলতে সাহাবীরা একে অন্য থেকে দূরে পড়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উচ্চস্বরে এই আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করলেন।

সাহাবীগণ এ আওয়াজ শুনে বাহনের গতি দ্রুত করে (তাঁর কাছে) এলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাঁদের কোন কথা বলার সমীপবর্তী। তিনি বললেন : তোমরা কি জান সেটি কোন্ দিন?

তাঁরা বললেন : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন : এ হল সেই দিন যেদিন আল্লাহ তা'আলা আদমকে ডাকবেন। আর তাঁর প্রভু তাঁকে ডেকে বলবেন : হে আদম, জাহান্নামীদের পাঠাও।

আদম বলবেন : হে আমার রব, জাহান্নামীর সংখ্যা কি?

আল্লাহ বলবেন : প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামের আর একজন হল জান্নাতের।

সবাই নিরাশ হয়ে গেলেন। এমনকি তাঁদের মিত হাসিও প্রকাশ পাচ্ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের এ অবস্থা দেখে বললেন : তোমরা আমল করে যাও আর সুসংবাদ লাভ কর। যে সত্তার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ সেই সত্তার কসম, তোমরা তো দুই ধরনের মাখলুকের মাঝে রয়েছ। এই দুই সৃষ্টি যার সাথেই থাকে তাকেই বাড়িয়ে দেয়। এরা হল ইয়াজুজ-মাজুজ এবং বানু আদম ও বানু ইবলীসের যারা মারা গিয়েছে।

অনন্তর সাহাবীরা যে দুশ্চিন্তায় ছিলেন এর কতকটা তাতে বিদূরিত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আমল কর আর সুসংবাদ লাভ কর। কসম সেই সত্তার যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! মানুষের মাঝে তোমরা হলে উটের পার্শ্বের তিলের মত বা কোন জন্তুর হাঁটুর দাগের মত।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتُ الْعَتِيقَ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৩১৭০. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল প্রমুখ (র)... আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (বায়তুল্লাহকে) আল আতীক (মুক্ত) নামকরণ করা হয়েছে, কেননা, আল্লাহ তা'আলা এর উপর কোন পরাক্রমশালীকে কখনও বিজয়ী হতে দেননি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

যুহরী (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে বর্ণিত আছে।

কুতায়বা (র)-যুহরী (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩১৭১- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَإِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْآزْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ

الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا أَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجُوا

نَبِيِّهِمْ لِيَهْلِكُنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) الْآيَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَقَدْ

عَلِمْتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالٌ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطْنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطْنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

৩১৭১. সুফইয়ান ইবন ওয়াকী‘ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ-কে যখন মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হল তখন আবু বকর (রা) বলেছিলেন, এরা (মুশরিকরা) তাদের নবীকে বের করে দিল তারা তো অবশ্যই ধ্বংস হবে।

তখন আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করলেন : (أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)

আবু বকর (রা) বললেন : আমি জানতাম যে, অচিরেই কাফিরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম অবশ্যই হবে। হাদীছটি হাসান।

আবদুর রহমান ইবন মাহদী প্রমুখ (র) এটি সুফইয়ান-আ‘মাশ-মুসলিম আল বাতীন-সাইদ ইবন জুবায়র (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীছটির সনদে ইবন আব্বাস (রা) রয়েছে। তবে একাধিক রাবী সুফইয়ান-আ‘মাশ-মুসলিম আল বাতীন-সাইদ ইবন জুবায়র (র) সূত্রে এটি মুরসাল রূপেও বর্ণনা করেছেন। এতে ইবন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ নেই।

৩১৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطْنِيِّ عَنْ

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَمَّا أَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ قَالَ رَجُلٌ أُخْرِجُوا نَبِيَّهُمْ فَنَزَلَتْ : (أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ

بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ) النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ .

৩১৭২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার... সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যখন নবী ﷺ-কে মক্কা থেকে বের করে দিল তখন একজন লোক বলল : তাদের নবীকে বের করে দেয়া হয়েছে। তখন এই আয়াত নাযিল হলো :

(أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ)

অর্থাৎ নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণকে অন্যায়ভাবে মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে।

بَابُ وَمَنْ سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

অনুচ্ছেদ : সূরা মু'মিনুন

৩১৭৩- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ يُونُسَ بْنِ سَلِيمٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سَمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كُتُوبَ النَّحْلِ ، فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكَّنَّا سَاعَةً فَسَرَّيْنَا عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : اَللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَآكِرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا ، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا ، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا ، وَآرِضِنَا وَآرِضْ عَنَّا ، ثُمَّ قَالَ ﷺ : أَنْزَلَ عَلَى عَشْرٍ آيَاتٍ ، مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ قَرَأَ : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) حَتَّى خَتَمَ عَشْرَ آيَاتٍ .

৩১৭৩. ইয়াহইয়া ইবন মুসা ও আবদ ইবন হুমায়দ প্রমুখ (র)... উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর যখন ওহী নাযিল হত তখন তাঁর মুখের কাছে মৌমাছির আওয়াজের মত গুণগুণ শব্দ শুন্য যেত । একদিন তাঁর উপর ওহী নাযিল হল । আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম । তাঁর থেকে ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা অপসৃত হলে তিনি কিবলার দিকে ফিরলেন এবং দুই হাত তুলে বললেন : ইয়া আল্লাহ! আমাদের জন্য বর্ধিত কর এবং আমাদের জন্য কম করো না; আমাদের সম্মানিত কর, আমাদের হেয় করো না; আমাদের দান কর, আমাদের বঞ্চিত করো না; আমাদের প্রাধান্য দাও, আমাদের উপর কাউকে প্রাধান্য দিও না; আমাদের সন্তুষ্টি দান কর আর তুমিও আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাক ।

এরপর তিনি বললেন : আমার উপর দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে । যে এগুলো প্রতিষ্ঠা করবে সে জান্নাতে দাখিল হবে । তারপর তিনি পাঠ করলেন : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) এভাবে ক্রমান্বয়ে দশ আয়াত শেষ করলেন ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ يُونُسَ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْأَسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ : رَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ

بْنُ الْمَدِينِيِّ وَاسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ يُونُسَ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَمَنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَدِيمًا فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَذْكُرُونَ فِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَبَعْضُهُمْ لَا يَذْكُرُ فِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، وَمَنْ ذَكَرَ فِيهِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ فَهُوَ أَصَحُّ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ رُبَّمَا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَرُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ يُونُسَ فَهُوَ مَرْسَلٌ .

মুহম্মদ ইবন আবান (র)... যুহরী থেকে এ সনদে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এটি প্রথমোক্ত রিওয়ায়তটির তুলনায় অধিক সাহীহ। ইসহাক ইবন মানসূর (র)-কে বলতে শুনেছি, আহমদ ইবন হাম্বল, আলী ইবনুল মাদীনী এবং ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) এ হাদীছটি আবদুর রাযযাক -ইউনুস ইবন সুলায়ম-ইউনুস ইবন ইয়াযীদ-যুহরী (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রাযযাক (র) থেকে যারা পূর্বে এই হাদীছটি শুনেছেন তাঁরা এর সনদে ইউনুস ইবন ইয়াযীদ (র)-এর উল্লেখ করেছেন।

কেউ কেউ এতে ইউনুস ইবন ইয়াযীদ (র)-এর উল্লেখ করেন নি। যারা ইউনুস ইবন ইয়াযীদ (র)-এর উল্লেখ করেছেন, তাঁদের রিওয়ায়তই অধিক সাহীহ। আবদুর রাযযাক (র) কোন কোন সময় ইউনুস ইবন ইয়াযীদ (র)-এর উল্লেখ করেছেন আবার কোন কোন সময় তাঁর উল্লেখ করেন নি।

৩১৭৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الرُّبَيْعَ بِنْتَ النُّضْرِ أُمَّ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ ابْنُهَا الْحَرِثُ بْنُ سُرَّاقَةَ أُصِيبَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرَبٌ ، فَاتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَارِثَةَ لَيْتَن كَانَ أَصَابَ خَيْرًا أَحْسَنْتُ وَصَبَرْتُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ الْخَيْرَ أُجْتَهَدْتُ فِي الدُّعَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَا أُمُّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جَنَّةٌ فِي جَنَّةٍ، وَإِنْ أَبْنُكَ أَصَابَ الْفَرْدَوْسَ الْأَعْلَى، وَالْفَرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩১৭৪. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রুবাযিয়া বিনত নাযর (রা) নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। তাঁর পুত্র হারিছা ইবন সুরাকা অজ্ঞাত আততায়ীর তীর লেগে বদরযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। রুবাযিয়া (রা) নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন : আমাকে হারিছার খবর বলুন। যদি তার মৃত্যু কল্যাণময় হয়ে থাকে তবে আমি ছওয়াবের আশায় থাকব এবং ছবর করব। আর যদি তার কল্যাণ লাভ না হয়ে থাকে তবে (তার জন্য) আত্মা দু'আ করব।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে হারিছার মা, জেনে রাখ, জান্নাতের মধ্যে বহু স্তর রয়েছে। আর তোমার ছেলে ফিরদাওস নামের জান্নাতের উচ্চ স্তরের অধিবাসী। ফিরদাওস হল জান্নাতের সর্বোচ্চ, সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১৭৫- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِفْعُولٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ
الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا
آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ) قَالَتْ عَائِشَةُ: هُمُ الَّذِينَ يَشْرِبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ، قَالَ لَا يَابِئْتُ الصَّدِيقَ، وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ
يَصُومُونَ وَيَصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْهُمْ أَوْلِيكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ.
قَالَ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ
هَذَا.

৩১৭৫. ইবন আবু উমর (র)... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ
আয়াতটি সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম।

“আর যারা দান করে এবং তাদের অন্তর ভীত কম্পিত।” (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ)

আইশা (রা) বলেন, এরা কি তারা যারা মদ পান করে এবং চুরি করে?

তিনি বললেন : না, হে সিদ্ধীক তনয়া, বরং এরা হল ঐ সব লোক যারা সিয়াম পালন করে, সালাত
আদায় করে, সাদাকা দেয়। অথচ তাদের পক্ষ থেকে এ সব কবুল না হওয়ার আশংকা করে। এরাই তারা
যারা কল্যাণের দিকে দ্রুত ধাবমান এবং তার দিকে অগ্রগামী।

আবদুর রহমান ইবন সাঈদ-আবু হাযিম-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি অনুরূপ
বর্ণিত আছে।

৩১৭৬- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي شُجَاعَةَ عَنْ أَبِي السَّمْعِ عَنْ أَبِي
الْهِثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (وَهُمْ فِيهَا كَالْحُونِ) قَالَ تَشْوِيهِ النَّارُ فَتَقْلَصُ شَفَتُهُ
الْعَالِيَةَ حَتَّى وَسَطَ رَأْسِهِ، وَتَسْتَرْخِي شَفَتُهُ السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ.
قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

৩১৭৬. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন :

(وَهُمْ فِيهَا كَالْحُونِ) জাহান্নামাগ্নি তাদের পুড়িয়ে দিবে। উপরের ঠোঁটটি সংকুচিত হয়ে মাথার মধ্য
ভাগে পৌছে যাবে আর নীচের ঠোঁটটি ঝুলে পড়বে এমনকি নাভিতে যেয়ে বাড়ি খাবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ গারীব।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ النُّورِ

অনুচ্ছেদ : সূরা নূর

৩১৭৭- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَرْتَدُّ بْنُ أَبِي مَرْتَدٍ، وَكَانَ رَجُلًا يَحْمِلُ الْأَسْرَى مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِمُ الْمَدِينَةَ، قَالَ وَكَانَتْ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَةً لَهُ، وَإِنَّهُ كَانَ وَعَدَ رَجُلًا مِنْ أَسَارَى مَكَّةَ يَحْمِلُهُ، قَالَ فَجِئْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى ظِلِّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ مُقَمَّرَةٍ، قَالَ فَجَاءَتْ عَنَاقُ فَأَبْصَرَتْ سَوَادَ ظِلِّي بِجَنْبِ الْحَائِطِ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى عَرَفْتُهُ فَقَالَتْ : مَرْتَدُّ؟ فَقُلْتُ : مَرْتَدُّ، فَقَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلًا هَلُمُّ فَبِتْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ، قَالَ قُلْتُ يَا عَنَاقُ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا، قَالَتْ يَا أَهْلَ الْخِيَامِ هَذَا الرَّجُلُ يَحْمِلُ أَسْرَاكُمْ، قَالَ : فَتَبِعَنِي ثَمَانِيَّةٌ وَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَى كَهْفٍ أَوْ غَارٍ فَدَخَلْتُ فَجَاعُوا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأْسِي فَبَالُوا فَطَلُّ بَوْلُهُمْ عَلَى رَأْسِي وَأَعْمَاهُمْ اللَّهُ عَنِّي، قَالَ ثُمَّ رَجَعُوا وَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي فَحَمَلْتُهُ وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْأَذْخِرِ فَفَكَكْتُ عَنْهُ كَبْلَهُ فَجَعَلْتُ أَحْمِلُهُ وَيُعِينُنِي حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ عَنَاقًا؟ فَاْمَسَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا مَرْتَدُّ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ . فَلَا تَنْكِحُهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩১৭৭. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আমর ইবন শুআয়ব তার পিতা তার পিতামহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারছাদ ইবন আবু মারছাদ নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে বন্দীদের বহন করে মদীনায়ে নিয়ে আসত। রাবী বলেন, মক্কায়ে ছিল এক ব্যাভিচারিণী নারী। তার নাম ছিল 'আনাক'। সে ছিল মারছাদের বান্ধবী। একবার মারছাদ মক্কার জনৈক বন্দীকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার ওয়াদা করে।

মারছাদ বলেন, এক চাঁদনী রাতে আমি এলাম এবং মক্কার দেওয়ালসমূহের এক দেওয়ালের ছায়ায় এসে পৌছলাম। তখন আনাক এল এবং উক্ত দেওয়ালের পার্শ্বে আমার ছায়া আকৃতি দেখতে পেল। সে আমার নিকটবর্তী হয়ে আমাকে চিনতে পারল। তখন সে বলল, মারছাদ?

আমি বললাম : মারছাদ।

সে বলল : শুভেচ্ছা, স্বীয় পরিজনের কাছে আসলে। এস, আমাদের কাছেই আজ রাত্রি যাপন করবে। সে বলল, আমি বললাম : হে আনাক, আল্লাহ তা'আলা যিনা হারাম করে দিয়েছেন।

সে তখন (চিৎকার করে) বলতে লাগল, হে খিমাবাসিগণ, এ লোকটি তোমাদের বন্দীদের বহন করে নিয়ে যায়।

তখন আটজন লোক আমাকে পশ্চাৎধাবন করে। আমি দৌড়ে খুন্দামা পাহাড়ে গেলাম, একটি গুহায় আশ্রয়গোপন করলাম। এরা পেছনে পেছনে এসে আমার মাথার উপর দাঁড়িয়ে গেল। তারপর এরা পেশাব করলে আমার মাথায় তাদের পেশাব গিয়ে পড়তে লাগল কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমা থেকে তাদের অন্ধ করে রাখলেন, (তারা আমাকে দেখল না)। পরে তারা ফিরে গেল। তখন আমি আমার ওয়াদাকৃত লোকটির কাছে ফিরে এলাম এবং তাকে বহন করে নিয়ে চললাম। সে ছিল বেশ ভারী। তারপর ইযখার ঘাসের জঙ্গলে পৌঁছে তার বেল্টগুলো খুলে দিলাম। অতিকষ্টে তাকে বয়ে নিতে লাগলাম। অবশেষে মদীনায় পৌঁছলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আনাককে বিয়ে করে নিব? কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব রইলেন। আমাকে কোন উত্তর দিলেন না।

অবশেষে নাযিল হয় :

(الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)

ব্যভিচারী, ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করে না এবং ব্যভিচারিণী — তাকে ব্যভিচারী বা মুশরিক ছাড়া কেউ বিয়ে করে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : হে মারছাদ, ব্যভিচারী ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারী ভিন্ন কাউকে বিয়ে করবে না আর ব্যভিচারিণীও ব্যভিচারী বা মুশরিক ভিন্ন কাউকে বিয়ে করবে না। সুতরাং তুমি তাকে (আনাককে) বিয়ে করতে পার না।

হাদীছটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

২১৭৮- حَدَّثَنَا هُثَّالٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مَصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَيْفَرِقُ بَيْنَهُمَا فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَقِيلَ لِي إِنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ كَلَامِي فَقَالَ لِي ابْنُ جُبَيْرٍ ادْخُلْ، مَا جَاءَكَ إِلَّا حَاجَةٌ؟ قَالَ : فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بِرَدْعَةٍ رَحِلٍ لَهُ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلَاعِنَانِ أَيْفَرِقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ نَعَمْ، إِنْ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدًا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى أَمْرِ عَظِيمٍ، قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : إِنْ الذِّي سَأَلْتَنِي عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَنْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا

أَنفُسُهُمْ) حَتَّى خَتَمَ الْآيَاتِ قَالَ : فَدَعَا الرَّجُلَ فَنَلَا مِنْهُ عَلَيْهِ وَوَعظُهُ وَذَكَرُهُ ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ ، فَقَالَ : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ وَوَعظَهَا وَذَكَرَهَا ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ ، فَقَالَتْ : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا صَدَقَ ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩১৭৮. হান্নাদ (র)... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসআব ইবন যুবায়র (র)-এর আমীর থাকা কালে আমাকে লিআন কারীদ্বয়^১ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এই দুই জনের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে কি না! কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না, কি বলব, তখন আমি আমার বাসস্থান থেকে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর বাড়ি গেলাম এবং তাঁর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলাম, আমাকে বলা হল তিনি দুপুরের বিশ্রাম নিচ্ছেন। (ইতিমধ্যে) তিনি আমার কথা শুনতে পেয়ে বললেন : ইবন জুবায়র? ভিতরে এস, অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনই তোমাকে নিয়ে এসেছে। ভিতরে প্রবেশ করে দেখি তিনি তাঁর হাওদার একটি ছাল বিছিয়ে শুয়ে আছেন। আমি বললাম : হে আবু আবদির রাহমান, লিআন কারী স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পর বিচ্ছেদ করে দিতে হবে কি?

তিনি বললেন : সুবহানাল্লাহ, হ্যাঁ। প্রথম এই বিষয়ে অমুকের পুত্র অমুক প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলেছিলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীকে অশ্লীল কাজে লিপ্ত দেখে তবে সে কি করবে? যদি কিছু বলে, তবে তো তাকে সংঘাতিক কথা বলতে হবে, আর যদি চুপ করে থাকে তবেও সাংঘাতিক এক বিষয়ে সে চুপ রইল।

নবী ﷺ চুপ করে রইলেন। তাকে তিনি উত্তর দিলেন না। পরে সে প্রশ্নকর্তা আবার নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন : যে বিষয়ে আপনাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম আমি নিজেই তাতে নিপতিত।

তখন আল্লাহ আ'আলা সূরা নূর নাযিল করেন :

(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তিটিকে ডাকলেন এবং তাকে এই আয়াতগুলি তিলাওয়াত করে শুনালেন। তিনি তাঁকে নসীহত করলেন। উপদেশ দিলেন এবং অবহিত করলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের আযাবের তুলনায় সহজতর, তখন লোকটি বলল : না, কসম ঐ সত্তার যিনি সত্যসহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আমি এই মহিলা সম্পর্কে মিথ্যা বলিনি।

এরপর নবী ﷺ মেয়েটির দিকে ফিরলেন, তাকে ওয়াজ করলেন, উপদেশ দিলেন এবং অবহিত করলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের আযাবের তুলনায় সহজতর। সে বলল : না কসম ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! এই পুরুষ সত্য কথা বলে নি।

তারপর নবী ﷺ পুরুষটির থেকে লিআন শুরু করলেন। সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে এই

কথার সাক্ষ্য দিল যে, সে সত্যবাদী। পঞ্চম বার বলল : সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে যেন তার উপর আল্লাহর লানত হয়।

অতঃপর মহিলাটির দিকে ফিরলেন। সেও চারবার আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দিল যে, পুরুষটি মিথ্যাবাদী। পঞ্চম বারে বলল, পুরুষটি যদি সত্যবাদী হয় তবে যেন তার উপর আল্লাহর গযব হয়।

এরপর নবী ﷺ তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেন।

এই বিষয়ে সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১৭৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
 أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمِيَّةٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ السُّحْمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْبَيِّنَةُ وَالْأُحْدُ
 حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، قَالَ هِلَالٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلًا عَلَى امْرَأَتِهِ أَيْلَتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 يَقُولُ : الْبَيِّنَةُ وَالْأُحْدُ فِي ظَهْرِكَ، قَالَ : فَقَالَ هِلَالٌ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، وَلَيَنْزِلَنِي فِي
 أَمْرِي مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) فَقَرَأَ حَتَّى
 بَلَغَ (وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) قَالَ : فَانصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا
 فَجَاءَ فَقَامَ هِلَالُ بْنُ أُمِيَّةٍ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثُمَّ
 قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ (إِنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) قَالُوا لَهَا : إِنَّهَا مُوجِبَةٌ،
 فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَتَلَكَّاتٍ وَنَكَسَتْ حَتَّى ظَنَّنَا أَنْ سَتَرْجِعُ، فَقَالَتْ : لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
 : أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلُ الْغَيْنَيْنِ سَايَغُ الْآلِيَتَيْنِ خَدَلَجَ السَّاقِينَ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ السُّحْمَاءِ،
 فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكُنَا لَنَا وَلَهَا شَأْنٌ.
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، وَهَكَذَا رَوَى عَبْدُ بْنُ
 مَنْصُورٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৩১৭৯. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হিলাল ইবন উমাইয়া তার স্ত্রীকে শারীক ইবন সাহমার সঙ্গে জড়িয়ে নবী ﷺ-এর কাছে যিনার অপবাদ দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সাক্ষী পেশ কর। নইলে তোমার পিঠে হদ প্রয়োগ করা হবে।

হিলাল (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেউ যদি তার স্ত্রীর উপর কোন ব্যক্তিকে আপত্তিত দেখতে পায় তবে কি সে সাক্ষী তালাশ করতে যায়?

কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলতে লাগলেন : সাক্ষী আন। নইলে তোমার পিঠে হৃদ প্রয়োগ করা হবে।

হিলাল (রা) বললেন : কসম সেই সত্তার যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমি অবশ্যই সত্যবাদী। আমার এই বিষয়ে অবশ্যই আল্লাহ আ'আলা এমন কিছু নাযিল করবেন যদ্বারা হৃদ প্রয়োগ থেকে আমার পিঠ বেঁচে যাবে।

অনন্তর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন :

(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ)

নবী ﷺ এদের দুই জনকে ডেকে নিয়ে আসলেন। হিলাল ইবন উমাইয়া (রা) দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন, নবী ﷺ বলছিলেন : আল্লাহ তা'আলা জানেন তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমাদের মাঝে তওবা করার কেউ আছে কি?

এরপর মেয়েটি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেয়। পঞ্চম বারে যখন “পুরুষটি যদি সত্যবাদী হয় তবে তার (মেয়েটির) উপর আল্লাহর গযব আপত্তিত হোক”, বলার সময় এল তখন উপস্থিত লোকেরা বলল : এ গযব অবশ্যস্বাবী হবে।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : মেয়েটি তখন থেমে গেল এবং মাথা নীচু করে ফেলল। এমন কি আমাদের ধারণা হয় যে, সে বুঝি তার কথা প্রত্যাহার করবে। এরপর সে বলল : আমি আমার কওমকে সকল সময়ের জন্য বেইজ্জত করতে পারি না।

নবী ﷺ বললেন : মেয়েটিকে লক্ষ্য কর। সে যদি সুরমা টানা দু'চোখ, ভারি নিতম্ব এবং সুস্পষ্ট জংঘা বিশিষ্ট বাচ্চা প্রসব করে তবে শারীক ইবন সাহমার।

শেষে মেয়েটি এই ধরনের বাচ্চা প্রসব করে। তখন নবী ﷺ বললেন : এই বিষয়ে কিতাবুল্লাহর বিধান যদি আগে থেকেই না থাকত তবে এই মেয়েটির ক্ষেত্রে আমাদের একটা দৃষ্টান্তমূলক বিষয় ঘটত।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

আব্বাদ ইবন মানসূর (র) এই হাদীছটি ইকরিমা-ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। আয়্যুব (র) এটি ইকরিমা (র) থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি ইবন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ করেন নি।

৩১৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي خَطِيبًا فَتَشْهَدُ وَحَمِدَ اللَّهُ وَاتَّئِنِّي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ : أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أَنْتَاسِ ابْنُوا أَهْلِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَابْنُوا بِمَنْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ سُوءٍ قَطُّ وَلَا دَخَلَ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ وَلَا غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِيَ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : أَتَذَن لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْخَزْدَجِ وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتُ ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَقَالَ : كَذَبْتَ أَمَا وَاللَّهِ أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الْأَوْسِ مَا أَحْبَبْتُ أَنْ تُضْرِبَ

أَعْنَاهُمْ حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ شَرْفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمِ خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي وَمَعِيَ أُمُّ مِسْطَحٍ فَعَثَرْتُ، فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا : أَيْ أُمُّ تَسْبِيْنِ ابْنِكَ؟ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ عَثَرْتُ الثَّانِيَةَ فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا : أَيْ أُمُّ تَسْبِيْنِ ابْنِكَ؟ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ عَثَرْتُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ فَأَنْتَهَرْتُهَا، فَقُلْتُ لَهَا أَيْ أُمُّ تَسْبِيْنِ ابْنِكَ؟ فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا أَسْبَهُ إِلَّا فِيكَ، فَقُلْتُ : فِي أَيْ شَيْءٍ قَالَتْ : فَبَقَرْتُ لِي الْحَدِيثَ، قُلْتُ : وَقَدْ كَانَ هَذَا؟ قَالَتْ : نَعَمْ، وَاللَّهِ لَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَكَأَنَّ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ لَمْ أُخْرِجْ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا، وَوَعَيْتُ، فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَرْسِلْنِي إِلَى بَيْتِ أَبِي، فَأَرْسَلَ مَعِيَ الْغُلَامَ، فَدَخَلْتُ الدَّارَ، فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومَانَ فِي السُّفْلِ وَأَبُو بَكْرٍ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ، فَقَالَتْ أُمِّي : مَا جَاءَ بِكَ يَا بَنِيَّةُ؟ قَالَتْ فَأَخْبَرْتُهَا، وَذَكَرْتُ لَهَا الْحَدِيثَ، فَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّي، قَالَتْ : يَا بَنِيَّةُ خَفِيفِي عَلَيْكَ الشَّأْنُ، فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ امْرَأَةً حَسَنَاءَ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَارٌ إِلَّا حَسَدْنَاهَا، وَقِيلَ فِيهَا، فَإِذَا هِيَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّي، قَالَتْ : قُلْتُ : وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي؟ قَالَتْ : نَعَمْ، قُلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ وَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيْتُ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتِي وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّي : مَا شَأْنُهَا؟ قَالَتْ : بَلَغَهَا الَّذِي ذَكَرَ مِنْ شَأْنِهَا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا بَنِيَّةُ إِلَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِكَ فَرَجَعْتُ، وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتِي فَسَأَلَ عَنِّي خَادِمَتِي فَقَالَتْ : لَا وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرَقُّدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيرَتَهَا أَوْ عَجِينَتَهَا، وَأَنْتَهَرَ مَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ : أَصْدَقِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَسْقُطُوا لَهَا بِهِ، فَقَالَتْ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تَبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ فَبَلَغَ الْأَمْرُ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ كَنْفَ أَنْثَى قَطُّ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُتِلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَتْ : وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي فَلَمْ يَزَالَا حَتَّى دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَقَدْ اكْتَتَفَنِي أَبَوَايَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَتَشَهُدَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ إِنَّ كُنْتُ قَارَفْتُ سُوءًا! أَوْ ظَلِمْتُ فَتُوبِي إِلَى اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، قَالَتْ : وَقَدْ جَاءَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهِيَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ، فَقُلْتُ : أَلَا تَسْتَحْيِي مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيْئًا، فَوَعِظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَالْتَفَتُ إِلَى أَبِي فَقُلْتُ : أَجِبْهُ، قَالَ : فَمَاذَا أَقُولُ؟ فَالْتَفَتُ

إِلَى أُمِّي فَقُلْتُ : أَجِيبِيهِ، قَالَتْ : أَقُولُ مَاذَا؟ قَالَتْ : فَلَمَّا لَمْ يَجِيبًا تَشْهَدْتُ فَحَمِدْتُ اللَّهَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ مِمَّا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قُلْتُ : أَمَا وَاللَّهِ لَنَنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ مَا ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ لِي لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ وَأَشْرَبْتُمْ قُلُوبَكُمْ، وَلَنْ قُلْتُ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ لَتَقُولُنَّ إِنَّهَا قَدْ بَاعَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا، قَالَتْ وَالتَّمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ (فَصَبِرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) قَالَتْ : وَأَنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَاعَتِهِ، فَسَكَّنَا، فَرَفَعَ عَنْهُ وَإِنِّي لَا تَبِينُ السُّرُودَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ : أَبْشُرِي يَا عَائِشَةُ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكَ، قَالَتْ : وَكُنْتُ أَشَدُّ مَا كُنْتُ غَضَبًا ، فَقَالَ لِي أَبَوَايَ : قَوْمِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ : لَا وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُهُ وَلَا أَحْمَدُ كَمَا، لَكِنْ أَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي، لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكَرْتُمُوهُ وَلَا غَيَّرْتُمُوهُ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ : أَمَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِدِينِهَا فَلَمْ تَقُلْ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَا أُخْتُهَا حَمْنَةُ فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيهِ مِسْطَحٌ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَالتَّنَافِقُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَنٍ سَاوِلٍ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسُوسُهُ وَيَجْمَعُهُ، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبَرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَةُ، قَالَتْ : فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ لَا يَنْفَعُ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ (وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ (أَنْ يُؤْتُوا أَوْلَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) يَعْنِي مِسْطَحًا إِلَى قَوْلِهِ : (أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ : بَلَى وَاللَّهِ يَا رَبَّنَا، إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا، وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانَ يَصْنَعُ.

قال أبو عيسى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

وَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَمَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ هَذَا الْحَدِيثُ أَطْوَلُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَأَتَمُّ.

৩১৮০. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার সম্পর্কে যখন অপবাদ রটনা হচ্ছিল অথচ এর কিছুই আমি জানতাম না। তখন একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি তাশাহুদ পাঠ করলেন। আল্লাহর যথোপযুক্ত হামদ ও ছানা করলেন। পরে বললেন : আশ্মা বাদ, এই সব লোকদের বিষয়ে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও যারা আমার স্ত্রী সম্পর্কে অপবাদ রটাচ্ছে। অথচ আল্লাহর কসম, আমার স্ত্রীর সম্পর্কে কখনও মন্দ কিছু আমি জানি না। এরা এমন এক ব্যক্তিকে জড়িয়ে অপবাদ দিচ্ছে আল্লাহর কসম, তার সম্পর্কেও আমি মন্দ বলতে কখনো কিছু জানি না। আর আমার উপস্থিতি

ভিন্ন সে আমার ঘরে কোন দিন আসেনি। কোন সফর ব্যাপদেশে আমি যখন অনুপস্থিত থেকেছি সে-ও আমার সঙ্গেই অনুপস্থিত থেকেছে।

সা'দ ইবন মুআয উঠে দাঁড়ালেন। বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এদের গর্দান উড়িয়ে দিতে আপনি আমাকে অনুমতি দিন।

খায়রাজ কাবীলার জনৈক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা) (যিনি প্রপাগাণ্ডায় প্রভাবিত হয়ে রটনাকারীদের মধ্যে शामिल হয়ে পড়েছিলেন)-এর মা ছিলেন ঐ ব্যক্তির কাবীলার, সে বলল : তুমি ঠিক বলনি। আওস গোত্রের যদি কোন ব্যক্তি হত তবে আর তাদের গর্দানে আঘাত করা তুমি পছন্দ করতে না।

শেষে আওস ও খায়রাজ গোত্রদ্বয়ের মাঝে মসজিদেই মন্দ পরিস্থিতি সৃষ্টির উপক্রম হয়ে দাঁড়াল। অথচ আমি কিছুই জানতে পারিনি। ঐ দিন বিকালে আমি আমার কোন (প্রাকৃতিক) প্রয়োজনে বের হই। আমার সঙ্গে ছিলেন মিসতাহ-এর মা। হঠাৎ তাঁর পা পিছলে যায়। তিনি বলে উঠলেন : মিসতাহ ধ্বংস হোক।

আমি বললাম : হে মা, আপনি আপনার পুত্রকে ভৎসনা করছেন? তিনি চুপ রইলেন। দ্বিতীয়বার তাঁর পা পিছলে যায়। তিনি বললেন : মিসতাহ-এর ধ্বংস হোক।

আমি তাঁকে বললাম : হে মা, আপনি আপনার পুত্রকে ভৎসনা করছেন?

তিনি চুপ করে গেলেন। এরপর তৃতীয়বার তাঁর পা জড়িয়ে যায়। তিনি বললেন : মিসতাহ-এর ধ্বংস হোক। আমি এইবার তাঁকে ধমক দিয়ে বললাম : হে মা, আপনি আপনার পুত্রকে ভৎসনা করছেন?

তিনি বললেন : আল্লাহর কসম, তোমার জন্যই তো তাকে ভৎসনা করছি।

আমি বললাম : আমার কি বিষয়ে?

তিনি তখন আমার কাছে পুরা বিষয়টি খুলে বললেন। আমি বললাম, এই ধরনের কথা হয়েছে!

তিনি বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহর কসম!

আমি আমার ঘরে ফিরে আসলাম। যে বিষয়ে বের হয়েছিলাম সে জন্য বেরই হই নি। কম বা বেশী কোন প্রয়োজনই টের পাচ্ছিলাম না। আমি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম : আমাকে আমার পিতার বাড়ি পাঠিয়ে দিন। তিনি আমার সঙ্গে একটি বালককে পাঠিয়ে দিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করলাম এবং উম্মু রুমান (আইশা (রা)-এর মা)-কে নীচে পেলাম। আর আবু বকর (রা) উপরে (কুরআন) তিলাওয়াত করছিলেন। আমার মা আমাকে বললেন : প্রিয় কন্যা, কি জন্য এসেছ?

আইশা (রা) বলেন, আমি তাকে অবহিত করলাম এবং তাঁকে ঘটনা বর্ণনা করলাম। দেখি যে খবরটি তাঁর কাছে সেভাবে আছর করেনি আমার উপর যেভাবে আছর করেছে। তিনি বললেন : হে প্রিয় কন্যা, বিষয়টি তোমার জন্য একটু হালকা করে দেখ। কেননা, আল্লাহর কসম, মহিলা যদি সুন্দরী হয় এবং স্বামী যদি তাকে ভালবাসে আর তার যদি কতিপয় সতীন থাকে তবে খুব কমই সে হিংসা থেকে বাঁচতে পারে। তার সম্বন্ধে (কিছু কিছু কথার) রটনা হয়েই থাকে।

যা হোক, যখন দেখলাম যে, আমার কাছে খবরটির যে প্রভাব পৌঁছেছে তাঁর উপর সে প্রভাব পড়েনি, তিনি বলেন, তখন তাঁকে আমি বললাম, আমার পিতাকে তা জানান হয়েছে কি?

তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি বললাম : আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি কান্নাকাটি করতে লাগলাম।

আবু বকর (রা) আমার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি ঘরের উপর কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি নীচে নেমে এলেন এবং আমার মাকে বললেন : এর ব্যাপার কি? তিনি বললেন : এর বিষয়ে যে রটনা তিরমিযী শরীফ (৫ম খণ্ড) — ৫৯

চলছে তা তার কাছে পৌঁছে গেল। আবু বকর (রা)-এর দুই চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এল। তিনি বললেন : হে প্রিয় কন্যা, তোমার উপর কসম দিয়ে বলছি অবশ্য তুমি তোমার বাড়ি ফিরে যাও।

অনন্তর আমি ফিরে আসলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে এলেন এবং আমার সম্পর্কে তিনি আমার খাদিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আল্লাহর কসম, তাঁর কোন ধরনের কোন দোষ আছে বলে আমি জানি না। তবে তিনি এত সরলা যে, অনেক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন আর বকরী তাঁর আটার খামিরা খেয়ে ফেলে। তখন কোন সাহাবী খাদিমা মেয়েটিকে ধমক দিয়ে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সত্য কথা বল। এমনকি তিনি এই বিষয়ে তাকে গালাগালিও করলেন। খাদিমা মেয়েটি তখন বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর কসম, স্বর্ণকার লাল স্বর্ণের খাঁটিত্ব সম্পর্কে যতটুকু জানে আমিও এই মহিলার নির্দোষ হওয়া সম্পর্কে ততটুকু জানি।

যে পুরুষটিকে জড়িয়ে এই অপবাদ দেওয়া হয়েছিল তার কাছে যখন বিষয়টি পৌঁছল তিনি বললেন : সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর কসম, আমি তো কখনও কোন মহিলার অন্তর্বাস খুলিনি!

আইশা (রা) বলেন, ইনি পরে আল্লাহর পথে শহীদ হন।

তিনি আরো বলেন, সকালে আমার পিতা-মাতা আমার কাছে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আসা পর্যন্ত তাঁরা আমার কাছেই থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন এবং আসরের সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি আমার কাছে এলেন। আমার পিতা এবং মাতা আমার ডান এবং বাম পাশে আমাকে ঘিরে বসেছিলেন।

নবী ﷺ তাশাহুদ পাঠ করলেন এবং আল্লাহ আ'আলার যথোপযুক্ত হামদ ও ছানা করলেন। এরপর বললেন : আত্মা বাদ, হে আইশা, যদি কোন মন্দ কিছু তোমার হয়ে গিয়ে থাকে বা নিজের উপর কোন জুলুম করে থাক তবে তুমি আল্লাহর কাছে তওবা কর। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের তওবা অবশ্যই কবুল করে থাকেন।

এই সময় একজন আনসারী মহিলাও সেখানে এসেছিলেন। তিনি দরজায় বসা ছিলেন। আমি বললাম, এই মহিলাও কোন কিছু রটনা করতে পারেন ভেবে এর সামনেও কি এই কথা বলতে আপনাদের কোন লজ্জা করছে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কিছু নসীহত করলেন আমি তখন আমার পিতার দিকে ফিরে বললাম, আপনি এর উত্তর দিন।

তিনি বললেন : আমি কি বলব?

আমি আমার মায়ের দিকে ফিরে বললাম : আপনি এর জওয়াব দিন।

তিনি বললেন : কি বলব আমি?

এঁরা কেউই যখন কোন উত্তর দিলেন না তখন আমি তাশাহুদ পাঠ করলাম এবং আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত হামদ ও ছানা করলাম। পরে বললাম : শুনুন, আল্লাহর কসম, আমি যদি আপনাদের বলি যে, আমি তা করিনি, আর আল্লাহ সাক্ষী আমি আমার বক্তব্যে সত্যবাদী, কিন্তু আমার ঐ কথা আপনাদের কাছে আমার কোন উপকারে আসবে না। এই বিষয়ে আপনারা আলাপ-আলোচনা করেছেন আর আপনাদের হৃদয়ে তা গেঁথে গেছে। আর যদি বলি আমি এই কাজ করেছি, আর আল্লাহ তা'আলা জানেন যে আমি তা করিনি। কিন্তু আপনারা বলবেন যে, মেয়েটির স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। আল্লাহর কসম, আমি আমার ও আপনাদের ক্ষেত্রে ইউসুফ (আ)-এর পিতার দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কোন উপমা পাচ্ছি না।

আইশা (রা) বলেন, আমি তখন ইয়াকুব (আ)-এর নাম মনে করতে খুব প্রয়াস পেলাম কিন্তু তা না পেয়ে ইউসুফ (আ)-এর পিতা বলেছিলাম।

যা হোক, ইয়াকুব (আ) বলেছিলেন : (فَصَبِّرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ)

পূর্ণ ধৈর্যই উত্তম। তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল। (সূরা ইউসুফ ১২ : ১৮)

আইশা বলেন, এই সময়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল শুরু হল। আমরা চুপ করে রইলাম। সব শেষে তাঁর এই অবস্থা অপসৃত হল। আমি তাঁর চেহারা আনন্দের আভাস বুঝতে পারছিলাম। তিনি তাঁর কপাল থেকে ঘাম মুছলেন এবং বলতে লাগলেন : হে আইশা, সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ তা'আলা তোমার ক্রটিহীনতার বিবরণ নাযিল করেছেন।

আমি আগের চেয়েও বেশি ক্ষুব্ধ ছিলাম। আমার পিতা-মাতা আমাকে বললেন : উঠে তাঁর (নবী সা.-এর) কাছে যাও।

আমি বললাম : না, আল্লাহর কসম, আমি উঠে তাঁর কাছে যাব না। তাঁর তা'রীফ করব না এবং আপনাদের দু'জনেরও তা'রীফ করব না। বরং আল্লাহ তা'আলারই হামদ ও তা'রীফ করছি, যিনি আমার ক্রটিহীনতার বিবরণ নাযিল করেছেন। আপনারা তো বিষয়টি শুনেছেন কিন্তু তার কোন প্রতিবাদ করেন নি এবং তার কোন প্রতিকার করেন নি।

আইশা (রা) বলতেন : আল্লাহ তা'আলা যায়নাব বিনত জাহাশ (রা)-কে তার দীনদারীর দরুন এই বিষয়ে লিপ্ত হওয়া থেকে হেফাজত করেছেন। তিনি এই ক্ষেত্রে ভাল ছাড়া অন্য কিছু বলেন নি। কিন্তু তাঁর বোন হামনা এই বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে এবং যারা হালাক হয়েছে সে ছিল তাদের মধ্যে। এই বিষয়ের রটনায় যারা ছিল তারা হল মিসতাহ, হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা) আর মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাই। সে-ই গুযব সংগ্রহ করত এবং তা রটাত। এই বিষয়ে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল সে-ই আর হামনা।

আইশা (রা) বলেন, আবু বকর (রা) কসম খেয়ে বসেন যে, মিসতাহের কোন উপকার আর তিনি করবেন না। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন :

(أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

আবু বকর (রা) বললেন : অবশ্যই আল্লাহর কসম, হে আমাদের রব। আমরা অবশ্যই পছন্দ করি যে, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিবেন। এরপর তিনি মিসতাহ-এর সঙ্গে যে আচরণ করতেন পুনরায় তা করা শুরু করেন।

হিশাম ইবন উরওয়া (র)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ গারীব।

ইউনুস ইবন ইয়াযীদ, মা'মার (র) প্রমুখ যুহরী-উরওয়া ইবনুয যুযায়র, সাঈদ ইবনুল মুসয়্যাব, আলকামা ইবন ওয়াক্কাস আল-লায়ছী, উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ-আইশা (রা) সূত্রে এই হাদীছটি হিশাম ইবন উরওয়া (র)-এর অপেক্ষা আরো দীর্ঘ এবং পূর্ণাঙ্গ রূপে বর্ণনা করেছেন।

৩১৮১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَ عَذْرَى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ

بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضَرَبُوا حُدُومَهُمْ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ .

৩১৮১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার উয়র নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসরে দাঁড়ালেন, এই কথার উল্লেখ করলেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করলেন। আয়াত নাযিল হওয়ার পর দুইজন পুরুষ, একজন মহিলাকে (অপবাদ রটনার জন্য) হদ প্রয়োগের নির্দেশ দিলেন। তারপর তাদের হদ মারা হয়।

হাদীছটি হাসান-গারীব। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এই সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الْفُرْقَانِ

অনুচ্ছেদ : সূরা ফুরকান

২১৮২- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرْحَبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلْقَكَ، قَالَ قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قَالَ : قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ.

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنصُورٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرْحَبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩১৮২. বুন্দার (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্টি?

তিনি বললেন : আল্লাহর শরীক নির্ধারণ করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

আমি বললাম : এরপর কোন্টি?

তিনি বললেন : সন্তান হত্যা করা, এ আশংকায় যে, সে তোমার সঙ্গে থাকবে।

আমি বললাম : এরপর কোন্টি?

তিনি বললেন : তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়া।

এই হাদীছটি হাসান।

বুন্দার (র)... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১৮৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ أَبُو زَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْذَبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ، وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ أَوْ مِنْ طَعَامِكَ ، وَأَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ، قَالَ : وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا)

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ سَقْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وَاصِلٍ لِأَنَّهُ زَادَ فِي إِسْنَادِهِ رَجُلًا . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

قَالَ : وَهَكَذَا رَوَى شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَمْرٍو بْنُ شَرْحَبِيلٍ .

৩১৮৩. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম : সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি?

তিনি বললেন : আল্লাহর সঙ্গে শরীক নির্ধারণ করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমার খাদ্য থেকে তোমার সঙ্গে খাবে এই ভয়ে তোমার সন্তান হত্যা করা আর প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে যিনা করা।

এরপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন :

(وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا)

সুফাইয়ান-মানসূর ও আ'মাশ (র) সূত্রে বর্ণিত রিওয়াযাতটি শু'বা-ওয়াসিল (র)-এর রিওয়াযাতটির তুলনায় অধিক সাহীহ। কেননা সুফাইয়ান (র)-এর সনদে একজনের (আমর ইবন শুরাহবীল) অতিরিক্ত উল্লেখ আছে।

মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র)... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। শু'বা (র) এটি ওয়াসিল-আবু ওয়াইল-আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে এইরূপই রিওয়াযত করেছেন। এতে আমর ইবন শুরাহবীলের উল্লেখ করেন নি।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الشُّعَرَاءِ

অনুচ্ছেদ : সূরা শুআরা

৩১৮৪- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ الْعَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهَكَذَا رَوَى وَكِيعٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّافَوِيُّ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَرْسَلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

৩১৮৪. আবুল আশআছ আহমদ ইবনুল মিকদাম আল-আজালী (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)

আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আবদুল মুত্তালিব কন্যা সাফিয়া, হে মুহাম্মদ কন্যা ফাতিমা, হে বানু আবদুল মুত্তালিব, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছুই অধিকার রাখি না। আমার সম্পদ থেকে তোমরা যা ইচ্ছা চাইতে পার।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

ওয়াকী (র) প্রমুখ এই হাদীছটি হিশাম ইবন উরওয়া-তার পিতা উরওয়া-আইশা (রা) সূত্রে মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান তুফাবী-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কোন কোন রাবী এটি হিশাম ইবন উরওয়া — তার পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে বর্ণিত আছে। এতে আইশা (রা)-এর উল্লেখ নেই।

এই বিষয়ে আলী ও ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৩১৮৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو الرُّقِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُرَيْشًا فَخَصَّ وَعَمَّ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ مَنْفٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، يَا مَعْشَرَ بَنِي قُصَيٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ أَنْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكَ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، إِنَّ لَكَ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ يُعْرِفُ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

৩১৮৫. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)

আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ সকলকে একত্রিত করলেন। তারপর বললেন : হে কুরাইশ সম্প্রদায়, তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। আমি তো আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য কোন লাভ-ক্ষতির অধিকারী নই। হে বানু আবদ মানাফ, তোমরা তোমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। আমি তো তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন লাভ-ক্ষতির মালিক নই। হে বানু কুসাই, তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। কেননা, আমি তোমাদের লাভ বা ক্ষতি করার মালিক নই। হে বানু আবদুল মুত্তালিব, তোমরা নিজেদের জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর, কেননা আমি তোমাদের লাভ বা ক্ষতি করার মালিক নই। হে মুহাম্মদ কন্যা ফাতিমা, তুমি তোমাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর, কেননা আমি তো তোমার কোন লাভ বা ক্ষতি করার মালিক নই। তোমার সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আছে এর অর্দ্রতায় তা সিক্ত রাখব (এর হক আদায় করব।)

হাদীছটি হাসান সাহীহ; এই সূত্রে গারীব।

আলী ইবন হুজর (র)... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে বর্ণিত আছে।

৩১৮৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَشْعَرِيُّ قَالَ :
لَمَّا نَزَلَ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فَرَفَعَ مِنْ صَوْتِهِ فَقَالَ : يَا
بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، يَا صَبَاحَاهُ،

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى .

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَوْفٍ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى،
وَهُوَ أَصَحُّ .

৩১৮৬. আবদুল্লাহ ইবন আবী যিয়াদা (র)... আল আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)

আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুই আঙ্গুল দুই কানে দিলেন এবং উচ্চস্বরে ডাকলেন : হে বানী আবদ মানাফ, সর্বনাশা সকাল সমুপস্থিত.....!

হাদীছটি আবু মুসা (আশআরী)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে গারীব।

কোন কোন বানী এটি আওফ... কাসামা ইবন যুহায়র (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। এটি অধিকতর সাহীহ। এতে তারা আবু মুসা (রা)-এর উল্লেখ করেন নি।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ النَّمْلِ

অনুচ্ছেদ : সূরা নামল

২১৮৭- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ وَعَصَا مُوسَى فَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ وَتَخْتِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ، حَتَّى إِنْ أَهْلَ الْخِوَانِ لِيَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُ هَاهَا يَا مُؤْمِنُ وَيُقَالُ هَاهَا يَا كَافِرُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِرُ وَهَذَا يَا مُؤْمِنُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فِي دَابَّةِ الْأَرْضِ.

وَفِيهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَحَدِيقَةَ بْنِ أَسِيدٍ .

৩১৮৭. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাব্বার আবির্ভাব হবে আর তার সাথে থাকবে সুলায়মান (আ)-এর আংটি এবং মূসা (আ)-এর লাঠি। অনন্তর সে মু'মিনের চেহারাকে উজ্জ্বল করে দিবে এবং আংটি দিয়ে কাফিরের নাকে মোহর অংকিত করে দিবে। এমনকি এক খাদ্যের খাণ্ডায় যখন তারা একত্রিত হবে তখন একজন বলতে পারবে যে, এ মু'মিন আর সে কাফির।

হাদীছটি হাসান।

“দাব্বাতুল আরদ” সম্পর্কে এই হাদীছটি আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অন্যরূপেও বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে আবু উমামা এবং হুয়ায়ফা ইব্ন উসায়দ (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الْقَصَصِ

অনুচ্ছেদ : সূরা কাসাস

২১৮৮- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَزْمٍ الْأَشْجَعِيُّ، هُوَ كُوفِيٌّ اسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الْأَشْجَعِيَّةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمِّهِ : قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ : لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ أَنْ مَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ الْجَزَعُ لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ)

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ .

৩১৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচা (আবু তালিব)-কে বলেছিলেন, আপনি বলুন, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আমি কিয়ামতের দিন আপনার পক্ষে সাক্ষী দিব।

তিনি বললেন : কুরায়শরা যদি আমাকে এই লজ্জা না দিত যে, অধৈর্য ও ভয়ই তাকে তা করতে উৎসাহিত করেছে তবে আমি (ঈমান এনে) তোমার চক্ষু শীতল করতাম।

আল্লাহ তা'আলা তখন নাযিল করেন :

(إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ)

হাদীছটি হাসান-গারীব। ইয়াযীদ ইব্ন কায়সান (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ الْمَنَكِبُوتِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আনকাবুত

৩১৮৯- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ : أَنْزَلَتْ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ فَذَكَرَ قِصَّةً، فَقَالَتْ أُمُّ سَعْدٍ : أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِالْبِرِّ، وَاللَّهُ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَكْفُرَ، قَالَ : فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاها فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا) الْآيَةُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩১৮৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র)... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বিষয়ে চারটি আয়াত নাযিল হয়েছে। এরপর তিনি সেই ঘটনার বিবরণ দিলেন। সা'দ (ঈমান গ্রহণ করলে) সা'দের মা তাঁকে বলেছিলেন : আল্লাহ কি মার সঙ্গে সদাচারের নির্দেশ দেননি? আল্লাহর কসম, আমি কোন খাদ্য গ্রহণ করব না এবং পানিও পান করব না, যতক্ষণ আমি মারা না যাই অথবা তুমি মুহাম্মাদ ﷺ -কে অস্বীকার না কর।

রাবী বলেন, লোকেরা তাকে যখন খাওয়াতে ইচ্ছা করত তখন তার মুখ কাফি দিয়ে ফাঁক করত।

এই প্রসঙ্গে নাযিল হয় :

(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا)

“আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মা-বাপের প্রতি সদ্যবহার করতে; তবে এরা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে, আমার প্রতি এমন কিছু শরীক করতে...। (আয়াত নং ৮)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১৯০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ السُّهْمِيُّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أُمِّ هَانِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ) قَالَ : كَانُوا يَخْذِفُونَ أَهْلَ الْأَرْضِ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكِ.

৩১৯০. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... উম্মুহানী (রা) থেকে বর্ণিত :

(وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ) আয়াতটি সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন : তারা লোকদের প্রতি কংকর নিক্ষেপ করত এবং তাদের উপহাস করত।

হাদীছটি হাসান।

হাতিম ইবন আবু সাগীরা সূত্রে-সিমাক (র) থেকে বর্ণিত হাদীছটি আমরা জানতে পেরেছি।

بَابُ وَمَنْ سُورَةُ الرُّومِ

অনুচ্ছেদ : সূরা রুম

৩১৯১- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُهْظِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ فَأَعْجَبَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ فَنَزَلَتْ (الْمُ غَلِبَتِ الرُّومُ) إِلَى قَوْلِهِ : (يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ) قَالَ فَفَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ بِظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ.

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، كَذَا قَرَأَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ (غَلِبَتِ الرُّومُ).

৩১৯১. নাসর ইবন আলী জাহযামী (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের সময় যখন রোম পারস্যের উপর জয়লাভ করে তখন তা মু'মিনদের খুব আনন্দিত করে। এই প্রসঙ্গে নাযিল হয় : (الْمُ غَلِبَتِ الرُّومُ)

অর্থাৎ পারস্যের উপর রোমের বিজয় মু'মিনদের আনন্দিত করে।

হাদীছটি এই সূত্রে গারীব।

নাসর ইবন আলী (র) পাঠ করেছেন। (غَلِبَتِ الرُّومُ).

৩১৯২- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (الْمُ غَلِبَتِ الرُّومُ) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ قَالَ : غَلِبَتْ وَغَلِبَتْ، كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ أَهْلُ فَارِسَ عَلَى الرُّومِ لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ أَهْلُ أَوْثَانِ،

وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ لَانَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، فَذَكَرُوهُ لِأَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَمَّا إِنَّهُمْ سَيَغْلِبُونَ ، فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لَهُمْ، فَقَالُوا : أَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجْلاً، فَإِنْ ظَهَرْنَا كَانَ لَنَا كَذَاً وَكَذَا، وَإِنْ ظَهَرْتُمْ كَانَ لَكُمْ كَذَاً وَكَذَا، فَجَعَلَ أَجَلَ خَمْسِ سِنِينَ فَلَمْ يَظْهَرُوا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَلَا جَعَلْتُهُ إِلَى دُونَ قَالَ: أَرَاهُ الْعَشْرَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَالْبِضْعُ مَا دُونَ الْعَشْرِ، قَالَ : ثُمَّ ظَهَرَتِ الرُّومُ بَعْدُ. قَالَ : فُذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (الْمُ غَلِبَتِ الرُّومُ) إِلَى قَوْلِهِ (يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ) قَالَ سَفْيَانُ سَمِعْتُ أَنَّهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ .

৩১৯২. হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে (الْمُ غَلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ)

প্রসঙ্গে বলেছেন غَلِبَتْ এবং غَلِبَتْ উভয় পাঠই রয়েছে। তিনি বলেন, মুশরিকরা রোমকদের উপর পারসিকদের বিজয় পছন্দ করতো। কেননা ওরা এবং এরা ছিল মূর্তি পূজারী। আর মুসলিমরা ভালবাসত পারস্যের উপর রোমের বিজয়। কেননা রোমকরা ছিল কিতাবী সম্প্রদায়। তারা আবু বকর (রা)-এর সঙ্গে এই কথা আলোচনা করে। এরপর আবু বকর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করেন। তখন তিনি বললেন : শুনে রাখ, রোমবাসী অবশ্যই অচিরেই জয়লাভ করবে।

আবু বকর (রা) তখন তাদের এই কথা বলেন, তারা বলল, আমাদের এবং তোমার মাঝে এর একটা মেয়াদ নির্ধারণ কর। আমরা যদি জয়ী হই তবে আমাদের হবে অমুক অমুক জিনিস আর তোমরা জয়ী হলে তোমাদের হবে অমুক অমুক জিনিস। তিনি পাঁচ বছরের মেয়াদ নির্ধারণ করেন। কিন্তু এই সময়ে তাদের বিজয় হয়নি। নবী ﷺ-এর কাছে বিষয়টি আলোচনা করা হলে তিনি বললেন : তুমি কেন এর চাইতে বেশী মেয়াদ নির্ধারণ করলে না?

সাদ্দ (র) বলেন, (الْمُ غَلِبَتِ الرُّومُ) হল দশ বছর থেকে কম। পরবর্তীতে রোমকরা বিজয় লাভ করে।

এ প্রসঙ্গে হল আল্লাহর এই বাণী : (يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ)

সুফইয়ান (র) বলেন, আমি শুনেছি যে, বদর যুদ্ধের দিন রোমকরা পারস্যের উপর বিজয় লাভ করে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

সুফইয়ান ছাওরী-হাবীব ইবন আবু আমরা সূত্রে বর্ণিত রিওয়াযত হিসাবেই এটিকে আমরা জানি।

৩১৭২- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ. حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُمَحِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ فِي مُنَاجَبَةٍ أَلَمْ غَلِبَتِ الرُّومُ الْأَحْطَطْتُ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّ الْبِضْعَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التَّسْعِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৩১৯৩. আবু মুসা মুহাম্মদ ইবন মুহান্না (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা)-কে-এর বাজি সম্পর্কে বলেছিলেন : হে আবু বকর, মেয়েদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করলে না? কেননা তো তিন থেকে নয় বছর পর্যন্ত সময়।

যুহরী-উবায়দুল্লাহ-ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব।

২১৯৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّيَادِ عَنْ الزِّيَادِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ نَيَّارِ بْنِ مَكْرَمٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ (الْمُ غَلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ سِنِينَ) فَكَانَتْ فَارِسُ يَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ قَاهِرِينَ لِلرُّومِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ ظُهُورَ الرُّومِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَفِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُحِبُّ ظُهُورَ فَارِسٍ لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ لَيَسُوْا بِأَهْلِ كِتَابٍ وَلَا إِيمَانَ بِيَعَثُ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ آيَةَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَصِيحُ فِي نَوَاحِي مَكَّةَ (الْمُ غَلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ سِنِينَ)، قَالَ : نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ لِأَبِي بَكْرٍ فَذَلِكَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، زَعَمَ صَاحِبُكُمْ أَنَّ الرُّومَ سَتَغْلِبُ فَارِسًا فِي بَضْعِ سِنِينَ، أَفَلَا تَرَاهِنُكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ بَلَى وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّهَانِ، فَارْتَهَنَ أَبُو بَكْرٍ وَالْمُشْرِكُونَ وَتَوَاضَعُوا الرِّهَانِ، وَقَالُوا لِأَبِي بَكْرٍ : كَمْ تَجْعَلُ الْبِضْعُ ثَلَاثُ سِنِينَ إِلَى تِسْعِ سِنِينَ، فَسَمَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَسَطًا تَنْتَهَى إِلَيْهِ، قَالَ : فَسَمُّوا بَيْنَهُمْ سِتُّ سِنِينَ، قَالَ : فَمَضَتْ السِتُّ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرُوا فَآخَذَ الْمُشْرِكُونَ رَهْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا دَخَلَتِ السَّنَةُ السَّابِعَةُ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، فَعَاقَبَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْمِيَةَ سِتِّ سِنِينَ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي بَضْعِ سِنِينَ، قَالَ : وَأَسْلَمَ عِنْدَ ذَلِكَ نَاسٌ كَثِيرٌ.

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ نَيَّارِ بْنِ مَكْرَمٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّيَادِ.

৩১৯৪. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (র)... নিয়ার ইবন মুকাররাম আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (الْمُغْلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ سِنِينَ)

আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সময় পারসিকরা রোমকদের উপর বিজয়ী ছিল আর মুসলিমরা তাদের উপর রোমকদের বিজয় ভালবাসতেন। কেননা মুসলিমরা আর এরা উভয়েই ছিলেন আহলে কিতাব। এই প্রসঙ্গে ছিল আল্লাহ তা'আলার এই বাণী : (يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)

আর কুরায়শরা ভালবাসত পারসিকদের বিজয়। কেননা এরা উভয়েই আহলে কিতাব ছিল না এবং (মৃত্যুর পর) উত্থানে বিশ্বাসী ছিল না।

যা হোক, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করার পর আবু বকর সিদ্দীক (রা) মক্কার গলিতে গলিতে বের হয়ে পড়েছিলেন এবং চিৎকার করে পাঠ করছিলেন :

(الْمُغْلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ سِنِينَ)

কুরায়শদের কতক লোক তখন আবু বকর (রা)-কে বলল, এ হল আমাদের এবং তোমাদের একটি বিষয়। তোমার নবী তো বলে থাকে যে, কয়েক বছরের মধ্যেই রোম পারস্যের উপর বিজয়ী হবে। আমরা এই বিষয়ে কি একটা বাজি ধরতে পারি না?

আবু বকর (রা) বললেন : অবশ্যই।

তখনও ইসলামে বাজি নিষিদ্ধ হয়নি! আবু বকর (রা) ও মুশরিকগণ পরস্পর বাজি ধরলেন। কুরায়শরা আবু বকর (রা)-কে বলল, মেয়াদ কতদিন নির্ধারণ করবে? বিদ্বান بضع سنين শব্দটি তিন থেকে নয় বছর বুঝায় সুতরাং আমাদের এবং তোমার ক্ষেত্রে মাঝামাঝি একটি সময় নির্ধারণ করে নাও, যে সময়ে গিয়ে মেয়াদ শেষ হবে।

অনন্তর তারা ছয় বছর সময় নির্ধারণ করেন। কিন্তু ছয় বছর অতিবাহিত হয়ে গেল এ দিকে রোমকদের বিজয় ঘটল না। মুশরিকরা আবু বকর (রা)-এর স্থিরীকৃত বাজির বস্তুটি নিয়ে নিল। সপ্তম বছরে রোমকরা পারসিকদের উপর বিজয় লাভ করে। তখন মুসলিমরা ছয় বছর সময় নির্ধারণের কারণে আবু বকর (রা)-কে দোষারোপ করেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা তো এই বিষয়ে (তিন থেকে নয় বছর সময়) বলেছিলেন।

নিয়ার ইবন মুকাররাম (রা) বলেন, এই সময় বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। আবদুর রহমান ইবন আবু যিনাদ (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ وَمَنْ سُورَةِ لُقْمَانَ

অনুচ্ছেদ : সূরা লুকমান

৩১৯৫- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ ، وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ وَتَمْنَهُنَّ حَرَامٌ ، فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْزَلْتُ عَلَيْهِ هَذِهِ آيَةٌ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) إِلَى آخِرِ آيَةٍ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا يَرَوِي مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَالْقَاسِمُ ثِقَةٌ، وَعَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ : الْقَاسِمُ ثِقَةٌ وَعَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ يُضَعَّفُ.

৩১৯৫. কুতায়বা (র)... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা গায়িকা দাসীর ক্রয়-বিক্রয় করবে না, তাদের গানের তালীম দিবে না, এদের ব্যবসায়ে কোন মঙ্গল নেই, এদের বিনিময় মূল্য হারাম। এদের বিষয়ে এই আয়াত নাযিল হয় :

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ)

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য কিনে নেয়। হাদীছটি গারীব।

এটি কাসিম-আবু উমামা (রা) সূত্রেই বর্ণিত। কাসিম ছিকাহ বা আস্থাযোগ্য কিন্তু আলী ইবন ইয়াযীদ হাদীছ রিওয়াযতের ক্ষেত্রে যঈফ। মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র) এই কথা বলেছেন।

وَمِنْ سُورَةِ السَّجْدَةِ

অনুচ্ছেদ : সূরা সাজদা

৩১৯৬- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ (تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ) نَزَلَتْ فِي انْتِظَارِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةُ

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

৩১৯৬. আবদুল্লাহ ইবন আবু যিয়াদ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে :

(تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ) 'তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায়'

আয়াতটি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এটি আতামা (ইশা) নামক সালাতের অপেক্ষায় জেগে থাকা সম্পর্কে নাযিল হয়। হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩১৯৭- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : "اعْبُدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).

قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩১৯৭. ইবন আবু উমর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরি করে রেখেছি যা কোন চক্ষু প্রত্যক্ষ করেনি, কোন কান শ্রবণ করেনি, কোন মানুষের মনে এর কল্পনাও আসেনি।

আল্লাহর কিতাবে এই বিষয়টির সমর্থন বিদ্যমান :

(فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩১৯৮- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ أَبَجَرَ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَلَى الْمَنْبَرِ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ : أَيُّ رَبِّ أَيُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَدْنَى مَنْزِلَةً؟ قَالَ : رَجُلٌ يَأْتِي بَعْدَ مَا يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ : كَيْفَ ادْخُلُ وَقَدْ نَزَلُوا مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَتِهِمْ. قَالَ : فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مَا كَانَ لِمَلِكٍ مِنْ مَلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ أَيُّ رَبِّ قَدْ رَضِيتُ، فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ هَذَا وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ، فَيَقُولُ : رَضِيتُ أَيُّ رَبِّ، فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ هَذَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهِ، فَيَقُولُ : رَضِيتُ أَيُّ رَبِّ، فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَعَ هَذَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَالْمَرْفُوعُ أَصَحُّ .

৩১৯৮. ইবন আবী উমর (র)... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-কে মিসরের উপর নবী ﷺ-এর প্রতি সম্পর্কিত করে বলতে শুনেছি যে, একবার মূসা (আ) তাঁর রবকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে আমার রব, সবচাইতে নিম্ন দরজার জান্নাতী কে?

তিনি বললেন : জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের পর সবার শেষে এক লোক আসবে। তাকে বলা হবে, প্রবেশ কর।

সে বলবে : কেমন করে আমি প্রবেশ করব, সবাই তো তাদের নিজ নিজ মনযিলসমূহে অবস্থান নিয়ে নিয়েছে এবং তাদের যা অধিকার করার তা অধিকার করে নিয়েছে।

তখন তাকে বলা হবে। দুনিয়ার সম্রাটদের মধ্যে এক সম্রাটের যা ছিল সেই পরিমাণ (অর্থবৈভব) তোমার হলে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে?

সে বলবে : অবশ্যই হে আমার রব, আমি তো সন্তুষ্ট।

তাকে বলা হবে : তোমাকে তা দেওয়া হল এবং দেওয়া হল এর অনুরূপ, এর অনুরূপ এর অনুরূপ আরো।

সে বলবে : আমি তো সন্তুষ্ট, হে আমার রব।

তাকে বলা হবে তোমাকে তা দেওয়া হল এবং অনুরূপ আরো দশগুণ দেওয়া হল।

সে বলবে : হে আমার রব, আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম।

তাকে বলা হবে : তোমাকে সে সঙ্গে সেই সব কিছু দেওয়া হল যা তোমার মন চায় এবং তোমার চোখ আশ্বাদ পায় (আনন্দিত হয়)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

কোন কোন রাবী এই হাদীছটি শা'বী... মুগীরা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মারফু' করেন নি, তবে মারফু' রিওয়ায়তটিই অধিক সাহীহ।

بَابُ وَمَنْ سُورَةُ الْأَحْزَابِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আহযাব

৩১৯৯- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا صَاعِدُ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، أَخْبَرَنَا قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ : قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) مَا عَنِ بِيْذَاكَ ؟ قَالَ : قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يُصَلِّي فَخَطَرَ خَطَرَةً فَقَالَ الْمُتَنَافِقُونَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَعَهُ : أَلَا تَرَى إِنْ لَهُ قَلْبَيْنِ قَلْبًا مَعَكُمْ وَقَلْبًا مَعَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ).

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

৩১৯৯. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... কাবুস ইব্ন আবু যাবইয়ান তার পিতা আবু যাবইয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললাম :

(مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) আয়াতটি আপনি লক্ষ্য করেছেন? এর মর্ম কি?

তিনি বললেন : একদিন নবী ﷺ সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন। সালাতে তাঁর একবার দ্বিধার উদ্বেক হয়। তখন তাঁর সঙ্গে সালাতরত মুনাফিকরা বলল, তোমরা দেখেছ? তাঁর তো হৃদয় দু'টি। একটি হল তোমাদের সাথে আর একটি হল ওদের সাথে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ)

আল্লাহ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেন নি।

আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) যুহায়র (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। হাদীছটি হাসান।

৩২০০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ سَمِعْتُ بِهِ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ عَلَى، فَقَالَ : أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غِبْتُ عَنْهُ أَمَا وَاللَّهِ لَنَرَى اللَّهَ مَشْهَدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَعْدَ لَيَرَيْنُ اللَّهَ مَا أَصْنَعُ. قَالَ فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا، فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرٍو أَيْنَ؟ قَالَ وَأَمَا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهَا نُونُ أَحَدٍ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَدَرْمِيَةٍ فَقَالَتْ عَمَّتِي الرُّبَيْعُ بِنْتُ النَّضْرِ فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبَيِّنَاتِهِ. وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا).

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩২০০. আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইবন নাযর (রা)-এর নামেই আমার নাম আনাস রাখা হয়েছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বদরে হাযির থাকতে পারেন নি। এটা তাঁর কাছে খুবই গুরুতর বলে মনে হল। তিনি বললেন : প্রথম যে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাযির হলেন তা থেকে আমি অনুপস্থিত থাকলাম, আল্লাহর কসম, তিনি যদি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কোন যুদ্ধে শরীক হওয়ার তওফীক দেন তবে আমি কি করব, তা অবশ্যই আল্লাহকে প্রদর্শন করব। তিনি এর বেশী অন্য কিছু বলতে ভয় পেলেন। পরবর্তী বছর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে উহুদ যুদ্ধে শরীক হন। সা'দ ইবন মুআয (রা) তাঁর সামনা-সামনি সাক্ষাত হলে সা'দ (রা) বললেন : হে আবু আমর, কোথায় যাচ্ছেন?

তিনি বললেন : বাহ, উহুদের পাশ থেকে আমি জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি।

এরপর তিনি লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন তাঁর শরীরে আশিরও অধিক তরবারী, বর্শা ও তীরের আঘাত পাওয়া যায়। আমার ফুফু রুবায' বিনত নাযর বলেন, আমার ভাইকে কেবল আঙ্গুলের মাথাগুলো দ্বারাই চিনতে পেরেছিলাম।

এ প্রসঙ্গেই এই আয়াতটি নাযিল হয় :

(رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا).

(মু'মিনদের মধ্যে) কতক আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩২০১- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ : غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُشْرِكِينَ لِنِ الْإِلَهِ أَشْهَدَنِي قِتَالًا لِلْمُشْرِكِينَ لِيرَيْنُ اللَّهُ كَيْفَ أَصْنَعُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحَدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هَؤُلَاءِ، يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ وَاعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ يَعْنِي أَصْحَابَهُ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَلَقِيَهُ سَعْدٌ فَقَالَ : يَا أَخِي مَا فَعَلْتَ أَنَا مَعَكَ فَلَمْ إِسْتَطِعْ أَنْ أَصْنَعَ مَا صَنَعَ فَوُجِدَ فِيهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ ضَرْبَةِ سَيْفٍ وَطَعْنَةٍ بِرُمَحٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ، فَكُنَّا نَقُولُ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ نَزَلَتْ (فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ).

قَالَ يَزِيدُ يَعْنِي هَذِهِ الْآيَةُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَأَسْمُ عَمِّهِ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ.

৩২০১. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন তাঁর চাচা বদর যুদ্ধে উপস্থিত হতে পারেন নি। তাই তিনি বলেছিলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম যে যুদ্ধ করলেন তা থেকেই আমি অনুপস্থিত রইলাম। আল্লাহ তা'আলা যদি মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে হাযির হওয়ার সুযোগ দেন তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই দেখবেন, আমি কি করি।

উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলিমরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তিনি বললেন : হে আল্লাহ! এরা অর্থাৎ মুশরিকরা যা করেছে, তা থেকে আমি তোমার কাছে আমার সম্পর্কহীনতা এবং এতদবিষয়ে অসন্তুষ্টি ঘোষণা করছি আর এরা অর্থাৎ সাহাবীরা যা করেছে সে বিষয়ে তোমার কাছে ওয়রখাহী করছি। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হলে সা'দ (রা)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। তখন সা'দ তাঁকে বললেন : হে আমার ভাই, আপনার সঙ্গে থেকে আমি আর কতটুকু করতে পারি!

সা'দ আরো বলেন, তিনি যা করেছেন আমি তা করতে পারিনি।

তাঁর শরীরে তলওয়ার বর্শা ও তীরের আঘাত মিলিয়ে আশিরও অধিক যখম তিনি পান।

আনাস (রা) বলেন, আমরা বলতাম, তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কেই এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল :

(فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ).

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আনাস (রা)-এর চাচার নাম আনাস ইব্ন নাযর (রা)।

৩২০২- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُتُوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ

مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : إِلَّا أَبْشُرُكَ ؟ قُلْتُ : بَلَىٰ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :

يَقُولُ : طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَإِنَّمَا رَوَى عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ .

৩২০২. আবদুল কদ্দুস ইবন মুহাম্মদ কাততান বাসরী (র)... মূসা ইবন তালহা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন : আমি কি তোমাকে একটা সুসংবাদ দিব?

আমি বললাম : অবশ্যই।

তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : এর মাঝে তালহাও একজন।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া মুআবিয়া (রা) বর্ণিত রিওয়ায়ত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা ডনই। মূসা ইবন তালহা — তার পিতা তালহা (র) সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

৩২০৩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى وَعِيسَى ابْنَيْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِمَا طَلْحَةَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا لِأَعْرَابِيٍّ جَاهِلٍ سَلَهُ عَنْ قَضَى نَحْبَهُ مَنْ هُوَ؟ وَكَانُوا لَا يَجْتَرِئُونَ عَلَى مَسْئَلَةِ يُوْقِرُونَهُ وَيَهَابُونَهُ، فَسَأَلَهُ الْأَعْرَابِيُّ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ إِنِّي أَطْلَعْتُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ وَعَلَى ثِيَابٍ خُضْرٍ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ قَضَى نَحْبِهِ؟ قَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ هَذَا مِنْ قَضَى نَحْبِهِ.

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ.

৩২০৩. আবু কুরায়ব (র)... তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ একবার জনৈক মূর্খ মরুবাসী আরবকে কোন্ জন-এই সম্পর্কে নবী ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে বললেন। নবী ﷺ -এর প্রতি তাঁদের সম্মতপূর্ণ ভীতির কারণে তাঁরা নিজেরা এই বিষয়ে প্রশ্ন করতে সাহস পাচ্ছিলেন না। ঐ মরুবাসী আরব তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু তিনি তা উপেক্ষা করলেন। পরে আবার জিজ্ঞাসা করলেও তিনি তা উপেক্ষা করলেন। পুনরায় এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তখনও তা উপেক্ষা করলেন। কিছু পরে আমি মসজিদে নববীর দরজায় এসে হাযির হলাম। আমার গায়ে ছিল সবুজ পোষাক। নবী ﷺ আমাকে দেখে বললেন : প্রসঙ্গে প্রশ্নকর্তা কোথায়?

মরুবাসী আরবী বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ (তালহা) হল -এর একজন।

হাদীছটি হাসান-গারীব। ইউনুস ইবন বুকায়র (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩২০৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَنِي فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكَرُكَ أَمْرًا

فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُوكَ، قَالَتْ : وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَايَ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ :
ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِزْوَانِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ - حَتَّى
بَلِّغَ - الْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا) فَقُلْتُ فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبُوكَ؟ فَأَنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ
وَفَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ.
قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا أَيْضًا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

৩২০৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর স্ত্রীগণকে (তাঁকে গ্রহণ করার বা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার) ইখতিয়ার প্রদান করতে নির্দেশিত হলেন তখন তিনি আমার থেকে প্রথম শুরু করেন। তিনি বললেন : হে আইশা, তোমাকে আমি একটি বিষয়ের কথা বলতে যাচ্ছি, তুমি তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে এই বিষয়ে কোন তাড়াহুড়া করবে না।

আইশা (রা) বলেন, তিনি নিশ্চিত জানতেন যে, আমার পিতা-মাতা তাঁকে পরিত্যাগ করতে আমাকে পরামর্শ দিবেন না। যা হোক এরপর তিনি (নবীজী) বললেন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন :

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِزْوَانِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ - حَتَّى بَلِّغَ - الْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا)

হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীগণকে বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।

আমি বললাম : কি বিষয়ে আমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করব? আমি তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতেরই কামনা করি।

নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ সকলেই এরূপ করলেন, যেমন আমি করেছি। (অর্থাৎ সেরূপ জবাব দিলেন)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

যুহরী (র)-উরওয়া... আইশা (রা) সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে।

২২০৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ
عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَيْبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ
بِكِسَاءٍ وَعَلَى خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَادْهَبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ
تَطْهِيرًا. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ : أَنْتَ عَلَى مَكَانِكَ وَأَنْتِ عَلَى خَيْرٍ .

قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ.

৩২০৫. কুতায়বা (র)... উমর ইবন আবী সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সালামা (রা)-এর ঘরে অবস্থান কালে নবী ﷺ -এর কাছে এই আয়াতটি নাখিল হয় :

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

তখন তিনি ফাতিমা এবং হাসান ও হুসায়ন (রা)-কে ডেকে আনলেন এবং একটি চাদরে তাদের আবৃত করলেন। আলী (রা) ছিলেন তাঁর পিঠের পেছনে তাঁকে চাদরটি দিয়ে তিনি ঢেকে ফেললেন। এরপর বললেন : হে আল্লাহ্! এরা আমার আহলে বায়ত, পরিবার-পরিজন। তাদের থেকে আপনি অপবিত্রতা বিদূরিত করে দিন এবং তাদের পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করে দিন।

উম্মু সালামা (রা) বললেন : হে আল্লাহ্ নবী! আমিও এঁদের সঙ্গে আছি?

তিনি বললেন : তুমি তো তোমার স্থানে আছই। তুমি তো কল্যাণের মাঝেই রয়েছো।

আতা-উমর ইবন আবী সালামা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীছ হিসাবে এই হাদীছটি গারীব।

৩২০৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمُرُّ بِبَابِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِذَا خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقُولُ : الصَّلَاةُ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا).

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ.

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ.

৩২০৬. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ছয় মাস পর্যন্ত ফজরের সালাতে গমনের সময় ফাতিমা (রা)-এর ঘরের দরজার পাশ দিয়ে যেতেন। বলতেন, হে আহলে বায়ত, সালাত! আল্লাহ্ তো চান তোমাদের নবী পরিবার থেকে অপবিত্রতা দূরীভূত করতে আর তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করতে।

এই সূত্রে হাদীছটি হাসান-গারীব। হাম্মাদ ইবন সালামা (র)-এর রিওয়ায়ত হিসাবেই এটিকে আমরা জানি।

এই বিষয়ে আবুল হামরা মা'কিল ইবন ইয়াসার ও উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৩২০৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ لَكُنْتُمْ هَذِهِ الْآيَةَ (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) بِالْعِتْقِ فَأَعْتَقْتَهُ (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتَخَفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى

النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ - إِلَى قَوْلِهِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا) وَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا

قَالُوا : تَزُوجَ حَلِيلَةَ ابْنِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَبْنَاهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَلَبِثَ حَتَّى صَارَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : زَيْدٌ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) فَلَانَ مَوْلَى فَلَانَ، وَفَلَانَ أَخُو فَلَانَ (هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) يَعْنِي أَعْدَلُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ قَدْ رَوَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ لَكُنَّ هَذِهِ الْآيَةُ (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) الْآيَةُ، هَذَا الْحَرْفُ لَمْ يَرَوْا بِطَوْلِهِ .

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ وَاصِحٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ.

৩২০৭. আলী ইবন হুজর (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি ওহী থেকে কিছু গোপন করতেন তবে এই আয়াতটি গোপন করতেন। (আর এটিই যখন গোপন করেননি তখন কিছু আর গোপন করেননি।) আয়াতটি হল : (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর পালক পুত্রের (যায়দ) স্ত্রীকে (যায়নাব) বিবাহ করেন তখন আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে নাযিল করেছিলেন :

(أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتَخْفِ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ - إِلَى قَوْلِهِ) وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

যায়দ যখন শিশু তখন থেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে পালক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর কাছেই থাকতে লাগলেন এবং বড় হলেন। তাকে মুহাম্মাদ পুত্র যায়দ বলে ডাকা হত। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন :

এই হাদীছটি দাউদ ইবন আবু হিন্দ-শা'বী-মাসরুক-আইশা (রা) সূত্রেও বর্ণিত আছে। আইশা (রা) বলেন, নবী ﷺ যদি ওহীর কিছু গোপন করতেন তবে এই আয়াতটি গোপন করতেন :

(أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ)

এর এতটুকুই বর্ণিত আছে। এর বেশী দীর্ঘ নয়।

৩২০৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ لَكُنَّ هَذِهِ الْآيَةُ (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ

وَأَنعَمْتَ عَلَيْهِ) الْآيَةُ .

قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩২০৮. আবদুল্লাহ ইবন ওয়াযাহ কুফী (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যদি ওহীর কিছু গোপন করতেন তবে এই আয়াতটি গোপন করতেন : (وَأَذِ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ وَأَنعَمْتَ عَلَيْهِ)

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩২০৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقَبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ : (أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ). قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩২০৯. কুতায়বা (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে : (أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ).

আয়াতটি নাযিল হওয়া পর্যন্ত আমরা যায়দ ইবন হারিছাকে যায়দ ইবন মুহাম্মাদ বলে ডাকতাম।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩২১০- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَرْظَةَ بَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ) قَالَ : مَا كَانَ لِيَعِيشَ لَهُ فِيكُمْ وَلَدٌ ذَكَرٌ .

৩২১০. হাসান ইবন কাযাআ বাসরী (র)... আমির আশশাবী (র) থেকে

(مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ) মুহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন।

প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : এর মর্ম হল তোমাদের মাঝে তাঁর কোন ছেলে সন্তান জীবিত থাকবে না।

৩২১১- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أُمِّ عِمَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : مَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا لِلرِّجَالِ وَمَا أَرَى النِّسَاءَ يُذَكَّرْنَ بِشَيْءٍ؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) الْآيَةُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩২১১. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... উম্মু উমারা আল আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন : সবই তো দেখছি পুরুষদের জন্য মেয়েদের জন্য কিছুর উল্লেখ হতে দেখতে পাচ্ছি না। তখন এই আয়াত নাযিল হয় : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)

হাদীছটি হাসান-গারীব। এই সূত্রেই আমরা এটি সম্পর্কে জানি।

২২১২- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ. حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ وَطَرًا زَوْجَانَهَا) قَالَ : فَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ : زَوْجَكُنْ أَهْلَكُنْ وَزَوْجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩২১২. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে :

আয়াতটি যায়নাব বিনত জাহাশ (রা)-এর সম্পর্কে নাযিল হয় তিনি নবী ﷺ-এর অন্যান্য সহধর্মিণীগণের উপর গৌরব করে বলতেন : তোমাদের বিবাহ তো তোমাদের আত্মীয়-স্বজনরা দিয়েছে আর আমার বিবাহ সাত আসমানের উপর আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২২১৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ) فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ جَاءَ زَيْدٌ يَشْكُوهُمْ بِطُلَاقِهَا فَاسْتَأْمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ). قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

৩২১৩. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... উম্মু হানী বিনত আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। আমি তাঁর কাছে এ বিষয়ে মাযুরী পেশ করলে তিনি আমার ওষর কবুল করলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন :

(وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ)

আমি তাঁর জন্য হালাল নই। কারণ আমি হিজরত করিনি। আমি ছিলাম তুলাকা (মক্কা বিজয়ের সময় যাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল তাদের)-এর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। সুদী (র)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

২২১৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ : خَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ فَعَذَرَنِي، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنَّا أَحْلَلْنَاكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمَّاكَ وَبَنَاتِ

خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ (الْآيَةُ) ، قَالَتْ : فَلَمْ أَكُنْ أَحِلُّ لَهُ لَائِي لَمْ أَهَاجِرْ، كُنْتُ مِنَ الطَّلَاقِ .

قال أبو عيسى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ السُّدِّيِّ .

৩২১৪. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়নাব বিনত জাহাশ (রা)-এর বিষয়ে :

(إِنَّا أَحْلَلْنَاكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ)

আয়াতটি নাযিল হয় (যায়নাব (রা)-এর স্বামী) যায়দ তার প্রতি অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন। তিনি তাকে তালাক দিতে মনস্থ করেন। এই বিষয়ে তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে পরামর্শ করেন। নবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩২১৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ : (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءَ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبْدُلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) فَاحْلُ اللَّهُ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ، وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ قَالَ : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) ، وَقَالَ : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَاكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ) - إِلَى قَوْلِهِ - خَالِصَةً لَكَ مِنْ نَوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَحَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ أَصْنَافِ النِّسَاءِ .

قال أبو عيسى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ : قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا بَأْسَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ .

৩২১৫. আবদ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজির মুমিন মহিলা ছাড়া সব ধরনের মহিলার বিবাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

(لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبْدُلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ)

এরপর আপনার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং বর্তমান স্ত্রীগণের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে বিম্বিত করে তবে আপনার অধিকারভুক্ত দাসীগণের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। (সূরা আহযাব ৩৩ : ৫২)

এখানে আল্লাহ তা'আলা অধিকার ভুক্ত মু'মিন নারীদের বৈধ রেখেছেন। অন্যত্র ইরশাদ করেন :

(وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)

যে কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করবে তার কর্ম নিষ্ফল হবে। (সূরা মাইদা ৫ : ৫)

কোন মু'মিন নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও বৈধ ... (সূরা আহযাব ৩৩ : ৫২) ইসলাম দীন অবলম্বনকারিণী মহিলা ছাড়া তার জন্য বাকী সব মহিলা অবৈধ হল।

তিনি আরো ইরশাদ করেন :

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ)

হে নবী, আমি আপনার জন্য বৈধ করেছি আপনার স্ত্রীগণকে যাদের মহর আপনি প্রদান করেছেন এবং বৈধ করেছি ফায়' হিসাবে আল্লাহ আপনাকে যা দান করেছেন তা থেকে যারা আপনার মালিকানাধীন হয়েছে তাদের, বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচার কন্যা, ফুফুর কন্যা, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে যারা আপনার সঙ্গে হিজরত করেছে। কোন মু'মিন নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সে-ও বৈধ। এ বিধান বিশেষ করে আপনার জন্যই। অন্য মু'মিনদের জন্য নয়। (সূরা আহযাব ৩৩ : ৫০)

আরো ইরশাদ করেন : - إِلَى قَوْلِهِ - خَالِصَةً لَكَ مِنْ تَوْنِ الْمُؤْمِنِينَ :

সূত্রাং এ ছাড়া অন্য সব নারীর বিবাহ তাঁর জন্য হারাম করে দেওয়া হয়।

হাদীছটি হাসান। আবদুল হামীদ ইব্ন বাহরামের রিওয়ায়ত হিসাবেই এটিকে আমরা চিনি।

আহমাদ ইব্ন হাসান (র)-কে আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর বরাতে উল্লেখ করতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন : শাহর ইব্ন হাওশাব (র) থেকে আবদুল হামীদ ইব্ন বাহরামের রিওয়ায়তে কোন অসুবিধা নেই।

৩২১৬- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا مَاتَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩২১৬. ইব্ন আবু উমর (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত্যুর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য সকল প্রকার মহিলাদের বিবাহ করা বৈধ করে দেওয়া হয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩২১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَى بَابَ امْرَأَةٍ عَرُوسَ بِهَا فَأِذَا عِنْدَهَا قَوْمٌ فَأَنطَلَقَ فَقَضَى حَاجَتَهُ

وَاحْتَبَسَ فَرَجَعَ وَقَدْ خَرَجُوا، قَالَ : فَدَخَلَ وَأَرَخَى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِتْرًا، قَالَ : فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ : فَقَالَ لِنِّ كَانَكُمْ تَقُولُ لَيَنْزِلَنَّ فِي هَذَا شَيْءٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

৩২১৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তাঁর স্ত্রীর ঘরের দরজায় এলেন যার সঙ্গে তিনি বাসর করেছিলেন। সেখানে তিনি কিছু সাহাবীকে বসা দেখতে পেলেন। তিনি অন্য এক কাজে গেলেন এবং কিছু সময় বিরতির পর ফিরে এলেন। তখন সেই ঘরে কিছু লোক ছিলেন। আবার তিনি তাঁর আরেক কাজে গেলেন এবং তা সমাধা করলেন। পরে ফিরে এলেন। ততক্ষণে তারা বের হয়ে গিয়েছিলেন।

আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তিনি আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা টেনে দিলেন। আমি এই কথা আবু তালহা (রা)-এর কাছে আলোচনা করলে তিনি বললেন : তুমি যেমন বলছ বিষয়টি যদি তাই হয়ে থাকে তবে নিশ্চয় এই বিষয়ে কিছু নাযিল হবে।

আনাস (রা) বলেন, তারপর হিজাবের আয়াত নাযিল হয়।

হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

৩২১৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ عَنْ الْجَعْدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ، قَالَ : فَصَنَعْتُ أُمِّي أُمُّ سَلِيمٍ حَيْسًا فَجَعَلْتُهُ فِي ثَوْرٍ فَقَالَتْ يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِهَا أُمِّي وَهِيَ تُقَرِّبُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ : إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي تُقَرِّبُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ : إِنَّ هَذَا مِنَّا لَكَ قَلِيلٌ فَقَالَ ضَعُفُهُ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ فَسَمِّ رِجَالًا، قَالَ : فَدَعَوْتُ مَنْ سَمِىَ وَمَنْ لَقِيتُ، قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ عَدَدَكُمْ كَمْ كَانُوا؟ قَالَ زُهَاءُ ثَلَاثُمِائَةٍ قَالَ : وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَنَسُ هَاتِ الثَّوْرَ قَالَ : فَدَخَلُوا حَتَّى أَمْتَلَاتِ الصَّفَّةَ وَالْحَجْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لِيَتَحَقَّقَ عَشْرَةُ عَشْرَةٍ وَلِيَأْكُلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ : فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتَّى أَكَلُوا كُلُّهُمْ، قَالَ : فَقَالَ لِي يَا أَنَسُ أَرْفَعُ قَالَ : فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وَصَعْتُ كَانَ أَكْثَرُ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ، قَالَ : وَجَلَسَ مِنْهُمْ طَوَائِفُ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ فَتَقُولُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ رَجَعَ، فَلَمَّا رَأَوْا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ رَجَعَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ثَقَلُوا عَلَيْهِ، قَالَ : فَاْبْتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَرَاخِيَ السُّتْرَ وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى خَرَجَ عَلَيَّ وَانْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ مِنْ عَلَى النَّاسِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

قَالَ الْجَعْدُ : قَالَ أَنَسٌ : أَنَا أَحَدُ النَّاسِ عَهْدًا بِهَذِهِ الْآيَاتِ ، وَحُجِبْنَ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَالْجَعْدُ : هُوَ ابْنُ عُثْمَانَ ، وَيُقَالُ هُوَ دِينَارٌ وَيَكْنَى أَبَا عُثْمَانَ بَصْرِيٌّ ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، رَوَى عَنْهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَشُعْبَةُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ .

৩২১৮. কুতায়বা ইবন সাদিদ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহ করে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বাসর করেন। আমার মা উম্মু সুলায়ম ‘হায়স’^১ তৈয়ার করে একটি পাত্রে রাখলেন। বললেন : হে আনাস, নবী ﷺ-এর কাছে এটি নিয়ে যাও। তাঁকে বলবে, আমার মা আপনার কাছে এই খাদ্য পাঠিয়েছেন এবং তিনি আপনাকে সালাম দিয়েছেন। আর তিনি বলেছেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে এই সামান্য কিছু।

আনাস (রা) বলেন, আমি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। বললাম : মা আপনাকে সালাম বলেছেন। আর বলেছেন, আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য এই সামান্য কিছু।

তিনি বললেন : রাখ। পরে কয়েকজনের নাম নিয়ে বললেন : যাও, অমুক অমুককে ডেকে নিয়ে আস আর যার সঙ্গে সাক্ষাত হয় তাকেও। তিনি যাদের নাম বলেছিলেন তাদেরসহ যার যার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে তাদের ডেকে নিয়ে এলাম।

রাবী বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা সংখ্যায় কতজন ছিলেন?

তিনি বললেন : প্রায় তিন শ’।

আনাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : হে আনাস, পাত্রটি আন।

আমন্ত্রিতরা ভিতরে আসলেন, এমনকি সুফ্যা এবং হুজরা ভরে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : দশজন দশজন করে গোল হয়ে বসতে এবং প্রত্যেকেই তার নিজের পার্শ্বের থেকে খাবে।

আনাস (রা) বলেন : তারা সকলেই পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। একেক দল বের হতেন অন্য দল এসে ঢুকতেন। এভাবে সকলেরই খাওয়া শেষ হল। আমাকে নবী ﷺ বললেন : হে আনাস, পাত্রটি উঠাও। আমি পাত্রটি উঠালাম। আমি বুঝতে পারছিলাম না। এটি যখন রেখেছিলাম তখন বেশী ছিল, না যখন উঠালাম তখন বেশী ছিল।

তাঁদের কিছু দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে বসে আলাপ-সালাপ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর নববধূ দেয়ালের দিকে তার মুখ ফিরিয়ে বসা ছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

জন্য বোঝা স্বরূপ হয়ে উঠলেন। তিনি বের হয়ে পড়লেন এবং অন্যান্য স্ত্রীদের কামরায় গিয়ে তাঁদের সালাম দিলেন। পরে ফিরে এলেন। তারা যখন দেখলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এসেছেন, তখন তারা বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা তাঁকে বিরক্ত করছেন। তাই তারা দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সকলেই বের হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে পর্দা টেনে ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমি হুজরায় বসা ছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বের হয়ে আমার কাছে এলেন। তখন নিম্নের এই আয়াতগুলো তাঁর উপর নাযিল হয়। তিনি বাইরে বের হয়ে গেলেন এবং লোকদের সেগুলো পাঠ করে শোনালেন :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاهُ)

হে মু'মিনগণ, তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা আহাৰ্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ করবে না। তবে তোমাদের আহ্বান করলে প্রবেশ করবে এবং খাওয়া শেষ হলে চলে যাবে; কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়বে না। কারণ, তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয় শেষ পর্যন্ত। (৩৩ : ৫৩)।

জা'দ বলেছেন যে, আনাস (রা) বলেন : লোকদের মাঝে আমি প্রথম এই আয়াতগুলো শুনি। এরপর থেকেই নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ পর্দা আবৃত করেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

জা'দ (র) হলেন ইবন উছমান। আর কথিত আছে যে, তাঁকে ইবন দীনারও বলা হয়। তাঁর কুনিয়াত হল আবু উছমান। ইনি হলেন বাসরী। তিনি হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের কাছে নির্ভরযোগ্য। ইউনুস ইবন উবায়দ, শু'বা এবং হাম্মাদ ইবন যায়দ (র) তাঁর কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

২২১৯- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ بَيَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَنَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَمْرَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ قَوْمًا إِلَى الطَّعَامِ فَلَمَّا أَكَلُوا وَخَرَحُوا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنْطَلِقًا قَبْلَ بَيْتِ عَائِشَةَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ جَالِسَيْنِ فَانصَرَفَ رَاجِعًا، قَامَ الرَّجُلَانِ فَخَرَجَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاهُ) وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ بَيَانَ، وَدَوَّى ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ هَذَا الْحَدِيثُ بِطَوْلِهِ .

৩২১৯. উমর ইবন ইসমাইল ইবন মুজালিদ ইবন সাঈদ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীর বাসর উদযাপন উপলক্ষে আমাকে পাঠালেন। আমি কিছু লোককে খাবার পৌছালাম। খাওয়ার পর তারা বের হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে আইশা (রা)-এর ঘরের দিকে গেলেন। এরপর দেখলেন, দু'জন লোক বসে আছে। তিনি আবার ফিরে গেলেন। তখন এই দু'জন উঠে দাঁড়াল এবং বের হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاهُ)

হে মু'মিনগণ, তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা আহাৰ্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবী গৃহে প্রবেশ করবে না (সূরা আহযাব ৩৩ : ৫৩)।

হাদীছটিতে আরো ঘটনা আছে।

বায়ান (র)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব। ছাবিত (র) এই হাদীছটিকে আনাস (রা) থেকে আরো দীর্ঘ আকারে বর্ণনা করেছেন।

৩২২০- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمَّرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الَّذِي كَانَ أَرَى النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بِشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَمْنَيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَآبِي حُمَيْدٍ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَاللَّهِ وَآبِي سَعِيدٍ وَزَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ، وَيُقَالُ حَارِثَةُ وَبُرَيْدَةُ.

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩২২০. ইসহাক ইব্ন মুসা আনসারী (র)... আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। আমরা তখন সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর মজলিসে ছিলাম। এমন সময় বশীর ইব্ন সা'দ (রা) তাঁকে বললেন : আল্লাহ তা'আলা আমাদের আপনার উপর সালাত পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। কি পদ্ধতিতে আমরা সালাত পাঠ করব?

রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ করে রইলেন। আমাদের মনে হচ্ছিল তাঁকে যদি এই প্রশ্ন না করা হত। পরে তিনি বললেন : তোমরা বলবে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

আর সালাম তো ঐরূপ যেমন তোমাদের শিখানো হয়েছে।

এই বিষয়ে আলী, আবু হুমায়দ, কা'ব ইব্ন উজরা, তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ, আবু সাঈদ, যায়দ ইব্ন খারিজা — ইনি ইব্ন হারিছা বলেও কথিত, বুয়ায়দা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩২২১- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَخِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ رَجُلًا حَيًّا سِتِيرًا مَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتَحْيَاءٍ مِنْهُ فَإِذَا هُ مِنْ إِذَا هُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ : مَا يَسْتَتِرُ هَذَا السِتْرَ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ، إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا اِدْرَةٌ وَإِمَّا آفَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَهُ مِمَّا قَالُوا ، وَإِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَلَا يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى حَجَرٍ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ فَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُولُ : ثَوْبِي حَجَرٌ ثَوْبِي حَجَرٌ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ النَّاسِ خَلْقًا وَأَبْرَأَهُ مِمَّا كَانُوا يَقُولُونَ ، قَالَ : وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ وَلَبِسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ، فَوَاللَّهِ إِنْ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ عَصَاهُ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا. فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَنْوَأَ مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا).

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩২২১. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : মুসা (আলাইহিস সালাম) ছিলেন অত্যন্ত লজ্জাশীল; তিনি খুবই আবৃত অবস্থায় থাকতেন। লজ্জার কারণে তাঁর শরীরের কোন অংশ দৃষ্ট হত না। এই নিয়ে বানু ইসরাঈলের কিছু লোক তাঁকে কষ্ট দেয়। তারা বলাবলি করে যে, শরীরের কোন দোষের কারণেই তিনি নিজেকে এত ঢেকে রাখেন। হয়ত তাঁর শ্বেতকুষ্ঠ আছে, নয়ত একশিরা বা অন্য কোন রোগ আছে।

আল্লাহ তা'আলা তাদের এই অভিযোগ থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চাইলেন। মুসা (আলাইহিস সালাম) নির্জন একস্থানে একাকী (গোসলের উদ্দেশ্যে) গেলেন। একটি পাথরের উপর তাঁর কাপড় খুলে রেখে গোসল করলেন। গোসল শেষে কাপড় নেয়ার জন্য সেদিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু পাথরটি তাঁর কাপড়-চোপড় নিয়ে দ্রুত ছুটে যেতে লাগল। মুসা (আ) তখন তাঁর লাঠি নিয়ে পাথরের পিছনে ছুটলেন এবং বলতে লাগলেন : হে পাথর, আমার কাপড়! হে পাথর, আমার কাপড়! অবশেষে বানু ইসরাঈলের এক সমাবেশে গিয়ে পৌঁছলেন। তখন তারা তাঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় লোকদের মধ্যে সুন্দরতম গঠনের এবং তারা যা বলত তা থেকে দোষমুক্ত দেখতে পেল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পাথরটি থেমে গেল; তিনি তাঁর কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন এবং লাঠি দিয়ে পাথরকে আঘাত করতে লাগলেন। আল্লাহর কসম, পাথরটিতে তাঁর লাঠির আঘাতের তিনটি বা চারটি বা পাঁচটি দাগ পড়ে যায়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَنْوَأَ مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا).

হে মু'মিনগণ, মূসাকে যারা পীড়া দিয়েছে তোমরা তাদের মত হয়ো না। তারা যে রটনা করেছিল আল্লাহ তা'আলা তা থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন। আল্লাহর নিকট তিনি মর্যাদাবান ছিলেন (সূরা আহযাব ৩৩ : ৬৯)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবু হুরায়রা (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

بَابُ وَ مِنْ سُورَةِ سَبَا

অনুচ্ছেদ : সূরা সাবা

৩২২২- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْجَكِيمِ النُّخَعِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَبْرَةَ النُّخَعِيُّ عَنْ فَرَوَةَ بْنِ مُسَيْكَ الْمُرَادِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقَاتِلُ مَنْ أَدْبَرَ مِنْ قَوْمِي بِمَنْ أَقْبَلَ مِنْهُمْ؟ فَأَذِنَ لِي فِي قِتَالِهِمْ وَأَمَرَنِي، فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ سَأَلَ عَنِّي مَا فَعَلَ الْغُطَيْفِيُّ؟ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدْ سِرْتُ، قَالَ : فَأَرْسَلْ فِي أَثَرِي فَرَدَّنِي مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ أَدْعُ الْقَوْمَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَأَقْبَلَ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُسَلِّمْ فَلَا تَعْجَلْ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ فِي نَفَرٍ حَتَّى أَحْدَثَ إِلَيْكَ، قَالَ : وَأُنْزِلَ فِي سَبَاءٍ مَا أُنْزِلَ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا سَبَأٌ أَرْضٌ أَوْ امْرَأَةٌ؟ قَالَ : لَيْسَ بِأَرْضٍ وَلَا امْرَأَةٍ، وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةَ مِنَ الْعَرَبِ فَتَيَّامَنَ مِنْهُمْ سِتَّةً، وَتَشَاعَمَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةً. فَأَمَّا الَّذِينَ تَشَاعَمُوا فَلَخْمٌ وَجَذَامٌ وَغَسَّانٌ، وَعَامِلَةٌ، وَأَمَّا الَّذِينَ تَيَّامَنُوا : فَالْأَزْدُ، وَالْأَشْعَرِيُّونَ، وَحِمِيرٌ، وَمَذْحِجٌ، وَإِنْمَارٌ، وَكِنْدَةٌ. فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِنْمَارٌ؟ قَالَ : الَّذِينَ مِنْهُمْ خَنَعٌ وَبَجِيلَةٌ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

৩২২২. আবু কুরায়ব ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... ফারওয়া ইবন মুসায়ক মুরাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে আমি এসে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল, আমার সম্প্রদায়ের যারা ইসলামের দিকে অগ্রসর হবে তাদের নিয়ে, যারা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব কি?

তিনি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অনুমতি দিলেন এবং আমাকে এর আমীর নিযুক্ত করলেন। আমি তাঁর দরবার থেকে বের হয়ে আসলে তিনি আমার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে বললেন : গুতায়ফী লোকটি কোথায়?

তাঁকে অবহিত করা হল যে, আমি রওয়ানা হয়ে গেছি। তিনি আমাকে ফিরিয়ে আনতে আমার পেছন পেছন লোক পাঠালেন, আমি এলাম। তিনি তখন সাহাবীদের এক দলের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন : তোমার কণ্ঠকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। তাদের মাঝে যে ইসলাম গ্রহণ করবে তুমি

তার ইসলাম গ্রহণ করা মেনে নিবে। আর যে ইসলাম গ্রহণ করবে না তার সম্পর্কে আমার নতুন কোন নির্দেশ তোমার কাছে না পৌছা পর্যন্ত তুমি সে বিষয়ে কোন তাড়াহুড়ো করবে না।

ফারওয়া (রা) বলেন : সাবা সম্পর্কে যা নাযিল হওয়ার নাযিল হলে এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাবা কি, একি কোন ভূ-অঞ্চলের নাম না কোন মহিলার নাম?

তিনি বললেন : ভূমিও নয়, মহিলাও নয়। সেছিল এক ব্যক্তি তার ঔরসে দশজন আরব সন্তান জন্ম হয়। এদের মাঝে ছয়জন ইয়ামনে এবং চারজন শামে অধিবাস গ্রহণ করে। শামে যারা অধিবাস গ্রহণ করে তারা হল লাখম, জুযাম, গাসসান ও আমিলা। আর যারা ইয়ামনে অধিবাস গ্রহণ করে তারা হল আয্দ, আশআরী, হিমযার, কিনদা, মাযহিজ ও আনমার।

এক ব্যক্তি বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আনমার কারা?

তিনি বললেন : যাদের থেকে খাছআম ও বাজীলা গোত্রের উদ্ভব হয়েছে তারা।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

৩২২২- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قَضَى اللَّهُ فِي السَّمَاءِ أَمْرًا ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهَا سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، قَالَ وَالشَّيَاطِينُ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩২২৩. ইবন আবু উমর (র)... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আসমানে যখন কোন বিষয়ের ফয়সালা করেন তখন ফিরিশ্তারা আল্লাহ তা'আলার বাণীর সামনে বিনয়াবনত হয়ে তাদের পাখনাসমূহ ছড়িয়ে দেন। বাণীসমূহ যেন সাফওয়ান পাথরে জিজির পড়ার মত গুঞ্জরিত হয়। পরে তাদের হৃদয় থেকে ভয় কেটে গেলে তারা পরস্পর বলাবলি করেন, তোমাদের রব কি ইরশাদ করেছেন?

তারা বলেন : তিনি সত্য বলেছেন, তিনিই তো সমুন্নত এবং সুমহান।

নবী ﷺ বলেন : শয়তান জিনরা তখন একজনের উপর আরেকজন উঠে (চুরি করে আলোচনা শোনার জন্য ঘাপটি মেরে) বসে থাকে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩২২৪- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ لِمِثْلِ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالُوا كُنَّا نَقُولُ : يَمُوتُ عَظِيمٌ أَوْ يُولَدُ

عَظِيمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِنَّهُ لَا يُرْمَى بِهِ لَمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ لَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ السَّبَّحُ إِلَى هَذِهِ السَّمَاءِ ثُمَّ سَأَلَ أَهْلُ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ أَهْلَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالَ فَيُخْبِرُونَهُمْ ثُمَّ يَسْتَخْبِرُ أَهْلُ كُلِّ سَمَاءٍ حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبْرُ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَيَخْتَطِفُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَيَرْمُونَ فَيَقْذِفُونَهَا إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ، وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَ وَيَزِيدُونَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

৩২২৪. নাসর ইবন আলী জাহযামী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ তাঁর কয়েকজন সাহাবী নিয়ে বসা ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটি নক্ষত্র ছিটকে পড়ল। এতে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে উঠল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : জাহিলী যুগে যখন এমন হতে দেখতে তখন তোমরা কি বলতে?

তারা বললেন : আমরা বলতাম, বিরাট কোন ব্যক্তি মারা যাবেন কিংবা বিরাট কেউ জন্ম গ্রহণ করবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কারো মৃত্যুতে কিংবা কারো জন্মগ্রহণে নক্ষত্র ছুঁড়ে মারা হয় না। বস্তুত বিষয় হল বরকতময় নাম সম্পন্ন আমাদের মহান প্রভু যখন কিছু ফায়সালা দেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন। এরপর তাদের নিকটস্থ আসমানের ফেরেশতাগণ তাসবীহ পাঠ করেন। এরপর তাদের নিকটস্থ যারা তারা তাসবীহ পাঠ করেন। এই ভাবে এই আসমানে এসে তা শেষ হয় তারপর ষষ্ঠ আসমানের ফেরেশতাগণ সপ্তম আসমানবাসীদের জিজ্ঞাসা করেন : আপনাদের রব কি বলেছেন?

তাঁরা তাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। এইভাবে প্রত্যেক আসমানবাসীগণ তাদের নিকটস্থ আসমানবাসীগণের নিকট জিজ্ঞাসা করে এই বিষয়ে অবহিত হন। শেষে দুনিয়ার এই আসমানে এসে ঐ খবর পৌঁছে। শয়তানরা সে খবর চুরি করে শোনার তৎপরতা চালায়। তখন তাদের বিরুদ্ধে উল্কা পিণ্ড ছুঁড়ে মারা হয় তারা তা তাদের বন্ধুদের (জ্যোতিষী, যাদুকর ইত্যাদি) কাছে দ্রুত নিক্ষেপ করে। এর ঠিক ঠিক যা নিয়ে আসতে পারে তা হয় সত্য। কিন্তু এর সাথে তারা বিকৃতি ঘটায় এবং অনেক কিছু (নিজেদের থেকে) বাড়িয়ে দেয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই হাদীছটি যুহরী (র) থেকে আলী ইবন হুসায়ন-ইবন আব্বাস — কতিপয় আনসারী সাহাবী (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেন : আমরা নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম। অতঃপর উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الْمَلَايِكَةِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আল-মালাইকা

৩২২৫- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَّازٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ يُحَدِّثُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كِنْدَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ) قَالَ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

৩২২৫. আবু মূসা মুহাম্মাদ ইবন মুছান্না ও মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন :

(ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ) . তারপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মাঝে তাদের যাদের আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের তো কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। (সূরা ফাতির ৩৫ : ৩২)

এরা সকলেই (এই উম্মতভুক্ত হওয়ার বিষয়ে) এক মর্যাদার এবং এরা সকলেই জান্নাতী।

এই হাদীছটি গারীব।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ يُسَٰ

অনুচ্ছেদ : সূরা ইয়াসীন

৩২২৬- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ . حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَتْ بَنُو سَلَمَةَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ فَأَرَادُوا النُّقْلَةَ إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدُمُوا وَأَثَارَهُمْ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ أَثَارَكُمْ تَكْتُبُ فَلَمْ يَنْتَقِلُوا . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ وَأَبُو سُفْيَانَ هُوَ طَرِيفُ السَّعْدِيِّ .

৩২২৬. মুহাম্মাদ ইবন ওয়াযীর ওয়াসিতী (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আনসারী গোত্র) বানু সালিমা মদীনার এক কিনারে বসবাস করত। তারা মসজিদে নববীর কাছে চলে আসার ইচ্ছা করে। তখন এই আয়াত নাযিল হয় : (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدُمُوا وَأَثَارَهُمْ)

আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে আর তাদের পদচিহ্ন সমূহ ... (সূরা ইয়াসীন ৩৬ : ১২)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন : তোমাদের পদচিহ্ন সমূহও লিখা হয়। সুতরাং তোমরা স্থানান্তরিত হয়ো না।

ছাওরী (র)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব।

রাবী আবু সুফইয়ান (র) হলেন তারীফ সাঈদী।

২২২৭- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَتَدْرِي يَا أَبَا ذَرٍّ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ؟ قَالَ : قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا اطْلَعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا، قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ (ذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا) قَالَ : وَذَلِكَ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩২২৭. হানাদ (র)... আবু যারর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্যাস্তের সময় আমি একদিন মসজিদে প্রবেশ করলাম। নবী ﷺ সেখানে বসা ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন : হে আবু যারর, তুমি কি জান এই সূর্য কোথায় যায়?

আমি বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন।

তিনি বললেন : সে যায় এবং সিজদায় সে (পরওয়ারদিগারের) অনুমতি প্রার্থনা করে। তাকে অনুমতি প্রদান করা হয় এবং যেন বলা হয়, যেখান থেকে এসেছে সেখান থেকেই তুমি উদিত হও। অনন্তর (শেষে সে কিয়ামতের আগে) পশ্চিম থেকে উদিত হবে। (আর সে দিনই কিয়ামত হয়ে যাবে)

এরপর তিনি পাঠ করলেন : (ذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا) আর এ হল তার নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থল।

রাবী বলেন : এ হল আবদুল্লাহ (রা)-এর কিরাতাত বা পাঠ।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ وَ مِنْ سُورَةِ الصَّافَّاتِ

অনুচ্ছেদ : সূরা সাফফাত

২২২৮- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ دَاعٍ دَعَا إِلَى شَيْءٍ إِلَّا كَانَ مَوْقُوفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا زِمَابِهِ لَا يُفَارِقُهُ، وَإِنْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلًا ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَ اللَّهِ (وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ).

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩২২৮. আহমদ ইবন আবদা যাব্বী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কোন আহবানকারী কাউকে কোন বিষয়ের দিকে আহবান করে তবে কিয়ামতের দিন সে তার জন্য থেমে থাকবে এবং তা তাকেই জড়িয়ে থাকবে তার থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না। যদিও একব্যক্তি মাত্র এক ব্যক্তিকেই আহবান করে থাকে। এরপর তিনি পাঠ করলেন মহান আল্লাহর এই বাণী : (وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَاتَتَّصِرُونَ) .

তারপর এদের থামাও, কারণ এদের প্রশ্ন করা হবে; তোমাদের কী হল যে একে অপরের সাহায্য করছ না? (সূরা সাফ্যাত ৩৭ : ২৪-২৫)।

হাদীছটি গারীব।

৩২২৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي بِنٍ كَعْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) قَالَ عَشْرُونَ أَلْفًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩২২৯. আলী ইবন হুজর (র)... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

(وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ)

তাকে (ইউনুস আ.) আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম (সাফ্যাত ৩৭ : ১৪৭)। আয়াতটি সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন : এরা ছিল (এক লক্ষ) বিশ হাজার।

হাদীছটি গারীব।

৩২৩০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عَثْمَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بِشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِ اللَّهِ : (وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ) قَالَ حَامٌ وَسَامٌ وَيَافِثُ كَذَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : يُقَالُ يَافِثٌ وَيَافِثُ بِالتَّاءِ وَالتَّاءِ، وَيُقَالُ يَفِثٌ .

قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ بِشِيرٍ .

৩২৩০. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র)... সামুরা (রা) সূত্রে বর্ণিত। (وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ)

তার (নূহের) বংশধরদেরই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ পরম্পরায় (সূরা সাফ্যাত ৩৭ : ৭৭)। আয়াতটি সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন : এরা ছিল হাম, সাম ও ইয়াফিছ।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইয়াফিছ (.... সহযোগে) এবং ইয়াফিত (.... সহযোগে) ও কথিত আছে। ইয়াফাছও বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব। সাঈদ ইবন বাশীর (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

৩২৩১- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعُقَدِيُّ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : سَامٌ أَبُو الْعَرَبِ ، وَحَامٌ أَبُو الْحَبَشِ ، وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ .

৩২৩১. বিশর ইবন মুআয আকাদী (র)... সামুরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সাম হলেন আরবের পূর্বপুরুষ। হাম হলেন হাবশীদের পূর্বপুরুষ আর ইয়াফিছ হলেন রোমকদের পূর্বপুরুষ।

بَابُ وَ مِنْ سُورَةِ ص

অনুচ্ছেদ : সূরা সা'দ

৩২৩২- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ . قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى قَالَ : عَبْدُ هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَضَ أَبُو طَالِبٍ فَجَاءَتْهُ قُرَيْشٌ وَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، وَعِنْدَ أَبِي طَالِبٍ مَجْلِسُ رَجُلٍ فَقَامَ أَبُو جَهْلٍ كَى يَمْنَعُهُ، وَشَكَوَهُ إِلَى أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي مَا تُرِيدُ مِنْ قَوْمِكَ؟ قَالَ : إِنِّي أُرِيدُ مِنْهُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْعَجْمُ الْجَزِيَّةَ ، قَالَ : كَلِمَةً وَاحِدَةً؟ قَالَ : كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ : يَا عَمَّ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالُوا (إِلَٰهَا وَاحِدًا مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ) قَالَ فَتَنَزَّلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ : (ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ) إِلَى قَوْلِهِ : (مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ).

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩২৩২. মাহমুদ ইবন গায়লান ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালিব অসুস্থ হয়ে পড়লে কুরায়শরা (দলপতিরা) তাকে দেখতে আসে। নবী ﷺ ও তার কাছে আসলেন। আবু তালিবের কাছে একজন লোক বসতে পারে মাত্র ততটুকু জায়গা ছিল। আবু জাহল নবীজীকে সেখানে বসতে বাধা দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। কুরায়শরা আবু তালিবের কাছে নবীজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। আবু তালিব তখন তাঁকে বলল : হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি তোমার কওম থেকে চাচ্ছ কি?

নবীজী ﷺ বললেন : আমি তো তাদের কাছ থেকে এমন একটা কথার স্বীকৃতি চাই যে এদ্বারা সমস্ত আরব তাদের অনুগত হয়ে পড়বে আর সব অনারব তাদের জিযিয়া দিবে।

আবু তালিব বলল : মাত্র একটা কথা।

নবীজী বললেন : হ্যাঁ, মাত্র একটা কথা। হে চাচা, আপনারা বলুন, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

কুরায়শীরা বলল : একজন মাত্র ইলাহ! আগের মিল্লাত সমূহেও তো এমন কথা আমরা শুনি নি। এতো মনগড়া কথা বৈ কিছুই নয়।

রাবী বলেন, এদের বিষয়েই কুরআন মজীদে নাখিল হয় :

(إِلَهًا وَاحِدًا مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ)

সুতরাং কসম উপদেশ পূর্ণ কুরআনের (আপনি অবশ্যই সত্য নবী) কিন্তু কাফিরগণ ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে। এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি; তখন তারা আতঁ চিৎকার করেছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না। এরা বিষয়বোধ করে যে, তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকেই একজন সত্যকরকারী এসেছে। কাফিররা বলে : এ তো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি বহু ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ বানিয়ে নিচ্ছে? এ তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! তাদের প্রধানরা এই বলে সরে পড়ে : তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাদের উপাসনায় তোমরা অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এই বিষয়টি উদ্দেশ্যমূলক। আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনি নি। এ তো মনগড়া উক্তি মাত্র। (সূরা সা'দ ৩৮ : ১-৭)।

হাদীছটি হাসান-সহীহ।

২২২২- حَدَّثَنَا سَامَةُ بْنُ شَيْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ أَحْسَنُهُ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ : هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قَالَ قُلْتُ لَا ، قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفِي حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْ أَوْ قَالَ فِي نَحْرِي، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ فِي الْكُفَّارَاتِ وَالْكُفَّارَاتِ الْمُكْتَفِي فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ ، وَالْمَشْيِ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَأَقْبِضْ بِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَقْتُونٍ ، قَالَ : وَالدرَجَاتُ انْشَاءَ السَّلَامِ وَاطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ ذَكَرُوا بَيْنَ أَبِي قِلَابَةَ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلًا ، وَقَدْ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ أَبِي

قِلَابَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْجَلَّاجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

৩২৩৩. সালামা ইব্ন শাবীব ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একদা রাতে সুমহান ও বরকতময় আমার রব আমার কাছে সুন্দরতম রূপে এসেছিলেন। (রাবী বলেন : যতদূর মনে পড়ে নবীজী ﷺ 'স্বপ্নে' কথাটি বলেছিলেন।) তিনি বললেন : হে মুহাম্মদ! আপনি কি জানেন, কি নিয়ে মালা-এ-আ'লা (সর্বোচ্চ ফেরেশতা পরিষদ)-এ বিতর্ক হচ্ছে?

আমি বললাম : না।

নবীজী বলেন : তখন তিনি আমার কাঁধের মাঝে তার কুদরতী হাত রাখলেন। এমনকি এর স্নিগ্ধতা আমি আমার বুকেও অনুভব করলাম। এতে আসমান ও যমীনের যা কিছু আছে সব আমি জানতে পারলাম।

তিনি বললেন : হে মুহাম্মদ! আপনি কি জানেন, কি নিয়ে মালা-এ-আ'লায় আলোচনা হচ্ছে?

আমি বললাম : হ্যাঁ, গুনাহের কাফ্ফারা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। সালাতের পর মসজিদে অবস্থান করাও কাফ্ফারা, জামাআতে পায়ে হেঁটে যাওয়া, কষ্টের সময় পরিপূর্ণভাবে উযু করাও কাফ্ফারা। যে ব্যক্তি এই কাজ করবে তার জীবন হবে কল্যাণময়, আর মৃত্যুও হবে কল্যাণময়। যেই দিন তাঁর মা তাকে ভূমিষ্ঠ করলেন গুনাহর ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থা হবে সেই দিনের মত।

আমার রব বললেন : হে মুহাম্মদ! সালাত শেষে বলবেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ

হে আল্লাহ! আপনার কাছে আমি যাক্ষা করি ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ পরিত্যাগের, দরিদ্রদের প্রতি ভালবাসা পোষণের তওফীক। আপনি যখন বান্দাদের বিষয়ে ফেতনা মুসীবতের ইরাদা করবেন তখন আমাকে যেন ফেতনা মুক্ত অবস্থায় উঠিয়ে নেন।

নবী ﷺ বলেন : (মালা-এ-আ'লায় আরো আলোচনা হচ্ছে) উচ্চ মর্যাদা লাভের বিষয়ে। তা হল, সালামের প্রসার সাধন, আহার প্রদান এবং লোকেরা যখন নিদ্রাভিভূত তখন রাতের নফল সালাতে (তাহাজ্জুদে) নিমগ্ন হওয়া।

রাবীগণ এই হাদীছটির সনদে আবু কিলাবা ও ইবন আব্বাস (রা)-এর মাঝে আরেক ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন। কাতাদা (র) এটিকে আবু কিলাবা-খালিদ ইবন লাজলাজ-ইবন আব্বাস (রা) সনদে রিওয়ায়ত করেছেন।

৩২৩৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْجَلَّاجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ، قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ رَبِّي لَا أَدْرِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، قَالَ يَا مُحَمَّدُ، فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ : فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ فِي الدَّرَجَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ، وَفِي نَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُمَاتِ، وَإِنْ تَخَلَّاهُ الصَّلَاةُ

بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَمَنْ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِطَوِيلٍ وَقَالَ : إِنِّي نَعَسْتُ فَاسْتَتَقَلْتُ يَوْمًا فَرَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ ، فَقَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى .

৩২৩৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমার রব আমার কাছে আবির্ভূত হলেন সুন্দরতম সুরতে। বললেন : হে মুহাম্মদ! আমি বললাম : প্রভু আমি হাজির, হে কল্যাণের প্রতিভূ, আমি হাজির।

তিনি বললেন : মালা-এ-আ'লায় কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে?

আমি বললাম : হে আমার রব, আমি তো জানি না।

তিনি আমার কাঁধের দুই হাড়ির মাঝে তাঁর কুদরতী হাত রাখলেন। এমনকি এর স্নিগ্ধতা আমি আমার বুকে অনুভব করলাম। পূর্ব-পশ্চিমের যা কিছু আছে এতে আমি তা জানতে পারলাম।

তিনি বললেন : হে মুহাম্মদ!

আমি বললাম : বান্দা হাজির, হে কল্যাণের প্রতিভূ, আমি হাজির।

তিনি বললেন : কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে মালা-এ-আ'লায়?

আমি বললাম : উচ্চ মর্যাদা লাভ ও গুনাহের কাফ্ফারাসমূহের বিষয়ে। আর জামাআতের দিকে পায়ে হেঁটে যাওয়া, কষ্টের সময়েও পরিপূর্ণভাবে উযু করা, এক সালাতের পর আরেক সালাতের জন্য অপেক্ষা করার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। যে ব্যক্তি এগুলোর হিফাজত করবে, তাতে অবিচল থাকবে জীবন হবে তার কল্যাণময় আর মৃত্যুও হবে তার কল্যাণময়। আর মাতৃ উদর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মত গুনাহ থেকে সে পবিত্র হয়ে যাবে।

এই সূত্রে হাদীছটি হাসান-গারীব।

মুআয ইব্ন জাবাল (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এটি আরো বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। নবী ﷺ বলেন, আমি তন্দ্রালু ছিলাম। অনন্তর গভীর নিদ্রাভিভূত হয়ে গেলাম আমার রবকে দেখলাম সুন্দরতম সুরতে। তিনি বললেন : মালা-এ-আ'লায় কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে?

২২২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو هَانِيٍّ الْيَشْكُرِيُّ، حَدَّثَنَا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَحْمَرَ السُّكْسَكِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أُحْتَبِسَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى كِدْنَا نَتَرَأَى عَيْنَ الشَّمْسِ، فَخَرَجَ سَرِيعًا فَتَوَبَّ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ قَالَ لَنَا عَلَ مَصَافِكُمْ كَمَا أَنْتُمْ ثُمَّ أَنْفَتَلَ إِلَيْنَا ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمْ الْغَدَاةَ : إِنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قَدَّرَ لِي فَتَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي حَتَّى اسْتَنْتَقَلْتُ ، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ، قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ لَا أَدْرِي، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ فَرَأَيْتَهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْ حَتَّى وَجَدَتْ بُرْدَ أَنْامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيِي، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ ، قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ، قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ : فِي الْكُفَّارَاتِ، قَالَ مَا هُنَّ؟ قُلْتُ : مَشَى الْأَقْدَامَ إِلَى الْحَسَنَاتِ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ حِينَ الْكُرْبِيَّاتِ، قَالَ فِيمَ قُلْتُ : أَطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلَيْنُ الْكَلَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ، قَالَ سَلِّ، قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
إِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ : هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْجَلَّاجِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِشٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ. هَكَذَا ذَكَرَ الْوَلِيدُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَرَوَى بِشْرُ بْنُ بَكْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْأَسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَهَذَا أَصَحُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِشٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ .

৩২৩৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ভোরে নবী ﷺ ফজরের সালাতে আসতে দেরী করলেন। এমনকি আমরা প্রায় সূর্য উঠে যাচ্ছে বলে প্রত্যক্ষ করছিলাম। এমন সময় তিনি দ্রুত বেরিয়ে আসলেন। সালাতের ইকামত দেওয়া হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সংক্ষিপ্তভাবে সালাত আদায় করলেন। সালাম শেষে তিনি উচ্চৈশ্বরে ডাকলেন। আমাদের বললেন : যেভাবে তোমরা আছ সেভাবেই তোমাদের কাতারে বসে থাক। এরপর তিনি আমাদের দিকে ফিরলেন। বললেন : আজ ভোরে তোমাদের কাছে (যথাসময়ে বের হয়ে) আসতে আমাকে কিসে বিরত রেখেছিল সে বিষয়ে আমি তোমাদের বলছি। আমি রাতেই উঠেছিলাম। উযু করে যা আমার তাকদীরে ছিল সে পরিমাণ (তাহাজ্জুদের)

সালাত আদায় করলাম। আমি সালাতে তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লাম। ঘুম ভারী হয়ে এল। হঠাৎ দেখি, মহান আল্লাহ তা'আলা সুন্দরতম রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি বললেন : হে মুহাম্মদ!

আমি বললাম : প্রভু আমার, বান্দা হাযির।

তিনি বললেন : মালা-এ-আ'লায় কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে?

আমি বললাম : হে আমার রব, আমি তো জানি না।

আল্লাহ তা'আলা তিন বার উল্লেখিত উক্তি করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি দেখলাম তিনি আমার কাঁধের দুই হাড়ির মাঝে তাঁর হাত রাখলেন। আমার বুকে তাঁর অঙ্গুলীসমূহের শীতল ছোয়া আমি অনুভব করলাম। এতে প্রতিটি বস্তু আমার সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠল। সব আমি চিনে নিলাম। তিনি বললেন : হে মুহাম্মদ!

আমি বললাম : হে রব, বান্দা হাযির।

তিনি বললেন : মালা-এ-আ'লায় কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে?

আমি বললাম : গুনাহের কাফ্ফারা নিয়ে।

তিনি বললেন : সেগুলো কি?

আমি বললাম : জামাআতের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে যাওয়া, সালাতের পরও মসজিদে অবস্থান করা, কষ্টের সময়ও পরিপূর্ণভাবে উযু করা।

তিনি বললেন : এরপর কি বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে?

আমি বললাম : খাদ্য দান, নরম কথা, মানুষ যখন নিদ্রামগ্ন তখন রাতে সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করা।

তিনি বললেন : আমার কাছে চাও।

আমি বললাম : হে আল্লাহ! আমি যাগ্গা করি কল্যাণকর কাজের। মন্দ কাজ পরিত্যাগ করার। মিসকীনদের প্রতি ভালবাসা; মাফ করে দিন আমাকে, রহম করুন আমার উপর। কোন সম্প্রদায়ের উপর যখন ফিতনা-মুসীবতের ইরাদা করেন তখন আমাকে আপনি ফিতনামুক্ত অবস্থায় মৃত্যু দিন। আমি চাই আপনার প্রতি ভালবাসা। আপনাকে যারা ভালবাসেন তাদের ভালবাসা এবং যে সব আমল আমাকে আপনার নিকট করবে সেসব আমলের ভালবাসা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন : এ বিষয়টি সত্য তোমরা এটি পড় এবং তা শিখে নাও।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী (র)-কে এই হাদীছটি সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন : এটি সাহীহ। এটি ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম-আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন জাবির-খালিদ ইব্ন লাজলাজ-আবদুর রহমান ইব্ন আয়শ হাযরামী (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি থেকে অধিকতর সাহীহ। শেষোক্ত সনদটি মাহফুজ বা সংরক্ষিত নয়। ওয়ালীদ (র) তার রিওয়াযাত আবদুর রহমান ইব্ন আয়শ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান (র) বলেন : আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি ...।

বিশর ইব্ন বকর (র) ও এই হাদীছটি আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন জাবির (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে আছে আবদুর রহমান ইব্ন আয়শ — নবী ﷺ থেকে ...। (এতে 'আমি শুনেছি' কথার উল্লেখ নেই।) এটি তুলনামূলকভাবে সাহীহ। আবদুর রহমান ইব্ন আয়শ (র) সরাসরি নবী ﷺ থেকে কিছু শোনেন নি।

بَابُ وَ مِنْ سُورَةِ الزُّمَرِ

অনুচ্ছেদ : সূরা যুমার

৩২৩৬- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) قَالَ الزُّبَيْرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكْرَرُ عَلَيْنَا الْخُصُومَةُ بَعْدَ الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا فِي الدُّنْيَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنَّ الْأَمْرَ إِذَا لَشَدِيدٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩২৩৬. ইবন আবু উমর (র)... আবদুল্লাহ ইবন যুবার-এর পিতা যুবার (রা) থেকে বর্ণিত যে :

(ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ)

এরপর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করবে। (যুমার ৩৯ : ৩১) আয়াতটি নাযিল হলে যুবার (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! দুনিয়াতে আমাদের পরস্পর বাক-বিতণ্ডা হওয়ার পরও (আল্লাহর সমক্ষে আখিরাতেও) এর পুনরাবৃত্তি হবে কি?

তিনি বললেন : হ্যাঁ।

যুবার (রা) বললেন : তা হলে তখন তো বিষয়টি খুবই কঠিন হবে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩২৩৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ (يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا) وَلَا يُبَالِي . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ .

৩২৩৭. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই আয়াতটি পাঠ করতে শুনেছি :

(يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا)

জানিয়ে দিন, হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে। আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ তো সমুদয় পাপ মাফ করে দিবেন (যুমার ৩৯ : ৫৩)। আর তিনি তো কারো পরওয়া করেন না।

হাদীছটি হাসান-গারীব। ছাবিত-শাহর ইবন হাওশাব (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

৩২২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مَنصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ يَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَى أَصْبَعٍ وَالْأَرْضَيْنِ عَلَى أَصْبَعٍ وَالْجِبَالِ عَلَى أَصْبَعٍ، وَالْخَلَائِقَ عَلَى أَصْبَعٍ ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ ! قَالَ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، قَالَ : (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩২৩৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। একবার জনৈক ইয়াহুদী নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল : হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তা'আলা তো এক অঙ্গুলীতে সব আসমান, এক অঙ্গুলীতে সব পাহাড়, এক অঙ্গুলীতে সব যমীন এবং এক অঙ্গুলীতে সব সৃষ্টি ধারণ করে বলছেন, আমিই অধিপতি।

আবদুল্লাহ (রা) বলেন : নবী ﷺ তা শুনে হাসলেন এমন কি তাঁর পার্শ্ব দাঁতগুলো পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে গেল। পরে তিনি বললেন : (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) .

এরা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা প্রদর্শন করে না (যুমার ৩৯ : ৬৭)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩২৩৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ تَعَجُّبًا وَتَصَدِيقًا .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩২৩৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ইয়াহুদীটির কথা শুনে) নবী ﷺ বিস্মিত হয়ে এর সমর্থনে হাসলেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩২৪০- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ يَهُودِيُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : يَا يَهُودِيُّ حَدَّثْنَا، فَقَالَ : كَيْفَ تَقُولُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِذَا وَضَعَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ عَلَى ذِهِ وَالْأَرْضَ عَلَى ذِهِ ، وَالْمَاءَ ذِهِ ، وَالْجِبَالَ عَلَى ذِهِ ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى ذِهِ ، وَأَشَارَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ بِخِنْصَرِهِ أَوَّلًا ، ثُمَّ تَابَعَ حَتَّى بَلَغَ الْإِبْهَامَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ)

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ (مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ) إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَأَبُو كُدَيْتَةَ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ قَالَ : رَأَيْتُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصُّلْتِ.

৩২৪০. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী নবী সিঁড়ি -এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি ইয়াহুদীটিকে বললেন : হে ইয়াহুদী, তোমাদের কথা বল। সে বলল : হে আবুল কাসিম, যেদিন আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহ রাখবেন এতে, যমীনসমূহ রাখবেন এতে, পানি এতে, পাহাড় এতে, আর সব সৃষ্টি রাখবেন এতে সে বিষয়ে আপনি কি বলেন? রাবী আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনুস সালত 'এতে' বলে প্রথমবার কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর দিকে ইশারা করেন এবং ক্রমে বৃদ্ধাঙ্গুলী পর্যন্ত যেয়ে পৌঁছান।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ)

এরা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা প্রদর্শন করে না (যুমার ৩৯ : ৬৭)।

হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আবু কুদায়না (র)-এর নাম ইয়াহুইয়া ইব্ন মুহাল্লাব। মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র)-কে এই হাদীছটি হাসান ইব্ন শুজা'... মুহাম্মদ ইবনুস সালত (র) সূত্রে বর্ণনা করতে দেখেছি।

৩২৪১- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَنبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَدْرِي مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ ؟ قُلْتُ : لَا. قَالَ : أَجَلٌ , وَاللَّهِ مَا تَدْرِي . حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ (وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) قَالَ : قُلْتُ فَأَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ. وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ . قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

৩২৪১. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন : তুমি কি জান, জাহান্নামের প্রশস্ততা কতটুকু?

আমি বললাম : না।

তিনি বললেন : হ্যাঁ ঠিকই, আল্লাহর কসম, তা তুমি জানবে না। আইশা (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সিঁড়ি -কে (وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ)

কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর (আল্লাহর) হাতের মুঠিতে আর আকাশমণ্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতে লেপটানো ... (যুমার ৩৯ : ৬৭)। আয়াতটি প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সিঁড়ি -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল, ঐদিন মানুষ কোথায় অবস্থান করবে?

তিনি বললেন : জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলে।

হাদীছটিতে আরো কাহিনী আছে।

এই সূত্রে হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩২৪২- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَيْفَ أَنْعَمُ وَقَدْ التَّقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَ وَحَنَى جِبْهَتَهُ وَأَصْفَى سَمْعَهُ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْمَرَ أَنْ يَنْفَخَ فَيَنْفَخُ ! قَالَ الْمُسْلِمُونَ : فَكَيْفَ نَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ رَبِّنَا، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ : عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩২৪২. ইবন আবু উমর (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেমন করে আমি স্মৃতি করতে পারি অথচ শিঙ্গা ফুৎকারী (ইসরাফীল) শিঙ্গা মুখে নিয়ে কপাল ঝুকিয়ে উৎকর্ণ হয়ে ফুৎকার প্রদানের নির্দেশের অপেক্ষা করছেন; নির্দেশ পাওয়া মাত্রই যেন ফুৎকার দিয়ে দিতে পারেন।

মুসলিমরা বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা এমতাবস্থায় কি বলব?

তিনি বললেন : তোমরা বল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক! আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করছি।

হাদীছটি হাসান।

৩২৪৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التُّيْمِيُّ عَنْ أَسْلَمَ الْعَجَلِيُّ عَنْ بَشْرِ بْنِ شَعَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ " قَالَ أَعْرَابِيٌّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الصُّورُ؟ قَالَ : قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التُّيْمِيِّ .

৩২৪৩. আহমদ ইবন মানী (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক আরব বেদুঈন বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সূর কি?

তিনি বললেন : শিঙ্গা, এতে ফুৎকার প্রদান করা হবে।

হাদীছটি হাসান। সুলায়মান তায়মী (র)-এর রিওয়ায়ত হিসাবেই কেবল এটি সম্পর্কে আমরা জানি।

৩২৪৪- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ يَهُودِيٌّ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ : لَا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ قَالَ : فَرَفَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَدَهُ

فَصَكَ بِهَا وَجْهَهُ قَالَ : تَقُولُ هَذَا وَفِينَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ) فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا مُوسَى أَخَذَ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرَى أَرْفَعَ رَأْسَهُ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِنْ أَسْتَتْنَى اللَّهَ (١) ؟ ، وَمَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩২৪৪. আবু কুরায়ব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। মদীনার বাজারে (কোন এক প্রসঙ্গে) জনৈক ইয়াহুদী বলল : না, ঐ সত্তার কসম, যিনি মূসা (আ)-কে সব মানুষের মাঝে নির্বাচিত করেছেন তখন জনৈক আনসারী মুসলিম হাত তুলে তার মুখে এক থাপ্পড় মেরে বললেন : আমাদের মাঝে নবী ﷺ রয়েছেন আর তুই এ কথা বলছিস?

রাসূলুল্লাহ ﷺ (এই কথা শুনে) বললেন :

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ)

আর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। তারপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। (সূরা যুমার ৩৯ : ৬৮) আমিই প্রথম আমার মাথা তুলব। মূসাকে দেখব আরশের পায়াগুলোর একটি ধরে আছেন। জানি না, তিনি কি আমার পূর্বে তাঁর মাথা তুলেছেন না যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ব্যত্যয়ী করেছেন তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি বলল, আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তা থেকেও উত্তম সেও তো ঠিক বলল না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩২৪৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ . أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَقَ أَنَّ الْأَعْرُ أبا مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يُنَادِي مُنَادٍ : إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقُمُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشَبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَتَعَمَّوا فَلَا تَبَاسُوا أَبَدًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَلَمْ يَرْفَعَهُ .

৩২৪৫. মাহমুদ ইব্ন গায়লান প্রমুখ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : জনৈক আত্মনাকারী (জান্নাতে) আহ্বান করে বলবে, তোমরা সদা জীবিত থাকবে, মরবে না কখনও। তোমরা

সদা সুস্থ থাকবে, অসুস্থ হবে না কখনও। তোমরা সদা তরুণ থাকবে, বৃদ্ধ হবে না কখনও। তোমরা সদা স্বাচ্ছন্দে থাকবে, অভাবগ্রস্ত হবে না কখনও। এদিকেই রয়েছে আল্লাহর এই বাণীতে ইঙ্গিত :

(وَبَلَدِكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْثَمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

এই তো জান্নাত তোমাদের যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মফলস্বরূপ (যুখরুফ ৪৩ : ৭২)।

ইবন মুবারক (র) প্রমুখ এই হাদীছটিকে ছাওরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এটি মারুফু' করেননি।

بَابُ وَمَنْ سُورَةُ الْمُؤْمِنِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আল-মু'মিন

৩২৪৬- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ يُسَيْعٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ يَشِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ).

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩২৪৬. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, দু'আ হল ইবাদত। এরপর তিনি বললেন :

(وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ).

তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারে আমার ইবাদত বিমুখ তারা অবশ্যই লাঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মু'মিন ৪০ : ৬০)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ وَمَنْ سُورَةُ حَمِّ السَّجْدَةِ

অনুচ্ছেদ : সূরা হামীম আস-সাজদা

৩২৪৭- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : اخْتَصَمَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ قَلِيلًا فَقَهَ قُلُوبَهُمْ كَثِيرًا شَحْمُ بَطُونِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ : أَتَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ فَقَالَ الْآخَرُ : يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِذَا أَخَفَيْنَا. وَقَالَ الْآخَرُ : إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخَفَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَمَا كُنْتُمْ

تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ).

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩২৪৭. ইব্ন আবু উমর (র)... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়তুল্লাহর কাছে তিন ব্যক্তি বিতর্কে লিপ্ত হয়। এদের দু'জন কুরায়শ গোত্রের আর একজন ছাকাফী। বর্ণনান্তরে দু'জন ছাকাফী একজন কুরায়শী এদের হৃদয়ের অনুধাবন শক্তি ছিল খুবই কম আর পেটের চর্বি ছিল খুবই বেশী। তাদের একজন বলল : আল্লাহ্ সম্পর্কে তুমি কি মনে কর, আমরা যা বলি তিনি কি তা শুনে না? অপরজন বলল : আমরা যখন প্রকাশ্যে কথা বলি তখন তিনি তা শুনেন। আর যখন গোপনে বলি তখন তিনি তা শুনতে পান না। আরেক জন বলল : প্রকাশ্যে বললে যদি শুনতে পান তবে তিনি গোপনে বললেও তা শুনতে পাবেন এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

(وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ).

তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না এই বিশ্বাসে তোমরা কিছুই গোপন করতে না ... (সূরা আস-সাজদা ৪১ : ২২)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩২৪৮- حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنْتُ مُسْتَتِرًا بِاسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَجَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ كَثِيرُ شَحْمٍ بَطُونِهِمْ قَلِيلُ فِقْهِ قُلُوبِهِمْ قُرَيْشِيُّ وَخَتَنَاهُ ثَقَفِيَانِ ثَقْفِي وَخَتَنَاهُ قُرَشِيَانِ، فَتَكَلَّمُوا بِكَلَامٍ لَمْ أَفْهَمُهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ : أَتَرُونَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ كَلَامَنَا هَذَا؟ فَقَالَ الْآخَرُ : إِنَّا إِذَا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا سَمِعَهُ، وَإِذَا لَمْ نَرْفَعْ أَصْوَاتَنَا لَمْ يَسْمَعْهُ، فَقَالَ الْآخَرُ : إِنْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا سَمِعَهُ كُلُّهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، وَلَا أَبْصَارُكُمْ، وَلَا جُلُودُكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ).

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩২৪৮. হান্নাদ (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কা'বা শরীফের পর্দায় লুক্কায়িত ছিলাম। এমন সময় তিনজন লোক এল। এদের পেট ছিল খুবই মেদবহুল কিন্তু হৃদয়ের অনুধাবন শক্তি ছিল খুবই কম। এর এক জন ছিল কুরায়শী অপর দুই জন ছিল ছাকাফী গোত্রীয় এবং তার জামাতা। কিংবা এক জন ছিল ছাকাফী, দুই জন ছিল কুরায়শী গোত্রীয় এবং তার জামাতা। তারা এমন সব কথা আলোচনা করল যা আমি বুঝতে পারিনি। এরপর তাদের এক জন বলল : তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে কি মনে কর, তিনি কি আমাদের এই কথাবার্তা শুনতে পান? অপর জন বলল : আমরা যখন সশব্দে বলি তখন তিনি তা শুনতে পান, আর যখন আমাদের আওয়াজ উচ্চ না করি তখন তিনি তা শুনতে পান না। আরেক জন বলল : তিনি যদি কিছু শুনতেই পান তা হলে তো পুরোপুরিই শুনতে পান।

আবদুল্লাহ (রা) বলেন : আমি এই বিষয়টি নবী ﷺ-এর নিকট আলোচনা করি। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন :

(وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، وَلَا أَبْصَارُكُمْ، وَلَا جُلُودُكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ).

তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না এই বিশ্বাসে তোমরা কিছু গোপন করতে না। উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। তোমাদের রব সম্পর্কে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা হয়েছ ক্ষতিগ্রস্ত (সূরা আস-সাজদা ৪১ : ২২-২৩)।

এই হাদীছটি হাসান।

৩২৪৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ.

৩২৪৯. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩২৫০- حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ، حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ مُسْلِمُ بْنُ قَتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ الْقُطَيْبِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا) قَالَ قَدْ قَالَ النَّاسُ ثُمَّ كَفَرُوا أَكْثَرُهُمْ، فَمَنْ مَاتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مِنْهُمْ اسْتَقَامَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ : رَوَى عَفَّانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَلِيٍّ حَدِيثًا، وَيُرْوَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعْنَى اسْتَقَامُوا.

৩২৫০. আবু হাফস আমর ইবন আলী ইবন ফাল্লাস (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন তিলাওয়াত করলেন : (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا)

যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ, তারপর অবিচলিত থাকে (সূরা আস-সাজদা ৪১ : ৩০)। পরে তিনি বললেন : লোকেরা এই কথা বলেছে কিন্তু পরে অনেকেই তাতে অবিচলিত থাকতে পারেনি। আর যে এই কথার উপর মারা গেছে সেই হল অবিচলিতদের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আমি আবু যুরআ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আফফান (র) আমর ইবন আলী (র) থেকে একটি হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন।

بَابُ وَ مِنْ سُورَةِ الشُّرَى

অনুচ্ছেদ : সূরা আশ্-শূরা

৩২৫১- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا قَالَ : سَأَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَعْجَلْتَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ : إِلَّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

৩২৫১. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন :

(قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)

বল, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না (সূরা আশ্ শূরা ৪২ : ২৩)। আয়াতটি সম্পর্কে ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন সাঈদ ইবন জুবায়র (র) বললেন :

তুমি কি জান না, কুরায়শ গোত্রের এমন কোন শাখা নেই যার সঙ্গে নবী ﷺ-এর আত্মীয়তা ছিল না। এর মানে হল, আমার ও তোমাদের মাঝে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক তা অক্ষুণ্ণ রাখা ভিন্ন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। ইবন আব্বাস (রা) থেকে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

৩২৫২- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَزَّاعِ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي مُرَّةٍ قَالَ : قَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَأَخْبِرْتُ عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ فَقُلْتُ : إِنَّ فِيهِ لَمُعْتَبَرًا، فَاتَّبَيْتُهُ وَهُوَ مُحْبُوسٌ فِي دَارِهِ الَّتِي قَدْ كَانَ بَنَى قَالَ : وَإِذَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ قَدْ تَغَيَّرَ مِنَ الْعَذَابِ وَالضَّرْبِ، وَإِذَا هُوَ فِي قُشَاشٍ فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ بَا بِلَالُ، لَقَدْ رَأَيْتُكَ وَأَنْتَ تَمُرُّ بِنَا تَمْسِكُ بِأَنْفِكَ مِنْ غَيْرِ غُبَارٍ وَأَنْتَ فِي حَالِكَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ : مِنْ بَنِي مُرَّةٍ بَنِ عَبَادٍ، فَقَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَنِ اللَّهِ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ؟ قُلْتُ : هَاتِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يُصِيبُ عَبْدًا نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلَّا بِذَنْبٍ، وَمَا يَغْفُو اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ، قَالَ : وَقَرَأَ (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ) .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩২৫২. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... বানু মুররা গোত্রের জনৈক শায়খ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কূফায় আসলাম। সেখানে আমি বিলাল ইব্ন আবু বুরদা সম্পর্কে অবহিত হলাম (যে, এক সময় ছিল কাযী আর আজ বন্দী)। আমি ভাবলাম, এর মাঝে বেশ শিক্ষা রয়েছে। আমি তার কাছে উপস্থিত হলাম। সে তখন তার ঐ ঘরেই ছিল বন্দী যে ঘর নিজে বানিয়েছিল। মারপিট ও শাস্তির কারণে তখন তার সব কিছুই ছিল বিগড়ানো। তাকে পরিত্যক্ত মূল্যহীন কিছু জিনিসের মাঝে পেলাম। আমি বললাম : হে বিলাল, প্রশংসা তো সবই আল্লাহর। তোমাকে দেখেছি, আমাদের সামনে দিয়ে যেতে আর ধূলার কণা থেকে নাক বাঁচানোর জন্য (অহংকারে) তা ধরে রাখতে। আর আজ তুমি তোমার এই অবস্থায় পড়ে আছ।

সে বলল : তুমি কোন গোত্রের?

আমি বললাম : মুররা গোত্রের।

আমি তোমাকে একটা হাদীছ শোনাব কি? আল্লাহ্ অচিরেই এদ্বারা তোমাকে উপকৃত করবেন।

আমি বললাম : বল।

সে বলল : আমার পিতা আবু বুরদা তার পিতা আবু মুসা (রা)-এর বরাতে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বড় বা ছোট যে কোন বিপদই বান্দার উপর পৌঁছে তা তার গুনাহর কারণেই পৌঁছে থাকে। আর আল্লাহ্ যা মাফ করে দেন তার সংখ্যা আরো বেশী এরপর তিনি পাঠ করলেন :

(وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ)

তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন (সূরা আশ্-শূরা ৪২ : ৩০)।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ وَ مَنْ سُورَةُ الزُّخْرَفِ

অনুচ্ছেদ : সূরা যুখরুফ

৩২৫৩- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ : (مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ، وَحَجَّاجٌ ثِقَةٌ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ ، وَأَبُو غَالِبٍ اسْمُهُ حَزْرُؤٌ .

৩২৫৩. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হেদায়তের পর কোন কওম গুমরাহ হয় না যতক্ষণ না তারা বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। এরপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন : (مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ)।

এরা তো কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই আপনাকে এই কথা বলে, বস্তুত এরা এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায় (যুখরুফ ৪৩ : ৫৮)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

হাজ্জাজ ইবন দীনার (র)-এর সূত্রেই এটি সম্পর্কে আমরা জানি। হাজ্জাজ (র) নির্ভরযোগ্য এবং মুকারিবুল হাদীছ। আবু গালিব (র)-এর নাম হল হাযাওওয়ার।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الدُّخَانِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আদ-দুখান

৩২৫৪- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ سَمِعَا أَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : إِنَّ قَاصًّا يَقْصُرُ يَقُولُ : إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ الدُّخَانُ فَيَأْخُذُ بِمَسَامِعِ الْكُفَّارِ وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَّامِ قَالَ : فَغَضِبَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ إِذَا سئِلَ أَحَدُكُمْ عَمَّا يَعْلَمُ فَلْيَقُلْ بِهِ ، قَالَ مَنْصُورٌ : فَلْيُخْبِرْ بِهِ ، وَإِذَا سئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَإِنْ مِنْ عِلْمِ الرَّجُلِ إِذَا سئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا رَأَى قُرَيْشًا اسْتَعْصَمُوا عَلَيْهِ قَالَ : اللَّهُمَّ أَعِزِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسْبَعِ يُوسُفَ ، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ فَحَصَّتْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا : الْعِظَامُ ، قَالَ : وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ ، فَأَتَاهُ أَبُو سَفْيَانَ قَالَ : إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ لَهُمْ ، قَالَ : فَهَذَا لِقَوْلِهِ : (يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ) قَالَ مَنْصُورٌ : هَذَا لِقَوْلِهِ (رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ) فَهَلْ يُكْشَفُ عَذَابُ الْآخِرَةِ ؟ قَدْ مَضَى الْبَطْشَةُ وَاللَّزَامُ : الدُّخَانُ ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا : الْقَمَرُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : الرُّومُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَاللَّزَامُ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ .

قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩২৫৪. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল : জনৈক কথক বলে থাকে যে, (কিয়ামতের আগে) যমীন থেকে ধূম নির্গত হবে আর তা কাফিরদের কর্ম বিনাশ করে দিবে আর মু'মিনদের ধরবে সর্দির মত।

মাসরুক বলেন : এই শুনে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে গেলেন। তিনি টেক লাগান অবস্থায় ছিলেন সোজা হয়ে বসে গেলেন। এরপর বললেন : তোমাদের কাউকে তার জানা বিষয়ে যদি প্রশ্ন করা হয় তবে সে যেন তা বলে দেয়। আর সে যা জানে না এমন বিষয়ে যদি প্রশ্ন করা হয় তবে বলবে, আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। কারণ

একজনের জন্য এটাও একটা প্রজ্ঞার বিষয় যে, না জানা কোন বিষয়ে যদি তাকে প্রশ্ন করা হয় তবে সে বলবে, আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন :

(قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ)

বলুন, আমি এর জন্য আপনাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই (সাদ ৩৮ : ৮৩)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দেখলেন যে, কুরায়শরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করছে, তারা নাফরমানী করছে তখন তিনি দু'আ করলেন : হে আল্লাহ্‌! এদের ইউসুফ (আ)-এর যুগের মত সাত বছরের দুর্ভিক্ষ আপতিত করে আমাকে এদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। ফলে এরা দুর্ভিক্ষে নিপতিত হয়। এতে সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়। এমন কি চামড়া ও মূর্দা (অন্য রিওয়ায়েতে আছে হাড়ি) পর্যন্ত তারা খেতে থাকে। যমীন থেকে ধূম্র উদগীরণ হতে থাকে।

তখন আবু সুফইয়ান নবীজীর কাছে এসে বলল : আপনার কওম তো ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন।

এই হল আল্লাহ্র এই বাণীর মর্ম : (يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ)

যে দিন স্পষ্টভাবে ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ এবং তা আবৃত করে ফেলবে লোকদেরকে। আর তা হল মর্মভূদ শাস্তি (দুখান ৪৪ : ১০-১১)।

রাবী মনসুর উল্লেখ করেন : (رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ)

তারা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের এই আযাব থেকে মুক্তি দাও ... (দুখান ৪৪ : ১২)। আখিরাতের আযাব কি (কাফিরদের থেকে) অপসৃত হবে?

আবদুল্লাহ বলেন : বাতশা পাকড়াওয়ার আযাব (৪৪ : ১৬)। লিয়াম — অপরিহার্য শাস্তি (২৫ : ৭৭)। দুখান ধূম্র শাস্তি (৪৪ : ১০)। একজন রাবীর বর্ণনায় আছে কামার — চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা। অপর রাবীর বর্ণনায় আছে রুম — রোমকদের পরাজয়ের পর জয়ের ঘটনা সবই হয়ে গেছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী বলেন : নিয়াম হল বদর যুদ্ধের পাকড়াও।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩২০০- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَهُ بِأَبَانَ ، بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ ، وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ ، فَإِذَا

مَاتَ بَكِيًّا عَلَيْهِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْتَظِرِينَ) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَمُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبَانَ

الرُّقَاشِيُّ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ .

৩২৫৫. হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মুমিনের জন্যই (আকাশে) দুটি দরজা রয়েছে। একটি দরজা দিয়ে তার

আমল উথিত হয় আরেকটি দরজা দিয়ে তার রিয়ক অবতীর্ণ হয়। এই মু'মিন যখন মারা যায় তখন দুটো দরজা তার জন্য কাঁদে। আল্লাহর কালামে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে :

(فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ)

আকাশ ও পৃথিবী কেউই এদের জন্য (ফিরআওন গোষ্ঠির জন্য) কাঁদেনি এবং এদের অবকাশও দেওয়া হয় নি (দুখান ৪৪ : ২৯)।

এই হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি মারফু'রূপে আছে বলে আমরা জানি না। মুসা ইব্ন উবায়দা এবং ইয়াযীদ ইব্ন আবান রাকাসী হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে যঈফ।

بَابُ وَ مِنْ سُورَةِ الْأَحْقَافِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আহকাফ

৩২৫৬- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحْيَاةٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أَخِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ لَمَّا أُرِيدَ عُثْمَانُ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ : جِئْتُ فِي نَصْرِكَ، قَالَ : أَخْرِجْ إِلَى النَّاسِ فَاطْرُدْهُمْ عَنِّي فَإِنَّكَ خَارِجٌ خَيْرٌ لِي مِنْكَ دَاخِلٌ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ كَانَ اسْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَانَ فَسَمَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدًا لِلَّهِ وَنَزَلَ فِي آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ نَزَلَتْ فِي (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ أَنْ اللَّهُ لَا يَهْدِيَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) وَنَزَلَتْ فِي (قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) إِنَّ اللَّهَ سَيَفْأُ مَغْمُودًا عَنْكُمْ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ جَاوَرَتْكُمْ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا الَّذِي نَزَلَ فِيهِ نَبِيُّكُمْ، قَالَ اللَّهُ فِي هَذَا الرَّجُلِ أَنْ تَقْتُلُوهُ، فَوَاللَّهِ إِنْ قَتَلْتُمُوهُ لَتَطْرُدُنَّ جِيرَانَكُمْ الْمَلَائِكَةَ وَلَتَسْأَلُنَّ سَيْفَ اللَّهِ الْمَغْمُودَ عَنْكُمْ فَلَا يُغْمَدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ فَقَالُوا اقْتُلُوا الْيَهُودِيَّ وَاقْتُلُوا عُثْمَانَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ.

৩২৫৬. আলী ইব্ন সাঈদ কিন্দী (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)-এর জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা)-কে যখন (বিদ্রোহীদের কর্তৃক হত্যার) পরিকল্পনা করা হয় সে সময় আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) তাঁর কাছে এলেন। উসমান (রা) তাঁকে বললেন : আপনি কেন এসেছেন?

তিনি বললেন : আপনার সাহায্যের জন্য এসেছি।

উসমান (রা) বললেন : আপনি (বিদ্রোহী) লোকদের কাছে যান এবং আমার থেকে এদের হটিয়ে রাখুন। আপনি ভিতরে থাকার চেয়ে বাইরে (গিয়ে এদের হটানো ব্যবস্থায়) থাকা আমার জন্য বেশী কল্যাণকর।

আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) লোকদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। তাদের বললেন : হে লোক সকল! জাহিলী যুগে আমার নাম ছিল অমুক (হাসীন)। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। আমার বিষয়ে আল্লাহর কিতাবে একাধিক আয়াত নাযিল হয়েছে। আমার প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছিল :

(وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَّا وَاسْتَكْبَرْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)

বানু ইসরাঈলের একজন সাক্ষী (আবদুল্লাহ ইবন সালাম) এর অনুরূপ (এক কিতাবে) সাক্ষী দিয়েও এতে (আল-কুরআনে) ঈমান এনেছে। আর তোমরা করলে উদ্ধত্য প্রদর্শন। আল্লাহ জালিমদের হেদায়ত করেন না (সূরা আহকাফ ৪৬ : ১০)।

আমার বিষয়ে আরো নাযিল হয়েছে :

(قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)

আল্লাহ এবং যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে (আবদুল্লাহ) সে আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট (সূরা রাদ ১৩ : ৪৩)।

আল্লাহর তরবারী তোমাদের থেকে খাপবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তোমাদের এই শহর যেখানে তোমাদের নবী অবতরণ করেছেন। ফেরেশ্তারা এখানে তোমাদের প্রতিবেশী। এই মহান ব্যক্তির (উছমান) হত্যার বিষয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহর কসম, তোমরা তাঁকে হত্যা করলে তোমাদের প্রতিবেশী (রহমতের) ফেরেশ্তাগণকে সরিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহর খাপবদ্ধ তরবারি কোষমুক্ত হয়ে যাবে। কিয়ামত পর্যন্ত আর তা কোষবদ্ধ হবে না।

রাবী বলেন, তখন বিদ্রোহীরা বলল : এই ইয়াহুদীটিকে কতল কর, উছমানকে কতল কর।

হাদীছটি গারীব।

শুআয়ব ইবন সাফওয়ান (র) এটিকে আবদুল মালিক ইবন উমায়র-উমার ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন সালাম — তার পিতামহ আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) সূত্রে রিওয়ায়ত করেছেন।

৩২৫৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرِو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَيْبَعَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى مَخِيلَةَ أَقْبَلَ وَأَذْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِي عَنْهُ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : وَمَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ : (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمَطِرُنَا).

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

৩২৫৭. আবদুর রহমান ইবন আসওয়াদ আবু আমর বাসরী (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন মেঘের ঘনঘটা দেখতেন তখন অস্থির হয়ে একবার সামনে যেতেন আরেকবার পেছনে যেতেন। বৃষ্টি হয়ে গেলে তাঁর পেরেশানী বিদূরিত হত। আইশা (রা) বলেন, আমি এই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : কি জানি এই মেঘ হয়ত এমনও হতে পারে যেমন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে ইরশাদ করেছেন : (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمَطِرُنَا)

তারা যখন তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল তখন তারা বলতে লাগল : এই তো মেঘ আমাদের বৃষ্টি দান করবে। কিন্তু পরিণাম তা তাদের জন্য আযাব বয়ে নিয়ে আসে (সূরা আহকাফ ৪৬:২৪)।
হাদীছটি হাসান।

৩২৫৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَلْ صَحِبَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟ قَالَ : مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ وَلَكِنْ قَدِ افْتَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ بِمَكَّةَ، فَقُلْنَا أَقْتُلْ أَوْ اسْتَطِرْ مَا فَعَلَ بِهِ؟ فَبَيَّنَّا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحْنَا أَوْ كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ، إِذَا نَحْنُ بِهِ يَجِيءُ مِنْ قَبْلِ حِرَاءٍ، قَالَ : فَذَكِّرُوا لَهُ الَّذِي كَانُوا فِيهِ، فَقَالَ : أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَاتَّيْتُهِمْ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ فَأَنْطَلَقَ فَأَرَانَا أَثَرَهُمْ وَأَثَرَ نِيرَانِهِمْ . قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَسَأَلُوهُ الزَّادَ وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ فَقَالَ : كُلُّ عَظْمٍ يُذَكَّرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْ فَرَمًا مَا كَانَ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ أَوْ رَوْثَةٍ عَلَفَ لِذَاوِيكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ.
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩২৫৮. আলী ইবন হুজর (র)... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জিনদের সঙ্গে নবীজীর যেদিন সাক্ষাতকার হয় সেদিন আপনাদের কেউ কি তাঁর সঙ্গে ছিলেন?

তিনি বললেন : না, আমাদের কেউ সেদিন তাঁর সঙ্গে ছিল না। মক্কা থাকাকালে একরাতে আমরা তাঁকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমরা ভাবছিলাম, তাঁকে গোপনে হত্যা করে ফেলেছে না কি? তাঁকে কোন জিনে উড়িয়ে নিয়েছে কি? কি হয়েছে তাঁর? সবচেয়ে অস্থির রাত আমরা কাটালাম। শেষে যখন ভোর হয়ে এল বা উষার মুখে হঠাৎ আমরা তাঁকে পেলাম। তিনি হেরার দিক থেকে আসছেন। তাঁরা (সাহাবীরা) তাঁকে তারা যে দুশ্চিন্তায় ছিলেন তা বললেন। নবীজী ﷺ বললেন : জিনদের পক্ষ থেকে একজন আমন্ত্রণকারী আমার কাছে এসেছিল। এরপর আমি তাদের কাছে পৌঁছলাম এবং তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনলাম।

ইবন মাসউদ (রা) বলেন, এরপর নবীজী আমাদের নিয়ে চললেন এবং তাদের চিহ্ন ও তাদের আগুনের চিহ্ন আমাদের দেখালেন।

শাবী (র) বলেন, এরা ছিল জায়ীরা অঞ্চলের জিন। তারা নবী ﷺ-এর কাছে খাদ্যের দরখাস্ত জানায়।

তিনি বললেন : যে হাড়ি (আহারের সময়) বিসমিল্লাহ বলে আহার করা হবে তা তোমাদের হাতে আরো অধিক গোশত পূর্ণ হয়ে আসবে। আর উটের বিষ্ঠা বা গোবর তোমাদের পশু খাদ্য রূপে পাবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা হাড়ি ও বিষ্ঠা দিয়ে ইস্তিজা করবে না। কারণ এ দুটো হল তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ وَمَنْ سُورَةُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : সূরা মুহাম্মদ

৩২৫৯- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَيُرَوَّى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةً . وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ : إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৩২৫৯. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে,

(وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার এবং মু'মিন নর-নারীদের ক্রটির জন্য (সূরা মুহাম্মদ ৪৭ : ১৬)। আয়াত প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন : আমি দিনে সত্তরবারও আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার করি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আল্লাহর নিকট প্রতিদিন শতবার ইস্তিগফার করি।

এটি মুহাম্মাদ ইব্ন আমর আবু সালামা (রা) সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩২৬০- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا هَذِهِ الْآيَةَ : (وَأَنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ) قَالُوا : وَمَنْ يَسْتَبْدِلُ بِنَا؟ قَالَ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَنْكِبِ سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ : هَذَا وَقَوْمُهُ هَذَا وَقَوْمُهُ .

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ .

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ أَيْضًا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

৩২৬০. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে,

(وَأَنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ)

যদি তোমরা বিমুখ হও তবে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন। আর তারা হবে না তোমাদের মত (সূরা মুহাম্মদ ৪৭ : ৩৮)। আয়াতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করলেন।

সাহাবীগণ বললেন : কারা আমাদের স্থলবর্তী হবে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালমান (রা)-এর কাঁধে হাত মারলেন। পরে বললেন : এ এবং এর কওম।

হাদীছটি গারীব। এর সনদটি বিতর্কিত।

আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (র) ও এই হাদীছটি আলা ইব্ন আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৩২৬১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ نَجِيحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ

هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ أَنْ تَوَلَّيْنَا اسْتَبْدَلُوا بِنَا ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا أَمْثَالَنَا؟ قَالَ : وَكَانَ سَلْمَانَ بِجَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

قَالَ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَذَ سَلْمَانَ قَالَ : هَذَا وَأَصْحَابُهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ

مَنْوُطًا بِالثَّرِيَّا لَتَنَآوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ نَجِيحٍ هُوَ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ .

وَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفَّعٍ الْكَثِيرَ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ

৩২৬১. আলী ইব্ন হুজর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় সাহাবী একদিন বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি বিমুখ হই তবে অন্য জাতিকে আমাদের স্থলবর্তী করা হবে এবং তারা আমাদের মত হবে না বলে আল্লাহ তা'আলা যাদের কথা উল্লেখ করেছেন তারা কারা?

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, সালমান (রা) সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালমান (রা)-এর উরুতে থাপ্পড় দিয়ে বললেন : এ এবং এর সঙ্গীরা। যাঁর হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার কসম, ঈমান যদি ছুরাইয়া নক্ষত্রেও লটকে থাকে তবে পারস্যের লোকেরা সেখান থেকেও তা নিয়ে আসবে।

বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর ইব্ন নাজীহ (র) হলেন আলী ইব্ন মাদীনী (র)-এর পিতা। আলী ইব্ন হুজর (র) বহু হাদীছ আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীছটি আলী (র) আমাদেরকে ইসমাইল ইব্ন জা'ফর ইব্ন নাজীহ (র)-এর বরাতে রিওয়ায়ত করেছেন।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ

অনুচ্ছেদ : সূরা ফাতহ

৩২৬২- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عَثْمَةَ. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ اسْفَارِهِ، فَكَلَّمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَكَتَ ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَسَكَتَ ، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَسَكَتَ، فَحَرَكْتُ رَأْسِي فَتَنَحَّيْتُ وَقُلْتُ تَكَلَّتْ أُمُّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، نَزَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَكَلِّمُكَ، مَا أَخْلَقَكَ أَنْ يَنْزَلَ فِيكَ قُرْآنٌ! قَالَ : فَمَا نَسِيتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارَخًا يَصْرُخُ بِي، قَالَ : فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ مَا أَحَبُّ أَنْ لِي مِنْهَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا).

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ مُرْسَلًا .

৩২৬২. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমরা কোন এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। এরপর আবার কথা বললাম কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। তখন আমি আমার বাহন উটটি চালিয়ে সরে এলাম। আমি নিজেকে লক্ষ্য করে বললাম : হে খাত্তাবের বেটা, তোমার মা পুত্রহারা হোন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তুমি তিন তিনবার একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছ কিন্তু তিনি একবারও তোমার সঙ্গে কথা বলেন নি। তোমার বিষয়ে কুরআনে কিছু নাযিল হওয়াটা বিচিত্র নয়। উমর (রা) বলেন, আমি বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারিনি অমনি জনৈক আহ্বানকারীকে আমার নাম নিয়ে ডাকতে শুনে পেলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি বললেন : হে খাত্তাব পুত্র। আজ রাতে আল্লাহ তা'আলা আমার উপর এমন একটি সূরা নাযিল করেছেন, যার বিনিময়ে সূর্যোদিত হয় এমন সব জিনিস (পৃথিবীর সবকিছু) লাভও আমার প্রিয় নয়। সেটি হল : (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا)।

হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

৩২৬৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ) مَرْجِعُهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَى آيَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ قَرَأَهَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا : هَذَا مَرِيئًا يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، قَدْ بَيَّنَّ

اللَّهُ لَكَ مَاذَا يُفَعْلُ بِكَ، فَمَاذَا يُفَعْلُ بِنَا؟ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ (لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) حَتَّى بَلَغَ (فَوْزًا عَظِيمًا) قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفِيهِ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَّةٍ.

৩২৬৩. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

(لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ)

যেন আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ঋটিসমূহ মার্জনা করেন (সূরা ফাতহ ৪৮ : ২)। এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হৃদায়বিয়া থেকে ফেরার সময় নাযিল হয়। নবী ﷺ বললেন : আমার উপর এমন একটি আয়াত নাযিল হয়েছে যেটি আমার নিকট পৃথিবীর সবকিছু থেকে প্রিয়। এরপর তিনি উক্ত আয়াতটি তাঁদের পাঠ করে শুনালেন। সাহাবীগণ বললেন : মুবারকবাদ আপনার জন্য। স্বাচ্ছন্দময় ও অনাবিল জীবন হোক আপনার হে আল্লাহর রাসূল। আপনার সঙ্গে কি আচরণ করা হবে তা তো আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে বলে দিলেন। কিন্তু আমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে? তখন নাযিল হল :

(لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)

আর তা এই জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের দাখিল করবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত সেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপ মোচন করে দিবেন। এটাই তো আল্লাহর কাছে মহা সাফল্য (সূরা ফাতহ ৪৮ : ৫)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এই বিষয়ে মুজাম্মি' ইব্ন জারিয়া (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৩২৬৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ ثَمَانِينَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مِنْ جَبَلِ التُّعَيْمِ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ فَأَخَذُوا أَخْذًا، فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيِّدِيَكُمْ عَنْهُمْ) الْآيَةُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩২৬৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে হাদীছ বর্ণিত যে, (হৃদায়বিয়ার সন্ধিকালে) তানঈম পাহাড় থেকে আশিজন কাফির নবী ﷺ ও সাহাবীদের উপর ফজরের সালাতের সময় অতর্কিতে চড়াও হয় এরা তাঁদের হত্যা করতে চাইছিল। কিন্তু তারা ধরা পড়ে এবং বন্দী হয় অনন্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ এদের মুক্ত করে দেন। এতদ সংশ্রবে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন :

(وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيِّدِيَكُمْ عَنْهُمْ)

তিনিই মক্কা উপত্যকায় এদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত এদের থেকে নিবারণিত রেখেছেন, এদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা (সূরা ফাতহ ৪৮ : ২৪)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩২৬৫- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُرْعَةَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : (وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى) قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .
 قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ قُرْعَةَ .
 قَالَ وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩২৬৫. হাসান ইব্ন কাযাআ বাসরী (র)... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) সূত্রে নবী ﷺ-এর থেকে বর্ণিত যে, (وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى) তাদের সুদৃঢ় করলেন তাকওয়ার কলেমায় (সূরা ফাতহা ৪৮ : ২৬)-এ তাকওয়ার কলেমা হল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

হাদীছটি গারীব। হাসান ইব্ন কাযাআ (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি মারফু' রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। আমি আবু যুরআ (রা)-কে এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনিও এই সূত্র ছাড়া এটিকে মারফু' হিসাবে বর্ণিত বলে চিনতে পারেন নি।

بَابُ وَ مِنْ سُورَةِ الْحَجَرَاتِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আল-হুজুরাত

৩২৬৬- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُوَمِّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جُمَيْلٍ الْجُمَحِيُّ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْمِلْهُ عَلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا تَسْتَغْمِلْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَتَكَلَّمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى ارْتَفَعَتَا أَصْوَاتَهُمَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي، قَالَ : مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ، قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ) فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا تَكَلَّمَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَسْمَعْ كَلَامَهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ قَالَ : وَمَا ذَكَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ جَدَّهُ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مُرْسَلٌ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ.

৩২৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুহান্না (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। আকরা ইব্ন হাবিস (রা) নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। আবু বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাকে তার কাওমের প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করুন।

উমর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাকে প্রশাসক নিয়োগ করবেন না।

তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে কথা কাটাকাটি করতে শুরু করেন। এমনকি তাদের আওয়াজ উচ্চ হয়ে পড়ে। আবু বকর (রা) উমর (রা)-কে বললেন : আমার বিরোধিতা ছাড়া আপনি অন্য কিছু চাচ্ছেন না।

উমর (রা) বললেন : আমি আপনার বিরোধিতা করতে চাই না।

রাবী বলেন, তখন এই আয়াত নাযিল হয় :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ)

হে মু'মিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করবে না (সূরা হুজুরাত ৪৯ : ২)।

রাবী বলেন, এরপর থেকে উমর (রা) নবী ﷺ-এর কাছে যখন কথা বলতেন তখন এত নিম্নস্বরে কথা বলতেন যে, পুনঃ জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত তাঁর আওয়াজ শুনা যেত না।

বর্ণনাকারী বলেন, ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁর মাতামহ আবু বকর (রা)-এর আচরণ সম্পর্কে এতে কিছু উল্লেখ করেন নি।

হাদীছটি গারীব-হাসান।

কোন কোন রাবী এটিকে ইব্ন আবী মুলায়কা (র)-এর বরাতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সনদে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর নাম তারা উল্লেখ করেন নি।

৩২৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حَرْيْثٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِي قَوْلِهِ : (إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ وَإِنْ ذَمِّي شَيْنٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ذَاكَ اللَّهُ . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

৩২৬৭. আবু আম্মার হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র)... বারী ইব্ন আযিব (রা) থেকে,

(إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ)

যারা ঘরের পেছন থেকে আপনাকে উচ্চস্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ... (সূরা হুজুরাত ৪৯ : ৪) প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি একবার দাঁড়িয়ে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার প্রশংসায়ই একজন প্রশংসিত হয় আর আমার নিন্দায়ই একজন নিন্দিত হয়।

নবী ﷺ বললেন : এতো আল্লাহ তা'আলারই এখতিয়ার।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

৩২৬৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَقَ الْجَوْهَرِيُّ الْبَصْرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي جُبَيْرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ لَهُ الْأَسْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةُ فَيُدْعَى بِبَعْضِهَا فَعَسَى أَنْ يَكْرَهُ، قَالَ : فَتَزَلَّتْ : (وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ).
 ﷺ قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، أَبُو جُبَيْرَةَ هُوَ أَخُو ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ بْنِ خَلِيفَةَ أَنْصَارِيِّ.
 حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفْضَلِ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُبَيْرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ نَحْوَهُ.

৩২৬৮. আবদুল্লাহ ইবন ইসহাক জাওহারী বাসরী (র)... আবু জাবীরা ইবন যাহহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এক ব্যক্তির দু'টো তিনটে নাম থাকত। এর কোনটি দিয়ে ডাকা হলে সে সম্ভবত তা অপছন্দ করত। এ প্রসঙ্গে এই আয়াত নাযিল হয় : (وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ).

তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না (সূরা হুজুরাত ৪৯ : ১১)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবু সালামা ইয়াহুইয়া ইবন খালাফ (র)-আবু জাবীরা ইবন যাহহাক (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

আবু জাবীরা ইবন যাহহাক (রা) হলেন ছাবিত ইবন যাহহাক আনসারী (রা)-এর ভাই।

৩২৬৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرِّيَّانِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : قَرَأَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ : (وَأَعْلَمُوا أَنْ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ) قَالَ : هَذَا نَبِيُّكُمْ ﷺ يُوْحَى إِلَيْهِ، وَخِيَارُ أُمَمِكُمْ لَوْ أَطَاعَهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُوا فَكَيْفَ بِكُمْ الْيَوْمَ؟
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرِّيَّانِ فَقَالَ ثَقَّةٌ.

৩২৬৯. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবু নাযরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা) একদিন তিলাওয়াত করলেন : (وَأَعْلَمُوا أَنْ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ) :

তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের মাঝে রয়েছেন আল্লাহর রাসূল। অধিকাংশ বিষয়ে তিনি তোমাদের কথা মানলে তোমরাই কষ্ট পেতে (সূরা হুজুরাত ৪৯ : ৭)। পরে বললেন : ইনি তোমাদের নবী। তাঁর কাছে ওহী আসে। (আর সাহাবীরা হলেন) তোমাদের শ্রেষ্ঠ ইমাম। নবীজী যদি অধিকাংশ বিষয়ে তাঁদের মত লোকদের কথা শুনতেন তবে (পরিণামে) তাদেরও কষ্ট হত। আর আজ তোমাদের কি অবস্থা হবে?

হাদীছটি গারীব-হাসান-সাহীহ।

আলী ইবন মাদীনী (র) বলেন, আমি ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ কান্তান (র)-কে মুস্তামির ইবন রায়ান (র) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন : ইনি ছিকা বা নির্ভরযোগ্য।

৩২৭০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُيبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظَمَهَا بَابَانِهَا : فَالنَّاسُ رَجُلَانِ : بَرٌّ تَقَى كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيْنَ عَلَى اللَّهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ، قَالَ اللَّهُ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ).

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ يُضَعَّفُ، ضَعْفُهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ. قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

৩২৭০. আলী ইবন হুজর (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। বললেন : হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা জাহিলী যুগের অন্ধ অহমিকা এবং পিতৃপুরুষদের নিয়ে গর্ব করার প্রথা ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। মানুষ হল দু'ধরনের। এক প্রকার হল সৎ, পরহেযগার এবং আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান। আরেক প্রকার হল অসৎ, বদবখত এবং আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট। মানুষ হল আদম-এর সন্তান। আল্লাহ তা'আলা আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ).

হে মানুষ, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে। যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সবকিছু জানেন। সব খবর রাখেন (সূরা হুজুরাত ৪৮ : ১৩)।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া আবদুল্লাহ ইবন দীনার-ইবন উমর (রা) সনদে বর্ণিত হাদীছ হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর যঈফ। ইয়াহুইয়া ইবন মাদীন প্রমুখ (র) তাকে যঈফ বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইনি হলেন আলী ইবন মাদীনী (র)-এর পিতা।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা ও আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৩২৭১- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَامِ بْنِ أَبِي

مُطِيعٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ سَلَامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ.

৩২৭১. ফাযল ইব্ন সাহল বাগদাদী আ'রাজ প্রমুখ (র)... সামুরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেছেন : কুলীনত্ব হল বিত্ত-বৈভবের নাম আর মান-মর্যাদা হল তাকওয়ার নাম।

সামুরা (রা)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ। সাল্লাম ইব্ন আবু মুতী (র)-এর সূত্র
ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ قَافٍ

অনুচ্ছেদ : সূরা কাফ

৩২৭২- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ.

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ : هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ

الْعِزَّةِ قَدَمَهُ فَتَقُولُ : قَطُّ قَطُّ وَعِزَّتِكَ ، وَيَزْوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৩২৭২. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন :
জাহান্নাম বলতে থাকবে, আরো আছে কি? শেষে সুমহান রব তাঁর কুদরতী পা তাতে স্থাপন করবেন। সে
তখন বলবে : কাত্ কাত্, হয়েছে হয়েছে। তোমার ইযযতের কসম, হয়েছে। তার একাংশ অন্যাত্বশের মধ্যে
প্রবিষ্ট হয়ে যাবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এই সূত্রে গারীব। এই বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা)-এর বরাতেও হাদীছ বর্ণিত
আছে।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الذَّارِيَّاتِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আয-যারিয়াত

৩২৭৩- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلَامٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي

النُّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ رِبِيعَةَ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ عِنْدَهُ وَافِدٌ

عَادٍ، فَقُلْتُ : أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ وَافِدٍ عَادٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَمَا وَافِدٌ عَادٍ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : عَلَى

الْخَبِيرِ سَقَطَتْ ، إِنَّ عَادًا لَمَّا أَقْحَطَتْ بَعَثَتْ قَيْلًا فَنَزَلَ عَلَى بَكْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَسَقَاهُ الْخَمْرَ وَغَنَّتْهُ الْجَرَادَتَانِ ثُمَّ

خَرَجَ يُرِيدُ جِبَالَ مَهْرَةَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَتِكَ لِمَرِيضٍ فَأَدَاوِيهِ وَلَا لَأَسِيرٍ فَأَقَادِيهِ، فَاسْقِ عَبْدَكَ مَا كُنْتُ مُسْقِيَهُ وَاسْقِ مَعَهُ بَكَرَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، يَشْكُرُ لَهُ الْخَمْرَ الَّتِي سَقَاهُ، فَرَفَعَ لَهُ سَحَابَاتٌ، فَقِيلَ لَهُ : اخْتَرِ احْدَاهُنَّ، فَاخْتَارَ السُّودَاءَ مِنْهُنَّ، فَقِيلَ لَهُ : خُذْهَا رَمَادًا رَمَدَدًا، لَا تَذَرُ مِنْ عَادٍ أَحَدًا، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرْسَلْ عَلَيْهِمْ مِنَ الرِّيحِ إِلَّا قَدْرُ هَذِهِ الْحَلَقَةِ يَعْنِي الْخَاتَمَ، ثُمَّ قَرَأَ (إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ) الْآيَةَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَامِ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانٍ وَيُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ .

৩২৭৩. ইবন আবু উমর (র)... রাবীআ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তাঁর কাছে আদ জাতির প্রতিনিধির কথা আলোচনা করা হয়। আমি বললাম : আদ প্রতিনিধির মত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর পানাহ চাই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আদ প্রতিনিধির বিষয়টি কি?

আমি বললাম : অবহিত একজনের কাছেই জিজ্ঞাসা করেছেন। আদ জাতি যখন অনাবৃষ্টিতে নিপতিত হল তখন তারা কায়লকে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে (মক্কায প্রার্থনার জন্য) প্রেরণ করে। সে মক্কার বকর ইবন মুআবিয়ার আতিথ্য গ্রহণ করে। বকর তাকে মদ পান করায় এবং জারাদা নামের দুই গায়িকা তাদের গান গেয়ে শোনায়। পরে সে মাহরা পাহাড়ের দিকে রওয়ানা দেয় সেখানে গিয়ে সে বলল : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কোন অসুস্থ ব্যক্তির বিষয়ে আসিনি যে তাকে চিকিৎসা করাব, কোন বন্দীর বিষয়ে আসিনি যে তার মুক্তিপণের ব্যবস্থা করব। আপনার বান্দাদের পানি বর্ষণ করুন, যাদের আপনি পানি সিঞ্জন করছেন না। মদ্য পান করানোর জন্য বকর ইবন ওয়াইলের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বলল : এতদসঙ্গে বকর ইবন ওয়াইলের জন্যও পানি বর্ষণ করুন।

আকাশে বহু মেঘ দেখা দিল। বলা হল : এগুলোর একটিকে গ্রহণ কর। সে নিকষ কাল একটি মেঘ গ্রহণ করল। বলা হল : বিচূর্ণ ভস্ম নাও। আদ জাতির আর কাউকে ছাড়বে না।

নবীজী ﷺ উল্লেখ করেছেন যে, এই আংটিটির পরিমাণ বায়ু তাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিল। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : (إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ)

যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম অকল্যাণকর বায়ু। যা কিছু উপর দিয়ে তা প্রবাহিত হল তা সব কিছুই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল (সূরা যারিয়াত ৫১ : ৪১-৪২)।

একাধিক রাবী এই হাদীছটিকে সালাম আবুল মুনযির-আসিম ইবন আবু নাজুদ-আবু ওয়াইল-হারিছ ইবন হাস্‌সান (হারিছ ইবন ইয়াযীদ নামেও কথিত) (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৩২৭৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ. حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّحْوِيُّ أَبُو الْمُنْذِرِ. حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ يَزِيدَ الْبَكْرِيِّ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ غَاصُ بِالنَّاسِ، وَإِذَا رَايَاتٌ سَوْدٌ تَخْفُقُ، وَإِذَا بِلَالٌ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ : مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالُوا : يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَجْهًا ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ سَفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِمَعْنَاهُ قَالَ : وَيُقَالُ لَهُ الْحَرِثُ بْنُ حَسَّانٍ أَيْضًا.

৩২৭৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... হারিছ ইব্ন ইয়াযীদ বাকরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায়ে এসে মসজিদে নববীতে গেলাম। দেখলাম মসজিদটি লোকে পরিপূর্ণ। কাল রঙের বহু পতাকা পত পত করছে। বিলাল (রা)-কেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে তরবারি সজ্জিত দেখতে পেলাম।

আমি বললাম : লোকদের কি বিষয়?

লোকেরা বলল, নবীজী আমর ইব্ন আসকে এক অভিযানে প্রেরণের ইচ্ছা করেছেন।

এরপর রাবী সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) বর্ণিত হাদীছের মর্মে (৩২৭৩ নং) পূর্ণ হাদীছটির উল্লেখ করেন।

হারিছ ইব্ন ইয়াযীদ (রা) হারিছ ইবন হাসসান নামেও কথিত আছেন।

بَابُ وَمَنْ سُورَةُ الطُّورِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আত-তুর

৩২৭৫- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرَّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ رِشْدَيْنَ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا بَارَ النُّجُومُ الرُّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَإِذَا بَارَ السُّجُودُ الرُّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا تَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ رِشْدَيْنَ بْنِ كُرَيْبٍ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَرِشْدَيْنَ بْنِ كُرَيْبٍ أَيُّهُمَا أَوْثَقُ؟ قَالَ : مَا أَقْرَبَهُمَا، وَمُحَمَّدٌ عِنْدِي أَرْجَحُ.

قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ : مَا أَقْرَبَهُمَا عِنْدِي، وَرِشْدَيْنَ بْنِ كُرَيْبٍ أَرْجَحُهُمَا.

عِنْدِي. قَالَ : وَالْقَوْلُ عِنْدِي مَا قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَرِشْدَيْنِ أَرْجَحُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَقْدَمُ، وَقَدْ أَدْرَكَ رِشْدَيْنِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَرَأَاهُ.

৩২৭৫. আবু হিশাম রিফাঈ (র)... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন :
 ادْبَارُ النُّجُومِ الرُّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَادْبَارُ السُّجُودِ الرُّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

তার পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে এবং তারকার অস্তগমনের পরও (সূরা তুর ৫২ : ৪৯) হল ফজরের পূর্বের দু'রাকআত সুন্নাত। আর সালাতের পরও (সূরা কাফ ৫০ : ৪০) হল বাদ মাগরিব দু'রাকআত সুন্নাত।

হাদীছটি গারীব। মুহাম্মদ ইবন ফুযায়ল-রিশদীন ইবন কুরায়ব (র) সূত্র ছাড়া এটি মারফু' বলে আমাদের জানা নেই।

মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কুরায়ব-এর দুই পুত্র মুহাম্মদ এবং রিশদীনের মাঝে অধিকতর আস্থাযোগ্য কোনজন?

তিনি বললেন : এরা কতই না পরস্পর সন্নিহিত : তবে আমার মতে মুহাম্মদ অধিক নির্ভরযোগ্য।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান দারিমী (র)-কেও আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন : এরা পরস্পর কতই না সন্নিহিত। তবে আমার দৃষ্টিতে তাদের মাঝে রিশদীন ইবন কুরায়ব (র) অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, আবু মুহাম্মদ দারিমী যে মত ব্যক্ত করেছে সেটিই ঠিক। মুহাম্মদ (র)-এর ছন্দনায় রিশদীন (র) অধিকতর আস্থাযোগ্য। রিশদীন (র) ইবন আব্বাস (রা)-কে পেয়েছেন এবং তাঁকে দেখেছেন।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ النَّجْمِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আন-নাজম

৩২৭৬- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرِفٍ عَنْ مَرْثَةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى قَالَ : انْتَهَى إِلَيْهَا مَا يَعْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يَنْزِلُ مِنْ فَوْقُ. قَالَ : فَأَعْطَاهُ اللَّهُ عِنْدَهَا ثَلَاثًا لَمْ يُعْطِهِنَّ نَبِيًّا كَانَ قَبْلَهُ، فَرَضْتُ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ خَمْسًا، وَأَعْطَيْ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَغَفَرَ لِأُمَّتِهِ الْمُقْحَمَاتِ مَا لَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : (إِذَا يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى) قَالَ : السِّدْرَةُ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ سُفْيَانُ : فَرَأَشُ مِنْ ذَهَبٍ، وَأَشَارَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ فَأَرَعَدَهَا. وَقَالَ غَيْرُ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ : إِلَيْهَا يَنْتَهِي عِلْمُ الْخَلْقِ لَا عِلْمٌ لَهُمْ بِمَا فَوْقَ ذَلِكَ.

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.

৩২৭৬. ইবন আবু উমর (র)... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মি'রাজের সময়) সিদরাতুল মুত্তাহায় গিয়ে পৌঁছলে তাঁকে আল্লাহ তা'আলা সেখানে এমন তিনটি জিনিস দান করলেন যা তাঁর পূর্বের আর কোন নবীকে তিনি দেন নি। সিদরাতুল মুত্তাহা হল এমন একটি স্থান যেখানে পৃথিবীর যা কিছু আছে তা সেখানে উত্থিত হয় আর উর্ধলোকে যা আছে তা অবতারিত হয় সে তিনটি জিনিস হল : পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হল, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো দেওয়া হল তাঁকে আর আল্লাহর সঙ্গে শিরক না করা পর্যন্ত তাঁর উম্মতের বড় বড় গুনাহসমূহও মাফ করে দেওয়া হল।

ইবন মাসউদ (রা) (إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى)

যখন বৃক্ষটি যদ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত (সূরা নাজম ৫৩ : ১৬) প্রসঙ্গে বলেন : সিদরা বৃক্ষটি হল ষষ্ঠ আকাশে।

সুফইয়ান (র) তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে তা নাড়িয়ে বললেন : (বৃক্ষটিকে আচ্ছাদিত করে আছে) স্বর্ণ পতঙ্গ।

রাবী মালিক ইবন মিজওয়াল (র) ব্যতীত অন্যান্যরা বলেন : সিদরা পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়ে যায় সৃষ্টির জ্ঞান। এর উর্ধলোকের জ্ঞান তাদের নেই।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩২৭৭- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِهِ

(فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى جِبْرِيلَ وَلَهُ سِتْمَانَةُ جَنَاحٍ

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

৩২৭৭. আহমদ ইবন মানী (র)... শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى)

তাদের মাঝে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল বা আরো কম (সূরা নাজম ৫৩ : ৮) আয়াতটি প্রসঙ্গে যিরর ইবন হুবায়শ (র)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন : ইবন মাসউদ (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ জিবরীল (আ)-কে দেখেছিলেন। তাঁর পাখা হল ছয় শ'।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

৩২৭৮- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَقِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَعْبًا بِعَرَفَةَ فَسَأَلَهُ

عَنْ شَيْءٍ فَكَبَّرَ حَتَّى جَاوَبَتْهُ الْجِبَالُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ، فَقَالَ كَعْبٌ : إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ رُؤْيَيْهِ وَكَلَامَهُ

بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى، فَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْنِ، وَرَأَاهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ.

قَالَ مَسْرُوقٌ : فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ : هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ : لَقَدْ تَكَلَّمَتْ بِشَيْءٍ قَفَّ لَهُ شَعْرِي،

قُلْتُ : رُوِيَأُ ثُمَّ قَرَأْتُ (لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى) قَالَتْ : أَيْنَ يَذْهَبُ بِكَ؟ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ، مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ أَوْ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَهُ أَوْ يَعْلَمُ الْخَمْسَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ) فَقَدْ أَعْظَمَ الْفَرِيَةَ وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ ، لَمْ يَرَهُ فِي صُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ : مَرَّةً عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَمَرَّةً فِي جِيَادٍ لَهُ سِتْمَائَةٌ جَنَاحٌ قَدْ سَدَّ الْأَفْقَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَحَدِيثُ دَاوُدَ أَقْصَرُ مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ.

৩২৭৮. ইব্ন আবু উমর (র)... শাবী (র) থেকে বর্ণিত। আরাফায় ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে কা'ব আহবার (রা)-এর সাক্ষাত হয়। তিনি কা'বকে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলে কা'ব (এত জোরে) তাকবীর ধ্বনি দেন যে, পাহাড়ে পাহাড়ে তা প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন : আমরা বানু হাশিম।

কা'ব (রা) বললেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর দর্শন ও কথন মুহাম্মদ ﷺ ও মূসা (আ)-এর মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন। মূসা (আ) তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন দু'বার আর মুহাম্মদ ﷺ তাঁকে দেখেছেন দু'বার।

মাসরুক (র) বলেন : আমি পরে আইশা (রা)-এর কাছে গেলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। মুহাম্মদ কি তাঁর রবকে দেখেছেন?

তিনি বললেন : তুমি এমন এক কথা উচ্চারণ করেছ যে ভয়ে আমার লোম খাড়া হয়ে গেছে।

আমি বললাম : একটু ধীরে আম্মাজান। এরপর আমি পাঠ করলাম : (لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى)

তিনি তো তাঁর রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছেন (সূরা আন-নাজম ৫৩ : ১৮)। তিনি বললেন : (আসল মর্ম ফেলে) কোথায় নিয়ে চলল তোমাকে? (তিনি যাকে দেখেছেন) ইনি তো হলেন জিবরীল। মুহাম্মদ (স) তাঁর রবকে দেখেছেন বা তাঁকে যে সব বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে সবার কোন কিছু গোপন করে রেখেছেন বা (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ)

আল্লাহর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান (সূরা লুকমান ৩১ : ৩৪)। আয়াতে যে পাঁচটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে সে পাঁচটি বিষয় তিনি জানেন বলে কেউ যদি তোমাকে খবর দেয় তবে সে আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ দিল। আসলে তিনি জিবরীলকে দেখেছেন। কেবল মাত্র দু'বারই তিনি তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন। একবার সিদরাতুল মুত্তাহার কাছে। আরেকবার (মক্কার) জিয়াদ উপত্যকায়। ছয় শ' পাখা আছে তাঁর। দিগন্ত ভরাট হয়ে গিয়েছিল তখন।

দাউদ ইব্ন আবু হিন্দ (র) শাবী-মাসরুক... আইশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীছটির অনুরূপ মর্মে রিওয়ায়ত করেছেন।

দাউদ (র) বর্ণিত হাদীছটি মুজালিদ (র) বর্ণিত হাদীছ অপেক্ষা সংক্ষিপ্ততর।

৩২৭৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ نُبَهَانَ بْنِ صَفْوَانَ لِبَصْرِيِّ النُّفَعِيِّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ . حَدَّثَنَا سَلَمُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ قُلْتُ : أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ) قَالَ : وَيَحْكُ ذَاكَ إِذَا تَجَلَّى بِنُورِهِ الَّذِي هُوَ نُورُهُ وَقَالَ أَرِيَهُ مَرَّتَيْنِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

৩২৭৯. মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন নাবহান ইবন সাফওয়ান ছাকাফী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন।

আমি বললাম : আল্লাহ তা'আলা কি বলেন নি যে, (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ)

তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত ... (সূরা আনআম ৬ : ১০৩)।

তিনি বললেন : বিনাশ হোক, এ অবস্থা হল তো তখন যখন তিনি তাঁর আসল নূরে তাজাল্লী করেন।

মুহাম্মদ ﷺ তো তাঁর রবকে দু'বার দেখেছেন।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

৩২৮০- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَمَوِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ (وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزَّلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى - فَتَوَحَّى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى - فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدْ رَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩২৮০. সাঈদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ উমাবী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে,

(وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزَّلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى - فَتَوَحَّى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى - فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى)

নিশ্চয় তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন। প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট (সূরা নাজম ৫৩ : ১৩-১৪)।

এবং ফলে তাদের মধ্যে ব্যবধান রইল দুই ধনুকের বা আরো কম। তখন আল্লাহ তার বান্দার প্রতি যা

ওহী করার তা ওহী করলেন (সূরা নাজম ৫৩ : ৯-১০) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন :

নবী ﷺ তাঁকে (আল্লাহকে) অবশ্যই দেখেছেন।

এই হাদীছটি হাসান।

৩২৮১- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبْنُ أَبِي رِزْمَةَ وَأَبُو نَعِيمٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى) قَالَ : رَأَاهُ بِقَلْبِهِ .
 قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩২৮১. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى) যা তিনি দেখেছেন তাঁর অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি (সূরা নাজম ৫৩ : ১১) প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : মুহাম্মদ ﷺ তাঁকে তাঁর হৃদয়ে অবলোকন করেছেন।
 এই হাদীছটি হাসান।

৩২৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ : لَوْ أَدْرَكْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : عَمَّا كُنْتَ تَسْأَلُهُ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَسْأَلُهُ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَ : هَلْ سَأَلْتَهُ فَقَالَ نُورَانِيُ أَرَاهُ.
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩২৮২. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যারর (রা)-কে বললাম : নবী ﷺ -কে যদি পেতাম তবে একটি বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম।
 তিনি বললেন : কি বিষয়ে তাঁকে তুমি জিজ্ঞাসা করতেন?
 আমি বললাম : তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম, মুহাম্মদ ﷺ কি তাঁর রবকে দেখেছেন?
 তিনি বললেন : نُورَانِيُ أَرَاهُ.
 তিনি (আল্লাহ) তো জ্যোতির্ময় নূর। কেমন করে দেখব আমি তাঁকে।
 হাদীছটি হাসান।

৩২৮৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَأَبْنُ أَبِي رِزْمَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى) قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِبْرِيلَ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَقَرَفٍ قَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩২৮৩. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে, (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى) তিনি যা দেখেছেন তাঁর অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি (সূরা নাজম ৫৩ : ১১) প্রসঙ্গে বর্ণিত যে, তিনি

বলেছেন : সূক্ষ্ম রেশমী ছল্লা পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। আকাশ ও যমীন ভরাট করে ফেলেছিলেন তিনি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩২৮৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﷺ

إِنْ تَغْفِرَ اللَّهُ تَغْفِرَ جَمًّا وَآيُ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلْمَأُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَكْرِيَّا بْنِ إِسْحَقَ.

৩২৮৪. আহমাদ ইবন উছমান আবু উছমান আল বাসরী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে,

(الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ)

ছোট-খাট ত্রুটি করলেও যারা বিরত থাকে কবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে.... (সূরা নাজম ৩২ : ৩২) প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ, মাফ করবে যদি তবে বড় সব গুনাহই মাফ করে দাও তুমি। এমন বান্দা কে আছে তোমার ছোট ছোট ত্রুটিতে যে নিপতিত হয় নি?

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। যাকারিয়া ইবন ইসহাক (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ وَمَنْ سُورَةُ الْقَمَرِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আল-কামার

৩২৮৫- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنَى فَانْشَقَّ الْقَمَرُ فَلَقَّتَيْنِ

: فَلَقَةً مِنْ رِوَاءِ الْجَبَلِ، وَفَلَقَةً نُونَهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَشْهَدُوكُمْ، يَعْنِي (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ

الْقَمَرُ).

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩২৮৫. আলী ইবন হুজর (র)... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিনায় ছিলাম। এমন সময় চাঁদ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল — একটি অংশ পাহাড়ের ওদিকে অপর অংশটি এদিকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন :

তোমরা লক্ষ্য করে দেখ (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ).

কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হল (সূরা কামার ৫৪ : ১) আয়াতটির মর্ম এই।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২২৮৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ ﷺ آيَةَ فَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ، فَنَزَلَتْ (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) إِلَى قَوْلِهِ (سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ) يَقُولُ : ذَاهِبٌ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩২৮৬. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কাবাসীরা নবী ﷺ-এর কাছে তাঁর নবুওয়াতের নিদর্শন দেখতে চাইল। তখন মক্কায় দু'বার চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা ঘটে। এপ্রসঙ্গে নাযিল হয় : (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ)

কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র হল বিদীর্ণ। এরা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে : এতো চিরাচরিত যাদু (সূরা কামার ৫৪ : ১-২)। (سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ) যা বিলীন হয়ে যায়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২২৮৭- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ : أَشْهَدُوا. قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩২৮৭. ইব্ন আবু উমর (র)... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়। তখন তিনি আমাদের বলেছিলেন : তোমরা লক্ষ্য করে দেখ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২২৮৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : انْفَلَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَشْهَدُوا. قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩২৮৮. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে চন্দ্র বিদীর্ণ হয় তখন তিনি আমাদের বললেন : তোমরা দেখে রাখ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

৩২৮৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ
 عَنْ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى صَارَ فَرْقَتَيْنِ : عَلَى هَذَا الْجَبَلِ، وَعَلَى
 هَذَا الْجَبَلِ، فَقَالُوا سَحَرْنَا مُحَمَّدٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَئِنْ كَانَ سَحَرْنَا مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ.
 قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ
 عَنْ جَدِّهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ نَحْوَهُ.

৩২৮৯. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... জুবায়র ইবন মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে চন্দ্র বিদীর্ণ হয় এমন কি তা দু'টুকরা হয়ে যায় — এক টুকরা এই পাহাড়ে, আরেক টুকরা ঐ পাহাড়ে।

কাফিররা বলল : মুহাম্মদ আমাদের যাদু করেছে।

তাদের কেউ কেউ বলল : সে আমাদের যাদু করতে পারলেও সব মানুষকেই তো আর যাদু করতে পারবে না।

কোন কোন রাবী এই হাদীছটিকে হুসায়ন-জুবায়র ইবন মুহাম্মদ ইবন জুবায়র ইবন মুতইম — তার পিতা — তার পিতামহ জুবায়র ইবন মুতইম (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩২৯০- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ دَرَّاجٍ. قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْخَزَوْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَتْ مُشْرِكُوا قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْقَدْرِ،
 فَنَزَلَتْ (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ نُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلْقْنَاهُ بِقَدَرٍ)،
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩২৯০. আবু কুরায়ব ও আবু বকর বন্দার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিক কুরায়শরা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাকদীর সম্পর্কে বিতণ্ডা করতে এল। এই প্রসঙ্গে নাযিল হয় :

(يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ نُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلْقْنَاهُ بِقَدَرٍ)

যে দিন এদেরকে উপড় করে টেনে নেওয়া হবে জাহান্নামের দিকে সে দিন এদেরকে বলা হবে জাহান্নামের যন্ত্রণা আশ্বাদন কর। আমি তো প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছি তাকদীর অনুসারে (সূরা কামার ৫৪ : ৪৮-৪৯)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الرَّحْمَنِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আর-রাহমান

৩২৯১- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَاقِدٍ أَبُو مُسْلِمٍ السَّعْدِيُّ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا ، فَقَالَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) قَالُوا : لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعْمِكَ رَبَّنَا نَكْذِبُ فَلَكَ الْحَمْدُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ . قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ : كَانَ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الَّذِي وَقَعَ بِالشَّامِ لَيْسَ هُوَ الَّذِي يُرْوَى عَنْهُ بِالْعِرَاقِ كَأَنَّهُ رَجُلٌ آخَرُ قَلَبُوا اسْمَهُ ، يَعْنِي لِمَا يَرَوْنَهُ عَنْهُ مِنَ الْمَنَاقِيرِ . وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ : أَهْلُ الشَّامِ يَرَوْنَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَنَاقِيرَ ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَرَوْنَ عَنْهُ أَحَادِيثَ مُقَارِبَةً .

৩২৯১. আবদুর রহমান ইব্ন ওয়াকিদ আবু মুসলিম (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের কাছে বের হয়ে এলেন। তাঁদের কাছে তিনি সূরা আর-রাহমান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। তাঁরা সকলেই চুপ করে শুনলেন। তিনি শেষে বললেন : জিন-রজনীতেও আমি এই সূরা জিনদেরকে তিলাওয়াত করে শুনিয়েছিলাম। তোমাদের তুলনায় উত্তম প্রতিউত্তর দাতা ছিল তারা। যখনই আমি, (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ)

“সুতরাং তোমরা উভয় সম্প্রদায় তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?” এ আয়াত তিলাওয়াত করতাম। তখনই তারা বলত :

لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعْمِكَ رَبَّنَا نَكْذِبُ فَلَكَ الْحَمْدُ .

“তোমার নিয়ামতের কোন কিছুই আমরা অস্বীকার করি না হে আমাদের প্রভু। সব তারীফ তো তোমারই।”

কুরআন তাফসীর

৫৪৩

হাদীছটি গারীব। ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম-যুহায়র ইব্ন মুহাম্মদ (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীছ ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেছেন : যে মুহাম্মদ ইব্ন যুহায়র শামে ছিলেন তিনি যেন সেই যুহায়র নন, যার বরাতে ইরাকে রিওয়ায়ত বর্ণনা করা হয়ে থাকে। বহু মুনকার হাদীছ বর্ণনা করতে দেখে তাঁর নাম বদলে ফেলেছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র)-কে আমি বলতে শুনেছি শামবাসীরা যুহায়র ইব্ন মুহাম্মদ-এর বরাতে বহু মুনকার হাদীছ বর্ণনা করে থাকে। ইরাকবাসীরা তাঁর বরাতে সাহীহ হাদীছ বর্ণনা করেন।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা—২০০৬-২০০৭—প্র/ ৯৬৬৫(উ)—৫,২৫০



বাংলা হাদিস